



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
April 2023

"মিষ্টি বাচ্চারা - লক্ষ্য-রূপী সাবানের দ্বারা আল্মারূপী বস্ত্রকে পরিষ্কার করো, ভিতরে কোনো ময়লা থাকা উচিত নয়"

*প্রশ্নঃ - পুরুষার্থী বাচ্চারা কর্মের কোন গুহ্য গতিকে জেনে পুরুষার্থে সদা তৎপর থাকে ?

*উত্তরঃ - আল্মার উপরে অনেক জন্মের পাপকর্মের বোঝা রয়েছে, অনেক কড়া সংস্কার রয়েছে, সেই সংস্কারগুলিকে যোগ ব্যতীত পরিবর্তন করতে পারা যায় না। আল্মা পাপকর্ম করতে করতে সম্পূর্ণ ময়লা হয়ে গেছে, সেইজন্য একে সাফ করার পরিশ্রম করতে হবে। তা স্মরণ ব্যতীত পরিষ্কার হবে না। স্মরণে ঝড় তুফানও আসবে, যতই ঝড় ঝঞ্ঝা আসুক সে সর্বদা পুরুষার্থে লেগে থাকবে।

*গীতঃ- আমি একটি ছোট বাচ্চা, তুমি হলে বলবান, প্রভুজী আমার লাজ রাখো....

ওম্ শান্তি । এখন যারা যারা এসে বাবার বাচ্চা হয় তারা নিজেই বলে - হে বাবা, আমি এখন নতুন ছোট বাচ্চা। কেউ এক মাসের, কেউ ৮ দিনের, এখানে তো সকলেই ছোট, তাই না ! নতুন বাচ্চারা বলবে আমরা ছোট। কারোর ২০, কারোর ১৫ বছর হয়েছে। বৃদ্ধি পেতে থাকে। বলে - বাচ্চা তো হয়েছি কিন্তু ছোট বাচ্চা। আমাদেরকেও নিজের উত্তরাধিকার দিয়ে দাও অথবা আমাদের উপর জ্ঞানের বর্ষণ করো। জ্ঞান বর্ষণ তো হয়, তাই না! এঁনাকে ভাগ্যশালী রথ বলা হয়, যিনি জ্ঞান-গঙ্গা নিয়ে এসেছেন বা জ্ঞান অমৃত নিয়ে এসেছেন, ওঁনার খুব নাম। তিনি হলেন ভগীরথও, অর্জুনও, তাকে দক্ষ প্রজাপতিও বলা হয়ে থাকে। হলেন তো একজনই প্রজাপিতা, যিনি সকলকে লক্ষ্য দিয়ে থাকেন। অনেক বাচ্চারা আসে যাদের বস্ত্র একদম ময়লা পুরানো হয়ে গেছে। কোনো কাপড় কেমন, তো কোনোটা কিরকম ! কোনোটি তো এমন খারাপ যে ধোওয়ার ফলে একদম ছিঁড়ে যায়। বাবা বলেন - এই ধোপাঘাট কত বছর ধরে চলে আসছে। কাপড় ধোওয়াই হয়ে চলেছে। কেউ তো ভালো হয়ে গেছে। কাউকে তো যতই সাফ করো তারপরেও ময়লা তো ময়লাই রয়ে যায়। জ্ঞানের লাঠি জোরে মারলে তা ছিঁড়ে যায়। পালিয়ে যায়। যে পরিষ্কার হয় না, শুদ্ধ হয়ে অন্যদের শুদ্ধ করে না তখন বোঝা যায় যে এদের ভাগ্যে নেই। যে নিজে ভালো (শুদ্ধ) হয়ে যায় সে অন্যদের কাপড়ও ধুতে থাকে। এ হলো ধোপাঘাট। আল্মা পবিত্র হলে তখন শরীরও পবিত্র পাওয়া যায়। শ্যাম থেকে সুন্দর হয়ে যায়। এইসময় সকলেই হলো শ্যামবর্ণ। বাবা তো এসেছেনই সম্পূর্ণরূপে রাজার-রাজা বানাতে কারণ সকলেই হলো পাপাচ্চা, তাই না ! এই জন্ম তো জানা হয়ে যায়। পরবর্তী জন্ম তো জানা যায় না, বোঝালেও বোঝেনা, শোধরায় না তখন বোঝা যায় যে -- মনে হয় পূর্বে কোনো পতিত আল্মা ছিল যে সংস্কার সংশোধন করে না। যেমন গরম তাওয়ায় জল পড়লেই শুকিয়ে যায়।

বাবা এসে লক্ষ্য সোপ (সাবান) এর দ্বারা সাফ করেন। প্রত্যেকের নাড়ি দেখা হয়। বাবা তো সহজভাবে বুঝিয়ে থাকেন। বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে আল্মা পবিত্র হতে থাকবে। নষ্টমোহও হতে হবে। বাবা হলেন মোস্ট বিলভেড (সর্বাপেক্ষা প্রিয়), অর্ধেক-কল্প ভক্তরা ভক্তি করেছে, দ্বাপর থেকে। তারাই পুনরায় দেবী-দেবতা হবে। জানতে পারা যায়। তিনি বলেন উঠতে-বসতে আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। যেমন কুমারীদের বাগদান হয়ে যায় তখন একের-অপরের স্মরণ থাকে, তাই না ! এখানে তো প্রিয়তমকে (বাবাকে) আরোই ছেড়ে ভাগলি হয়ে যায়। যে প্রিয়তম স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেয় তাঁকে স্মরণই করে না। এভাবে আর কেউ বলতে পারে না। আমি পূর্ব কল্পের মতন অজামিলের মতো পাপী আল্মাদের উদ্ধার করতে এসেছি। কারোর কাপড় ভালো, কারোর কাপড় ময়লা। স্ত্রী বলে -- বাবা আমাদের পবিত্র শুদ্ধ বানাও। পুরুষ আবার বলে আমরা তো বিকার ছাড়া থাকতে পারি না। ঝগড়া হয়ে যায়। অবলাদের উপরে কত অত্যাচার হয়। যে পবিত্র থাকে না সে কত বিঘ্নের সৃষ্টি করে। সন্ন্যাসীদের তো কেউ রুখতে পারে না। গভর্নমেন্টও তো বলতে পারেনা যে তোমাদের সন্তানাদির দেখাশোনা কে করবে ? এখানে এই ব্যাপারে ঝগড়া হয়ে থাকে। একজন পবিত্র হয়, অন্যজন আবার অজামিল পাপী হয়ে রয়ে যায়। যে পাকাপোক্তভাবে নিশ্চয়বুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে যায় সে কারোর পরোয়া করে না। সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হয়ে যায়। রাজস্ব-কেও ত্যাগ করতে প্রস্তুত । ভক্তিমার্গে মীরার উদাহরণ রয়েছে। ভক্তিমার্গে এইরকম অনেকেই হয়েছে। এখানে অতি কষ্টে কেউ কেউ বেরোয়। হ্যাঁ, এইরকমও বেরোবে, বলবে আমাদের তো পবিত্র হতে হবে। সাথে সাথে বলবে আমাদের রাজস্বের কোনো পরোয়া নেই। যেমন ওই রাজাদের রানীদের প্রতি কোনো পরোয়া নেই, ত্যাগ করে দেয়, তেমনই এখন রানী হবে যারা রাজাদের পরোয়া করবে না। ব্যস, আমরা তো স্বর্গে মালিক হবো। ভক্তিমার্গে রাজাদের নাম রয়েছে, যারা সন্ন্যাস নিয়েছে। এখন এ হলো জ্ঞানমার্গ। প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে আমরা কতখানি ধোপা হতে পেরেছি? কেন ভালো ধোপা হবো না! ধোপাদের মধ্যেও নশ্বরের অনুক্রম হয়, তাই না ! বিদেশে

কাপড় ধোওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেয় তাহলে অবশ্যই তারা ভালো কাপড় পরিষ্কার করে নিশ্চয়ই। এখানেও এমনই হয়। কেউ তো তৎক্ষণাৎ সাফ(শুদ্ধ) হয়ে শ্রীমতে চলতে শুরু করে। পবিত্র হয় এবং করে। পুরুষ পবিত্র না হলে তখন স্ত্রীদের কত সহ্য করতে হয়। আজকাল তো অনেক সতর্কতা বজায় রাখতে হয় কারণ প্রত্যেক মানুষ ৫ ভূতের বশে রয়েছে। ক্রোধের বশেও অনেক লোকসান করে ফেলে। বলেও থাকে - বাবা আমরা পরবশ হয়ে গেছি। দেহ-অহংকার এসে যায়। দেহ-অহংকার আসার কারণেই আবার আরও বিকার চলে আসে। নিজেকে দেহী মনে করে বাবাকে স্মরণ না করলে তখন রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে। মনে ভুফান তো আসবেই কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা তা করা যাবে না।

বাবা বলেন - বিশ্বের মালিক হওয়া কোনো মাসীর বাড়ি নাকি! (সহজ নয়)। লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক হয়েছেন তাহলে অবশ্যই কিছু তো পুরুষার্থ করেছেন, তাই না! অবশ্যই বাবা বসে স্বর্গের জন্য রাজা রানী তৈরী করেন তাহলে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। এক বাবারই হলো শ্রীমৎ। বাকি সবই হলো ভূতের মত (বিকারী মত)। শ্রীমৎ-কে ভুলেছো আর এই মত এসেছে। তৎক্ষণাৎ মায়া আঘাত করে মাথা নীচু করিয়ে দেয়। নিজেকে দেখা উচিত, আমি কতখানি ময়লা? ভালো ভালো কন্যারা যেমন কুমারকা (দাদী প্রকাশমণি) ইত্যাদিরা রয়েছে.... সার্ভিস করছে। বাচ্চারা, পুঁতিগন্ধময় কাপড় ধুতে, ৫ বিকারের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে যায়। কারোর কাম-বিকারের ভুত চাপলে তখন সুনামের বদলে বদনাম করে দেয়। খারাপ (নোংরা) হয়ে গেলে তাদের বি.কে খোড়াই বলবে! তখন তাদের রেজিস্টার একদম খারাপ হয়ে যায়। বাবা পরিষ্কার করার জন্য কত গুণ-মুণ্ড মারেন। বলেন - বাবাকে স্মরণ করো তবেই কাপড় সাফ হবে, নাহলে ভুত আসতে থাকবে। ধারণা না হলে তখন বোঝা উচিত যে আমি কোথাও অনেক ময়লা রয়ে গেছি। পূর্ব জন্মে মনে হয় আমি অত্যন্ত খারাপ ছিলাম। লজ্জা পাওয়া উচিত। পুরুষার্থ না করলে তখন নোংরা নোংরাই রয়ে যায়। সুযোগ্য হয়ে ওঠে না। তোমরা এখানে আসো উপযুক্ত হয়ে উঠতে। ভালো কাপড় হলে তখন সূর্যবংশী বা চন্দ্রবংশী হবে। বাবা এখন অসীমের বিশাল বুদ্ধি দিয়েছেন। সমগ্র দুনিয়ার চক্রকে তোমরা জেনে গেছো। মানুষ বলেও থাকে - হে পতিত পাবন! তাহলে অবশ্যই তিনি একজনই হবেন, যাকে হেভেনলি গডফাদার বলা হয়ে থাকে। তিনি হলেন নিরাকার। যখন এই ধোপাঘাট ছিল তখন থেকে ৫ হাজার বছর হয়েছে। বাবা বলেন - ৫-৫ হাজার বছর পরে ভারতেই ধোপীঘাট বানাই। এই যোগের দ্বারা তোমরা চির পবিত্র হয়ে যাবে, তারপর ২১ জন্ম তোমাদের পতিত হতে হবে না। ওখানে মায়া নেই। পবিত্র হয়ে ওঠা ব্যতীত তোমরা বৈকুণ্ঠে যেতে পারবে না। প্রজা তো অসংখ্য হয়, কিন্তু এতে রাজী হওয়া উচিত নয়।

গাওয়া হয়ে থাকে - "তুমি মাতা পিতা আমি বালক তোমার, তোমার কৃপায় রাজত্বের সুখ অগাধ আমার, নাকি প্রজার(প্রজা হওয়ার)। এ তো হলোই দুঃখধাম। অবশ্যই ধনবান হয় কারণ ভালো কর্ম করে। এ হলো লৌকিক রাজত্ব, স্বর্গের হলো পারলৌকিক রাজত্ব। দুই-ই কিভাবে পাওয়া যায় - এও তোমরা বাচ্চারা ভালোই জানো। বাবা বলেন - আমার শ্রীমতানুসারে চললে, তারপর ২১ জন্ম তোমরা সাজাভোগ করবে না। এমন নয় যে কাজকর্ম ত্যাগ করে এখানে বসে থাকতে হবে। বাচ্চাদেরকে তোমাদের লালন-পালন করতে হবে। তারা তোমাদের রচনা। কাজকর্মে লোকসান বা লাভ তো হতেই থাকে। সত্যযুগে থাকে প্রালব্ধ(ফলভোগ)। সেখানে লোকসানের কোনো কথা নেই। এখানে তোমরা শ্রীমতানুসারে এত লাভ করো যে ২১ জন্ম লোকসানের কোনো কথাই নেই। সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন না করলে তখন পদ কম প্রাপ্ত হবে। শ্রীমতে চলে নষ্টমোহ হলে তখন ভালো পদই পেয়ে যাও। তারা এখানেই মান পায়। নম্বরের ক্রমানুসারে রাজত্ব প্রাপ্ত হয় তাহলে মাতা-পিতাকে ফলোফাদার করা উচিত। মাদার-ফাদার কর্ম শেখেন এবং শেখান। বলেন - শ্রীমতে চলো, বিকারে যেও না। সংযমে চলো। অনেক যুক্তি বলতে থাকেন। অবিনাশী সার্জেন হলেন বাবা। বাকি সকলেই হলো পেশেন্টস্। তোমরা সহযোগী হও। তোমরা হলে সহকারী সার্জেন, নম্বরের ক্রমানুসারে। সবচেয়ে দক্ষ অবিনাশী সার্জেন শিববাবা হলেন অদ্বিতীয়। সার্জেনদের মধ্যেও নম্বরের অনুক্রম হয়, তাই না! কেউ তো লক্ষ্যও উপার্জন করে, কেউ আবার পুরো পেটও ভরাতে পারে না। কেউ চলতে চলতে বাবার হাত ছেড়ে দিলে তখন তার উদ্দেশ্যে বলা হবে, ছিঃ ছিঃ! এ তো হলো ময়লা কাপড়, তাই না! অনেক জন্মের সংস্কার আকর্ষণ করে, তাই না! তখন জ্ঞান ধারণ করতে পারে না। জ্ঞানের রং চড়ে না। এও হলো ড্রামা। বাবা আসেনই সুখ প্রদান করার জন্য। সাধুদেরকেও নির্বাণধামে নিজেদের সেকশন ক্রমানুসারে পাঠিয়ে দেবেন। ভারতের যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম রয়েছে, তা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নিজের ধর্ম-কর্ম থেকে ব্রষ্ট হয়ে গেছে। দেবী-দেবতা বলার মত কেউই নেই। না থাকলে তবেই তো আমি এসে স্থাপন করবো। তাহলে অবশ্যই অন্য আরো ধর্মের আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মানুষ মুক্তিধামেই যেতে চায়। বাবা বলেন - আমি এরজন্যই এসেছি। সেজন্য বাচ্চাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত - আমরা কি আগে অনেক অপবিত্র ছিলাম যে ধারণা হয় না? মাঝা-বাবার পদ প্রাপ্ত করতে না পারলে, তখন গিয়ে দাস-দাসী হবো। বাবা বলেন - আমি পতিতদের পবিত্র বানাতে আসি। এই শরীরের আধার নিয়েছি। না হলে পতিতদের পবিত্র কিভাবে করবো? বাচ্চারা তোমরা বলবে

বাবার দ্বারা আমরাই পবিত্র দেবী-দেবতায় পরিণত হচ্ছি। এখনও হইনি, এখন হলাম পুরুষার্থী। শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। এই নলেজ বাবা-ই দেন। নলেজফুল একমাত্র গডফাদারকেই বলা হয়ে থাকে। তিনিই সমগ্র ব্রহ্মান্ড, মূললোক, সূক্ষ্মলোক, স্থূললোক, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সমাচার শুনিতে থাকেন। তোমরাও নলেজফুল হয়ে যাও। কেউ তো নলেজফুল হয়ে যায়, কেউ তো একদমই ধারণ করেনা। মনে করে তাদের ভাগ্যে নেই। ভালো বাচ্চারা অত্যন্ত ভালোভাবে পুরুষার্থ করে। এছাড়া ঘর- পরিবার তো সামলাতেই হবে। শুরুতে এদের ১৪ বছরের ভাটি ছিল। কাপড় ধুতে ধুতে কত সুন্দর গৌরবর্ণ হয়ে গেছে। কেউ ভেঙে পড়ে, কেউ ময়লা তো ময়লাই থেকে যায়। আজকাল তো সাত দিন অতি কষ্টেই স্থিত হতে পারে। প্রথমে তো সম্পূর্ণই ভাটি ছিল। ভাটি না থাকলে তোমরা কীভাবে তৈরি হতে? ইট, ভাটিতে পাকে তাইনা ! তারপরেও কিছু কাঁচা থেকে যায়, কিছু ভেঙে যায়। এখানেও এইরকম - অনেক কাপড় ফেটে যায়, শ্রীমতে না চলার কারণে সাফ হয় না। এখন আত্মাদের পরমাত্মার সাথে বাগদান করানো হয়। শিববাবা বলেন - আমি হলাম চির-পবিত্র। আমাকে স্মরণ করতে থাকো তবেই তোমরা পবিত্র হতে থাকবে। গৃহস্থী জীবনে থেকে এই অভ্যাস করো। যে ভালো বাচ্চা সে তৎক্ষণাৎ অভ্যাস করতে লেগে পড়ে। খুশিতে থাকে। রাতে জেগে থেকে নিজের আত্মাকে ধোয় (সাফ করে)। বোঝে যে পবিত্র হলে তখন কাপড় (শরীর) পবিত্র প্রাপ্ত হবে সেইজন্য বাবা বলেন নিদ্রাজিৎ হও। বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। অমৃতবেলায় সময়কাল সঠিক। সেইসময়ে স্মরণ করার পরামর্শ দেন। ঘুম এলে চোখে তেল লাগিয়ে নাও। মানে পুরুষার্থ করো। শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়, স্মরণ করো। অবশ্যই মায়া ঝড় ঝঞ্ঝা নিয়ে আসবে তবুও তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমতে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। সংযম এবং যুক্তি অনুসারে চলতে হবে। রেজিস্টার খরাপ হতে দেওয়া চলবে না।

২) নিদ্রা-জীৎ হয়ে বিশেষ করে অমৃতবেলায় আত্মাকে সাফ করার জন্য বাবার স্মরণে থাকতে হবে। জ্ঞান-যোগে আত্মাকে পবিত্র বানাতে হবে।

বরদানঃ:- একটি সংকল্পে স্থির থেকে মহাভীর্থে প্রত্যক্ষতা করা কর্তব্যপরায়ণ (জিহ্মেদার) আত্মা ভব এই আবু হলো বিশ্বের কাছে লাইট হাউস। এই মহা ভীর্থের প্রত্যক্ষতার জন্য সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের একটাই সংকল্প হোক যে প্রত্যেক আত্মাই এখান থেকে ঠিকানা পায়। সকলের কল্যাণ হোক। যখন এই শুভ আশার প্রদীপ সকলের ভিতরে জাগরিত হবে, সকলে সহযোগ দেবে তখনই কার্যে সফলতা আসবে। মন থেকে যেন এই আওয়াজ বেরোয় যে এ হলো আমার দায়িত্ব। যখন প্রত্যেকেই নিজেকে এইরকম দায়িত্ববান মনে করবে তখনই প্রত্যক্ষতার কিরণ আকাশ (বাবার) ঘর থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

স্লোগানঃ:- অন্তর্মুখতার বিশেষত্বকে ধারণ করে নাও তাহলে সকলের দোয়া (আশীর্বাদ) প্রাপ্ত হতে থাকবে।

এই মাসের সমস্ত মুরলী (ঈশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা মুখকমলের দ্বারা নিজের ব্রহ্মা-বৎসদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীদের সম্মুখে ১৮-০১-১৯৬৯ -এর পূর্বে উচ্চারণ (শুনিয়েছিলেন) করেছিলেন। এ কেবল ব্রহ্মাকুমারী'জ অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি.কে. বিদ্যার্থীদের শোনানোর জন্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"স্বমানে স্বাতির সুইচ অন থাকলে দেহবোধের অন্ধকারের সমাপ্তি"

আজ অকালমূর্ত বাবা অকাল আসনধারী, বিশ্ব কল্যাণের মুকুটধারী, ললাটে ঝলমলে বিন্দুর তিলকধারী বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেকেই আসনধারীও, মুকুটধারীও, সকলেরই তিলক ঝলমল করছে। সকলের ললাটের মাঝে আত্মা বিন্দু নক্ষত্রসম দৃশ্যমান। তোমরা সবাইই নিজের আসন, মুকুট আর তিলক দেখছ। বাপদাদার, সভার সবাইকে মুকুট আর তিলকধারী সিংহাসনাসীন প্রতীয়মান হচ্ছে। এটা অলৌকিক সভা, কলিযুগী রাজ্যসভা আর সত্যযুগী রাজ্যসভা থেকে কত স্বতন্ত্র আর অনুপম! তো এমন সভার অধিকারী আত্মারা কত প্রিয় ও সুন্দর! তোমাদের সকলের নিজস্ব এই আসন, মুকুট আর তিলকধারী স্বরূপ প্রিয় লাগে, তাই না। যখন অকাল তথতাসীন, অকালমূর্ত, শ্রেষ্ঠ আত্মা এই স্থিতিতে স্থিত হয়ে আসনে বসে তখন এই স্থিতি কত শ্রেষ্ঠ! সকলের শ্রেষ্ঠ স্থিতির ঝলকানি এই মুখমণ্ডলকে ফরিস্তা বানিয়ে দেয়। সাধারণ মুখ নয়, ফরিস্তা মুখ। তো ফরিস্তা মুখ কত সুন্দর ও প্রিয়! ফরিস্তা সকলের খুব প্রিয় লাগে, কারণ ফরিস্তা সকলের হয়, শুধু এক-দুইয়ের জন্য নয়। তাদের দৃষ্টি অসীম জগতের, বৃত্তি অসীম জগতের, স্থিতি অসীম জগতের। ফরিস্তা সকল আত্মার প্রতি পরমাত্ম-বার্তাবাহক। ফরিস্তা সদা উড়তি কলার। ফরিস্তারা সকলের সম্বন্ধ এক বাবার সঙ্গে জুড়ে দেয়। ফরিস্তা অর্থাৎ ডবল লাইট। দেহ আর দেহের সম্বন্ধ থেকে পৃথক, হাল্কা। ফরিস্তা অর্থাৎ যে নিজের আচার-আচরণ আর চেহারা দ্বারা সবাইকে বাবা সমান বানায়। ফরিস্তা অর্থাৎ সহজভাবে আপনা থেকেই অনাদি এবং আদি সংস্কার ইমার্জ রূপে দেখায়। ফরিস্তা অর্থাৎ যার নিমিত্ত ভাব, নির্মান স্বভাব আর সকলের প্রতি কল্যাণের শ্রেষ্ঠ ভাবনা থাকে। এরকম ফরিস্তা তোমরা, তাই না? নেশার সাথে বলা আমরা হবো না তো কে হবে! নেশা আছে তো না! তো বাপদাদা এই রকম ফরিস্তাদের দরবার দেখছেন। শুধু এই স্বমানে স্থিত থাকায় দেহবোধ আপনা থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

বাবা দেখেন যে, বাচ্চারা দেহবোধকে ছাড়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করে। দেহবোধের এক রূপকে ছাড়ে তো দ্বিতীয়টা এসে যায়, দ্বিতীয়টা ছাড়ে তো তৃতীয়টা এসে যায়। কিন্তু ছেড়ে দেওয়া সবসময়ই মুশকিল হয় আর ধারণ করা সহজ হয়। তাইতো বাপদাদা বলেন, সদা স্বমানে থাকো। যেখানে স্বমান থাকে সেখানে দেহবোধ আসতে পারে না। সুতরাং ছেড়ে দেওয়ার পরিশ্রম ক'রো না, বরং স্বমানে স্থিত থাকার অ্যাটেনশন রাখো, আর সঙ্গমযুগে স্বয়ং বাবা দ্বারা কত ভালো ভালো স্বমান তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে। প্রাপ্ত করতে হবে না, প্রাপ্ত হয়ে আছে। নিজেদের স্বমানের লিস্ট বের করো। কত বড় লিস্ট! সারা কল্পে যে কোনো খ্যাতিনামা আত্মার যতই স্বমান অর্থাৎ টাইটেলস হোক, হতে পারে তা' রাজনেতা বা অভিনেতা কিংবা ধর্মাত্মা বা মহান আত্মা, তাদের যদি টাইটেল গুলিও করো, তবুও তোমাদের স্বমানের লিস্ট থেকে বেশি হতে পারে? আর রোজ সকাল সকাল বাপদাদা স্বমানের স্মৃতি মনে করিয়ে দেন, স্বমানে স্থিত করান। যদি রোজই নতুন থেকে নতুন একটা স্বমান স্মৃতিতে রাখো তবে স্বমানের সামনে দেহবোধ এমনভাবে পালিয়ে যায়, যেমন আলোর সামনে অন্ধকার সরে যায়। না সময় লাগে, না পরিশ্রম লাগে। সুতরাং বারবার ভিন্ন ভিন্ন দেহবোধকে শেষ করে দেওয়ার জন্য পরিশ্রম কেন করো? স্বমানের স্মৃতির সুইচ অন করতে জানো না কি? যতই ঘন কালো মেঘ সূর্যের আলোকে লুকিয়ে রাখুক না কেন, কিন্তু তোমাদের কাছে অটোমেটিক ডায়রেক্ট পরমাত্ম-লাইটের কানেকশন আছে। ডায়রেক্ট লাইন আছে তো না? লাইন ক্লিয়ার আছে নাকি লিকেজ রয়েছে। হয়তো কারও কাছে লিঙ্ক আছে কিন্তু লিকেজ হয়ে যায়। তো ডায়রেক্ট লাইন কত পাওয়ারফুল হয়! ডায়রেক্ট কানেকশন আছে নাকি ইন-ডায়রেক্ট আছে? সবার ডায়রেক্ট লাইন আছে তো না? ডায়রেক্ট লাইন সকলের প্রাপ্ত হয়েছে? তাহলে তো একটা মেঘ কি, সমস্ত মেঘও যদি এসে যায়, অন্ধকার করতে পারবে কি? স্মৃতির সুইচ ডায়রেক্ট লাইন দ্বারা অন করলে এত লাইট এসে যাবে যে, স্বয়ং তো লাইটের মধ্যে থাকবেই, কিন্তু অন্যান্যদের জন্যও লাইট হাউস হয়ে যাবে। এরকম হয় তো না? তোমরা অনুভাবী, তাই না? কিন্তু কখনো কখনো অনুভবকে পাশে সরিয়ে রাখো। আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু কখনো কখনো আনুকূল্যে থাকার পরিবর্তে নিজেরা সরে যাও। পরিশ্রম লাগে কি? সদা লাগে না, কখনো কখনো লাগে! সুইচ অন করতে কি ভুলে যাও? বাস্তবে, মাস্টার সর্বশক্তিমান, এই একটা স্বমানও যদি মনে থাকে তবে পরিশ্রমের কোনো ব্যাপারই নেই। মার্গ পরিশ্রমের নয়, কিন্তু হাই ওয়ের পরিবর্তে অলিগলিতে চলে যাও কিংবা গল্ভব্যের লক্ষ্য থেকে আরও সামনে এগিয়ে যাও, তাইতো ফিরে আসার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। বাপদাদা সদা আপন স্নেহ আর সহযোগের কোলে বসিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। কোলে বসে গল্ভব্যে পৌঁছানোতে কেন মুশকিল হয়? স্নেহ আর সহযোগের কোল থেকে বের হয়ে কখনো অন্য কিছু আকর্ষণ করে সেইজন্য চক্কর দিতে বেরিয়ে যাও। ক্লান্তও হয়ে যাও, তারপর পরিশ্রমও অনুভব করো। তাহলে, এই বছরে কী করবে?

পরিশ্রম সমাপ্ত। স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসায় (লভ) লীন হয়ে যাও, লভলীন হয়ে সর্ব কার্য করো। যে লীন হয়ে যায় তার আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, আকর্ষণ করে না। তাইতো ভালোবাসার আনন্দে থাকো। এমন কী কেউ আছে যে বলবে, বাবার প্রতি আমার প্রীতি নেই, লভ নেই! সবার লভ আছে তো না! কিন্তু কখনো তোমরা লভ-এ থাকো, কখনো লাভ-এ লীন থাকো। নয়তো দেখ, মন-বুদ্ধি দ্বারা তোমাদের স্থিতিতে সর্ব-সম্বন্ধে বাবার সাথে রয়েছে। সাথে রয়েছে আর সেবাতে সবসময় বাবা তোমাদের সার্থী। তো স্থিতিতে সাথে আছে আর সেবাতে সার্থী। যেখানে সদা সাথেও আছে আর সার্থীও আছেন, তাহলে সেখানে মুশকিল কি আছে! পরম আত্মার মহিমাই আছে, তিনি মুশকিলকে সহজ করেন। এমন বাবা তোমাদের সাথে আছেন এবং তিনি তোমাদের সার্থী, তো মুশকিল কী হতে পারে? তাহলে কেন মুশকিল বানাও তোমরা?

সময় অনুসারে বাবা স্বয়ং প্রত্যেক বাচ্চাকে সর্ব-সম্বন্ধের অফার করেন। যথা সময়ে যথাযথ সম্বন্ধের সাথে থাকো এবং তাঁকে সার্থী বানাও। কোনো কোনো সময় তো সম্বন্ধের সাথে সার্থী বানাও আর কোনো কোনো সময় সার্থীকে একপাশে সরিয়ে দাও। তারপর আবার বলো, একাকীত্ব ফিলিং হয়। চলতে চলতে একলা মনে হয়। আর একলা হওয়াতে কী হয়? নিজের শ্রেষ্ঠ জীবন সাধারণ জীবন অনুভব হয়। তারপর বলো 'বোরিং লাইফ' হয়ে গেছে, কিছু চেঞ্জ দরকার। একদিকে, বাপদাদাকে এই ব'লে খুশি করো, আমি তো কস্মাইন্ড। কস্মাইন্ড কখনো একা হয় কী? খুব ভালো ভালো কথা বলো, বাবা আমি তো কস্মাইন্ড হয়েই আছি। ১৫-২০ বছর পার হয়ে গেলে তো বলো চেঞ্জ দরকার, একলা হয়ে গেছি। বাস্তবে, দুনিয়াতেও দেখ, লোকে যদি চেঞ্জ চায় তো কেউ সাগরের কিনারে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, কেউ মনোরঞ্জনের দিকে চলে যায়, ড্যান্স করে, কেউ গীতের আনন্দে মেতে ওঠে। কেউ কম্পানী তথা কম্প্যানিয়নের সাহচর্য খোঁজে। এই রকমই করো তো না! এই সব খেলা করো? খেলার দুনিয়ায় বাগানে চলে যাও! এখানে জ্ঞান সাগরের কিনারা, সেটা ভুলে যাও। যদি সাগর পছন্দ হয় তাহলে সাগরতীরে বসে যায়। বাবা তো জ্ঞানসাগর, তাই না। বাবা কি কম্প্যানিয়ন (সার্থী) নন? তাঁর থেকে আনন্দ কি আসে না? নাকি মনে করো বিন্দু থেকে আর কি মজা আসবে! তোমাদের সবার সদা মনোরঞ্জনের জন্য ব্রহ্মা বাবাও অব্যক্ত হয়েছেন। কিন্তু এখানে তো সদার সার্থী প্রয়োজন, তাই না! যখনই নিজেকে একলা অনুভব করবে তখনই সেইসময় বিন্দু রূপ স্মরণ করো না। সেটা কঠিন হবে, তাতে বোর হয়ে যাবে (একঘেয়েমিতে বিরক্ত হওয়া)। বরং নিজের ব্রাহ্মণ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সুন্দর অনুভবের কাহিনীগুলো স্মৃতিতে নিয়ে এসো। অনুভবের কাহিনীর বই তোমাদের সকলের কাছে আছে। যখন বোর হয়ে যাও তখন নভেলস্ পড় তো না! অতএব, নিজেরা নিজেদের কাহিনীর বই খোলো আর সেগুলো পড়ায় বিজি হয়ে যাও। নিজের স্বপ্নানের সীটে বিজি হয়ে যাও। নিজেদের স্বপ্নানের লিস্ট সামনে নিয়ে এসো, নিজেদের প্রাপ্তির লিস্ট সামনে নিয়ে এসো। ব্রাহ্মণ সংসারের বিচিত্র প্র্যাকটিক্যাল সব কাহিনী স্মৃতিতে নিয়ে এসো। যেভাবে নিজেকে চেঞ্জ করার জন্য সমাচার পত্র পড়ার আধার নিয়ে থাকো, ঠিক সেভাবে ব্রাহ্মণ সংসারের কত অলৌকিক সমাচার আদি থেকে এখন পর্যন্ত দেখেছ বা শুনেছ। সমাচার পত্রও তোমাদের কাছে আছে। অনেকের তো সমাচার পত্র না পড়লে মানসিক শান্তি আসে না। পেপারও তোমাদের কাছে আছে। পেপার পড়ো। তোমরা স্বরলিপি আর ড্যান্স করতে তো জানোই। বিনা ক্লাস্তিতে তোমরা ড্যান্স করো। মন্বনাভব হওয়াই সবচাইতে বড় মনোরঞ্জন, কারণ সর্ব-সম্বন্ধের রস বা অনুভূতি করাই মন্বনাভব। শুধু বাবার রূপে কিংবা বিশেষ তিন রূপের সম্বন্ধের অনুভব নয়, বরং সর্ব-সম্বন্ধের দ্বারা স্নেহের অনুভব করতে পারো। সম্বন্ধে স্মরণ তো করো কিন্তু ফারাক কী হয়ে যায়, এক হলো বুদ্ধি দ্বারা নলেজের আধারে সম্বন্ধকে স্মরণ করা, আরেক হলো হৃদয় (পরম বুদ্ধি) থেকে সেই সম্বন্ধের স্নেহে, লভ-এ লীন হয়ে যাওয়া। অর্ধেক তো করো বাকী অর্ধেক থেকে যায়, সেইজন্য অল্প সময় তো ঠিক থাকো, অল্প সময় বাদে শুধু বুদ্ধি দ্বারা যখনই সম্বন্ধ স্মরণ করেছ তখনই বুদ্ধিতে অন্য বিষয় চলে আসায় হৃদয় পরিবর্তন হয়ে যায়। তারপরে পরিশ্রম করতে হয়। এরপরে কী বলো — আমি তো স্মরণ করছি বাবা আমার কম্প্যানিয়ন, কিন্তু কম্প্যানিয়ন তো সম্বন্ধের দায়িত্ব পালন করেননি! কিছু অনুভব তো হয়নি! এই সব বুদ্ধি দ্বারা স্মরণ করেছ। হৃদয়ে স্নেহকে সমাহিত করনি। যখনই কোনও বিষয় বুদ্ধিতে আসে তখন তা' বেরিয়েও যায় তাড়াতাড়ি। কিন্তু হৃদয়ে যদি সমাহিত হয়ে যায় তা' সারা দুনিয়া হৃদয় থেকে বের করতে চাইলেও, তবুও বের করতে পারে না। সুতরাং সর্ব-সম্বন্ধকে সময় অনুসারে, যে সময় যে সম্বন্ধের আবশ্যকতা আছে, আবশ্যকতা রয়েছে বন্ধুর আর স্মরণ করবে বাবাকে তবে আনন্দ হবে না, সেইজন্য যে সময়, যে সম্বন্ধের অনুভূতি প্রয়োজন, সেই সম্বন্ধকে স্নেহে হৃদয়ে অনুভব করো। তখন পরিশ্রমও লাগবে না আর বোরও হবে না সদা মনোরঞ্জন। তো এই বছর কী করবে?

পরিশ্রম থেকে বের হতে হবে। প্রতি মাসে শুধু ও.কে. লিখো আর কিছু লিখো না। ও.কে. থেকে বাবা বুঝে যাবেন, পরিশ্রম করা থেকে তোমরা বেরিয়ে গেছ। লম্বা লম্বা পত্র লিখো না, নয়তো বলবে পত্র তো লিখেছি, জবাব পাই না। এমন নয় যে, তোমাদের পত্র পৌঁছায় না। তোমরা পত্র লেখা শুরু করার সাথে সাথেই কম্পিউটারে আগে এসে যায়, পোস্টে পরে

পৌঁছায়। বাপদাদা প্রতিদিন মুরলীতে সবাইকে এত সব লম্বা পত্রের জবাব দেন। রোজ পত্র লেখেন। এত লম্বা পত্র কেউ লেখে! সুতরাং, দেখ নিজের এত স্বমানকে, তোমাদের সকলের প্রতি পরমাত্মার কত স্নেহ-ভালোবাসা! পরমাত্মার স্নেহ-ভালোবাসা আছে তবেই তো পত্র লেখেন অর্থাৎ মুরলীতে উত্তরও দেন আর স্মরণ-স্নেহও দেন। যদি কোনও কোশ্চেন ওঠে কিংবা কোনও সমস্যা সামনে আসে তবে মুরলী থেকে রেসপন্স পাওয়া যায়। তাহলে, আর কখনও অভিযোগ ক'রো না যে উত্তর আসেনি। বাদবাকি এটা ভালো করো, যে বিষয়ই মনে আসে তা' বাবার সামনে রাখো অর্থাৎ মন থেকে বের করে দেওয়া। তোমরা যদিও সেটা করো, তবুও শর্ট লেখ। পত্র যখনই লেখ তখনই সেই সময় মন তো হালকা হয়ে যায় তো না! কেননা, দিয়ে দিয়েছ, তাই না। আবার পরের দিনের মুরলী সেই বিধিতে দেখ, যা আমি পত্রে লিখেছি তার উত্তর কী রয়েছে! রেসপন্স পাও তো না। অসীম জগতের বাবা, সুতরাং অসীম পত্র লিখবেন, খোড়াই ছোট লিখবেন।

বাপদাদা দেখেছেন যে, চারদিকের ডবল বিদেশি বাচ্চারা গভীরভাবে একনিষ্ঠতার সাথে সেবাতে নিয়োজিত রয়েছে। প্রত্যেককে দেখছেন একে অপরের থেকে প্রিয়। যদি নাম উল্লেখ করেন তো কত নাম উল্লেখ করবেন! সেইজন্য সবাই তোমরা নিজের নামে বিশেষ সেবার রিটার্নে অভিনন্দন স্বীকার করো। নাম নিতে শুরু করলে মালা বানাতে হবে। কিন্তু মালার সব দানা বাপদাদার সামনে আছে। সময় সময়তে অসীম জগতের সেবা আরও সফলতা সম্পন্ন হয়ে চলেছে। বর্তমান সময়ে বিদেশে বিশেষ দুটো সেবার রেজাল্ট ভালোভাবে প্রত্যক্ষ হয়েছে। অনেক রকমের সেবা তো চলতেই থাকে, কিন্তু বিশেষ এক এই গ্লোবাল বুক, যা পরিশ্রম করে তৈরি করা হয়েছে, তার নিমিত্ত চারদিকের বিশেষ আত্মাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসা সহজ হয়ে গেছে। সুতরাং যে বাচ্চারা মন-প্রাণ দিয়ে আন্তরিক ভালোবাসায় সময় দিয়েছে, সহযোগ দিয়েছে, তার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে সেবার নিমিত্ত আত্মাদের বাপদাদা পদম্ গুন অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তাছাড়া, সেইসঙ্গে এখন যে ডায়ালগ বা রিড্রিট করেছ তার রেজাল্টও আগের থেকে বেশি ভালো ছিল। আর সব দেশ থেকে যারা এতে সহযোগ দিয়েছে তাদের সবাইকে অভিনন্দন। ভালো লক্ষ্য (পরিচল্পনা) রেখেছ। তো চারদিকে এই দুই ধরনের সেবার ভালোই ধুমধাম চলছে আর পরেও চলতে থাকবে। বাপদাদার স্মরণ আছে, পূর্বে বিদেশ থেকে ভি. আই. পি. দের তো বাদই দাও, আই. পি.দের নিয়ে আসাও মুশকিল লাগত। আর এখন সহজ লাগে, তাই না! তো এটা সেবার প্রত্যক্ষফল। তাছাড়া, কত-কতো-র আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছে। যাদের হাতেই বুক (বই) পৌঁছায়, তাদের সকলের আশীর্বাদ কা'দের খাতায় জমা হয়? যারা নিমিত্ত হয়। হতে পারে তারা সেবার নিমিত্ত, বা বানানোর সেবার অথবা আইডিয়া বের করার বা লেখার সেবার - সব আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। তো কত আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়! অনেক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, তোমরা শুধু রিসিভ করো। নিজেদের মধ্যেই যদি বিজি থাকো তবে আশীর্বাদ রিসিভ করতে পারো না। আর যে সকলই আই. পি. কিংবা ভি. আই. পি. সম্পর্কে আসে, তাদের একজনই কতজনকে অনুভব শোনাবে, তো সেই সকলের আশীর্বাদ ব্রাহ্মণ আত্মাদের অনেক অনেক প্রাপ্ত হয়। যদি আশীর্বাদ রিসিভ করো তাহলেও সম্পন্ন হয়েই যাবে। ভালো বুকও বের করেছে আর এই প্রোগ্রামও খুব ভালো। আর এখন ভারতের কার (car) যাত্রার সেবা চলছে। (বিজনেস উইংয়ের ভাই-বোনেরা ১১টা কারের এক র্যালি (rally) রাজকোট থেকে বম্বে (মুম্বই) পর্যন্ত বের করেছে, যার দ্বারা অনেক রকমের সেবা হচ্ছে) তার রেজাল্টও খুব ভালো বের হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যদি একজনও নিমিত্ত হয়ে যায় তবে অনেকের ভাগ্য জাগাতে থাকবে। তো এই সেবার রেজাল্টও ভালো প্রতীয়মান হচ্ছে। যারাই এই সেবার নিমিত্ত, উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের সবাইকে, চারদিকের ভারতবাসী বাচ্চাদের, সহযোগী বাচ্চাদের, নিমিত্ত বাচ্চাদের বাপদাদা অভিনন্দিত করেন। পরিশ্রম নামমাত্র আর সফলতা বেশি, এখন এই রকম সেবার প্ল্যান বানাও। এই সেবাতেও এটা দেখা যায় যে, পরিশ্রম কম, রেজাল্ট বেশি। বিদেশেও এই দুই ধরনের প্রোগ্রাম একরকম। আচ্ছা।

দেশ-বিদেশের সকল সেবাতে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এগিয়ে চলা, অক্লান্ত ভাবে অন্যদের দান-বরদান দেওয়া আত্মাদের, সর্ব-সম্বন্ধের লাভ-এ লীন থাকা লাভলীন আত্মাদের, সদা সহজে অনুভব করে এবং অন্যদেরও সহজে অনুভব করানো সহযোগী আত্মাদের, সদা নিজেকে স্বমান দ্বারা সহজে দেহবোধ থেকে মুক্ত রাখে এমন জীবনমুক্ত আত্মাদের, সদা বাবার সাথ অনুভব করে এবং সাথী অনুভব করে এমন সমীপ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:-

নিজের আদি এবং অন্ত উভয় স্বরূপকে সামনে রেখে খুশি এবং নেশায় থেকে স্মৃতিস্বরূপ ভব যেভাবে আদি দেব ব্রহ্মা এবং আদি আত্মা গ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে তারতম্য দেখিয়েও উভয়কে একসাথে দেখানো হয়, ঠিক সেভাবেই তোমরা সবাই নিজের ব্রাহ্মণ স্বরূপ আর দেবতা স্বরূপ দুইই সামনে রেখে দেখ, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত আমরা কত শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়ে রয়েছি। অর্ধেক কল্প রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত করেছি আর অর্ধেক কল্প মাননীয়, পূজনীয় শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়েছি। সুতরাং এই নেশা আর খুশিতে থাকলে স্মৃতিস্বরূপ হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যাদের কাছে জ্ঞানের অপরিসীম ধন থাকে, তাদের সম্পন্নতার অনুভূতি হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করতে, যার দ্বারা তোমরা সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তকে জেনে বুদ্ধিমান হয়েছো"

*প্রশ্নঃ - আত্মা আর শরীর দুই-ই পবিত্র করার তথা রাজপদের অধিকার প্রাপ্ত করার সহজ বিধি কি ?

*উত্তরঃ - তোমাদের কাছে দেহ-সহ যাকিছু পুরোনো অবগুণ রয়েছে তা এক্ষেপে (অদল-বদল) করে দাও। বাবার কাছে সঁপে দাও। সম্পূর্ণরূপে বলিপ্রদত্ত হও, বাবাকে ট্রাস্টি বানিয়ে নাও। শ্রীমতানুসারে চলতে থাকো তাহলে আত্মা এবং শরীর দুই-ই পবিত্র হয়ে যাবে। রাজপদ প্রাপ্ত হয়ে যাবে। জনকও বলিপ্রদত্ত হয় তখন তার জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়, তোমরা বাচ্চারাও বাবাকে ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) বানাও তাহলে ২১ জন্মের অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

*গীতঃ- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে। এই ভক্তরা ভগবানকে আহবান করে থাকে। ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে না জানার কারণে মানুষ কত দুঃখী। ভক্তি মার্গে মানুষ কত মাথা ঠুকতে (চাপডাতে) থাকে। কেবল এই জন্মের কথা নয়। যখন থেকে ভক্তিমার্গ শুরু হয়েছে তখন থেকেই ধাক্কা খেতে থাকে। ভারতেই পূজ্য দেবী-দেবতার রাজ্য ছিল। স্বর্গ, সত্য- ভূখণ্ড বলা হত। এখন হলো ভারত মিথ্যা-ভূখণ্ড। ভারতের মহিমা অত্যন্ত প্রবল কারণ ভারতই পরম পিতা পরমাত্মার বার্থপ্রেস (জন্মস্থান)। তাঁর আসল নামই হলো শিব। শিবজয়ন্তী পালন করা হয়। রুদ্র বা সোমনাথ জয়ন্তী বলা হয় না। শিব জয়ন্তী বা শিবরাত্রি বলা হয়ে থাকে। এখন সকলেই হলো নয়নহীন, বুদ্ধিহীন কারণ সকলের মধ্যেই ৫ বিকার প্রবেশ করেছে। রাবণ নয়নহীন আর বুদ্ধিহীন বানিয়ে দিয়েছে, একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে। ভারত যখন স্বর্গ ছিল তখন দুঃখের নামও ছিল না। স্বর্গের স্থাপনাকার হলেন হেভেনলি গডফাদার। এখন সকল ভক্তদের ভগবান তো অবশ্যই এক হওয়া উচিত, তাই না ! সকলেই হলো নয়নহীন অর্থাৎ জ্ঞানের চক্ষু বা ডিভাইন ইনসাইট (অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন) নেই। ভগবানুবাচ আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা হলো মুখ্য। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত এর দ্বারা তোমাদের বুদ্ধিমান বানানো হয়ে থাকে। দিব্য চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানের তৃতীয়-নেত্র প্রদান করেন তিনি। বাস্তবে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা তোমরা বাবাকে এবং বাবার রচনার আদি, মধ্য, অন্তকে জেনে যাও।

এই সময় সর্বব্যাপী হলো - দেহ অহংকার বা ৫ বিকার, সেইজন্য সকলেই ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। বাচ্চারা, তোমাদের কাছে আলো রয়েছে। তোমাদের আত্মা সমগ্র ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি জেনে গেছে। পূর্বে তোমরা সকলেই অজ্ঞানতার মধ্যে ছিলে। সন্মূর্ণ জ্ঞান-অজ্ঞান দিয়েছেন, অজ্ঞানতার অন্ধকারের বিনাশ..... যারা পূজ্য ছিল পুনরায় তারাই পূজারী হয়ে গেছে। পূজ্য থাকে আলায়, পূজারী থাকে অন্ধকারে। পরমাত্মাকে আপনিই পূজ্য, আপনিই পূজারী বলতে পারা যায় না। তিনি তো হলেনই পরমপূজ্য, সকলকে পূজ্য পরিণতকারী। ওঁনাকে বলা হয়ে থাকে পরমপূজ্য পরমপিতা পরমাত্মা। কৃষ্ণকে খোড়াই এমন বলবে। তাঁকে সকলেই গডফাদার বলবে না। নিরাকার গডকেই সকলে গডফাদার বলে। হলেন তিনিও আত্মা কিন্তু তিনি হলেন পরম, সেইজন্য ওঁনাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। আত্মা এবং পরমাত্মার রূপ হলো একই। অবশ্যই আমরা হলাম আত্মা, ওই পরমাত্মা হলেন সদাই পরমধাম নিবাসী। ইংরেজীতে ওঁনাকে সুপ্রিম সোল বলা হয়ে থাকে। বাবা বলেন তোমরা গেয়েও থাকো - "আত্মা পরমাত্মার থেকে পৃথক থেকেছে বহুকাল.... এইরকম নয় যে পরমাত্মা পরমাত্মার থেকে পৃথক থেকেছে বহুকাল, না। প্রথম নম্বরের অজ্ঞানতা হলো "আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আত্মা" বলা। আত্মা তো জন্ম- মৃত্যুতে (চক্রে) আসে। পরমাত্মা খোড়াই পুনর্জন্মে আসে। বাবা বসে বুঝিয়ে থাকেন, তোমরা ভারতবাসী স্বর্গবাসী পূজ্য ছিলে। এ তো সমগ্র ঐশ্বরীয় ফ্যামিলি হয়ে গেল, তাই না ! আচ্ছা এ তো বলা যে তোমরা মাতা-পিতা কাকে বলে থাকো ? এ কথা কে বলে ? আত্মা বলে তোমরা মাতা-পিতা.... তোমার কৃপায় অগাধ স্বর্গের সুখ..... আমাদের স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েছিল। তুমি অর্থাৎ মাতা-পিতা এসে স্বর্গের স্থাপনা করো, আমরা তোমার সন্তান হই। বাবা বলেন আমি সঙ্গমে এসেই রাজযোগ শেখাই নতুন দুনিয়ার জন্য।

বাবা এসে বুঝিয়ে থাকেন তোমরা আমাকে ভুলে গেছো। আমার তো শিবজয়ন্তীও ভারতেই পালন করো, তাই না ! গাওয়াও হয়ে থাকে শিবরাত্রি, কোন রাত্রি? এ হলো ব্রহ্মার অসীম জগতের রাত। সঙ্গমে এসে রাত থেকে দিন অর্থাৎ নরক

থেকে স্বর্গ তৈরী করেন। শিবরাত্রির অর্থও কারোর জানা নেই। ঈশ্বর হলেন নিরাকার। মানুষের তো প্রতি জন্মে শরীরের নাম বদল হয়ে যায়। পরমাত্মা বলেন আমার কোনো দৈহিক নাম নেই। আমার নাম হলোই শিব। আমি কেবল বৃদ্ধ বাণপ্রস্থ শরীরের আধার নিয়ে থাকি। তিনি পূজ্য ছিলেন, এখন পূজারী হয়েছেন। শিব বাবা এসে স্বর্গ রচনা করেন। আমরা ঊনার সন্তান তাহলে অবশ্যই আমাদের স্বর্গের মালিক হওয়া উচিত, তাই না ! সেই শিববাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু (সর্বোচ্চ)। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের নিজের নিজের ভূমিকা রয়েছে। প্রত্যেক অ্যাক্টরের পার্ট হয় নিজস্ব। প্রত্যেক আত্মার নিজস্ব সুখের পার্ট নির্ধারণ করা রয়েছে। বাবা প্রতিকল্পে এসে ভারতবাসীদের স্বর্গবাসী করেন, তা ভুলে গেছো। বলে থাকে অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে। আরে, এখন তো নরক তাহলে পুনর্জন্মও নরকেই নেবে, তাই না ! তাহলে আবার তোমরা তাকে নরকের ভোজন কেন করাও? অপবিত্র ব্রাহ্মণদের খাওয়াও, পেঁয়াজ ইত্যাদি খাইয়ে থাকো। ওখানে খোড়াই এসব হয়। তাহলে দেখো ভারতের কি হাল (অবস্থা) হয়ে গেছে ! ভগবানুবাচ - এখন আমি তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করি। তোমরা পুনরায় রাজার-রাজা হয়ে যাবে। দেবী-দেবতারা ৮৪ জন্ম ভোগ করে পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে গেছে। তোমরা জানো যে আমরা শিববাবার উত্তরাধিকারী হয়েছিলাম। শিব বাবা স্বর্গবাসী করেছিলেন তবেই তো ঊনাকে সকলে স্মরণ করে। ও গডফাদার! দয়া করো। সাধুও সাধনা করে থাকে কারণ এখানে দুঃখ রয়েছে তাই নির্বাণধামে যেতে চায়। আত্মা পরমাত্মায় বিলীন তো হয়ে যায় - এ'কথা মনে করা ভুল। এখন তোমরা বলে থাকো যে আমরা আত্মারা পরমধামে বসবাস করি। আমরা আত্মারাই দেবী-দেবতা কূলে আসবো, তারপর ৮৪ জন্ম ভোগ করবো। আমরাই আত্মারা পুনরায় দৈবীকূল, ঋত্রিয়কূল থেকে বৈশ্য, শূদ্র কূলে আসবো। শিববাবা জন্ম-মৃত্যুতে আসে না, কেবল এসে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন। গাওয়াও হয়ে থাকে, সত্যযুগে সূর্যবংশী শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টি (রাজস্ব) ছিল। যেমন খ্রীস্টান ঘরানায় এডওয়ার্ড দি ফার্স্ট, এডওয়ার্ড দি সেকেন্ড, থার্ড চলতে থাকে। তেমনই ওখানেও লক্ষ্মী-নারায়ণ দি ফার্স্ট, লক্ষ্মী-নারায়ণ দি সেকেন্ড, থার্ড এরকম ৮টি ডিনায়েস্টি চলে। এখন তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের তৃতীয় নেত্র খুলেছে। বাবা বসে আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। তোমরা এ'ভাবে ৮৪-র চক্র ঘুরে এত-এত জন্ম নিয়ে এসেছো। বর্ণেরও একটি চিত্র বানানো হয়, যেখানে দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বানানো হয়। এখন তোমরা জানো যে আমরা ব্রাহ্মণরাই হলাম কেশ-শিখা (টিকি)। প্র্যাকটিক্যালি এইসময় আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। এই সময় আমাদের রাজযোগ এবং জ্ঞানের দ্বারা অগাধ সুখ প্রাপ্ত হয়। কেউ সূর্যবংশী রাজা-রানীর উত্তরাধীকার প্রাপ্ত করে, কেউ চন্দ্রবংশীয়। সমগ্র রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। প্রত্যেকে নিজেদের পুরুষার্থের দ্বারা সেই পদপ্রাপ্ত করবে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে এখন পড়তে পড়তে যদি আমাদের শরীর ছেড়ে যায় তবে কি পদপ্রাপ্ত করবো? তা বাবা বলতে পারবেন। যোগের দ্বারাই আয়ু বৃদ্ধি হয়, বিকর্ম বিনাশ হয়। পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। 'পতিত-পাবন' বললেই ভগবান স্মরণে চলে আসে। ভগবান কে -- তা জানে না। বাবা বলেন -- আমি আসিই ভারতে, এ হলো আমার জন্মস্থান। সোমনাথের মন্দির কত জাঁকজমক পূর্ণ ছিল। এ'কথা বাবাই বাচ্চাদের বোঝান, যার পরে আবার শাস্ত্র তৈরি হয়। ভক্তিমাগেই এই স্মারক-চিহ্ন তৈরি হওয়া শুরু হয়। যখন পূজারী হয়ে যায় তখন সর্ব প্রথমে সোমনাথের মন্দির নির্মাণ করে। ভারত তো সত্যযুগ-ত্রৈতায় অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিল। মন্দিরে প্রচুর ধনসম্পদ থাকতো। ভারত হীরেতুল্য ছিল, এখন তো কাপাল কড়িতুল্য হয়ে গেছে।

পুনরায় বাবা এসে ভারতকে হীরেতুল্য করেন। সমগ্র বৃক্ষ জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা বলেন নিজের চেহারা তো দেখো, লক্ষ্মী-নারায়ণ-কে বরণ করার উপযুক্ত হয়েছেো? নারদের কাহিনী রয়েছে, তাই না ! পতিত আত্মা পবিত্র লক্ষ্মী অথবা নারায়ণকে কীভাবে বরণ করবে? বিকারে গেলে তখন আবার পাসপোর্ট ক্যাম্পেল হয়ে যায়। নিজেই নিজেকে দেখতে পারা যায় যে আমরা এইরকম পুরুষার্থ করে থাকি যাতে বাবা-মা এর সিংহাসনে আসীন হতে পারি। এ হলোই পতিত দুনিয়া, পবিত্রতা হলো মুখ্য। এখন তো না হেল্‌থ, না ওয়েল্‌থ, না হ্যাপিনেস আছে। এ হলো মরীচিকার মতন (মৃগতৃষ্ণা) রাজ্য। এর উপরেও দুর্যোধনের কাহিনী শাস্ত্রে রয়েছে। দুর্যোধন বিকারীকে বলা হয়ে থাকে। দ্রৌপদী বলে আমার সম্ভ্রম রক্ষা করো। এরা হলো দ্রৌপদীরা, তাই না ! বাবা কত ভালোভাবে বুঝিয়ে থাকেন। বুদ্ধিযোগ যত সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হয়ে থাকবে তত ধারণাও হবে। নলেজ ব্রহ্মচর্যতেই পড়া হয়ে থাকে। বাবা বলেন - গৃহস্থী জীবনে থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হবে। দুই দিকেই সম্পর্ক রাখতে হবে, মরতেও হবে অবশ্যই। মৃত্যুর সময় মানুষকে মন্ত্র দেওয়া হয়। বাবা বলেন তোমরা সকলেই এখন মৃত্যুবরণ করবে। আমি কালেরও কাল সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই, তাহলে খুশি হওয়া উচিত, তাই না ! তারপর যে ভালোভাবে পড়বে সে স্বর্গের মালিক হবে। না পড়লে তো প্রজাপদ পাবে। এখানে তোমরা এসেছো রাজ্যপদ পাওয়ার জন্য। এ হলো পড়াশোনা, এখানে অন্ধ শ্রদ্ধার কথা নেই। এই পড়াশোনা হলো রাজস্ব প্রাপ্ত করার জন্য। যেমন ওই পড়াশোনার এইম অবজেক্ট রয়েছে, ব্যারিস্টার যে হবে সে তো যোগ অবশ্যই শিক্ষা প্রদানকারী টিচারের সাথে রাখবে। এখানে তোমাদের ভগবান পড়ান। তাহলে ঊনার সঙ্গে যোগ যুক্ত হতে হবে। বাবা

বলেন আমি বহুদূর পরমধাম থেকে আসি। পরমধাম কত উচ্চ। সূক্ষ্মলোক থেকেও উচ্চ। ওখান থেকে আসতে আমার এক সেকেন্ড লাগে। তাঁর থেকে তীক্ষ্ণ আর কিছুই হতে পারে না। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রদান করি। জনকের উদাহরণ রয়েছে, তাই না? এখন নরক হলো পুরোনো দুনিয়া। নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয়ে থাকে। বাবা নরকের বিনাশ ঘটিয়ে স্বর্গের স্থাপনা করায়। এছাড়া ওঁনাকে সর্বব্যাপী বললে কি প্রাপ্ত হবে? কিছুই না। বাবা এসে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। বাকি সব আত্মারা শান্তিধামে চলে যাবে। আত্মা হলো অমর, তাঁর ভূমিকাও অবিনাশী (অমর) প্রাপ্ত হয়েছে। তাহলে আত্মা ছোট-বড় কীভাবে হতে পারে ! আত্মা হলোই স্টার। বড়-ছোট হতে পারে না। এখন তোমরা হলে গডফাদারলি স্টুডেন্টস্, গড ফাদার হলেন নলেজফুল, স্লিসফুল। তিনি তোমাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা জানো যে এই পড়ার মাধ্যমে আমরাই দেবী-দেবতা হয়ে যাব। তোমরা ভারতের সেবা করছো। সর্বপ্রথমে তো বাবার হতে হবে। বাকি জগৎ তো গুরুর কাছে যায়, তার হয়ে যায় অথবা তাকে নিজের গুরু করে। এখানে তো হলেন বাবা। তাহলে প্রথমে বাবার বাচ্চা হতে হবে। বাবা বাচ্চাদের নিজের বিষয়-সম্পত্তি দেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা এক্সচেঞ্জ করো। তোমাদের অবগুণ আমার, আমার সবকিছু তোমাদের। দেহ-সহ যাকিছু রয়েছে সে'সব কিছুই আমাকে দিয়ে দাও, আমি তোমাদের আত্মা এবং শরীর দুই পবিত্র করে দেবো, তারপর আবার রাজ্যপদও দেবো। তোমাদের কাছে যা কিছু রয়েছে তা অর্পণ করে দাও। আমাকে ট্রাস্টি বানাও, আমার শ্রীমতানুসারে চলো। জনক রাজ্যভাগ্য-সহ বলি প্রদত্ত হয়েছিল সেইজন্য তার জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। বাবা এই সবকিছুই তোমার। বাবা বলেন - আমাকে উত্তরাধিকারী (ওয়ারিশ) বানাও, আমি ২১ জন্ম তোমাদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিই। কেবল আমার মতানুসারে চলো। অবশ্যই কাজকর্ম (চাকরী-বাকরী) করো, বিদেশে যাও, যা কিছুই করো, কেবল আমার মতানুসারে চলো। সতর্ক থাকতে হবে। মায়া প্রতিমূহুর্তে আছাড় মারবে (নিষ্ক্ষেপ করবে)। কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমতানুসারে চলতে হবে তবেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। বাবা হলেন দাতা, কেবল তোমাদেরকে ট্রাস্টি করেন। তোমরা বলেও থাকো যে এই বাচ্চা, ধন-সম্পদ ইত্যাদি সবই ভগবানের দেওয়া। ভগবান এখন বলেন আমাকে দিয়ে দাও। আমি এক্সচেঞ্জ করে দিচ্ছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি - শ্রীমতানুসারে চললে তোমাদের এ'রকম শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দেবো। এ হলো রাজযোগ। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও এই রাজযোগের দ্বারাই এমন হয়েছেন। বিড়লারা যারা লক্ষী-নারায়ণের মন্দির নির্মাণ করেছেন, স্বয়ং তিনিও জানেন না যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ এত ঐশ্বর্যশালী কীভাবে হয়েছেন ! এখন বাবা বুঝিয়ে থাকেন - এখানকার গরীব ওখানে ধনবান হবে ধনবানদের সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মাতা-পিতার সিংহাসনে আসীন হওয়ার জন্য পবিত্রতার ধারণা করতে হবে। দুই দিকের ভারসাম্য বজায় রেখে পড়াশোনার উপরে সম্পূর্ণ ধ্যান রাখতে হবে।

২) কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকতে হবে। অবশ্যই ট্রাস্টি হতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের ললাটের মধ্যস্থলে সর্বদা বাবার স্মৃতি ইমার্জ রাখা মস্তকমণি ভব মস্তকমণি অর্থাৎ যার মস্তকে অর্থাৎ ললাটে সর্বদা বাবার স্মৃতি থাকে, একেই উঁচু স্টেজ বলা হয়। নিজেকে সর্বদা এইরকম উঁচু স্টেজে অবস্থানকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে করে এগিয়ে চলতে থাকো। যে এইরকম উঁচু স্টেজে থাকে সে নিচের অনেক প্রকারের কথাকে (বিষয়) সহজেই পার করে নেয়। সমস্যা নিচে থেকে যায় আর নিজে উপরে চলে যায়। মস্তকমণির স্থান হলো উঁচু মস্তকে, সেইজন্য নিচে এসো না, সর্বদা উপরেই থাকো।

স্লোগানঃ:- 'বেফিকর বাদশা'র স্থিতিকে অনুভব করতে হলে 'আমার'-কে 'তোমার'-এ পরিবর্তন করে দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধের ট্রাস্টি হও, সবার প্রতি কর্তব্য করো কিন্তু কারো প্রতি মমত্ব রেখো না"

*প্রশ্নঃ - এই ড্রামায় মায়া কোন্ ভুল কাজ করিয়ে থাকে যার জন্য বাবা নির্ভুল (সঠিক) করতে আসেন?

*উত্তরঃ - প্রথম ভুল এটাই যে ব্রহ্ম তত্ত্বকেই পরমাত্মা ভেবে নেওয়া। তত্ত্বের সাথে যোগযুক্ত হওয়া এটা তো মিথ্যা, এর দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হতে পারে না। ২- হিন্দুস্থানে থাকার কারণে দেবী-দেবতা ধর্মের পরিবর্তে নিজেদের হিন্দু ধর্ম বলে দেওয়া এটাও বড় ভুল। এই ভুলের জন্য ধর্মের শক্তি নেই। এখন বাবা এসেছেন তোমাদের নির্ভুল করে তুলতে।

*গীতঃ- কে এসেছে আমার মনের দ্বারে....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের কাছে কে এসেছে? বাচ্চাদের কাছে মাতা-পিতাই তো আসবে। যার জন্য গায়নও আছে, তুমি মাতা-পিতা আমরা তোমার বালক (সন্তান)। এখন তোমরা বালকের মর্যাদা নিয়ে বসে আছ তাইনা। পরমপিতা পরমাত্মা বসে বাচ্চাদের বোঝান যে আমি নিরাকার। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করও এমনটা বলতে পারে না। এটা একমাত্র নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাই বলতে পারেন এই শরীর (ব্রহ্মার) দ্বারা। এটা তো তোমরা জানো যে আমার কোনো স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর নেই। এই আত্মাই শরীরের দ্বারা বলছে। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা বসে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন। নতুন কেউ শুনলে মনে করবে এটা কীভাবে হতে পারে! হ্যাঁ, শিব ভগবানুবাচ ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে। শিববাবার নিজের তো কোনো শরীর নেই। তবে এতো অসংখ্য বি.কে. কোথা থেকে এসেছে? ওরা ব্রাহ্মণরা (লৌকিকে) কেউ-ই নিজেদের ব্রহ্মাকুমার বলে না। তোমরা কেন বলো আমরা বি.কে.? তোমরা প্রমাণ করে বলতে পারো যে এই ব্রহ্মার পিতা পরমপিতা পরমাত্মা শিব। ওঁনার এই তিন সন্তান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর। শিববাবা এই ব্রহ্মা মুখ দ্বারা মুখ বংশাবলী রচনা করে মানব থেকে দেবতা করে তোলেন। এই দুনিয়াতে অসংখ্য মানুষ। অনেক রকমের ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম, নানা জাতির মানুষ আছে। গুজরাতি, পাঞ্জাবি, ইউ. পি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, মহারাষ্ট্রিয়ান ইত্যাদি কত জাতির নাম আছে। সত্যযুগে এতো ধর্ম, জাতি হয় না। না অনেক ভাষা, না অনেক ধর্ম হয়। বলেও থাকে এক রাজ্য হোক। সত্যযুগে হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। বাবা বলেন আমি এসে এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। গাওয়াও হয়ে থাকে মানব থেকে দেবতা করতে বেশী সময় লাগে না। দেবতার তো থাকে সত্যযুগে, ত্রেতাতেও থাকে না। ত্রেতায় থাকে ক্ষত্রিয় বর্ণ। শাস্ত্রেও লেখা আছে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ বেরিয়েছে। ব্রাহ্মণদের শিক্ষা প্রদান করে দেবতা আর ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা করা হয়। বাদবাকি যত অনেক ধর্ম আছে, সব বিনাশ হয়। বাবা বোঝান হে মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা আত্মাদের আমি হলাম সত্যিকারের পিতা। আমি কখনোই বদলে যাই না। আমাকে সবসময়ই বাবার মর্যাদা দিয়ে স্মরণ করে থাকো। ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে কেননা এই শিক্ষা ভগবান ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। এখন তো অনেক ধর্ম। তোমরা লিস্ট বের করতে পারবে না। কত মানুষ, বাবা এসে মানুষ থেকে দেবতা করে তোলেন। তাও সবাইকে তো আর দেবতা করে তুলবেন না। এটাই বোঝার বিষয়। বাবা বলেন আমি ছাড়া আর কেউ বোঝাতে পারবে না। বাবা বসে বাচ্চারা তোমাদেরকে সত্যযুগের জন্য শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন বাচ্চারা এখন পুরুষার্থ করে স্বর্গে উঁচু পদ পেতে হলে সেটা নিয়ে নাও। প্রত্যেক মানুষ নিজের জীবিকার জন্য কত পুরুষার্থ (পরিশ্রম) করে থাকে। যে কেউ-ই ভালোভাবে পড়াশোনা করে উচ্চ পদ পেতে পারে। এখানেও বাবা বলেন অবলা-গণিকারাও পুরুষার্থ করে বিশ্বের সূর্য বংশীয় রাজ্য পেতে পারে।

বাবা বুঝিয়েছেন এই সময় প্রত্যেক দ্রোপদী ডেকে বলছে – বাবা রক্ষা করো, ওরা তারপর দেখায় শ্রীকৃষ্ণ উপরে বসে আছে আর দ্রোপদী ক্রমাগত শাড়ি গ্রহণ করে নিজেকে সুরক্ষিত করছে। বিষয়টা কিন্তু এমন নয়। এটা এই সময়ের কথা। বাবা বলেন তোমাদের ২১ জন্মের জন্য নগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করি। তোমাদের বস্ত্র কেউ খুলতে পারবে না। এটা হলো প্রবৃত্তি মার্গ, দুজনকেই পবিত্র হতে হবে। অর্ধেক কল্প ধরে বিকারে নিমগ্ন হওয়ার কারণে এই অভ্যাস মিটেতেই চায় না। বাবা এসে তোমাদের নগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করেন। এতে বড় পরিশ্রম করতে হয়। পবিত্রতায় থাকলে মায়াও আঘাত করতে থাকে তখন। অবলাদের উপরে তো বিষের কারণে অনেক অত্যাচার হতে থাকে। সন্তানদের প্রতি মোহও থাকে, এতে তো সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হওয়া চাই। প্রথম প্রথম যখন ভাঙি তৈরী হলো তখন অনেকেই সাহস করে ছুটে এসেছে, তারপর যখন দেখতো মারধর খেতে হচ্ছে, অশান্তি হচ্ছে তখন তারা তৎক্ষণাৎ সবকিছু ত্যাগ করে চলে এসেছে। সন্ন্যাসীরাও পালিয়ে যায় (সংসার ছেড়ে)। প্রথম প্রথম তো ঘর পরিবার খুব মনে পড়তে থাকে। নষ্টমোহ (মোহমুক্ত) হতে পরিশ্রম

লাগে। কেননা ওদের কাছে প্রাপ্তির এইম অবজেক্ট (লক্ষ্য) কিছুই নেই। কোনো শক্তি তারা পায় না। তোমরা তো শক্তি পাও। ওরা পবিত্রতার শক্তি কোথা থেকে পাবে? পবিত্রতার সাগর তো এক পরমপিতা পরমাত্মা, ওঁনার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। ওরা তো বাবার সাথে যোগযুক্ত হয় না। ওরা ব্রহ্মের সাথে যোগযুক্ত হয় ফলে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারে না। ব্রহ্ম অথবা তত্ত্বের সাথে যোগ যুক্ত হলে সেটা মিথ্যা হয়ে যায়। দেখো এই পয়েন্টস খুব ভালো ভাবে ধারণ করতে হবে। ভুল তো অনেকেই করেছে। হিন্দুস্তানের নিবাসীরা হিন্দু ধর্ম বলে থাকে। এটাও ভুল। ব্রহ্ম অথবা তত্ত্বকে পরমাত্মা বলা এটাও ভুল। এই ভুল ড্রামায় নির্ধারিত। বাবা এসে বোঝান এইসব ভুল মায়া এসে করায়। বাবা এসে নির্ভুল (অভুল) বানান। সত্যযুগে এক ধর্ম, এক ভাষা ছিল। এমন নয় যে বৃন্দাবনবাসীদের বৃন্দাবনী বলা হবে। ওখানে একটাই ধর্ম। বাবা বলেন আমি এসে পুনরায় তোমাদের দেবতা করে তুলি। তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাও। বাবা রচনা করেন স্বর্গ তারপরও আমরা নরকের মালিক কেন হই! নতুন দুনিয়াতে নিশ্চয়ই আমরা স্বর্গের মালিক হব। ঐ সময় বাদবাকি সব আত্মারা পরমধামে থাকবে। এই বিষয় এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। যেমন-যেমন যোগযুক্ত হবে ততই ধারণা ভালো হবে। কোথাও মমত্ব থাকা উচিত নয়। নিজেকে ট্রাস্টি মনে করে সংসার প্রতিপালন করো। সব কিছু হলো বাবার আমানত। দেহ সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধের আমরা হলাম ট্রাস্টি। পরীক্ষাও আসে। কেউ অসুস্থ হলে, দুঃখ পেলে তাকে সামলাতে হয়। এটা হলোই দুঃখের দুনিয়া। শিববাবার তো কোনো দুঃখ হয়না। তিনি তো ট্রাস্টি। কারো কিছু হলে তখন বলা হবে, সে তার নিজের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে অন্য শরীর নিয়েছে, এতে আমাদের কি আসে যায়। এতো সব মানুষ শরীর ত্যাগ করবে, শিববাবার কি দুঃখ হবে? বরং আরও খুশি হয়। এই পুরানো ছিঃ ছিঃ শরীর ত্যাগ করিয়ে বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব। এতে দুঃখের কিছুই নেই। আফসোস করার কথাই নেই। আমরা উঠতে-বসতে মিষ্টি-মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করি। পরমধামে যাওয়ার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি। বাবাকে স্মরণ করতে-করতে শরীর ছেড়ে যাবে। এমন অনেক সন্ন্যাসীদের হয়ে থাকে। বসে-বসে মনে করে ব্যাস আমি ব্রহ্মলোকে যাব, আর সেখানে লীন হয়ে যাব। এভাবেই বসে-বসে শরীর ত্যাগ করে। বাবা নিজের অনুভবের থেকে শোনান। প্রাণায়াম করতে-করতে হারিয়ে যায় (একাল্প হওয়া)। এমন নয় যে ঐ আত্মা ব্রহ্মলোকে চলে যাবে। আত্মা তো এক শরীর ত্যাগ করে সাথে সাথে অন্য শরীর ধারণ করে। কেউ নির্বাণধামে যায় না, আর না জ্যোতিতে লীন হয়ে যায়। সবাইকে অবশ্যই ভূমিকা পালন করতে হবে।

বাবা বলেন আমি তখনই আসি যখন সমস্ত অ্যাক্টররা উপস্থিত থাকবে। কেননা আমি হলাম সকল সজ্ঞীদের সাজন। আমার পিছনে (অনুসরণ করা) সমস্ত সজ্ঞীরা ফিরে যাবে।

আমি এসেছি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। নাটক এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এখন যে যত পুরুষার্থ করবে। সন্নতি দাতা একজনই বাবা। এখন বাবা এসেছেন, বুঝিয়ে বলছেন - আমি কবে আর কীভাবে আসি। তারপর তোমরা সব আত্মাদের নিয়ে যাই। ছিঃ ছিঃ থেকে তোমাদের সুন্দর সুন্দর (গুলগুল) ফুল করে তুলি। গুল-গুলরই বলি প্রদত্ত (সম্পূর্ণ সমর্পণ) হবে। দেখানো হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের হরণ করেছিল। কিন্তু কিসের জন্য হরণ করেছিল? এটা শ্রীকৃষ্ণকে বোঝায় না। এখানে বাবা তোমাদের মুক্ত করেছেন। সহজ রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গের মহারাজা মহারানি করে তোলার জন্য। তোমাদের সাক্ষাৎকারও হয়েছে ভবিষ্যতে প্রিন্স প্রিন্সেস হওয়ার। তোমরা জানো পূর্বের মতো আমরাই ময়ূর-মুকুটধারী প্রিন্স প্রিন্সেস হব। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছে। গাওয়াও হয়ে থাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা। সুতরাং তাঁর সন্তানরা ব্রহ্মাকুমার কুমারী হয়। এইসব বিষয় বুঝতে এবং বোঝাতে হবে। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সুতরাং সবারই ভালোভাবে পুরুষার্থ করা উচিত - যথার্থ ভাবে। তিনি কোনো কষ্ট দেন না, শুধু বলেন হে আত্মারা আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য এইটুকু স্মরণ তো করতেই হবে। দেহী-অভিমানী হও। দেহ-অভিমান এলেই মায়া ঘুষি মারে। একটা নাটকও তৈরি করা হয়েছিল, মায়া এইসব করে, ভগবান এমন করেন। সুতরাং প্র্যাকটিক্যালি দেখছ কতজন বাবার হয়েও তারপর মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফিরে গিয়ে নিন্দা করে। আশ্চর্যবৎ শুনন্তি, কথন্তি (অবাক হয়ে শোনে, অন্যদেরকে বলে) তারপর ভাগন্তি হয়ে যায়। সত্য পিতা, সত্য টিচার, সদ্ধরুর নিন্দা করে। ওদের দেখে মানুষ বলে কিকরে ঈশ্বরকে বিচ্ছেদ (ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন বা সরে যাওয়া) দিতে পারে। সুতরাং এমন নিন্দুকরা উচ্চ থেকে উচ্চতর পদ দাবি করতে পারে না। এ'সব হলো এখনকার কথা।

অনেক বাচ্চাদের নষ্টমোহ হতে বড় পরিশ্রম করতে হয়। অনেকেরই মোহ যায়ই না। বাবা তো বলেন বাচ্চাদেরও দেখাশোনা করো। ওদেরও শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যে ভালো হবে সে শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। বাবা বোঝান গভর্নমেন্টও পিউরিটি (পবিত্রতা) চায়। সুতরাং ওদের বোঝানো উচিত যে আমরা ভারতকে পবিত্রতায় নিয়ে আসার জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে থাকি। আমরা অবশ্যই ভারতকে স্বর্গ করে তুলবো। কন্যারা, মাতা-পিতাকেও

উদ্ধার করতে পারে। বাবাকে বলা হয় দীনবন্ধু। সাহকারদের সব ধন দৌলত মাটিতে মিশে যাবে। সাহকারদের জন্য প্রচুর শক্তির প্রয়োজন, কেননা তাদের হলো জয়েন্ট স্টক (যৌথ সম্পত্তি বা শেয়ার)। তাহলে কীভাবে তারা নিজেদের সবকিছু সমর্পণ করতে পারবে। বাবা তো হলেনই দীনবন্ধু, গায়নও আছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এইম অবজেক্ট বুদ্ধিতে রেখে পবিত্র হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ রূপে নষ্টমোহ হতে হবে। পুরানো শরীরের প্রতি মমত্ব দূর করতে হবে।

২) উঠতে-বসতে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। কোনো বিষয়ে আফসোস (অনুতপ্ত, অনুশোচনা) করা উচিত নয়। কখনও বাবার নিন্দা হয় এমন কর্ম করা উচিত নয়।

বরদানঃ:- সदा স্নেহ আর সহযোগের দ্বারা অবিনাশী রত্নের টাইটেল প্রাপ্তকারী অমরভব স্থাপনার কার্যে যে সবসময় স্নেহী আর সহযোগী হয় সে অবিনাশী রত্নের টাইটেল প্রাপ্ত করে। এমনই অবিনাশী রত্ন যাকে কেউ টলাতে পারে না। কোনো বাধাই তাকে আটকাতে পারে না। এমন অবিনাশী রত্নই অমরভব-র বরদানী হয়। সে রিয়েল গোল্ড হয়, বাবার সাথী হয়। সে বাবার কার্যকে নিজের মনে করে। সবসময় বাবার সাথে থাকে সেইজন্যই অবিনাশী হয়ে যায়।

স্লোগানঃ:- পবিত্রতার যথার্থ ধারণা থাকলে প্রতিটি কর্ম যথার্থ এবং যুক্তিযুক্ত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent

6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অন্যদেরকে বোঝানোর সেবা করতে থাকো, জ্ঞান-ধন দান করো, তাহলে অপার খুশিতে থাকবে, সকলের আশীর্বাদ পাবে, বাবার স্মৃতি কখনো ভুলে যাবে না"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে রুহানী ড্রিল করা শেখান কেন ?

*উত্তরঃ - পালোয়ান বানানোর জন্য। তোমরা যত বেশি করে বাবার স্মরণে থাকবে, পড়াশোনায় মনোযোগ দেবে, ততই তোমাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত হতে থাকবে। এই বল এর দ্বারাই তোমরা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারবে। তোমরা কোনো স্থূল অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করো না, প্রকৃতপক্ষে তোমরা স্বদর্শন চক্রের দ্বারা মায়ার গলা কেটে থাকো - এ হলো অহিংসক যুদ্ধ।

*গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেও না...

ওম শান্তি । বাচ্চারা নিশ্চয়ই এই গানের অর্থ বুঝতে পারে। বাবা তো করন-করাবনহার। তাই এমন নানান রকমের গান বাবা বাচ্চাদের জন্য তৈরি করিয়েছেন। বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন যে, অসীম জগতের মাতা পিতার সন্তান হয়ে তারপরে যেন তাদেরকে ভুলে যেও না। এই স্মৃতির যাত্রাপথে অনেক দিন চলতে হবে। স্মরণ করতেই থাকতে হবে। যখন অসীম জগতের মাতা পিতা বলা হয়, তাহলে পিতাকেও স্মরণ অবশ্যই করতে হবে। মাতা পিতার স্মরণ তো সবার আগে হয়, তারপর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য বাবাকেই মনে রাখতে হয়। লেখাও আছে যে 'ডিটি সভরেন্টি' (দৈবী দুনিয়া এবং সার্বভৌমত্ব) হল তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার। পরমপিতা পরমাত্মা তো সমগ্র বিশ্বের রচয়িতা সুতরাং অবশ্যই তিনি নতুন দুনিয়া অর্থাৎ স্বর্গের রচনা করবেন। বাবা কখনো একথা বলতে পারেন না যে - আমি পুরানো ঘর তৈরি করছি। তিনি তো যখনই বানাবেন, নবনির্মাণই করবেন। পুরাতন রচনার কোনো কথাই নেই। অসীম পিতাও তাই নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। বাচ্চারা এখন জানে যে, তারা মাতা পিতার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য শ্রীমৎ অনুযায়ী চলছে। এ হল বুদ্ধির যাত্রা। লৌকিক তীর্থযাত্রা তো জন্ম জন্মান্তর ধরে দেহধারী মানুষ করেছে আর বারে বারেই করতেই থাকে। এই আত্মিক যাত্রা শুধুমাত্র একবারই হয়। সুতরাং কোনো যাত্রাপথের যাত্রী সেই যাত্রার পান্ডাকে কখনো ভুলতে পারে না। কিংবা কোনো সন্তান তার মাতা পিতাকে কখনো ভুলে যেতে পারে না। তোমরা তো পান্ডব সেনা, সুপ্রিম পান্ডা হলেন শিববাবা। তোমরা তাঁর সন্তান। মানুষ যখন বদ্রিনাথ বা অমরনাথের যাত্রা করে তখন বুদ্ধিতে সেই যাত্রাই মনে থেকে যায়। কেউ যখন বিদেশ থেকে ফিরে আসে তখন তার নিজের জন্মভূমির কথাই আগে মনে পড়ে। তখন তার মনে অপার আনন্দ থাকে যে সে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। বাচ্চারা, ঠিক সেইভাবে, এখন তোমরাও জানো যে তোমরা নিজেদের অসীম ঘর সুইটহোম এ ফিরে যাচ্ছে। বিকর্মাজিৎ অবশ্যই হতে হবে। বাবা এসেই একথা আমাদের শিখিয়ে দেন। বলা হয় যে বাবাকে স্মরণ করা বা যোগ ব্যতীত তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হতে পারে না। যোগের অনন্ত মহিমা। প্রাচীন ভারতের এই যোগ সর্বাধিক পুরাতন। সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া। এখন পুরাতন দুনিয়াতে পুরাতন যোগ শেখানো হয়। যোগের অনেক মহিমা রয়েছে। বাবা এই যোগ শিখিয়ে চলে যাবার পর ভক্তি মার্গ শুরু হবে। তোমরা বলো যে, মানুষ কখনো অন্যান্য মানুষকে এই প্রাচীন যোগ শেখাতে পারে না। আর অন্যান্য যে বিভিন্ন প্রকারের যোগ রয়েছে, তা মানুষ অন্য মানুষদেরকে শেখাতে পারে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে সকলের প্রকৃত পিতা একজনই আর সকলের মা হলেন জগদম্মা। মানুষ এমনিতে তো সকলকেই পিতা বলতে থাকে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকেও পিতা বলা হয়, এভাবে আরো কতজনকে পিতা বলা হয়। কিন্তু গডফাদার (পরমপিতা) তো একজনই আছেন। তিনি তো রচয়িতা। একটাই সৃষ্টি রয়েছে। এমন নয় যে নিচে বা উপরে অন্য কোনো সৃষ্টি রয়েছে। মানুষ কত চেষ্টা করতে থাকে চাঁদে অথবা অন্য কোনো গ্রহ নক্ষত্রে গিয়ে প্লট (জমি) কিনবে বলে। যখন সবকিছুই অত্যাধিক ভাবে এগোতে থাকে তখনই বিনাশ হয়, তাতে শত মাথা কুটলেও নিস্তার নেই।

এখন বাবা বলেন - প্রিয় বাচ্চারা নিজেদের শৈশবের দিন গুলোর কথা ভুলে যেও না। এখানে প্রথমে সকলে বাবার সন্তান হয়। তারপর সেই বাবাই শিক্ষক রূপে শিক্ষা দেন, উত্তরাধিকার দেন সেই এক পিতাই। সন্তানসীদের তো কোনো মাতা-পিতা নেই। সুতরাং তারা কোন প্রপাটিও পাবে না। লৌকিক পিতার থেকে তো সকল সন্তানেরা উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। কিন্তু পারলৌকিক পিতা তো একমাত্র একজনই আছেন। তাঁকে বলা হয় রচয়িতা। বাবা বলেন - আমি, এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। সকলে আমারই মহিমা কীর্তন করে - সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। এ কথা তো বুঝতেই পারো যে, বাবার

মহিমা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর অন্য কারোর জন্য সেই মহিমা করা সম্ভব নয়। বিশ্বের মালিক লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমাও সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁদের মহিমা গায়ন করা হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন,.... অহিংসা পরমধর্ম, মর্যাদা পুরুষোত্তম। সর্বপ্রথম সারিতে রয়েছে স্বর্গের মহারাজা মহারানীর মহিমা। সেই স্বর্গরাজ্য এমনই - যেখানে যথা রাজারানী তথা প্রজা (যেমন রাজা রানী, তেমনই প্রজা)। ওখানে কোনো রকমের দুঃখের নামগন্ধও থাকে না। প্রজাদেরও কোনরকম দুঃখ থাকে না। পরমপিতা পরমাত্মাই একমাত্র এমন সুন্দর দুনিয়া রচনা করতে পারেন। তাঁকে বলা হয়েই থাকে - হেভেনলি গড ফাদার (ঈশ্বরীয় পিতা)। ইংরেজি ভাষাভাষী মানুষেরা বলে থাকে 'হেভেন' (স্বর্গ), কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বুঝতেই পারে না যে হেভেন আসলে কি। ভারতই একসময় হেভেন ছিল। ভারতের অনেক মহিমা রয়েছে। তোমাদের শত্রু হলো রাবণ। তোমরা যে অসীম জগতের রাজ্য অধিকারী হয়েছিলে, সেই রাজ্য তোমরা হারিয়েছো এই মায়ারূপী শত্রুর জন্য। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা রাজ্য হারিয়েছো। হেরে যেতে যেতে তোমরা এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে কাঙাল হয়ে গেছো। তারপর তোমরাই রাজ্য ভাগ্য আবার ফিরে পাবে, তোমাদেরকেই সকলে হিরো হিরোইন বলবে। হিরো হিরোইন.. তারপর তাদের বংশাবলী, পর্যায়ক্রমে তোমরা সকলেই হিরো হিরোইন হয়ে যাবে অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করবে। এখন তোমরা হিরো হিরোইনের পার্ট পালন করে চলেছো। বাবা তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে হিরো হিরোইনের টাইটেল (পদবী) পাইয়ে দিচ্ছেন। তোমরা সকলেই শিবশক্তি সেনা। তোমরা জানো যে, তোমরা যোগবলের দ্বারা স্বর্গ তৈরি করছো তারপর সেই স্বর্গে তোমরা রাজ্য করবে। কিন্তু মায়া এত প্রবল যে সেই সমস্ত স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়। যেমন ভাবে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনভাবে মায়াও এক সেকেন্ডেই সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। মায়ার প্রভাবে জীবনমুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে এক সেকেন্ডে তোমরা মরে যাও। বাবা বোঝাতে থাকেন যে - বাচ্চারা জীবনের এই মুসাফিরি (যাত্রাপথ) অনেক লম্বা। ক্রমাগত বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে তবেই অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। যে মাতা পিতার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, যদি কেউ তাঁদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন সেই সন্তান তার বিপরীত পথে চলে যায়। বাচ্চারা তোমার লখনোতে ভুলভুলাইয়া দেখে থাকবে, ভেতরে যে প্রবেশ করে সেই পথ হারিয়ে ফেলে। এখানেও তেমনি। বাবা আর বাবার ঘর ভুলে যাওয়ার ফলে বাচ্চারা পথভ্রষ্ট হয়ে এদিকে ওদিকে ঠোঁকর খেতে খেতে মাথা নত করতে থাকে। যিনি পথ দেখাবেন তিনি তো ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

বাবা বলেন, এখন তোমরা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য শ্রীমৎ অনুযায়ী পুরুষার্থ করছো। আজ মাতা-পিতা বলে তাঁকে আপন করে নিয়ে, কাল যেন আবার তাঁকে ভুলে যেও না। এখানে অন্য সকল সঙ্গ ত্যাগ করে শুধু এক বাবার সাথে সর্ব সম্বন্ধ জুড়তে হবে। ভক্তি মার্গে গায়ন আছে যে - প্রভুকে সম্পূর্ণ সঁপে দিলাম, নিজেকেও তাঁর চরণে সঁপে দিলাম.... তারা শ্রীকৃষ্ণের নামে ভক্তি করে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের কথাই নয়। এ তো হল রুদ্র জ্ঞান যন্ত। শিবকে রুদ্র বলা হয় - এই ছোট্ট একটি কথাও মানুষ বুঝতে পারে না। ব্রহ্মা বাবা আগে বহু বার গীতা অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু তিনি পূর্বে কিছুই বুঝতে পারতেন না, এখন তিনি তা বুঝতে পারেন যে তাতে তো ভগবানুবাচ লেখা রয়েছে। এই রুদ্র জ্ঞানযন্তের দ্বারা বিনাশ এর লেলিহান শিখা প্রস্ফলিত হয়। রুদ্র জ্ঞান যন্তকে, ওরা বলে কৃষ্ণ যন্ত। রুদ্রও শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার - এ কথা বলে তারা এই কথাকে উড়িয়ে দিয়েছে। এখন বাবা বলেন যে - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই, সুতরাং অবশ্যই একটি নতুন সৃষ্টি রচনা করা প্রয়োজন, যেখানে তোমরা রাজ্য করতে পারবে। দীপাবলীর দিন শ্রীলক্ষ্মীর আহ্বান করা হয়, তার জন্য সর্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়। সেসব হল ভক্তি মার্গের রীতি-নীতি। এখানে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠো সুতরাং তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন। সেই জন্যই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায়। গীতাতে একেবারে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে - রুদ্র জ্ঞান যন্তের দ্বারাই বিনাশ জ্বালা প্রস্ফলিত হয়। বাবা তো এই অসীম জগতের সৃষ্টির রচয়িতা। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের পিতা, আমাকে ভুলে যেওনা যেন। আজ হাসছো, আর কাল বাবাকে ভুলে গেলেই সব শেষ। তারপর এত কাঁদতে হবে যে আগে এমনভাবে কখনো কাঁদোনি। বাদশাহী হারিয়ে ফেলো, অত্যন্ত লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়। যার লোকসান হয় তার চেহারা বিবর্ণ স্নান হয়ে যায়। তাই বাবা বলেন পারলৌকিক পিতা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে কখনো ভুলে যেও না। অন্যদেরকে ভালোভাবে বোঝানোর সেবা করতে থাকো। সেবাতে ব্যস্ত থাকো, তাহলে বাবাকে কখনো ভুলে যাবে না। এ হলো অবিনাশী ধন, এর দান করলেও কখনো কম হবে না, যত দান করবে ততই আনন্দের বৃদ্ধি হতে থাকবে। অন্য সকলের আশীর্বাদের হাত তোমাদের মাথার উপর থাকবে। লোকে বলবে - এমন পান্ডা যে আমাদের স্বর্গ যাওয়ার সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে, তার জন্য আমরা সব কিছু দিতে প্রস্তুত। এখানে প্র্যাকটিকালিই সেই পিতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বাবা বলেন, অসীম এই শান্তি সদাকালের জন্য দিতেই তো আমি এসেছি। আমি তোমাদেরকে এমন কর্ম করতে শেখাই যার ফলে কখনো তোমাদেরকে আর দুঃখ অশান্তিতে ভুগতে হবে না। কর্মের গতি অত্যন্ত গভীর। বাবা বলেন যে আমি তোমাদেরকে কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের রহস্য বুঝিয়ে দেই। সত্য যুগে যেকোনো কর্ম কখনো বিকর্মে রূপান্তরিত হয় না, সেখানে সমস্ত

কর্মই অকর্ম হয়, কারণ সেখানে মায়া নেই। এখন তো মায়ার রাজত্ব চলছে তাই সব কর্ম বিকর্মে পরিণত হয়ে যায়। এখন তোমরা ড়িল করা শিখছো আর পালোয়ান হয়ে উঠছো। এই পড়াশোনা তো জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত করতে হবে। যত পড়বে যত পড়াশুনা করবে ততই শক্তি পেতে থাকবে, আরো এগোতে থাকবে। প্রত্যেক মত, প্রত্যেক মঠ ইত্যাদির প্রথমে একজন আসে তারপর তাঁর থেকে সেই মত এর অনুসরণকারীদের বৃদ্ধি হতে থাকে। আজকাল দুনিয়া অন্ধশ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ, কিন্তু এখানে রয়েছে শুধু পড়াশোনা, এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো বিষয় নেই। বৌদ্ধ অথবা খ্রীষ্টান ধর্মে লোকেরা একটি বক্তৃতার মাধ্যমে কতজনকে বৌদ্ধ অথবা খ্রীষ্টান ধর্মে রূপান্তরিত করে। এখানে এমন কোনো ব্যাপার নেই। এখানে মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে হবে, এই দুনিয়াকে বলা হয় যুদ্ধস্থল। ভগবান এসে কখনোই হিংসা করা শেখাবেন না। বলা হয়ে থাকে যে, অহিংসার শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু যে মানুষ হিংসা ত্যাগ করতে পারেনি, সে কখনো অহিংসা করা শেখাতে পারে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ রূপে পুরুষার্থ করছো। এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। লোকে মালা জপ করতে থাকে আর মুখে রাম রাম বলতে থাকে। সত্যযুগ থেকে শুরু করে ত্রেতাযুগের শেষ হওয়ার সময় পর্যন্ত ১৬১০৮ রাজকুমার রাজকুমারী থাকবেন। এদের মধ্যে মুখ্য হলেন প্রথম ৮ জন। ৮ রত্নের মহিমা অনেক। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না যে এর পেছনে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। এই ৮ জন পাস উইথ অনার হন, তাই তাঁরা একেবারেই কোনো সাজা ভোগ করেন না। বাকি ১০০ জন অল্পবিস্তর সাজা ভোগ করেন। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা ক্লান্ত হয়ে থেমে যেও না। হে রাতের যাত্রীগণ। এখন আমরা রাত পেরিয়ে দিনে প্রবেশ করছি। বাবাও সঙ্গম যুগেই আসেন। অর্ধেক কল্পের রাত্রিকাল পূর্ণ হওয়ার সময় বাবা আসেন তাই শিবরাত্রি বলা হয়। শিবরাত্রির সূচনা কিভাবে এবং কবে হয়েছিল, সে কথা তোমরা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। ব্রহ্মার রাত্রি আর ব্রহ্মার দিনের এই অনন্ত চক্রেও গায়ন রয়েছে। ঘোর অন্ধকার থেকে অনন্ত প্রকাশময় দিনের সূচনা হয়। বাবা আসেন সেই অন্তিম সময়ে, যখন রাত্রিকাল পূর্ণ হয়ে দিবসের সূচনা হয়। সুতরাং এ হলো ব্রহ্মার অনন্তের রাত্রিকাল। একথা ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার বিষয়। বাবা নিজেই বলেন যে - আমি সাধারণ দেহে প্রবেশ করি। এরা নিজেদের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে কোনো কিছু জানে না, আমি এদেরকে বলে দিই যে, ব্রহ্মা এবং বি. কে. রা কত জন্ম পেরিয়ে এসেছে। পূর্বকল্পে যারা এই কথাগুলি বুঝেছিল তারাই এই কল্পেও বুঝতে পারবে। এখন আমরা বাবাকে জেনেছি, তাই আস্তিক হয়েছি। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি।

আত্মাদের পিতা তো একজনই, ব্রহ্মাও তো শিববাবারই সন্তান। শিববাবা তো তাঁকেও অ্যাডপ্ট করেন। শিববাবা নিজে বলেন যে, আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি। আর কেউ এমন কথা বলতে পারেন না। বাবা বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা যেন কখনো বাবাকে ভুলে যেও না। বাবাকে ভুলে গেলে স্বর্গের উত্তরাধিকার খুঁয়ে ফেলবে আর তারপর কাঁদতে হবে। এ হলো কল্প-কল্পের বাজী। একবার করলে কল্পকল্প ধরে বারে বারে এমনই করতে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জীবনের লম্বা মুসাফিরিতে (জীবনের যাত্রায়) ক্লান্ত হয়ে যেও না। মাতা পিতার থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নিও না। আর বাকি সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে শুধু এক বাবার ওপর সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে হবে।

২) সুইট হোমে যাওয়ার পূর্বে বিকর্মাভিৎ অবশ্যই হতে হবে। শ্রীমৎ অনুযায়ী বুদ্ধির যাত্রা করতে থাকতে হবে।

বরদান:- সাথে থাকবো, সাথে বাঁচবো... এই প্রতিজ্ঞার স্মৃতির মাধ্যমে কস্মাইন্ড হয়ে থেকে সহজ যোগী ভব বাচ্চারা তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছে যে বাবার সাথে থাকবে, যতদিন বাঁচবে তাঁর সাথেই বাঁচবে, তাঁর সাথেই পথ চলবে.... এই প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখে বাবা এবং তোমরা কস্মাইন্ড রূপে থাকো, তাহলে এই স্বরূপকেই সহজযোগী বলা হয়ে থাকে। তখন তোমাদেরকে আলাদা করে যোগে যুক্ত হতে হবে না, বরং সদা কস্মাইন্ড অর্থাৎ তাঁর সাথে থাকবে। এইরকম সদা বাবার সাথে থাকলে, তবেই তোমরা নিরন্তর যোগী, সদা সহযোগী, উড়তি কলায় অগ্রসর হয়ে ফুরিস্তা স্বরূপ হয়ে উঠবে।

স্লোগান:- কোশ্চেন মার্ক (প্রশ্চিফের) এর বাঁকা রাস্তা নেওয়ার পরিবর্তে কল্যাণকারীর বিন্দু লাগাতে পারাই কল্যাণকারী হতে পারা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এমন কোনও ভুল করো না যে মায়া থাপ্পড় লাগানোর সুযোগ পেয়ে যায়, যদি শ্রীমতে না চলো তাহলে মায়া থাপ্পড় মেড়ে বাবার থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেবে”

*প্রশ্ন:- সূর্যবংশী রাজধানীতে এয়ারকন্ডিশন টিকিট নেওয়ার আধার কী, সেই টিকিট কাদের প্রাপ্ত হবে?

*উত্তর:- সূর্যবংশী রাজধানীতে এয়ারকন্ডিশন টিকিট নেওয়ার জন্য প্রতিটি কদম শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। নিজের সবকিছু বাবাকে অর্পণ করতে হবে। যে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়, সত্যযুগে সে-ই ধনী হবে। সূর্যবংশী রাজধানী হলই এয়ারকন্ডিশন। তোমাদের এইম অবজেক্টই হল সূর্যবংশী পদ প্রাপ্ত করা। এছাড়া নন্দ্রের ক্রমানুসারে পদ তো আছেই।

*গীত:- সে বড়ই ভাগ্যবান...

ওম শান্তি । এই গীতের অর্থ তোমরা ব্রাহ্মণকুল ভূষণ বাচ্চারাই জানো। বাচ্চারা এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, পরে দৈবী সম্প্রদায়ের হবে। বাচ্চাদেরকে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, যখন অসীম জগতের বাবা সামনে আছেন আর তাঁর থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকারই প্রাপ্ত হচ্ছে, তখন আর বাকি কি চাওয়ার থাকতে পারে! ভক্তি মার্গ কবে থেকে চলছে! এটাও কারো জানা নেই। ভক্তিমার্গের ভক্তরা ভগবানকে অথবা কনে-রা বর-কে স্মরণ করে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো তারা বাবাকেই জানে না। এইরকম কখনও দেখেছো? সজনী সাজনকে জানে না, তাহলে স্মরণ করবে কীভাবে? ভগবান তো হলেন সকলের বাবা। বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে কিন্তু পরিচয় না জেনে স্মরণ করার পুরুষার্থ সব ব্যর্থ হয়ে যায়, এরকম স্মরণ করে কোনও লাভ হয় না। স্মরণ করতে করতে কেউই সেই এইম অবজেক্ট প্রাপ্ত করতে পারে না। ভগবান কে, তাঁর থেকে কি প্রাপ্ত হবে, কিছুই জানে না। এত সব ধর্ম আছে। ক্রাইস্ট, বৌদ্ধ ইত্যাদি প্রিসেন্টার অথবা ধর্ম স্থাপকদেরকে তাদের ফলোয়ার্স-রা স্মরণ করে কিন্তু তাদেরকে স্মরণ করলে কি প্রাপ্ত হবে! কিছুই জানে না। এর থেকে তো জাগতিক পড়াশোনা অনেক ভালো। এইম অবজেক্ট তো বুদ্ধিতে থাকে তাই না। বাবার থেকে কি প্রাপ্ত হয়, টিচারের থেকে কি প্রাপ্ত হয় - সেটা বুঝতে পারে। গুরুর থেকে কি প্রাপ্ত হয় - এটা কেউই বুঝতে পারে না। এখন বাচ্চারা তোমাদের নিশ্চয় হয়েছে যে আমরা বাবার হয়েছি। বাবা পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো এসে আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন অথবা শান্তিধামের মালিক বানাচ্ছেন। বাবা বলছেন প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা আমার থেকে নিজের প্রাপ্য উত্তরাধিকার নেবে না? সবাই বলে হ্যাঁ বাবা কেন নেবো না। আচ্ছা চন্দ্রবংশী রাম পদ পেতে রাজী আছো? তোমাদের কি চাই? বাবা উপহার নিয়ে এসেছেন। তোমরা সূর্যবংশী লক্ষ্মীকে বরণ করবে নাকি চন্দ্রবংশী সীতাকে? শ্রীরামের পূজারীরা শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনতে চায় না। শ্রীরামকে ত্রেতাতে, শ্রীকৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। তারা মনে করে রাম বড়। এই নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া বেঁধে যায়। যেরকম ছোটো বাচ্চারা ঝগড়া করে।

বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - হুবহু যেরকম কল্প পূর্বে বুঝিয়ে ছিলেন, পুনরায় সেইভাবেই বোঝাচ্ছেন। তোমরা পুনরায় এসে উত্তরাধিকার নিচ্ছে। তোমাদের এইম অবজেক্টই হলো উত্তরাধিকার নেওয়া। সেটা হলো সূর্যবংশী রাজপদ। সেকেণ্ড গ্রেড হলো চন্দ্রবংশী। যেরকম এয়ারকন্ডিশনের থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু হয় না। এয়ারকন্ডিশন, ফার্স্টক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস হয় তাই না। তো সত্যযুগের সম্পূর্ণ রাজধানীকে এয়ারকন্ডিশন মনে করো, তারপর হলো ফার্স্ট ক্লাস। তো বাবা বলছেন তোমরা এয়ারকন্ডিশনের সূর্যবংশী রাজ্য নেবে নাকি চন্দ্রবংশী ফার্স্টক্লাসের? তারথেকেও কম তো সেকেণ্ড ক্লাসে নন্দ্রের ক্রমানুসারে উত্তরাধিকার হবে, তারপর তোমরা পরে-পরে এসে রাজ্য নেবে। না হলে তো থার্ডক্লাস প্রজা। তারপর সেখানেও টিকিট রিজার্ভ হয়। ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ, সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ। নন্দ্রের ক্রমানুসারে দরজা তো থাকে

তাই না। সুখ তো সেখানে আছেই। শুধু কম্পার্টমেন্ট আলাদা আলাদা হবে। ধনবানেরা এয়ারকন্ডিশনের টিকিট নেবে। তোমাদের মধ্যে ধনবান কে হবে? যে সবকিছু বাবাকে দিয়ে দেবে। বাবা এইসবকিছু তোমার। ভারতেই মহিমা গান হয়। সওদাগর, রত্নাকর, জাদুগর... এইসব মহিমা হলো বাবার, নাকি শ্রীকৃষ্ণের? শ্রীকৃষ্ণ তো উত্তরাধিকার নিয়েছেন। সত্যযুগে প্রালঙ্ক পেয়েছেন। তিনিও এখন বাবার হয়েছেন। প্রালঙ্ক তো অবশ্যই কারো থেকে পেয়ে থাকবেন, তাই না! লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগে প্রালঙ্ক ভোগ করেন। এখন বাচ্চারা ভালোভাবে জেনে গেছে, অবশ্যই তারা পূর্বজন্মে প্রালঙ্ক বানিয়েছিলেন। ভারতের অনেক মহিমা আছে, ভারতের মতো উচ্চদেশ আর কেউ হতে পারবে না। ভারতই হলো পরমপিতা পরমাত্মার

বার্থপ্লেস। এই রহস্য কারো বুদ্ধিতে ধারণ হয় না। পরমাত্মাই সবাইকে আধাকল্পের জন্য সুখ-শান্তি প্রদান করেন। ভারত হলো নম্বর ওয়ান তীর্থ। কিন্তু গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে, এইজন্য তাঁর (বাবার) সামাজিক মর্যাদা কম হয়ে গেছে। নাহলে তো সকল মানুষ এই বাবাকেই মান্য করতো, অন্য কাউকে ফুল প্রদান করতো না। সকলের পতিত পাবন বাবা, তাঁর সোমনাথ মন্দির আছে। শিবের কাছেই সবাই এসে মাথা ঠোকে। কিন্তু ড্রামা অনুসারে এক বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে সৃষ্টির অবস্থা কেমন হয়ে যায়, এইজন্য শিববাবা আসেন। কাউকে তো নিমিত্ত হতেই হবে তাই না। এখন বাবা বলছেন অশরীরী ভব। নিজেকে আত্মা মনে করো। আমি আত্মা কার সন্তান, এটা কেউ জানে না। আশ্চর্য তাই না। বলেও থাকে ও গড় ফাদার? দয়া করো। শিব জয়ন্তীও পালন করে কিন্তু তিনি কবে এসেছিলেন, এটা কারো জানা নেই। এটা হল পাঁচ হাজার বছরের কথা, বাবা-ই এসে নতুন দুনিয়া সত্যযুগ স্থাপন করেন। সত্যযুগের আয়ু তো লক্ষ বছর হয় না।

বাবা বাচ্চাদেরকে কতো সহজ করে বোঝাচ্ছেন - শুধু স্মরণ করো, ঘর গৃহস্থ থেকে কমল ফুলের মতো হয়ে থাকো। বিষ্ণুকেই সকল অলঙ্কার দিয়েছে। শঙ্খও দিয়েছে, কমল ফুলও দিয়েছে। বাস্তবে দেবতাদেরকে এই অলঙ্কার খোড়াই দেওয়া যায়! এসব হলো কতোই না গুহ্য গম্ভীর কথা। এসব হল ব্রাহ্মণদের অলঙ্কার কিন্তু ব্রাহ্মণদের কীভাবে দেবে। আজ ব্রাহ্মণ, কাল শূদ্র হয়ে যায়। ব্রহ্মাকুমার থেকে শূদ্রকুমার হয়ে যায়। মায়া দেবী করে না। যদি কোনও ভুল করো, বাবার প্রীমতে না চলো, বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায় তাহলে মায়া ভালোরকম চাঁটি মেরে বাবার থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বলে না... যে - থাপ্পড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দেবো? তো মায়াও এইরকম। বাবাকে ভুলে গেলেই মায়া এক সেকেন্ডে থাপ্পড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দেবে। যেরকম একসেকেন্ডে জীবন্মুক্তি লাভ হয়, এইরকম এক সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি শেষ করে দেয়। কতো ভালো ভালো পুরুষার্থী আত্মাকেও মায়া ধরে নেয়। দেখতে থাকে যে এ কোথায় ভুল করছে, তৎক্ষণাৎ থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। বাবা তো বাচ্চাদের মুখ পুরানো দুনিয়ার থেকে সরিয়ে নতুন দুনিয়ার দিকে করছেন।

লৌকিক বাবা গরীব হওয়ার কারণে পুরানো ঝুপড়িতে থাকেন, তারপর নতুন বাড়ি তৈরী করলে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসে যায়, ব্যস্ এবার নতুন বাড়ি তৈরী হবে, আমরা সেখানে গিয়ে থাকবো। এই পুরানো বাড়ি ভেঙে দেওয়া হবে। তোমাদের জন্যও বাবা এখন হাতের উপর স্বর্গ নিয়ে এসেছেন। বলছেন যে প্রিয় বাচ্চারা... আত্মাদের সাথে কথা বলছেন। বাচ্চারা, এই চোখের দ্বারা বাবা তোমাদেরকে দেখছেন। কাস্মীরে অনেক ব্রাহ্মণ থাকে। শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে সেখানে ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, ব্রাহ্মণের মধ্যে সেই আত্মাকে আহ্বান করে, এসবই সাক্ষাৎকারের রহস্য রাখা হয়েছে। এমন নয় যে আত্মা কারো শরীর থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে আসবে। নিজের পূর্ব পুরুষের আত্মাকে আহি করে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়। আগে তো সেই আত্মা কথাও বলতো। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি খুশী আর সন্তুষ্ট আছো? সে উত্তর দিতো। এটাও ড্রামা অনুসারে চলতো। কখনও কখনও বলেও দিত যে আমি অমুক বাড়িতে জন্ম নিয়েছি। এইসব সাক্ষাৎকারের রীতি ড্রামাতে তৈরী হয়ে আছে, যেটা রিপটি হতে থাকে। বাস্তবে কোনও আত্মাই আসে না। আগে তো টেবিলেও আবাহন করতো (প্ল্যানচেট, planchette) বাবার তো সবই অনুভব আছে। বাস্তবে টেবিলে তো আত্মা আসতে পারে না। যে যাকিছু করেছে, সেটা ড্রামাতে ছিল, সেটাই হয়েছে। ড্রামাকে কত সুন্দর করে বুঝতে হবে। ভোগ লাগানো হয়, আত্মাকে আহ্বান করা হয়। এইসব ড্রামাতে নিরূপিত আছে। এতে সংশয়ের কোনও কথাই নেই। নতুন জিজ্ঞাসু আত্মারা না বোঝার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। বাবা হলেন জাদুগরও, তাই না। তিনি বুঝিয়ে বলেন যে আমিও ড্রামার বশবর্তী। এমন নয় যে ড্রামার অতিরিক্ত কিছু করতে পারবো। না। বাচ্চা অসুস্থ হলে এমন নয় যে আমি ঠিক করে দেবো, অপারেশন করা থেকে বিরত রাখবো। না, কর্মভোগ তো সবাইকে ভোগ করতেই হবে। তোমাদের উপরে তো পাপের বোঝা অনেক আছে, কারণ তোমরা হলে সকলের থেকে পুরানো। সত্যপ্রধান থেকে একদম তমোপ্রধান হয়ে গেছো।

বাচ্চারা এখন তোমরা বাবাকে পেয়েছো তাই বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। তোমরা জানো যে কল্প কল্প আমরা ড্রামা অনুসারে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছি। যে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী পরিবারের হবে, সে অবশ্যই আসবে। যারা দেবী-দেবতা ছিলেন, পরে শূদ্র হয়েছিলেন পুনরায় তারাই ব্রাহ্মণ হয়ে দৈবী সম্প্রদায়ের হবেন। এইসব কথা বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতে পারবে না। বাবার কাছে বাচ্চারা কতোই না মিষ্টি মনে হয়! বলেন যে - তোমরাই সেই কল্প পূর্বের আমার বাচ্চা। আমি প্রতি কল্পে এসে তোমাদেরকে পড়াই। কতোইনা আশ্চর্যপূর্ণ কথা! নিরাকার ভগবান শরীরের দ্বারা কথা বলবেন তাই না। শরীর আলাদা হয়ে গেলে তো আত্মা কথা বলতে পারবে না। আত্মা ডিট্যাচ হয়ে যায়। এখন বাবা বলছেন অশরীরী ভব। এমন নয় যে প্রাণায়াম ইত্যাদি করতে হবে। না। বুঝতে হবে যে আমি আত্মা হলাম অবিনাশী। আমি আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। বাবা নিজে বলছেন - আমি আত্মা, যে ভূমিকা পালন করি সেই সব পার্ট

আত্মাতেই নিরুপিত আছে। ভক্তিমাৰ্গেও সেই পাট চলে। কেউ যদি কোনোদিনই মদ না পান করে থাকে, তাহলে তার মদের স্বাদ কিভাবে জানা থাকবে। জ্ঞানও যখন নেবে তখন জানতে পারবে। জ্ঞানের দ্বারাই সঙ্গতি হয়। বাবা বলছেন যে আমি হলম সকলের সঙ্গতি দাতা। সর্বোদয়া লিডার্স আছে তাইনা। কতোই না ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আছে। বাস্তবে সকলের উপরে দয়া করতে পারেন একমাত্র বাবা। সবাই বলে হে ভগবান দয়া করো। তো সকলের উপরে দয়া তিনিই করেন। বাদবাকি সবাই নিজের উপরে দয়া করে। বাবা তো সমগ্র দুনিয়াকে সতোপ্রধান বানাচ্ছেন। তারমধ্যে তত্ত্বও এসে যায়। এই কাজ এক পরমাত্মারই। তো সর্বোদয়ার অর্থ কত বড়, একদম সকলের উপর দয়া করেন। স্বর্গে কেউই দুঃখী হয় না। সেখানে নম্বর ওয়ান ফার্নিচার, বৈভব ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। দুঃখদায়ী জন্তু-জানোয়ার, মাছি মশা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। এখানেও ধনবান ব্যক্তিদের ঘরে কতোই না সাফাই হয়! তাদের ঘরে কখনও তোমরা মাছি দেখতে পাবে না। কোনও মশা ঢুকতে পারে না। স্বর্গে কারো ক্ষমতা নেই যে, নোংরা করতে পারে এমন জিনিস রাখবে। না। ন্যাচারাল ফুল ইত্যাদির সুগন্ধ থাকবে। তোমাদেরকে সূক্ষ্ম বতনে শিববাবা শুবীরস (আমের মতো মিষ্টি ফল, আমের থেকেও উৎকৃষ্ট) পান করান। সূক্ষ্ম বতনে তো কিছুই নেই। এসবই হল সাক্ষাৎকার। বৈকুণ্ঠে কতো ফলের বাগান ইত্যাদি হবে! সূক্ষ্ম বতনে খোড়াই কোনও বাগান থাকবে। এই সবই হলো সাক্ষাৎকার। এখানে বসে বসেই তোমাদের সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। গীতও বড়ই ফার্স্ট ক্লাস। তোমরা জানো আমরা বাবাকে পেয়ে গেছি, আর কি চাই! অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার শ্রীমত হল সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীমতের দ্বারাই আমরা শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ হবো।

সন্ন্যাসীরা বলে যে এই সুখ হল কাকের বিষ্ঠার সমান। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে সত্যযুগে সর্বদাই সুখ ছিল। শৈশবে এনারা রাধা কৃষ্ণ ছিলেন, এদের সেই অর্থে দিব্য কর্ম ইত্যাদি কিছু নেই। স্বর্গে সকল বাচ্চাই খুব সুন্দর হয়। হয়তো মুরলী শুনতে শুনতে ডাম্স ইত্যাদি করেও থাকে। কিন্তু জ্ঞান শোনায় না। শ্রীকৃষ্ণকে মুরলী দিয়েছে তখন সরস্বতী কোথায় গেলো। সরস্বতীকে তো বীণা দিয়েছে তাহলে বড় তো সরস্বতীই হল তাই না। এসব হল ভক্তিমাৰ্গ, পুতুল খেলা। দেবী-দেবতাদের মূর্তি বানিয়ে, পূজা ইত্যাদি করে আবার ডুবিয়ে দেয়। এর উপর তোমাদের একটা গানও আছে। একে বলা হয় লাইন্ড ফেইথ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সবাই এই ড্রামার বশীভূত, এই ড্রামার কোনও সীনকে দেখে সংশয় যেন না আসে। ড্রামার প্রতিটি রহস্যকে ভালোভাবে বুঝে অনড় থাকতে হবে।

২) নিজেকে অবিনাশী আত্মা মনে করে এই শরীর থেকে ডিট্যাচড হয়ে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- করাবনহারের স্মৃতিতে থেকে বড়-র থেকেও বড় কাজকে সহজ করে নিমিত্ত করাবনহার ভব বাপদাদা স্থাপনার সবথেকে বড় কাজ নিজে করাবনহার হয়ে নিমিত্ত করণহার বাচ্চাদের দ্বারা করাচ্ছেন। 'করণ করাবনহার' এই শব্দে বাবা আর বাচ্চারা কন্সাইন্ড আছে। হাত বাচ্চাদের আর কাজ বাবার। হাত বাড়িয়ে দেওয়ার গোল্ডেন চান্স বাচ্চাদেরই প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু অনুভব এটাই করো যে যিনি করানোর তিনি করিয়ে নিচ্ছেন, নিমিত্ত বানিয়ে চালনা করছেন। প্রতিটি কর্ম করাবনহারের রূপে সাথী হয়ে সাথে আছেন।

স্লোগানঃ:- জ্ঞানী তু আত্মা হল তারা, যারা আর্জি জানানোর পরিবর্তে সদা রাজি থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ডবল অহিংসক হতে হবে, মন - বাণী এবং কর্মে তোমরা কখনোই কাউকে দুঃখ দিতে পারো না"

*প্রশ্নঃ - কল্প - কল্প যে বাচ্চারা বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছে, তাদের নিদর্শন কি হবে ?

*উত্তরঃ - তারা পতিত সঙ্গ ত্যাগ করে বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণের জন্য শ্রীমতে চলতে শুরু করবে। বাবার যে প্রথম নির্দেশ, গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র হও, এই নির্দেশে তারা সম্পূর্ণ চলবে। কখনোই তাদের মনে এই প্রশ্ন উৎপন্ন হবে না যে, এই দুনিয়া তাহলে কীভাবে চলবে? তাদের নিজেদের মধ্যে কখনোই ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট হবে না। তারা নিজেদের শিব বাবার পৌত্র, ব্রহ্মা বাবার সন্তান, ভাই - বোন মনে করে চলবে।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা তুমিই ভাগ্য বিধাতা...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এখন কারোর মহিমা করবে না। ভক্তরা মহিমা করে, এই গীত ভক্তি মার্গের যারা, তারা মাঙ্গ্মার মহিমা করতে গেয়েছে, কিন্তু বেচারারা এই কথা জানে না যে, মাঙ্গ্মা কি সেবা করেছেন! যা হয়ে গেছে, তাঁর সেই মহিমাই গেয়ে থাকে। বাস্তবে কিন্তু মহিমা একজনেরই করা হয়। সেই এক বসে বাচ্চাদের পড়ান আর এমন তৈরী করেন। তোমরাও তাঁর সন্তান যারা এই ভারত বা বিশ্বের সেবা করো। ভারতেরই মহিমা করা হয়। চিত্রও ভারতেই আছে। এখানে জগদম্বার পূজাও অনেক হয়। ভারতের বাইরে হয় না। কোথায় না কোথায় শিবের চিত্র আছে কিন্তু ওরা তার অর্থ বুঝতে পারে না। বাস্তবে মহিমা হলো শিবের। যে শিব বাবা আবার জগদম্বা আর জগৎ পিতার মহিমা করিয়ে থাকেন। বাবার থেকেই সবাই শ্রীমৎ প্রাপ্ত করে। দিলওয়াড়া মন্দিরে সকলের চিত্র নেই। বাচ্চারা তো অনেক। তোমরা সকল বাচ্চারা রাজযোগ শিখছো। চিত্র তো অল্প কয়েকজনেরই বের হবে।

তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানান। শিব বাবা এনার মধ্যে বসে আছেন। পূর্ব কল্পেও এমনভাবে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। এখন তা প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধিতে বসছে। অন্যে যখন শোনে তখন কেউ কেউ বলে যে, সম্পূর্ণ ঠিক কথা, কেউ আবার বলে, আমরা কিভাবে মানবো। সবাই একরকম নয়, যখন নতুন কেউ আসে তখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় - গড ফাদারের নাম কখনো শুনেছো? কখনো ভগবানের নাম শুনেছো? এমন কোনো মানুষ নেই যে বলবে, আমরা গড ফাদারকে স্মরণ করি না, কেননা এখন সবাই দুঃখী, তাই তারা পরমাত্মাকে অবশ্যই স্মরণ করে। সত্যযুগে এমন কেউ বলবে না যে, পতিত পাবন এসো। দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে কেউ স্মরণ করে না। দুঃখে কাকে স্মরণ করে? একের স্মরণ করে। যদিও স্মরণ করে কিন্তু জানে না যে, তারা কেবল মহিমা করে।

এখানে তো হলো সমস্ত ধর্মের কথা। এমন গায়ন আছে যে, ধর্মই হলো শক্তি। কোন্ ধর্মে এতো শক্তি আছে? সমস্ত ধর্মে তো আর এতো শক্তি নেই। বাবা এসে এক দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। বাবাকে বলা হয় অলমাইটি। তাই যারা ধর্ম স্থাপন করেন তাদের মধ্যে মাইট বা শক্তি থাকে। তোমরা জানো যে, আমরা দেবতা ধর্মের তৈরী হই তাই আমাদের মধ্যে কতো শক্তি আসে। আমরা বাবার কাছ থেকে রাজস্ব লাভ করি। আমরা কোনো হিংসা করি না। সত্যযুগে দুই হিংসাই হয় না। এক তো কাম কাটারির হিংসা, দ্বিতীয় কারোর উপর ক্রোধ করা, কোনো মন্দ কথা বলা, এও বাণ চালানো হলো। একে ভায়োলেন্স বলা হয়। তোমরা কাউকেই দুঃখ দিতে পারো না। বাবা কতো ভালো কিছুর শেখান। সবাইকে সুখী করো। মুখ্য বিষয় হলো - কাম কাটারি চালানো - এ হলো সবথেকে বড় হিংসা। বন্দুক ইত্যাদি চালানো, মারধোর করা - এও হিংসা। যে কোনো প্রকারে কাউকে দুঃখ দেওয়াও হিংসা, তাই বাবা বলেন, কাম হলো মহাশত্রু। গায়নও হয় - অহিংসা পরম দেবী - দেবতা ধর্ম। তাঁদের মধ্যে দুই ধরনের হিংসা ছিলো না। তাঁরা কখনোই কাউকে মন - বাণী এবং কর্মে দুঃখ দিতেন না। বাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। পূর্ব কল্পেও করেছিলেন, আবার এখন করছেন। কাউকে মারপিট করা, ক্রোধ করা - তিনি এই সবকিছুর থেকেই মুক্ত করে দেন। মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতার, তাই রাখী বন্ধনের মহিমা করা হয়। বোনেরা বসে ভাইকে রাখী বাঁধে যে, কাম কাটারি চালিও না, কিন্তু মানুষ এর অর্থ বোঝে না। তোমরা হলে ব্রহ্মার বাচ্চা, শিবের পৌত্র। তাহলে তোমরা ভাই - বোন হয়ে গেলে। তোমরা নিজেদের মধ্যে কখনোই ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট করতে পারবে না। এ হলো পবিত্র হওয়ার যুক্তি। ভাই - বোন কখনোই নিজেদের মধ্যে বিয়ে করে না। বাবা তাই বোঝান -- কল্প - কল্প যারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছে তারাই এই শ্রীমতে চলে। অধর কুমারী, কুমারী কন্যাদের মন্দিরও আছে। যারা

গৃহস্থ জীবন থেকে বের হয়ে বাবার বাচ্চা হয়েছে তাদের অধর কুমারী বলা হয় । অবশ্যই এসব হয়ে গেছে, এখন আবার প্রত্যক্ষভাবে আছে । এমন মনে করো না যে, আমরা পবিত্র হলে এই সৃষ্টি কিভাবে চলবে? এখন এ তো পতিত দুনিয়া হয়ে গেছে । এখন পবিত্র দুনিয়া চাই । পতিত দুনিয়া তো চলতেই থাকে, বন্ধ হয় না । তাই তোমাদের পতিতদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে । বাবা এসে বিকারী দুনিয়ার রচনা বন্ধ করান । সত্যযুগ থেকে নির্বিকারী দুনিয়া শুরু হবে ।

বাবা এসেই বাচ্চাদের নির্দেশ দেন, তারপর কেউ মানুষ বা না মানুষ । শ্রীমত ভগবান উবাচঃ । ভগবান বসে বাচ্চাদের পড়ান । তিনি কি বানাবেন? যিনি যেমন, তিনি তেমনই তৈরী করবেন । নিরাকার ভগবান বসে এই শরীরের দ্বারা নিরাকার আত্মাদের পড়ান । ইনি হলেন বাবার লং বুট । বাবার তো শরীর চাই, তাই না । এনার শরীর রূপী জুতো পুরানো হয়ে গেছে । যখন নতুন ছিলো তখন গোরা ছিলো, এখন কালো হয়ে গেছে । বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা এই সময় শ্যাম, তারপর সুন্দর হও । এই সময় প্রত্যেকেই শ্যাম হয়ে গিয়েছে । ওদের ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে হয় । শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সুন্দর ছিলেন । ধীরে ধীরে তাঁর সৌন্দর্য কম হয়ে গিয়েছে । শ্রীকৃষ্ণের চিত্রও আছে যে, নরককে পদাঘাত করছে আর হাতে স্বর্গ । তিনি বলেন - আমি স্বর্গে সুন্দর ছিলাম, আর নরকে শ্যাম হয়ে গেছি, তাই নরককে পদাঘাত করি । সূর্যবংশী ঘরানায় যারা থাকে তারা সকলেই সুন্দর ছিলেন । সমস্ত ডায়নেস্টি রাজত্ব করত । এখন সবাই কালো হয়ে গিয়েছে তাই শ্যাম সুন্দর নাম চলে আসছে । শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই প্রথম জন্মগ্রহণ করে । শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পূর্ণ রাজধানীও থাকে । সকলেই আবারও গোরা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছে । বলা হয় কালিদহে সর্প দংশন করেছিলো । সেও এখানকারই কথা, মায়া সবাইকেই দংশন করতে থাকে । মায়া সবাইকেই কালো করে দিয়েছে । বাবা আবার গোরা তৈরী করে দেন । স্বর্গে এমন হবে না । ওখানে সবাই ২১ জন্ম সদা সুখী থাকে । অকাল মৃত্যু কখনোই হয় না । এখন তোমাদের দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । বাবা এসে সবাইকে রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেন । আর কোনো ধর্ম স্থাপনকারী রাজ্য ভাগ্য দিতে পারে না । ইব্রাহিম - বুদ্ধ আদি রাজত্ব স্থাপন করেন না । ওরা কেবল ধর্ম স্থাপন করে তারপর সেই ধর্মের বৃদ্ধি হতে থাকে । তাদের বাস্তুবে গুরুও বলা যায় না কারণ গুরু করা হয় সন্নতি প্রাপ্ত করার জন্য । তারা তো আসেন ধর্ম স্থাপন করতে, নাকি সন্নতি করাতে ? তাদের পিছনে তাদের ধর্মের আত্মারা নীচে নামতে থাকে । তাই বাস্তুবে গুরুও কাউকে বলা যায় না । সবাইকে একমাত্র শিব বাবাই সন্নতি করান । তাঁর জন্য এমন বলা হয় না যে, তিনি জন্মগ্রহণ করেন, একথা বলা ভুল হয়ে যায় । তিনি অবতরণ করেন । জন্মগ্রহণ করা অর্থাৎ গর্ভে আসা । আমি গর্ভে জন্মগ্রহণ করি না । আমি অবতরিত হই, কিন্তু কিভাবে আসেন, একথা কেউ বুঝতে পারে না । আমি পরমধাম থেকে এসে এই তনে প্রবেশ করি । আমার তো শরীর চাই, তাই না । আর চাই বড় শরীর । ছোটো তন থেকে তো কথা বলতে পারবো না । আমি অনুভাবী রথ, যার অনেক জন্মের অস্তিত্বে, বাণপ্রস্থ অবস্থাতে আসি । গীতাতেও আছে যে - আমি এর জন্মকে জানি । এ নিজের জন্মকে জানে না । এখন তো জানে । আমি একবার বলে দিই - প্রথমে ইনি দেবতা ছিলেন, ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে করতে যখন অস্তিম জন্মে শরীর ধারণ করেন, তখন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি । এ হলো কল্যাণকারী জন্ম । বাবা এসে এনার দ্বারা পড়ান, তাহলে ইনি মাতাও হয়ে গেলেন । বাস্তুবে ইনি হলেন মাতা, কিন্তু সার্ভিস পিতার রূপেই করেন, তাই মাষ্ট্রাকে নিমিত্ত করা হয়েছে । বাচ্চারা, তোমরাও তার সাথে নিমিত্ত হও । সবাইকে স্বর্গবাসী হওয়ার পথ বলে দাও ।

মানুষের মৃত্যু হলে বলে, স্বর্গবাসী হয়েছে । তারা পুরুষার্থ করে না । আমরা তো স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি । সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলেন, তাঁদের কে স্বর্গের মালিক বানান ? অবশ্যই ছিলো না, তাই বানিয়েছেন । এতে সমস্যার কোনো কথাই নেই । বাবা কেবল রায় দেন যে, গৃহস্থ জীবনে থেকে এই অস্তিম জন্ম পবিত্র হও । এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে । সত্যযুগে কখনো রাবণকে জ্বালায় না । মানুষ বলে, এই নিয়ম অনাদি কাল ধরে চলে আসছে, কিন্তু কবে থেকে চলছে তা জানে না । দ্বাপর থেকে রাবণকে জ্বালানো শুরু করে দিয়েছে । রাবণের কোনো ঠিকানা নেই । শিব বাবার ঠিকানা হলো পরমধাম । রাবণের ধাম কোথায়? সে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করে নেয় । কোনো একটি ঠিকানা নেই । রাবণ রাজ্য যখন সম্পূর্ণ হবে, সকলেই যখন পাবন হয়ে যাবে তখন রাবণের নাম - নিশানাও থাকবে না । রাম আর রাবণ দুই জিনিস । রাম স্বর্গ স্থাপন করেন আর রাবণ দুঃখী বানায় । আমি সর্বব্যাপী নই । রাবণ সর্বব্যাপী, এরপর আমি এসে এই ভূতকে বিতাড়িত করি । এই ভূতই সবাইকে দুঃখ দেয় । আমি এই ভূতকে জয় করিয়ে তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই । বাচ্চারা, তোমরা সবাই স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । ওরা মৃত্যুর পরে বলে দেয় যে, স্বর্গবাসী হয়েছে । তাহলে আবার কাল্লাকাটি করো কেন ? ওখানে তো বৈভবই বৈভব । মানুষের স্বর্গের কথা স্মরণে আসে, কিন্তু পুনর্জন্ম আবার এই নরকেই নেয় । তোমরা যখন সত্যযুগে থাকো, তখন তোমাদের পুনর্জন্ম সত্যযুগেই হয় । এখন এই নরকের পরিবর্তন হয়ে স্বর্গ আগত । দুঃখের দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে সুখের দুনিয়া আগত । এখন সকলের সন্নতিদাতা এসেছেন

সবাইকে সুখী করার জন্য । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হরানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ডবল অহিংসক হয়ে মন - বাণী এবং কর্মের দ্বারা কাউকেই দুঃখ দেবে না । পবিত্রতার প্রকৃত রাশী বাঁধতে হবে ।

২) পতিত সঙ্গ ত্যাগ করে এক বাবার নির্দেশেই চলতে হবে । স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বিকার রূপী ভূতের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে ।

বরদানঃ:- সকল কর্মের বোঝা বাবার উপরে ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং ট্রাস্টি হয়ে ডবল লাইট ফরিস্তা ভব সাহসী বাচ্চাদের বাপদাদা সদাই সাহায্য করেন । বাচ্চারা শ্রেষ্ঠ সঞ্চলন করে আর বাবা হাজির হয়ে যান । কেবল বাবার উপরে সমস্ত কার্য ছেড়ে দাও, তাহলে বাবা জানবে আর কার্য জানবে । কেবল নিজের উপর উত্তর দায়িত্বের বোঝা নিও না । ট্রাস্টি হয়ে থাকো তাহলে সদা হালকা, ডবল লাইট ফরিস্তা হয়ে উড়তে থাকবে । হৃদয় যদি স্বচ্ছ থাকে তাহলে উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায় ।

স্লোগানঃ:- উৎসাহ - উদ্দীপনার ডানা যদি সাথে থাকে তাহলে উড়তি কলাতে উড়তে থাকবে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book

Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - কোনো কারণেই কুল কলঙ্কিত হবে না, দেহ ত্যাগ হয় হোক কিন্তু ধর্ম যেন পরিত্যাগ না হয় (ধরত পরিষে ধরম না ছোরিয়ে), বাবার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছো তা যেন সদা স্মরণে থাকে”

*প্রশ্ন:- বাচ্চাদের কোন্ একটি সাবধানতা প্রতি কদমে অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে?

*উত্তর:- ঈশ্বরের সম্মুখে যে প্রতিজ্ঞা করেছো, কথা দিয়েছো বা প্রতিজ্ঞা করেছো তা সর্বদাই পালন করতে হবে। এই সাবধানতা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। কখনও বাবার আপন হয়ে কিচকের (কুদৃষ্টির অধিকারী) মতো উল্টো কর্ম করবে না। যদি উল্টো কর্ম করো তবে ধর্মরাজ পুরো হিসেব নেবেন। মনমত বা পরমতে চলবে না, প্রতিটি কদমে শ্রীমৎ যেন স্মরণে থাকে।

*গীত:- তুমি মাতা, তুমিই পিতা....

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ তাঁর বাচ্চাদের, শালগ্রামদের প্রতি। শালগ্রাম আত্মাদের বলা হয়। বাচ্চারা জানে আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা, যার নামই হল নিরাকার শিব। ব্যবসায়ীরা শিব (বিন্দু/শূন্য) ডট-কে বলে। বাবা বুঝিয়েছেন আত্মাও হল ডট (বিন্দু), যে ক্রকুটির মাঝখানে বিরাজিত থাকে। জ্বলে জ্বলে করা এক আজব নক্ষত্র। এই কথাটি হল আত্মার উদ্দেশ্য। সর্বপ্রথমে এই কথাটির উপরে দৃঢ় নিশ্চয় করতে হবে। অবশ্যই আমাদের নিরাকার পিতা শিব আমাদের পড়ান। আমাদের পিতা হলেন শিব। অহম্ আত্মা (আমি আত্মা)। রুদ্র বললেও নিরাকারকেই বলা হয়। শুধু নাম আলাদা, নাহলে একজনকে বলা হয়। উনি হলেন পরমপিতা পরম আত্মা, সর্বের উর্ধ্বে নিবাসরত মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। সর্ব আত্মাদের পিতা। তিনি নিরাকার আত্মা সাকার শরীর দ্বারা কথা বলেন। তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে বসে আছো তাই নেশা চড়ে যে অবশ্যই শিববাবা আমাদের পড়ান। বাবার নিজের দেহ নেই। বাকি সকল আত্মার শরীরের নিজস্ব নাম আছে। পরমাত্মার একটাই নাম। সুতরাং বাবা বোঝান আমি হলাম নিরাকার শিব। বাচ্চারা, আমি তোমাদের মতন মনুষ্য সৃষ্টিতে পুনর্জন্ম নেওয়ার জন্য শরীর ধারণ করি না। তোমরা সবাই হলে সাকারী, আমি সাকারী কেবল বর্তমানে হই। শুধুমাত্র এখন দেহে প্রবেশ করে পড়াই, এনার আত্মা এবং তোমাদের আত্মা শোনে। এই কথাটি ভালো রীতি বুদ্ধিতে ধারণ হলে তবে বাবার সঙ্গে প্রীতি যুক্ত হবে। কিন্তু চেহারা দেখেই বোঝা যায় এতখানি প্রীতি বাবার সঙ্গে কারো নেই। বাবা বলেন চেহারা প্রস্ফুটিত থাকা উচিত। যেমন কন্যাদের নিজ স্বামীকে দেখে হয়, গহনা ইত্যাদি ধারণ করে চেহারা খুশীতে প্রফুল্ল থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের স্তন শৃঙ্গার করানো হয় তাই খুশীর পারদ উর্ধ্বে থাকা উচিত। বাবা তোমাদের সাকার রূপে জড়িয়ে নেন না। অন্যরা সবাই তো দেহ-অভিমানী, নিজের সাকার দেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই কথা তো নিরাকার বাবা বলেন আমি নিরাকার পিতা, আমাকে স্মরণ করো। হে প্রিয় বাচ্চারা, আমি পরম আত্মা এই ব্রহ্মার দেহের আধার নিয়ে বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের পড়াই। নাহলে পড়াবো কীভাবে। পবিত্র করার জন্য অবশ্যই দেহের প্রয়োজন আছে। এইসব ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। দেহ ব্যতীত তো আমি আসতে পারি না। যেমন ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হয় তো আত্মাকে আহবান করা হয়। ব্রাহ্মণদের কিছু হয় না। আত্মা বলে, সমাচার শোনায়। সেসবও হয় ড্রামা অনুসারে। ড্রামায় ফিক্স আছে, তাই শোনায়। তাকে পিত্র (প্রেত) বলা হয়। সোলকে পিত্র বলা হয়, যে এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা হলেন স্তানের সাগর। জলের সাগরের কথা নয়।

মানুষ তো দেহ-অভিমাণে এসে শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছে। এখন পুনরায় তোমরা দেহী-অভিমানী হয়ে গৌর বর্ণে পরিণত হও। আত্মা পবিত্র হতে থাকে। তোমরা বাবাকে যত স্মরণ করবে তো এই যোগের দ্বারা তোমাদের বিকর্ম দন্ধ হবে। পাপ নাশ হবে। তোমরা জানো মাম্মা বাবা কতখানি পরিশ্রম করেছিলেন তবুও কর্ম ভোগ পরিশোধ তো করতে হয়। জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা মাথার উপরে রয়েছে। সেসব অন্ত সময়ে হিসেব নিকেশ শোধ হবে নশ্বর অনুক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে। বাচ্চারা তো জানে রুদ্র মালা হয়, তাইনা। ৮-এর মালাও আছে, ১০৮ এবং ১৬১০৮ এর মালাও আছে। প্রজা তো অসংখ্য হয়। এ' হল রুদ্র মালা, তাইনা। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় যে আত্মারা আছে সব হল রুদ্র মালা। সবাই পিতার সন্তান। সম্পূর্ণ বংশ রচনা হয়। মানুষ তো বিরাট বংশ বানিয়ে রাখে তারপরে সারনেম দেওয়া হয়। এ'হল শ্রী শ্রী শিববাবার মালা। বাবা বলেন বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে পুরোপুরি স্মরণ করতে হবে। তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করবে তবে তোমাদের বিকর্ম দন্ধ হবে। তা নাহলে অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে।

বাবা বার বার বলেন বাচ্চারা, ভুলবে না, কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়। বাবা বলেন বাচ্চারা, নিজের কাছে চাট রাখো - কতটা সময় আমরা শিববাবাকে স্মরণ করি। এক মুহূর্ত স্মরণ করা শুরু করো তারপরে প্র্যাক্টিস হয়ে যাবে। এমন অবস্থা বানাও যাতে অন্ত সময়ে এক পিতার স্মরণই যেন থাকে। এমন স্মরণে স্থির আত্মাই বিজয় মালার ৮ রত্ন হয়, পরিশ্রম চাই। যে যত করবে সে তত পাবে। সন্ন্যাসী গণ ঘর সংসার ত্যাগ করে যায়, পরে মহলে গিয়ে বসে। বাস্তবে এমন ল' নেই। তোমাদের তো সেখানে অসীম সুখ প্রাপ্ত হয়। বাবা স্নেহ সহকারে বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা চাও আমরা যেন মহন বিত্তবান হই তবে অমন পুরুষার্থ করো ভবিষ্যতের জন্য। যদিও এখানকার বিত্তশালীদের সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে। কাদের ধন মাটি চাপা পড়ে যাবে.... দুর্ঘটনায় আগুন লেগে যায়। বিমান দুর্ঘটনা গ্রস্ত হলে চোর এসে লুট মার করে জিনিস পত্র চুরি করে পালায়। এখন তো এই বোমা ইত্যাদি তৈরি হয়ে আছে, তাতে তো অসংখ্য মরবে। এইসব বর্তমানের কথা গুলি গায়নে আছে। যারা লক্ষ পতি ইত্যাদিরা আছে সব শেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা কত বিত্তশালী। এই মৃত্যুলোকে আমেরিকা হল স্বর্গ। কিন্তু মৃগতৃষ্ণার সমান। এ'কথা তোমরা জানো তারা নিজেরাও জানে মৃত্যু তো অবশ্যই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্যই ভগবানও আছেন। পরমপিতা পরমাত্মা আসেন স্থাপনা ও বিনাশের কর্তব্য করার জন্য। করন-করাবনহার হলেন উনি। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা... এখন তোমরা বসে আছো তাইনা। বাচ্চাদেরই ব্রাহ্মণ বলা হয়। তোমরা ঠাকুরদাদার প্রপাটি নাও। শ্রীমৎ হল শ্রেষ্ঠ, এমন গায়ন আছে তাই অনুসরণ করে চলতে হবে। দেবতায় পরিণত হতে হবে। বাবা বলেন এই সময় প্রত্যেকে হল দুর্যোধন এবং দ্রৌপদী। একটি কাহিনীতে দ্রৌপদী কারও গৃহে নিবাস করাকালীন কীচক তাকে অনুধাবন করেছিল। বাস্তবে সবাই হল দ্রৌপদী। কুমারী অথবা মাতা সবাই হল দ্রৌপদী। কন্যারা সার্ভিস করতে যায় তখন কীচক পিছু নেয়। তারপরে লেখা আছে ভীম কীচককে মেরেছিল। কীচক অর্থাৎ একেবারে নোংরা স্বভাবযুক্ত, যারা পশ্চাদ্ধাবন করে। তো দ্রৌপদীদের বাবা এসে বস্ত্ররহিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। কন্যাদের তো খুব ভালোভাবে প্রতিপালন করতে হয়। কীচক ইত্যাদির কথা এখনকারই কথা, তাদের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখতে হয়। যদি বাবার সন্তান হওয়ার পরে কীচক স্বরূপে পরিণত হয় তো ধর্মরাজ যে কি হাল করবেন, তা বলার কথা নয়। সেসব বাচ্চাদের সাক্ষাৎকার করানো হয়েছে। অনেক দন্ড ভোগ করেছে। তো বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাবা বলেছিলেন সাক্ষাৎকার করাবেন তো অবশ্যই সহ্য করতে হবে। তাদের পাপ কর্মের হিসাব এভাবেই মিটবে। বাবা কারো বাকি রাখেন না। তাই বাবা বোঝান - কীচক অথবা দুর্যোধন হয়ো না। কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল ইত্যাদি অনেক নাম রয়েছে। কংস অর্থাৎ যারা বিকারী। কন্যাদের উপরে খুব অত্যাচার করে।

এখন তোমরা বাবার সন্তান ব্রাহ্মণ হয়েছে, দেবতায় পরিণত হওয়ার জন্য। তো ব্রাহ্মণ কুলকে কলঙ্কিত করবে না। কলঙ্ক লাগালে কুল কলঙ্কিত হয়ে যাবে। কুল কলঙ্কিতদের মুখ দর্শন করাও উচিত নয়। তাদের মতন পাপাত্মা দুনিয়ায় অন্য কেউ নয়। তো এখানে অসীম জগতের পিতা এসে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন, তাঁকেও পরিত্যাগ করে যায়। তাদেরকে অজামিল বলা হয়। কিন্তু অজামিল স্বরূপ পাপীদেরও উদ্ধার তো হবেই। সাজা ভোগ করে অনেকে দুঃখী হয়। আত্মাদের দুঃখ অনুভব হয়। পরমপিতা পরমাত্মা পিতাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। এদের মতন পাপ আত্মা এই দুনিয়ায় অন্য কেউ নয়। দুনিয়া তো খুবই নোংরা। খুব সাবধানতা বজায় রাখতে হবে। সর্ব প্রথমে যখন ভাঙিতে ছিলে তখন মাতা পিতাকে কতখানি টেক কেয়ার করতে হয়েছিল। মায়া খুব প্রখর তাই বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের এতখানি শক্তি আছে কি যে পবিত্র থেকে পিতার কাছে অবিনাশী অধিকার প্রাপ্ত করবে? বুদ্ধি বলে - যখন আমরা সন্তান হয়েছি তো সন্তান রূপে পিতার নাম খারাপ খোড়াই করবো। বাবা বলেন আমি এসে বাচ্চারা তোমাদের পবিত্র করার কত পরিশ্রম করি। পতিত দুনিয়া, পতিত দেহে আসি। তা সত্ত্বেও যদি কলঙ্কিত করো তো স্মরণে রাখবে খুব কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। এখানে প্রাপ্তি অনেক। স্বর্গের মালিক হও। কিন্তু চলতে-চলতে পিতার হাত ছেড়ে দিলে একদম মাটিতে মিশে যাবে। সম্মুখে যারা থাকে, মায়া তাদেরও নাক দিয়ে ধরে নেয়, তাই খুব সাবধানতা অবলম্বন করে থাকতে হবে। বাবার আপন সন্তান হয়ে প্রতিজ্ঞা করে যদি পবিত্র না থাকো তবে খুব কঠিন দন্ড ভোগ করতে হবে। ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ রূপে পালন করতে হবে। ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া বা বচনবদ্ধ হওয়া এই সময়েরই কথা। শিববাবা বলেন প্রতিজ্ঞা করো আমরা পবিত্র হয়ে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করবো। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে তবে শেষ। দেহ ত্যাগ হোক কিন্তু ধর্ম যেন পরিত্যাগ না হয়। মরে গেলেও এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে না। কথা দিয়ে পরে কথার খেলাফ হয়ে যায়, তাইনা। এখন তোমরা কথা দিয়েছো পরমপিতা পরমাত্মার কাছে। যদি কথা দিয়ে কথার খেলাফ হবে তো ধর্মরাজের দ্বারা দন্ড ভোগ করতে হবে। ফল দাতা তো হলেন একমাত্র পিতা, তাইনা। দান-পুণ্যেরও ফল প্রদান করেন, তো পাপের ফলও দেন। করনকরাবনহার হলেন পিতা তাই তোমাদের খুব অ্যালাট থাকতে হবে। এখানে তো সম্মুখে বসে আছো। বাইরে তো হংস বলাকা একত্রে বাস করে। বাবা বলেন গৃহস্থ থেকে কাকা, মামা, জ্যাঠা সকলকে দেখেও এক পিতাকেই স্মরণ করতে হবে। এই সংসর্গটি কোনও সাধারণ সংসর্গ নয়, যেখানে অসংখ্য সংখ্যায় মানুষ এসে একত্রিত হবে। ওই

খ্রিস্টানরা তো একবার ভাষণ দিয়েই অনেক খ্রিস্টান বানিয়ে নেয়। এখানে সেরকম হওয়া সম্ভব নয়। এখানে তো জীবিত থেকেই মৃতবৎ হতে হবে। শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে হয়। দেহ-অভিমান ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। আত্মা পরমাত্মা আলাদা থেকেছে বহুকাল... এখন উনি সদগুরু সাথে আছেন মিডিয়েটর রূপে। উনি বলেন আমি পিতা, আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের ভবসাগর পার হয়ে যাবে। হাত ছাড়লেই শেষ। মহান পাপ-আত্মায় পরিণত হয়ে যায়। এমন মহান পাপাত্মা দেখতে হলে এখানে দেখো। বাবা বলেন তোমরা বাচ্চারা এমন পতিত হবে না। পুণ্য আত্মা হবে। পাপ কর্ম থেকে সুরক্ষিত থাকবে, যখন যোগ যুক্ত থাকবে। বক্সিং এর খেলায় সতর্কতা প্রয়োজন। নাহলে মায়া কখনও পিঠে ঘুষি মেরে দেবে। মায়াকে পরাজিত করা কোনও মাসির বাড়ি অর্থাৎ সহজ কথা নয়। এ'হল সত্যোপ্রধান সন্ন্যাস। বাচ্চারা, তোমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। অন্যের মতানুসারে চললেই মরবে। বাবাকে পত্র লেখে - বাবা, মায়াকে বলো আমাদের ক্ষমা করবে। বাবা বলেন - না, এখন তো আমি মায়াকে অর্ডার করি খুব ঝড় ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করো। দুঃখের, বিকর্মের পাহাড় সৃষ্টি করো। খুব ভালোভাবে নাক দিয়ে ধরে নীচে ফেলে দাও। দেখো, স্বর্গের উপযুক্ত কিনা? এমন তো বলবে না কৃপা করো, আশীর্বাদ করো। স্কুলে টিচার কি কারও প্রতি কৃপা করে? তাদের তো পড়াশোনা করতে হবে। এ' হল নলেজ, অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো কথা নেই। এই সংসঙ্গ কোনো সাধারণ সংসঙ্গ নয়। এ'হল ঈশ্বরীয় সংসঙ্গ। আচ্ছা!

মাতা - পিতা, বাপদাদার মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি নম্বর অনুক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছ সেই প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকতে হবে। কখনও কথা দিয়ে কথার খেলাফ করবে না। খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

২) নিজের এবং অন্যদের জ্ঞানের দ্বারা শৃঙ্গার করতে হবে। কখনও দেহ-অভিমानी হয়ে সাকার শরীরে না নিজে ফাঁসবে না অন্যকে ফাঁসাবে না।

বরদানঃ:- প্রত্যেক আত্মাকে সেকেন্ডে মুক্তি-জীবনমুক্তির অধিকার প্রদানকারী মাস্টার সদ্গুরু ভব এখনও পর্যন্ত মাস্টার দাতা বা মাস্টার টিচারের পার্ট প্লে করছে। কিন্তু এখন সদ্গুরুর সন্তান রূপে গতি ও সদগতির বরদাতা স্বরূপের পার্ট প্লে করতে হবে। মাস্টার সদ্গুরু অর্থাৎ সম্পূর্ণ ফলো করতে সক্ষম। সদা সম্পূর্ণ রীতিতে সদ্গুরুর বাণী অনুসরণকারী। এমন মাস্টার সদ্গুরু-ই একমাত্র সেকেন্ডে দৃষ্টি দ্বারা সর্ব প্রাপ্তি করাতে (নিহাল করতে) অর্থাৎ মুক্তি জীবনমুক্তির অধিকার প্রদান করার সেবা করতে পারে।

স্লোগানঃ:- আন্তারিকারী হও তবে বাপদাদার হৃদয়ের আশীর্বাদ (দুআ) প্রাপ্ত হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"অনুপম ও প্রিয়, ওয়ান্ডারফুল, স্নেহ আর সুখভরা অবতরণ -- শিব জয়ন্তী"

আজ, ত্রিদেব রচয়িতা বাবা তাঁর আপন পূজ্য-শালগ্রাম বাচ্চাদের সাথে মিলনের জন্য এসেছেন। যেমন, বিন্দু জ্যোতিস্বরূপ বাবার পূজা হয়, তাঁর স্মৃতিচিহ্ন উদযাপিত হয়, তেমনই বাবার সাথে সাথে তোমরা সব শালগ্রাম আত্মারও পূজা হয়। বাবার একার গায়ন ও পূজন হয়ে থাকে ত্রিমূর্তি শিব হিসেবে, যেখানে তোমরা শালগ্রাম আত্মা অনেক। পূজা উভয়ের হয়, কেননা বাবা সব বাচ্চাকে নিজের সমান পূজ্য বানিয়েছেন। কখনও শালগ্রাম যদি দেখ তখন কী অনুভব করো? 'এ তো আমিই, এই রকম মনে হয়'? তো বাবা বাচ্চাদেরকে শুধু তাঁর সমানই তৈরি করেন না, বরং নিজের থেকেও শ্রেষ্ঠ পূজন যোগ্য বানিয়েছেন। বাচ্চাদের পূজা ডবল রূপে হয়। বাবার পূজা শুধু এক শিবলিপ্সের রূপেই হয়। আর তোমরা সব বাচ্চার শালগ্রাম রূপেও হয়, দেব আত্মা রূপেও হয়। বাবার থেকেও বেশি ডবল রূপের পূজার অধিকারী তোমরা। তোমাদের যেমন ডবল বিদেশি বলা হয় তেমন ডবল মুকুটধারীও তোমরাই হও। নিরাকার বাবা হন না। কোথাও-কোথাও ভক্তরা শিবের প্রতিমাকে মুকুট পরিয়ে দেয়, কেননা তিনি তোমাদের মুকুটধারী বানিয়েছেন, সেইজন্য কোথাও কোথাও মুকুট দেখিয়ে দেয়। কিন্তু বাবা কখনও রত্নজড়িত সোনা-রূপোর মুকুটধারী হন না, কারণ মুকুট ধারণ করা হয় প্র্যাকটিক্যালি মস্তকে। তো নিরাকার বাবার মস্তক আছে কী! শরীরই নেই, সুতরাং মুকুট কীভাবে ধারণ করবেন! কিন্তু স্নেহের কারণে মুকুট দেখিয়ে দেয়। তো বাবা বাচ্চাদেরকে নিজের থেকেও এগিয়ে রেখেছেন। এত খুশি আর এত শ্রেষ্ঠ স্মৃতি থাকে তোমাদের? বাপদাদার নিজের জয়ন্তী উদযাপনের খুশি থাকে না, কিন্তু তোমাদের সকলেরও জয়ন্তী, সেইজন্য বাচ্চাদের জয়ন্তীর খুশি থাকে, কারণ বাবা একলা কিছু করতে পারেন না আর তোমরাও একলা কিছু করতে পারো না। হয়তো কোথাও কোথাও কোনো কোনো বাচ্চার একটু অহংবোধ এসে যায় যে, আমিই করি, কিন্তু বাবা ব্যতীত সফলতা লাভ হয় না। সুতরাং না বাবা একলা কিছু করতে পারেন, না বাচ্চারা একলা কিছু করতে পারে। বাবা সাকারে হোক কিংবা আকারে বাচ্চাদের সাথে মিলন উদযাপন করতে চাইলে ব্রহ্মার আধার নিতেই হয়। ব্রহ্মা ব্যতীতও বাবা কিছু করতে পারেন না। মাধ্যম বিনা সাকার মিলন উদযাপন করতে পারেন না। তো বাচ্চাদের প্রতি বাবার কত ভালোবাসা আর বাচ্চাদের বাবার প্রতি। একে অন্যকে ছাড়া কিছু করতে পারবে না। যদি বাবাকে সরিয়ে দাও, সাথে না রাখ তবে একা কিছু করতে পারো? বাবা করতে পারেন? বাবাও করতে পারেন না। সুতরাং এই বাবা এবং বাচ্চাদের একসাথে দিব্য জন্ম নেওয়া, একসাথে বিশ্ব পরিবর্তন করা আর একসাথে আপন সুইট হোমে যাওয়া — এটা ড্রামার শাস্ত্র লিখন। এটা কেউ বদলাতে পারে না। তো এই বিধিলিপি ভালো তো না! প্রিয় লাগে, তাই না! তো আজ সবাই বাবার বার্থ ডে উদযাপন করতে এসেছ নাকি নিজের? বাবা বলবেন 'তোমাদের' আর বাচ্চারা বাবাকে বলবে 'আপনার'।

এই দিব্য অবতরণ, যাকে শিবজয়ন্তী বা শিবরাত্রি বলা হয়, কত আত্মাদের জন্য স্নেহভরা, সুখভরা অবতরণ। সত্যযুগেও এমন বার্থ ডে পালন করবে না। আত্মারা, আত্মাদের বার্থ ডে পালন করবে, কিন্তু এই সময় আত্মারা পরম আত্মার বার্থ ডে পালন করে। সারা কল্পে এই রকম স্বতন্ত্র অথচ প্রিয়, ওয়ান্ডারফুল বার্থ ডে, যা একই সময়ে বাবারও হবে আর বাচ্চাদেরও হবে। এই রকম কখনও হয় নাকি? যদি তারিখ একও হয় তাহলে বছরের কিংবা মাসের কিংবা ডেটের পার্থক্য হবে। কিন্তু এই অবতরণ দিবস কত ওয়ান্ডারফুল যে বাবা আর বাচ্চাদের একসাথে হয়।

এই স্মারক-দিবসে ভক্ত লোকেও দুই বিশেষত্বের সাথে এই দিবস উদযাপন করে। দুই বিশেষত্ব কোনগুলো? এক, বিশেষ ব্রত ধারণ করে আর দ্বিতীয়তঃ, নিজেকে সমর্পিত না করে অন্য কিছু বলি দান দেয়। সুতরাং বলিদান দেওয়া আর ব্রত ধারণ করা এই দিবসের দুই বিশেষত্ব। অনেক রকমের ব্রত ধারণ করে। হয় কেউ ভোজনের করে, কেউ জাগরণের করে, কেউ করে দূর-দূরান্ত থেকে পদব্রজে চলার, যতই ক্লান্ত হয়ে যাক কিন্তু নিজের ব্রত সম্পূর্ণ করে। যত দিনই লাগুক, যত সময়ই ব্যয় হোক, কিন্তু ব্রত ছাড়ে না। তাহলে, এই স্মারকচিহ্ন কোথা থেকে তারা কপি করেছে? তোমাদের হলো ব্রাহ্মণ জীবনের ব্রত আর ভক্তদের একদিনের ব্রত। তোমরাও যখন ব্রাহ্মণ জন্ম বা দিব্য বার্থ নিয়েছ তো কী ব্রত নিয়েছ? সदा অস্তান নিদ্রা থেকে জাগরণের ব্রত নিয়েছ, নাকি একটু একটু নিদ্রা যাবে সেই ব্রত নিয়েছ? নাকি তন্দ্রাবেশে অল্প অল্প ঢুলবে, এমন তো করনি না? তো তোমরা সবাই শিব জয়ন্তী বা বার্থ ডে-তে জাগরণের ব্রত নিয়েছ, সেইজন্য ভক্তও স্মৃতিচিহ্ন রূপে জাগরণ করে। আর তোমরাও সবাই শুদ্ধ ভোজনের ব্রত নিয়েছ, সেইজন্য ভক্ত মানুষও যা কিছু হয়ে যাক, যদি অসুস্থও হয়ে যায় তবুও অল্পের ব্রত ভাঙে না। তো তোমরা সবাই তখন মনের সামনে, তনের সামনে যে

কোনও পরিস্থিতি আসুক ব্রত ভেঙে দাও কি? কখনো কিছু মিস্স খেয়ে নাও এই রকম কী করো, কেউ তো দেখে না, ঠিক আছে খেয়ে নিই! নিজের নিয়ম পাক্কা (দৃঢ়তা) রেখেছ, রেখেছ না? নাকি কাঁচা আছ? কখনো কখনো দেখে মনে অল্প ইচ্ছা হয়? একইরকম খাবার খেতে খেতে কখনও অন্য খাবারও খেতে মন চায়? আচ্ছা, এই ব্যাপারে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, এশিয়া এবং রাশিয়া সবাই পাক্কা, পাক্কা না? নাকি অল্প অল্প কাঁচা রয়েছে?

তো ডবল বিদেশি সবাই পাস করে গেছ। আর ভারতের এরা তো পাস হয়েই আছে, তাই না! ভারতের যারা তাদের তবুও সহজ হয়। ডবল বিদেশিদের এতে ডবল পরিশ্রমও থাকে। কিন্তু পাস হয়েছে, তার জন্য

অভিনন্দন। তো এক হলো বার্থ ডে-র অভিনন্দন, দুই, পাস হওয়ার অভিনন্দন আর তিন, কখনও দোলাচলে না এসে সদা অচল থাকা, এতে পাস হয়েছে? এক্ষেত্রে তোমরা বলে দাও কী করবো! সামটাইম। আজ বাপদাদা ডবল বিদেশিদের জন্য খুব সুন্দর ভাষা ইমার্জ করেছেন, কেননা, ডবল বিদেশি এনজয় করা বেশি পছন্দ করে তো না! কিছু হওয়া উচিত, কিছু এনজয় হবে, এইভাবে শান্ত-শান্ত হয়ে কী থাকব! তাইতো বাপদাদা শিবরাত্রিতে এই শব্দ (বচন) দ্বারা সবাইকে দিয়ে দৃঢ় ব্রত করান। ব্রত নেওয়ার জন্য তৈরি আছ? নাকি যখনই শুনবে তখনই বলবে যে, এটা একটু একটু মুশকিল আছে! প্রথমে তো 'মুশকিল' শব্দ সঙ্কল্পেও আনবে না - এই ব্রত নেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছ? তো বাপদাদা দেখেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সঙ্কল্পে দৃঢ়তা নেই ততক্ষণ সফলতা হয় না। সঙ্কল্প থাকে কিন্তু দৃঢ়তা থাকে না ফলে দুর্বলতা আসে। অনেক বেশি বলো দুর্বলতার এই শব্দ - কী করি! হোয়াটা। তো এখন হোয়াট ব'লো না, কিন্তু হোয়াটের পরিবর্তে কী বলবে? ক্লাই (ওড়া)। সুতরাং যখনই হোয়াট শব্দ আসে তো ব্রাক্স ডিকশনারিতে হোয়াট-এর পরিবর্তে ক্লাই শব্দ থাকবে। অন্য শব্দ কী বলো? হোয়াই, তো হোয়াই-কে কী করবে? বাই বাই। সবসময়ের জন্য বাই বাই করবে নাকি অল্প টাইমের জন্য? আর তৃতীয় শব্দ কী বলো? হাউ। তো হাউ (কীভাবে) ব'লো না, বরং নো/know (এইভাবে), তোমরা জানো, 'কীভাবে' প্রশ্ন নয়, নো অর্থাৎ জানি। যখন তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে যাবে, অভিজ্ঞ হয়ে যাবে তখন কী আর হাউ বলবে? হাউ বলা মানে হোবা (কল্পিত ভয়ানক জীব) আসা। তো হোবা কী ভালো লাগে? তাইতো এটাই সেই শব্দ যা দুর্বলতা নিয়ে আসে। এই শব্দই যা ব্যর্থ সঙ্কল্পের গেট খোলে। ভাবো! যখনই ব্যর্থ সঙ্কল্পের ক্যু লাগে তো কোন শব্দ থেকে লাগে? এই সব শব্দ থেকেই লাগে তো না! অথবা কেন হবে, কিংবা কি অথবা কীভাবে হবে, এটা কীভাবে হলো! এটা কীভাবে বললো! এটা কেন বললো! এখন কী করব.....! কীভাবে করব! তো এই শব্দই হলো দুর্বলতা বা ব্যর্থ সঙ্কল্পের গেট। এই শব্দকে চেঞ্জ করে দাও তোমাদের ডিকশনারিতে। তারপরে কী হবে? তোমরাও চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাই নয় কি! তাইতো ভক্ত লোকে তোমাদের কপি করছে। তোমাদের বিষয় হলো অসীম জগতের আর তারা সীমিত রূপে স্মৃতিচিহ্ন রেখেছে। সুতরাং এই দৃঢ় ব্রত রাখা - এটাই শিব জয়ন্তী বা শিবরাত্রি উদযাপন। উদযাপন অর্থাৎ সেইরূপ হওয়া। এই রকম নয়, শুধু কেক নিলে, লাইট জ্বালিয়ে দিলে, দীপ জ্বালিয়ে নিলে, তো এটা উদযাপন নয়, এই মনোরঞ্জনও আবশ্যিক কিন্তু এর সাথে সাথে কিছু কাটতে হবে আর কিছু জ্বালাতেও হবে।

একদিকে দীপ বা মোমবাতি জ্বালাও, দ্বিতীয়তঃ কেক কাটো, তৃতীয়তঃ পতাকা উত্তোলন করে থাকো, চতুর্থতঃ গীত গাও, পঞ্চমতঃ ড্যান্সও করো। আর কী করো? মিষ্টি বিতরণ করো আর খাও। তো এখন এই ছ'টা বিষয়ই করতে হবে। প্রথমে তো নিজের মনে দৃঢ় সঙ্কল্পের দীপ জ্বালাও, এখন থেকে দৃঢ়তা দ্বারা সফলতা পেতেই হবে। দেখব, জানি না, না। হওয়ারই আছে, করারই আছে, ভবিষ্যতসূচক বে শব্দ নয়, হওয়ানো। আর অন্য কোন ধরনের কেক কাটবে? কেক একবারে পুরো খাওয়া যায় না, কেটে খাওয়া হয়ে থাকে। তো কী কাটবে? সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা সম্পূর্ণ হওয়াতে কোনও সঙ্কল্পমাত্রও যেটা বাধা হবে তা এখন থেকে কেটে নাও, শেষ। আর যেটা দুর্বল হবে সেটার পরিবর্তে শক্তি ধারণ করার কেক মুখে পুরে দাও। প্রথমে কাটো, তারপরে মুখে পুরে খাও। বুঝেছ! কোন পতাকা উড়াবে? এই পতাকা তো স্মারকচিহ্ন রূপে উড়াও, কিন্তু প্রতিটা সঙ্কল্প, বোল এবং কর্ম দ্বারা বাবাকে সদা প্রত্যক্ষ করার পতাকা নিজের মনে উড়াও। কোনও সঙ্কল্প, বোল আর কর্ম এমন না হয় যা বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর হবে না, কারণ বাবার স্নেহের কারণে সবার মনে এই সঙ্কল্পই আছে যে বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। তো কীভাবে করবে? সদা নিজের সঙ্কল্প, বোল আর কর্ম দ্বারা প্রত্যক্ষ করার পতাকা মনে উড়াও আর সদা খুশি থাকার ড্যান্স করতে থাকো। কখনো খুশি, কখনো দুঃখী এই রকম নয়। যখন দুঃখী হও তো সেই সময়ও নিজের একটা ফটো উঠাও, আর যখন খুশি হও তখনও একটা ফটো উঠাও। তারপর দুটো ফটো পাশাপাশি রাখো, তারপরে দেখ ভালো কী? এই আমি নাকি ওই আমি? তো সদা প্রফুল্ল থাকার, খুশি থাকার ড্যান্স করো। যা কিছু হয়ে যায় যাক, কেউ যতই খুশি চুরি করার চেষ্টা করে করুক, কেননা, মায়া কারও দ্বারাই করা হবে তো না! যা কিছুই হোক না কেন, কেউ যতই কেন না কোনও প্রকারে খুশি কম করার অথবা খুশি খুইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুক, কিন্তু

যতক্ষণ বাঁচার আছে ততক্ষণ খুশি থাকতে হবে। এই পাঙ্কা ব্রত নিয়েছ তো, তাই না। কী না করতে পারো! উইল পাওয়ার আছে তো না! তো যার কাছে উইল পাওয়ার আছে সে কী না করতে পারে! যদি তোমরা সব মাস্টার সর্বশক্তিমান না করতে পারবে তাহলে আর কে করবে! আর কেউ জন্ম নেওয়ার আছে, নাকি তোমরাই আছ? মালার দানা তোমাদেরই হতে হবে, নাকি অন্যদের জন্য অপেক্ষা করছ? ফাস্ট ডিভিশনে আসতে হবে তো না! নাকি সেকেন্ডও চলবে? সুতরাং এই দূট সঙ্কল্প অর্থাৎ এই ব্রত নাও যে, যতক্ষণ জীবিত থাকতে হবে ততক্ষণ খুশি থাকতে হবে। আর যে খুশি থাকবে সে খুশির মিষ্টি বিলিয়ে দিতে থাকবে। ওই মিষ্টিতে তো শুধু মুখ মিষ্টি হয় আর এতে মন, তন, হৃদয় সবই খুশি হয়ে যায়। তো এই মিষ্টি বিতরণ করতে হবে। আর কোন গীত সদা গাও? মিষ্টি বাবা, প্রিয় বাবা, আমার বাবা এই গীতই তো গাও, তাই না! সদা এই গীত অটোমেটিক যেন বাজতে থাকে। এমনভাবে নয় যে, সেল শেষ হয়ে যাবে তো গীত শেষ হয়ে যাবে। ব্যাটারী স্লো হয়ে যাবে। না। যখন ব্যাটারী স্লো হয়, তো জানো কীভাবে গীত গাও তোমরা? সবার অনুভব আছে তো না। তারপরে কী হয়? আমার তো বাবা আছেন, তো তো এসে যায়। তখন শুধু 'আমার বাবা' বলা না, আমার তো আছেন বাবা। মিস্স হয়ে গেল, তাই না। ব্যাটারী স্লো হয়ে গেলে আওয়াজ স্লো হয়ে যায় আর তা'তে তো তো শব্দ অ্যাড হয়ে যায়। গর্ব বা অধিকারের সাথে বলা নয় - 'আমার বাবা', বরং বলে থাকো আমার তো বাবা আছেনই। সুতরাং শিবরাত্রি উদযাপন করা অর্থাৎ এই দূট ব্রত নেওয়া। এই রকম শিবরাত্রি উদযাপন করেছে তো না? নাকি ভেবোচিলে পরে জবাব দেবে! আচ্ছা, খুব কুশলী তোমরা, এখনই-এখনই ভেবে নিয়েছ। তোমরা ডবল বিদেশি সেইজন্য ডবল হুঁশিয়ার। আচ্ছা!

ডবল বিদেশিরা মধুবনে কোন্ বিশেষ সেবা করেছে? কী করেছে? ব্রহ্মা বাবাকে প্রত্যক্ষ করেছে। স্ট্যাম্পের ফাংশন উদযাপন করেছে। বিশেষ যোগও লাগিয়েছ তো না! পাওয়ারফুল যোগ লাগিয়েছ তো বিঘ্ন বিনাশক হয়ে গেছ, তাই না। হয় এটা মধুবন নিবাসীদের যোগ, কিংবা ডবল বিদেশিদের যোগ, অথবা চতুর্দিকের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের যোগ ছিল যা চমৎকার করেছে, কেননা চারদিকের সকলের এই একই সঙ্কল্প ছিল যে, ব্রহ্মা বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতেই হবে। তখন কেউ এদিক ওদিক দৌড়ানোর সেবা করেছে, কেউ মন্সা সেবা করেছে, কেউ বাচা সেবা করেছে, কিন্তু যারাই যোগযুক্ত হয়ে সেবা করেছে তেমন সেবাধারীদের সফলতার অভিনন্দন। তোমাদের কত খুশি হয়েছে! কেননা ব্রহ্মা বাবার প্রতি তোমাদের সকলের হৃদয়ে অতি সূক্ষ্ম ভালোবাসা রয়েছে। সবাই ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছ নাকি তাঁকে জেনেছ? যে বলে আমি দেখেছি সে হাত ওঠাও। যারা বলে জেনেছি তো, কিন্তু এখনও দেখার আছে তারা হাত ওঠাও। (অল্প কয়েকই উঠিয়েছে), আচ্ছা, অনুভব করেছে? ব্রহ্মা আমার বাবা এই অনুভব করেছে? কারণ অনুভবও একটা চোখ, যে'রকম স্থূল চোখের দ্বারা দেখা যায়, সে'রকম সবচেয়ে বড় চোখ হলো অনুভব। অনুভবের চোখ দিয়ে যদি দেখে থাকো তবেই বলতে পারবে দেখেছ। যদি অনুভবও করনি আর অব্যক্ত রূপে, অব্যক্ত স্থিতি দ্বারা দেখনি তাহলে তখন নিজের নাম দাদীদের কাছে নোট করিও, তখন তাঁরা অনুভব করিয়ে দেবেন। বঞ্চিত থেকে যেয়ো না, কারণ স্ট্যাম্প দ্বারা অন্যদেরকে ব্রহ্মা বাবার অনুভব করাচ্ছ আর নিজে যদি না করো তাহলে সেটা ভালো নয় তো না। সেইজন্য যখন ব্রহ্মা বাবার চিত্রের সামনে বসো তখন চৈতন্যরূপে মিলনের, অনুভবের অনুভূতি হয় না! আত্মিক বার্তালাপের রেসপন্স পাও না? পাও তো না। তিনি তো বাবা তবেই না তোমাদেরকে শোনে এবং রেসপন্স দেন। তবুও এই অনুভব থেকে বঞ্চিত থেকে যেয়ো না! বুঝেছ! তো সবাই যে সেবা করেছে, বিশেষভাবে ভারতবাসী সেবার জন্য বেশি চান্স নিয়েছে, তবুও বাপদাদা নাম উল্লেখ করেন না কিন্তু তোমরা প্রত্যেকে সেবার রিটার্নে নিজের নামসহ অভিনন্দন স্বীকার করো। ডবল বিদেশিদেরও সেবার চান্স প্রাপ্ত হয়েছে। ভালো লেগেছে, তাই না! তোমরা নাচ করছিলে, করছিলে তো না! আচ্ছা!

চারিদিকের ব্রাহ্মণ জন্মের দিব্য জন্ম-অধিকারী আত্মাদের, সদা বাবা আর তোমরা সব সাথে সাথে থাকা সমীপ আত্মাদের, সদা ডবল পূজ্য স্বরূপের স্মৃতিতে থাকা সমর্থ আত্মাদের, সদা দূট সঙ্কল্প বা দূট ব্রত উদযাপনকারী সফলতার অধিকারী আত্মাদের, সদা খুশি থাকে এবং অন্যদের খুশি করে এমন সৌভাগ্যবান বাচ্চাদের, ত্রিদেব রচয়িতা বাবার এবং ব্রহ্মা বাবার বিশেষ বার্থ ডে-র একসাথে অভিনন্দন আর স্মরণ-স্নেহ। সেইসঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদের নমস্কার।

বরদান:-

নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতির দ্বারা দিশাহারা আত্মাদের শ্রেষ্ঠ ঠিকানা দেওয়ার লাইটস্বরূপ ভব যেমন স্থূল আলোর (লাইট) কাছে পতঙ্গ আপনা থেকেই আসে, সেই রকম তোমরা সব উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছে দিশাহারা আত্মারা ফাস্ট গতিতে আসবে। এর জন্য অভ্যাস করো - প্রত্যেকের মস্তকের উপরে সদা ঝলমলে নক্ষত্রকে দেখার। শরীরকে দেখেও দেখ না। নজর যেন সদা উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে যায়। যখন এমন রূহানী নজর ন্যাচারাল হয়ে যাবে, তখন তোমাদের এই শ্রেষ্ঠ স্থিতি দ্বারা দিশাহীন আত্মারা যথার্থ ঠিকানা পেয়ে যাবে।

স্নোগান:-

সেবার মহত্বকে জেনে কোনো না কোনো সেবায় যারা বিজি থাকে তারাই অলরাউন্ড সেবাধারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য শ্রীমতানুসারে চলতে থাকো, লক্ষ্মী-নারায়ণও শ্রীমতের দ্বারাই এমন শ্রেষ্ঠ হয়েছেন"

*প্রশ্নঃ - ভক্তিতে গোমুখের স্মারকচিহ্ন কেন বানানো হয়েছে?

*উত্তরঃ - কারণ সঙ্গমে বাবা জ্ঞানের কলস মাতাদের উপরে রেখেছেন। তোমাদের অর্থাৎ মাতাদের মুখ থেকে জ্ঞান রত্ন নির্গত হয়ে থাকে, যার দ্বারা সকলেই পবিত্র হয়ে যায়। সেইজন্য ভক্তিতে গোমুখের স্মারকচিহ্ন বানিয়ে দিয়েছে। তোমরা হলে গো-মাতা, তোমরাই সকলের মনোকামনা পূর্ণ করো। সেইজন্য স্মারকচিহ্ন বানানো রয়েছে।

*গীতঃ- নয়নহীনকে পথ বলে দাও.....

ওম শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে। ভক্তিমার্গের বাচ্চারা বাবাকে ডাকতে থাকে যে আমরা যারা নয়ন হীন, বুদ্ধিহীন হয়ে গিয়েছি, আমাদের পথ দেখাও হে প্রভুজি। স্মরণ করে থাকে নিজের বাবাকেই। ওঁনাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। সকল জীবের আত্মারাই (জীবাত্মারা) বাবাকে স্মরণ করে থাকে। আমরা এই পতিত দুনিয়ায় অত্যন্ত দুঃখী। দুয়ারে দুয়ারে ধাক্কা খাচ্ছি। যেখানেই যায় তাঁর অকুপেশনের কিছুই জানা নেই যে আমরা কার কাছে যাচ্ছি ? শিবের মন্দিরে যায় কিন্তু তাদের জানা নেই যে শিব কে? যেখানেই যাবে গিয়ে মাথা ঠুকতে থাকবে। জানেনা যে তিনি কে, কবে এসেছিলেন।

লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরেও যায় কিন্তু জানে না যে এঁনারা কবে এসেছিলেন, কীভাবে রাজ্য প্রাপ্ত করেছিলেন, কিছুই জানা নেই। দিলওয়াড়া মন্দিরে যায়, সেখানে আদিদেব বসে রয়েছেন কিন্তু জানেনা তিনি কে? জগদম্বার কাছে যায় কিন্তু তিনি কবে এসেছিলেন, কি করেছিলেন, কিছুই জানে না কেবল গিয়ে মাথা ঠুকতে থাকে (নত করে)। প্রার্থনা করে -- সন্তান দাও, এই দাও, ওই দাও। জানে না কিছুই। গোমুখে যায় কত পরিশ্রম করে সিঁড়ি নামা-ওঠা করে, জানা নেই কিছুই যে সেখানে কি রাখা আছে? একটি পাথরের গোমুখ বানানো হয়েছে, বলে থাকে গরুর মুখ থেকে গঙ্গা জল বেরোয়। কোনো জন্তুর মুখ থেকে অমৃত খোড়াই বেরোবে !

তীর্থে যায়, কারোর অকুপেশন জানেনা যে এরা কবে এসেছিল, কি করেছিল? আমরা কেন পূজা করি? বুদ্ধিহীন হয়ে যাওয়ার কারণে ডাকতে থাকে। হে প্রভু, হে বাবা কারণ তিনি হলেন সকলের পিতা। মানুষের তিন বাবার কথা বলা হয়ে থাকে - এক হলো আত্মাদের পিতা শিব, দ্বিতীয় হলো সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টির অথবা মনুষ্য বংশলতিকার রচনাকার প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তারপর তৃতীয় হলো লৌকিক পিতা। ভক্তরাও অদ্বিতীয় বাবাকে স্মরণ করে যে নয়নহীনকে এসে পথ দেখাও, যারফলে আমরা সর্বদা এরকম হয়ে যাই। এই কলিযুগ তো হলোই দুঃখধাম। সত্যযুগ হলো সুখধাম আর যেখান থেকে আমরা আত্মারা ভূমিকা পালন করতে আসি তাকে শান্তিধাম বলা হয়ে থাকে। আত্মার এই শরীররূপী বাজনা অথবা এই কর্মেন্দ্রিয় এখানেই প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা আত্মা কর্ম করে থাকে। আত্মা হলো অবিনাশী, শরীর হলো বিনাশী। আত্মা হলো পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। শরীর হলো লৌকিক বাবার সন্তান। আত্মার পিতা হলো একজনই, ওঁনাকে স্মরণ করলেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অসীম জগতের শান্তি আর সুখের উত্তরাধিকার কোনো মানুষের থেকে পাওয়া যেতে পারে না। যে কেউই হোক, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকেও দেবতা বলা হয়ে থাকে, পরমাত্মা হলেন একমাত্র শিব। শিব পরমাত্মায় নমঃ, ব্রহ্মা পরমাত্মায় নমঃ বলবেনা। তাহলে এই যে সমস্ত মন্দির ইত্যাদি রয়েছে তাঁদের অকুপেশনকে কেউই জানে না। সর্বোচ্চ হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব, তারপর রচনা রচেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু শঙ্করের। শিব নিরাকার আলাদা, শংকর হলেন আকারী দেবতা। পরমাত্মা হলেন অদ্বিতীয়, এই ধাঁধা(রহস্য) ভালোভাবে বোঝা উচিত। সর্বপ্রথমে তো বাবাকে জানা উচিত যে বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। মানুষ তো ভক্তিতে ধাক্কা খেতে থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো স্বর্গের মালিক, সেখানে তো সদাই সুখই-সুখ রয়েছে। এখানে সকলেই হলো দুঃখী, এই দুনিয়ায় হলো অপবিত্র। সত্যযুগে ভারত পবিত্র গৃহস্থ-আশ্রম ছিল, যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা ছিল, সকলেই পবিত্র ছিল। পতিতকে পবিত্রে পরিণতকারী হলেন একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা। রাধা-কৃষ্ণ হলো সত্যযুগের প্রিন্স-প্রিন্সেস, যারা স্বয়ম্বরের পর লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। স্বর্গকে বলা হয় শিবালয়। এখন বাবা সকলকে পবিত্র করছেন। এই ভারত মাতাদের দ্বারা। যাদের উপরেই জ্ঞানের কলস রাখা হয়ে থাকে। ভারত পবিত্র রাজ্য ছিল, এখন হলো অপবিত্র রাজ্য। গৃহস্থ ধর্মের পরিবর্তে গৃহস্থ অধর্ম হয়ে গেছে, পুনরায়

বাবা এসে পবিত্র করেন। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন, আমি পরমপিতা পরমাত্মা এসেছি। আত্মা পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল... তোমরা অনেক সময় ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছো। এখন সম্পূর্ণ রোগী, পতিত, কড়িতুল্য হয়ে গেছো তোমাদের পুনরায় যদি আমার মতন হতে হয় তাহলে পুরুষার্থ করো। এই ভারত মাতারা হলো শক্তি-অবতার। এই শিববাবাকে নিজেদের বাবা মনে করে। ঔনার সঙ্গে যোগ যুক্ত হলে শক্তি প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা ৫ বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে মায়াজিৎ-জগৎজিত হয়ে যায়। এ হলো জয় পরাজয়ের খেলা। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বুঝলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যেতে পারো। বাবাই স্বর্গের জন্য পবিত্রতা, সুখ, শান্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেন। এ হলো রাজযোগ, হঠযোগীরা রাজ্য শেখাতে পারে না।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে চলেছো। রাবণের মতে তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলে। ভারত এখন রাবণের মতে চলে এত দুঃখী কাঙাল হয়ে গেছে। জগদম্বা সকলের মনোকামনা পূরণকারিনী ছিলেন, তিনিও মাতাই ছিলেন। জগদম্বা শ্রীমতানুসারে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেছিলেন সেইজন্য ঔনার এত মহিমা কীর্তন হয়ে থাকে। পবিত্রতা ব্যতীত তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবেনা। অর্ধেক-কল্প ভক্তিমার্গ চলে। এখন বাবা বলেন পুনরায় পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে সেইজন্য এসে বোঝ। এখন শ্রীমৎ প্রাপ্ত হচ্ছে, তাই সেই অনুযায়ী চলতে হবে। আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নয়.... মানুষ তো ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকে। তোমরা হলে শক্তির। শিববাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হলে তোমাদের শক্তি প্রাপ্ত হবে। নাহলে তো কখনো স্বর্গের মালিক হতে পারবেনা। পারলৌকিক বাবার থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাওয়াই যায় সঙ্গমে, সেজন্য পুরুষার্থ করতে হবে। বাচ্চাদেরও কল্যাণ করতে হবে। তারপর স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। এ হলো রাজযোগের পাঠশালা। ভগবানুবাচ - বাচ্চারা, আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি, যার দ্বারা তোমরা রাজার-রাজা, স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। কেবল বাবাকে স্মরণ করো তাহলে অস্তিমে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। বাবা সুখধামে পাঠিয়ে দেবেন। বাবা বলেন - আমিই এসে সকলকে শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যাই। সত্যযুগ-ত্রেতায় এই ভক্তি ইত্যাদি থাকে না। ওখানে তো ২১ জন্মে অগাধ সুখ থাকে। এখন বাবা বলেন এই রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো। বিকারের জন্য বিবাহ করা হলো নিজেকে বরবাদ (নষ্ট) করে দেওয়া। পরমপিতা পরমাত্মা অর্ডিন্যান্স বের করেছেন যে পবিত্র হও তবেই জগতের মালিক হবে। এই দুঃখধাম থেকে শান্তিধাম সুখধামে যেতে হলে এই কথাগুলিকে বোঝো। তোমরা জানো পরমাত্মা ব্যতীত কোনো মানুষকে ভগবান বলা ভুল। ভগবান হলেন একজনই। এখন তোমরা বাচ্চারা শিব পরমাত্মার, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের, লক্ষ্মী নারায়ণ প্রভৃতি সকলের বায়োগ্রাফি জানো। এখন তোমরা শ্রীমতানুসারে এইরকম লক্ষ্মী নারায়ণের সমান শ্রেষ্ঠ হতে পারো। পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমতে এক বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে আর পবিত্র হলে তখন ২১ জন্মের রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত হবে। বুঝতে হবে সত্যযুগের স্থাপনা কিভাবে হয়? তারপর এই চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়? সমগ্র বিশ্বের হিস্ট্রি- জিওগ্রাফিকে বোঝো। এ তো মানুষই বুঝবে। এক বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। সকলের উপর দয়া একমাত্র বাবাই করে থাকেন। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। তিনি এই মাতাদের জ্ঞানের কলস দেন, যারদ্বারা এরা সকলকে পবিত্র করতে পারে। এছাড়া জলের গঙ্গা পবিত্র বানাতে পারে না। এরা হলো গোমাতা। যাদের জ্ঞানের কলস প্রাপ্ত হয়। এখানে তো হলো পড়া, পড়াশোনা করে দেবতা হতে হবে। ব্রাহ্মণ দেবতা ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্র - এই বর্ণই আছে। তেমনই এই ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তিত হতে থাকে। এই চক্রে জানলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা রানী হতে পারো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পবিত্রতার বলে, শ্রীমতে চলে ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে। সকলকে অদ্বিতীয় বাবার অর্ডিন্যান্স (অধ্যাদেশ) শোনাতে হবে যে পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে।

২) প্রত্যেককে তিন বাবার পরিচয় দিয়ে দুঃখধাম থেকে শান্তিধাম আর সুখধামে চলার পথ বলে দিতে হবে। দিকভ্রান্ত হয়ে যাওয়া থেকে মুক্ত করতে হবে।

বরদানঃ:- পুরুষোত্তম হয়ে সদা উন্নত কলায় উড়ে চলা প্রথম স্থানাধিকারী বিজয়ী ভব
প্রথম স্থানাধিকারীর লক্ষণ হলো প্রতিটি বিষয়ে (কথায়) বিজয়ী। কোনো বিষয়ে যেন পরাজয় না হয়, সদা বিজয়ী। যদি চলতে চলতে কখনও পরাজয় হয় তবে তার কারণ হলো মর্যাদায় উপর-নীচে হওয়া। কিন্তু এ

হলো সঙ্গমযুগ, মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। পুরুষ নয়, নারী নয়, পুরুষোত্তম। সদা এই স্মৃতিতে থাকলে তবেই উড়ন্ত কলায় যেতে থাকবে, নীচে থেমে যাবে না। উড়ন্তকলায় যাত্রাকারী সেকেন্ডে সর্ব সমস্যা পার করে নেবে।

স্লোগান:- অদ্বিতীয় বাবার শ্রেষ্ঠ সঙ্গতে থাকো তবেই অন্য কোনো সঙ্গ প্রভাব ফেলতে করতে পারবে না।

মাতেশ্বরী-দেবীর অমূল্য মহাবাক্য : -

আমাদের অর্থাৎ মনুষ্য আত্মাদের সর্বপ্রথমে কোন্ মুখ্য পয়েন্ট বুদ্ধিতে রাখতে হবে, যার উপর অত্যন্ত অ্যাটেনশন দিতে হবে। সর্বপ্রথমে নিজেকে এই পাকা নিশ্চয়ে রাখতে হবে যে আমাদের শিক্ষা প্রদানকারী কে? দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো, আমরা সকলেই হলাম মনুষ্য আত্মা আর পরমাত্মা হলেন আমাদের পিতা। আমরা আত্মারূপী বাচ্চারা আর পরমাত্মারূপী পিতা দুই-ই হলো পৃথক পৃথক বস্তু। তৃতীয় পয়েন্ট, ঈশ্বর অন্তহীন নয়, ঈশ্বর সর্বত্রও নেই, এখন এই নলেজ বুদ্ধিতে রাখতে হবে সেইজন্যই আমাদের নলেজ অন্যদের থেকে আলাদা, অবশ্যই দুনিয়ার মানুষ মনে করে আমাদের পরমাত্মার জ্ঞান রয়েছে, এখন তাদের জিজ্ঞাসা করো তোমাদের মধ্যে কোন্ জ্ঞান রয়েছে? তখন বলবে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। এখন পরমাত্মা তো বলেন - আমার জ্ঞান আমার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়, যেমন ব্যারিস্টারের দ্বারা ব্যারিস্টারি, ডাক্তারের দ্বারা ডাক্তারি শিখতে হয়। অবশ্যই সেখানে ব্যারিস্টারও অনেকই থাকে, এক ব্যারিস্টারের কাছে না পরলে তখন অন্য পড়াবে। এক ডাক্তারের কাছে না পরলে তখন অন্য ডাক্তার পড়াবে, কিন্তু ঈশ্বরীয় নলেজ একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো মনুষ্য আত্মা সে সাধু, সন্ত মহাত্মা যেই হোক তারাও পড়াতে পারবে না। তাহলে আমরা কিভাবে বুঝব যে এদের মধ্যে কোনো পরমাত্মার জ্ঞান রয়েছে আর চতুর্থ পয়েন্ট, পরমাত্মা যুগে যুগে আসে না বরং পরমাত্মা প্রতিকল্পে একবারই এই সঙ্গম যুগে অর্থাৎ কলি যুগের শেষ আর সত্য যুগের আদির সঙ্গম সময়ে আসেন আর অনেক অধর্মের বিনাশ ঘটিয়ে এক আদি সনাতন সত্যধর্মের স্থাপনা করিয়ে থাকেন। এখন লোকেরা কীভাবে বলে যে পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন আর এমনও বলে গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি দ্বাপরে আসেন। এখন এই সকল কথাগুলিকে প্রমাণ করতে হবে, গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নয়, তিনি হলেন শিব পরমাত্মা আর তিনিও দ্বাপরে আসেন না সঙ্গমের সময়ে (সঙ্গমকালে) এসেছেন। পঞ্চম পয়েন্ট, গুরু বিহীন ঘোর অন্ধকার কীভাবে হয়েছে, সেই গুরু কে? মনুষ্যসৃষ্টির উল্টো বৃক্ষ কেমন আর আমাদের নিজেদের ৫ বিকারের উপরে কীভাবে বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে? ষষ্ঠ পয়েন্ট, আমরা সেই পাণ্ডব যোদ্ধা, যাদের সাথে সাক্ষাৎ পরমাত্মা রয়েছেন, সেই দিকেই বিজয় আছে আর সঙ্গম পয়েন্ট, পরমাত্মা স্বয়ং হলেন সর্বশক্তিমান তাহলে যারা পরমাত্মাকে সম্পূর্ণভাবে সাথে নিয়েছেন, তাদেরই পরমাত্মার দ্বারা লাইট-মাইট দুয়েরই তাজ (মুকুট) প্রাপ্ত হয়। এখন এই সমস্ত কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে, একেই জ্ঞান বলা হয়ে থাকে।

২) দুর্ভাগ্য আর সৌভাগ্য - এখন এই দুটি শব্দের ভিত কিসের উপর নির্ধারিত হয়? এ তো আমরা জানি যে সৌভাগ্য গঠন করেন পরমাত্মা আর দুর্ভাগ্য তৈরি করে থাকে স্বয়ং মানুষই। যখন মানুষ সদাই সুখী তখন তাদের সৌভাগ্য বলা হয়ে থাকে। আর যখন মানুষ নিজেকে দুঃখী মনে করে তখন সে নিজেকে দুর্ভাগ্যশালী মনে করে। আমরা এমন বলবো না যে দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য কোনোকিছুই পরমাত্মার দ্বারা প্রাপ্ত হয়, না। এটা মনে করা অত্যন্ত মূর্থতা। পরমাত্মা তো আমাদের সৌভাগ্যশালী করে দেন। কিন্তু ভাগ্যকে নষ্ট করা বা সৃষ্টি করা এ'সব কর্মের উপরেই নির্ধারিত হয়। এ'সব মানুষের সংস্কারের উপরই হয়ে থাকে। তারপর যেমন পাপ আর পুণ্যের সংস্কার ভরতে থাকে তেমনই ভাগ্য তৈরি হয়। কিন্তু মানুষ এই রহস্যকে না জানার কারণে পরমাত্মার উপর দোষারোপ করে। এখন দেখো মানুষ নিজেকে সুখী রাখার জন্য মায়ার কত উপায় বের করে থাকে তারপর সেই মায়ার দ্বারাই কেউ নিজেকে সুখী মনে করে আর কেউ আবার সেই মায়ার থেকে সন্ন্যাস নিয়ে মায়াকেই ত্যাগ করে নিজেকে সুখী মনে করে, মানে অনেক প্রকারেরই প্রচেষ্টা করতে থাকে কিন্তু এত উপায় বের করেও রেজাল্ট দুঃখের দিকেই যাচ্ছে। যখন সৃষ্টিতে প্রচন্ড দুঃখ থাকে তখন সেইসময় স্বয়ং পরমাত্মা আসেন গুপ্তরূপে নিজের ঈশ্বরীয় যোগবলের দ্বারা দৈবী সৃষ্টির স্থাপনা করিয়ে সকল মনুষ্য আত্মাদেরকে সৌভাগ্যশালী করে দেন। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বেঁচে থাকতেও মরজীবা হও, আমরা অশরীরী আত্মা, এই প্রথম পাঠই ভালোভাবে প্রতিদিন পাক্ষা করতে থাকো"

*প্রশ্নঃ - সম্পূর্ণ স্যারেন্ডার কাকে বলা যাবে?

*উত্তরঃ - যে সম্পূর্ণ রূপে স্যারেন্ডার হবে সে দেহী-অভিমানী হবে। এই দেহ আমার নয়, এখন আমরা নগ্ন হচ্ছি অর্থাৎ তন-মন-ধন যা কিছু আছে, সব বাবাকে অর্পণ করে দিই। সব আমার-আমার সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ রূপে ট্রাস্টি হয়ে থাকাই হলো সম্পূর্ণ স্যারেন্ডার। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমার হয়ে সবার প্রতি মমত্ব মিটিয়ে ফেলো। কাজকারবার করো, দেখাশোনা করো, মা-বাবার ঋণ শোধ করো কিন্তু বাবার শ্রীমৎ অনুসারে ট্রাস্টি হয়ে সবকিছু করো।

*গীতঃ- তোমার দ্বারে এসেছি শপথ নিয়ে....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে। গানের মধ্যে নিশ্চয়ই রহস্য ভরা আছে, যা বাবা বসে এর অর্থ বোঝাচ্ছেন। একে বলা হয় জীবিত থেকেও মৃত হয়ে বাবার হওয়া। বাবার হওয়ার পরে তারপর টিচার বা গুরু করে। এমন নয় যে সবারই লৌকিক গুরু আছে। তবে অধিকাংশই গুরু করে থাকে। খ্রীষ্টানরা বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পর ক্রিস্টিয়ানাইজ (ব্যাপটিজম। খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা) করে। তারা গুরুর কোলে বাচ্চাকে তুলে দেয়। সে একজন পাদ্রি বা যে কেউ হতে পারে। পাদ্রি (যাজক) তো খ্রাইস্ট (যীশু) নয়। বলবে তার নামে আমি খ্রীষ্টান হলাম। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো প্রথমে তো আমরা বাবার হই। নিজের তন-মন-ধন যা কিছু আছে, বাবাকে অর্পণ করি। জীবিত থেকেও মৃত হই অর্থাৎ আমি আত্মা, তাঁর হই। এটাই বুদ্ধিতে থাকা উচিত। যা কিছু আমার-আমার জিনিস আছে - আমার শরীর, আমার ধন, দৌলত, সম্বন্ধ ইত্যাদি যা কিছু আছে, ভুলতে থাকি। মৃত্যুর পরে সব ভুলে যেতে হয়। কতো বড় লক্ষ্য। আমি অশরীরী আত্মা, এটা পাক্ষা (দৃঢ় নিশ্চয়) করতে হবে। এমন নয় যে তোমরা শরীর ছাড়লে আর মরে গেলে। না, আত্মা খোড়াই কমপ্লিট পিওর হয়েছে? যদিও বাবার হয়েছে কিন্তু বাবা বলেন তোমাদের আত্মা অপবিত্র হয়ে আছে। আত্মার ডানা ভেঙে গেছে। আত্মা এখন উড়তে পারবে না। তমোপ্রধান হওয়ার কারণে একজন আত্মাও ফিরে যেতে পারবে না। মায়া সম্পূর্ণ রূপে ডানা ভেঙে দিয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন আত্মা হলো ফ্লাইং স্কোয়াড। সবচেয়ে তীব্র গতিতে যায়। এর থেকে তীব্র আর কিছু হতে পারে না। আত্মাকে কেউ ছুঁতে পারে না। শেষে গিয়ে মশার মতো (মশার ঝাঁক) সব আত্মারা ছুটবে। তারা কোথায় যাবে? অনেক দূরে - সূর্য চাঁদ ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে চলে যাবে। সেখান থেকে তারা ফিরবে না। ওদের রকেট ইত্যাদি গিয়ে তারপর ফিরে আসে। সূর্য পর্যন্ত পৌছতে পারে না। তোমাদের তো ওদের থেকেও আরও দূরে যেতে হবে। সূক্ষ্মলোক ছাড়িয়ে মূললোকে যেতে হবে। খুব দ্রুত চলে যাবে। আত্মা ডানা পেয়ে যায়। হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। এই কয়ামতের (শেষের সময়) সময়ের বিষয়ে অনেক মহিমা লেখা হয়েছে। সব আত্মাদের হিসেব- নিকেশ মিটিয়ে যেতে হবে। এখন তো সব আত্মারা ময়লা পাপ আত্মা হয়ে গেছে। এখানেই পুনর্জন্ম নিতে থাকে।

তোমরা জানো এটা একটা অবিনাশী (বেহদের) ড্রামা। সব অ্যাক্টরকে ভূমিকা পালন করার জন্য ওখান থেকে অবশ্যই আসতে হবে। সমস্ত আত্মাদের স্টেজে আসতে হবে, যখন বিনাশের সময় আসে তখন সবাই এসে যায়। ওখান থেকে কি করবে। অ্যাক্টর্স পার্ট প্লে না করে খোড়াই ঘরে বসে থাকবে, নাটকে অবশ্যই আসতে হবে। ওখান থেকে যখন সবাই চলে আসে তখনই বাবা সবাইকে নিয়ে যান। বাবা বলেন যদিও আমি এখানে আছি তবুও আত্মারা আসতেই থাকে। নম্বর ক্রমানুসারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর তোমরা যাবেও নম্বর অনুসারে। সবকিছুই তোমাদের স্থিতির উপর নির্ভর করছে, সেইজন্যই জীবিত থেকেও মরতে হবে। আমরা আত্মা এটা বিশ্বাস করার জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন। বাচ্চারা ক্ষণে-ক্ষণে দেহ-অভিমানে এসে ভুলে যায়। দেহী-অভিমানী তখনই হবে যখন সম্পূর্ণ রূপে স্যারেন্ডার হবে - বাবা এসবই তোমার। আমিও তোমার। এই শরীর যেন আমার নয়। একেও আমি ছেড়ে দিয়েছি। বাবা, আমি তোমার। বাবা বলেন আমার হয়ে সবার থেকে তোমরা মমত্ব মিটিয়ে ফেলো। এমন নয় যে এখানে এসে বসে পড়বে। তোমাদের নিজের কাজকর্ম করতে হবে। ঘর সামলাতে হবে। সন্তানদের দেখাশোনার দায়িত্ব তোমাদের পালন করতে হবে। মাতা-পিতার সেবা করে তাদের ঋণ শোধ করতে হবে। বাচ্চাদের উপর মাতা-পিতার লালন পালনের ঋণ জমা হয়। এখন এই বাবা তোমাদের পালন (পালনা) করছেন সুতরাং তিনি প্রথমেই তোমাদের স্যারেন্ডার করান যে, সবকিছু দিয়ে দাও। ওঁনার মাধ্যমে তোমাদের

পালনাও হয়। এটা হলো শিববার ভান্ডার। মাতা-পিতা তোমরা বাচ্চাদের পালন করছেন। শুরুতে যারাই এসেছিল সবাই ঝট করে সমর্পণ করেছিল। নিজের কাছে কিছুই রাখেনি। স্যারেন্ডার করার পর ঐ সম্পদ থেকে এক পয়সাও কাউকে দিতে পারে না। শাস্ত্রে যেমন হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী আছে। কিন্তু এর কোনো বাস্তবতা নেই। ভারত সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। ভারতবাসীদের মতো পবিত্র সুখী কেউ হয়না। ভারত সবচেয়ে বড় তীর্থ যেখানে পতিত-পাবন বাবা এসে সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে, তত্ত্বকে পবিত্র করে তোলেন। এখন এই তত্ত্ব ইত্যাদি সব শত্রু হয়ে গেছে। ভূমিকম্প হবে, তুফান হবে কেননা তত্ত্ব তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ (প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে, অনেক দুঃখ আসবে। এই সময় সব জিনিস দুঃখের। সত্যযুগে সব সুখের জিনিস হয়। সেখানে কোনো ঝড় বা গরম হাওয়া ইত্যাদি থাকবে না। তোমাদের মধ্যেও এসব বিষয়ে খুব অল্প সংখ্যকই বোঝে। আজ তারা এখানে আছে, আগামীকাল এখানে নেই, সুতরাং তোমরা বলবে যে কিছুই বোঝেনি। যদিও এখানে আসে কিন্তু খোড়াই সবাই স্থায়ীভাবে থাকে। এখান থেকে চলে যাওয়ার ১০ দিন পর খবরে লিখবে যে অমুককে মায়া খেয়ে ফেলেছে। এমন হতেই থাকে। ওরা ছোট ফুল, বড় ফুল হলে তাতে ফলই হবে। যখন ফল আসে তখন অন্যদেরও নিজের সমান তৈরি করার শক্তি পাওয়া যায়। তার ফলও দেখা যায়। বাবার হওয়ার পর প্রজাও তৈরি করতে হবে। উত্তরাধিকারও তৈরি করতে হবে। এমন নয় যে পান্ডা হয়ে বাবার কাছে আসলাম আর পৌঁছে গেলাম। না, লক্ষ্য অনেক বড়। বাচ্চারা বলে অনেক মায়ার তুফান আসে। আরে তোমরা হলে বাবার সন্তান তুফান তো আসবেই। তোমরা বলেও থাকো বাবা আমরা তোমার ছিলাম, তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছিলাম তারপর পুনর্জন্ম নিতে-নিতে ৮৪ জন্ম অতিক্রম করে আবার এসে তোমার হয়েছি। আমি তো তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়ব। অতএব এমন বাবাকে কতখানি স্মরণ করতে হবে আর নিজের সমান তৈরি করে ফল প্রদান করতে হবে। তা না হলে মালিক কিভাবে হবে। নিজের উত্তরাধিকারী কিভাবে তৈরি করবে। প্রজাও চাই আবার উত্তরাধিকারও চাই যে রাজাসনে বসবে। বাবার কাছে তো অনেকেই আসে তারপর বিচ্ছেদ করে চলে যায়। বুদ্ধির যোগ ছিল, খেলাও শেষ।

কোনো কোনো বাচ্চারা বাবাকে জিজ্ঞাসা করে – বাবা, স্থিতি কিভাবে ঠিক করব যাতে কোনো তুফান প্রভাবিত না করতে পারে? তাদের তো পথ বলেই দিতে থাকি যে বাবাকে স্মরণ করো। তুফান তো আসবেই। বক্সিং-এ কখনও দেখেছো যে একজনই শুধু থাপ্পড় খেতে থাকে। দুজনের মধ্যেই সাহস অবশ্যই থাকে, একজন যদি থাপ্পড় মারে ১০ থাপ্পড় অপর পক্ষও মারে। এটাও ঠিক তেমনই বক্সিং। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে মায়াও পালিয়ে যাবে। কিন্তু চট করে হবে না। মায়ার সাথে কুস্তি লড়তে হবে। এমনটা মনে ক'রো না যে মায়া থাপ্পড় মারবে না। সে যেই হোক না কেন এ হলো অনেক বড় বক্সিং। অনেকেই ভয় পেয়ে যায়। মায়া অনেক ভাবে হয়রান করবে। এটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র তাইনা। বুদ্ধি সংযোগ করতে মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। পরিশ্রম সব হলো এক যোগেই। যদিও বাবা বলেন জ্ঞানী আত্মারা আমার প্রিয়। কিন্তু এমনটাও নয় যে শুধু জ্ঞান প্রদানকারীরাই আমার প্রিয়। প্রথমে সম্পূর্ণ যোগযুক্ত থাকা প্রয়োজন। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মায়ার বিঘ্নকে ভয় পেও না। বিশ্বের মালিক হতে চলেছো। ১৬১০৮ এর মালা অনেক বড়। শেষে গিয়ে সম্পূর্ণ হবে। ত্রেতা যুগের শেষ নাগাদ অনেক প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে। কিছু তো লক্ষণ আছে না! ৮ এবং ১০৮ এরও চিহ্ন আছে। এটা একেবারেই সঠিক। ত্রেতার শেষ নাগাদ ১৬১০৮ প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে। শুরুতে থাকবে না। প্রথমে অল্প সংখ্যক হবে তারপর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এখানেই ওসবের জন্য তৈরি হতে হবে, তোমাদের এখন খুব ভালো সুযোগ আছে। কিন্তু অনেক পরিশ্রম আছে এতে। গানেও তোমরা গেয়ে থাকো কখনও তোমাকে ছেড়ে যাব না, মরে যাব। বাবা বলেন এসব বাচ্চারা তোমাদের বিষয়েই গাওয়া। বাচ্চারাও বলে - আমাদের সবকিছুই তোমার। মানুষ তো বলেও থাকে যে সব কিছুই ভগবান দিয়েছেন। এখন বাবা বলছেন এসবই শেষ হয়ে যাবে। বিনাশ তো হবেই তাই না! তোমাদের কাছে কি আছে? এই শরীরও শেষ হয়ে যাবে। এখন আমি আবার তোমাদেরকে বদলি করে দিচ্ছি। তোমরা শুধুই এক্সচেঞ্জ করছো তাইনা। সুতরাং বাবা বলেন - বাচ্চারা অশরীরী হও। আমাকে স্মরণ করো, সবকিছু স্যারেন্ডার করে দাও।

বাবা বলেন এই সব শাস্ত্রের সার আমি তোমাদের বুঝিয়ে থাকি। যারা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছে তারা তো বুঝতে পারবে। বাবা বলেন আমি ব্রহ্মা মুখ দ্বারা তোমাদের সব শুনিয়ে থাকি, আমি কল্প পূর্বেও তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজা-রানী বানিয়েছিলাম এখন আবার বানাচ্ছি। মানুষ কখনও, মানুষকে গীতা শুনিয়ে, রাজযোগ শিখিয়ে রাজা-রানী বানাতে পারে না। তাহলে গীতা শুনে কি লাভ! বাবা তো বলেন - আমি স্বয়ং কল্পে-কল্পে এসে তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই। আমার হবে তবেই তো উত্তরাধিকারী হবে তাইনা। সুতরাং তোমরা যত যোগে থাকবে ততই শুদ্ধ হতে থাকবে। বাবা এসবই তোমার। আমি তো ট্রাস্টি। তোমার আদেশ ছাড়া আমি কিছুই করব না। শরীর নির্বাহ কীভাবে করবে, সেটাও মতামত নিতে হবে। প্রায়শই দরিদ্ররাই সম্পূর্ণ পোতামেল দেয়। সাহকাররা দিতে পারে না। তারা সমর্পণ করতে পারে না। বিরলই কেউ কেউ বেরিয়ে আসে। যেমন জনকের নাম সুপরিচিত। তাদের সন্তানাদি রয়েছে, তাদের সাথে জয়েন্ট প্রপার্টি রয়েছে,

তাই আলাদা কীভাবে হবে। সাহকাররা কীভাবে তাদের প্রপাটি থেকে আলাদা কীকরে হবে যে সমর্পন হবে। বাবা হলেন দীনদয়াল। মাতারা সবচাইতে গরিব, কিন্তু কন্যারা তাদের থেকেও গরিব। কন্যাদের কখনও উত্তরাধিকারের নেশা থাকে না। বাচ্চাদের পিতার সম্পত্তির প্রতি নেশা থাকে। সুতরাং তাদের সব ছেড়ে বৈকুণ্ঠের উত্তরাধিকার নিতে হবে।

দান সবসময় গরিবদের করা হয়। ভারত হলো সবচেয়ে গরিব। আমেরিকা খুব বিত্তশালী। ওদের উত্তরাধিকার দেওয়া হয় কি ? ভারত সবচেয়ে বিত্তশালী ছিল অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। শুধুই ভারতবাসীরা ছিল। এক ভাষা ছিল, গড ইজ ওয়ান (ঈশ্বর এক)। আমি ওয়ান সভরেন্টি (এক সার্বভৌমত্ব), ওয়ান রিলিজিওন এক ধর্ম), ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ (এক ভাষা) স্থাপনা করি। ওয়ান অলমাইটি গভর্নমেন্ট (সর্বশক্তিমান সরকার) স্থাপন করি। এক থেকেই তারপর দুই, তিন হবে। এখন কত ধর্ম এরপর অবশ্যই একটা ধর্ম আসা উচিত। ৫ হাজার বছরের কথা। মানুষ মনে করে অমুকে মরে গিয়ে স্বর্গবাসী হয়েছে, হয়তো উপরে চলে গেছে। দিলওয়ারা মন্দিরেও স্বর্গ উপরে ছাদে দেখানো হয়েছে। সুতরাং মানুষ মুম্বড়ে পড়ে। বাস্তবে উপরে কোনো স্বর্গ নেই। তোমরা এখন জানো বাবার কাছে যেতে হবে, তারপর এখানে এসে রাজত্ব করবে। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত যাতে কাউকে বোঝাতে পার। যারা কাঁচা মায়া তো তাদের কাচাই খেয়ে নেবে।

বাবার কাছে থবর আসে - অমুকে একটাই এমনই তীর মেরেছে যে ব্যস্, আমি বাবার হয়ে গেছি। শাস্ত্রে লেখা আছে কুমারীদের দ্বারা বাণ মারা হয়েছিল। একে বলে জ্ঞানের বাণ। শুধু বাবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। এখানে কোনো স্থূল বাণের বিষয় নেই। তারা কিছুই জানে না। মানুষের যা মনে এসেছে লিখে দিয়েছে। আবর্জনায়ে ভরে গেছে। রিদ্ধি সিদ্ধি যারা করে তাদের সংখ্যাও কম নয়। সত্য যখন আবির্ভূত হলে মিথ্যা বিরোধিতা করে। এখন তোমরা বুঝেছো শিববাবা হলেন নিরাকার আর এই ব্রহ্মা হলেন সাকার। বাদবাকি নাভি ইত্যাদির কোনো বিষয় নেই। মিথ্যার কারণে সত্যকে মানুষ বুঝতে পারে না। আজকাল নকল গয়নাও এত ফার্স্টক্লাস বেরিয়েছে যে যেটা সত্য সেটা আড়াল হয়ে গেছে। তোমরা যখন কাউকে সত্য বলে তখন তাদের মরিচের মতো লাগে। আরে মোস্ট বিলভেড বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। তিনি তাহলে সর্বব্যাপী কীভাবে হবেন। এখানে সর্বব্যাপীর তো কোনো অর্থই হয়না। গডফাদার স্বর্গ রচনা করেন সুতরাং আমাদের স্বর্গের মালিক হওয়া উচিত তাই না ! এতখানি কাঙাল কীভাবে হয়ে গেছে। আমরা বাবার বাচ্চা যখন কেন আমরা স্বর্গের মালিক নই! নরকের মালিক কীভাবে হয়েছি? গড তো রচয়িতা নতুন দুনিয়ার। এমন নয় যে তিনি পুরানো দুনিয়া স্থাপন করেন। বাবা পুরানো ঘর খোড়াই তৈরী করবেন। এমন-এমন চিন্তন চলা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মায়ার বিঘ্নকে ভয় পেও না। বাবার স্মরণে থেকে সমস্ত বিঘ্নকে সরিয়ে দিতে হবে।

২) বুদ্ধি থেকে সবকিছু স্যারেন্ডার করে অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। জ্ঞানী আত্মা হওয়ার সাথে-সাথে যোগীও অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ:- 'আমার' - এই ভাবের স্মৃতির দ্বারা স্নেহ আর করুণার দৃষ্টি প্রাপ্তকারী সমর্থী সম্পন্ন ভব
যে বাচ্চারা বাবার পরিচয় পেয়ে অন্তর থেকে একটিবারও "আমার বাবা" বলে, দয়ার সাগর বাপদাদাও এমন বাচ্চাদের এর রিটার্নে পদ্মগুণ আত্মিক স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। দয়া আর স্নেহের দৃষ্টি প্রতিনিয়ত তাদেরকে এগিয়ে যেতে সক্ষম করে। এই রুহানী 'আমার' - ভাবের স্মৃতি এই রকম বাচ্চাদের জন্য সমর্থী ভরবার আশীর্বাদ হয়ে যায়। বাপদাদাকে মুখ দিয়ে আশীর্বাদ দেওয়ার আবশ্যকতা পড়ে না বরং সূক্ষ্ম স্নেহের সঞ্চলের দ্বারা সকল বাচ্চার পালনা হতে থাকে।

স্নোগানঃ:- যারা বাবার প্রিয় হয়, তাদের অন্য কোনো ব্যক্তি বা বৈভবের (সম্পদ) প্রতি ভালোবাসা থাকতে পারে না।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান হলো অমৃত আর যোগ হলো অগ্নি, জ্ঞান আর যোগের দ্বারা তোমাদের সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ রস জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হয়, ভক্তির দ্বারা নয়?

*উত্তরঃ - জীবনমুক্তির রস। ভক্তির দ্বারা কারোরই জীবনমুক্তির রস প্রাপ্ত হতে পারে না। বাবা যখন আসেন তখন বাচ্চাদেরকে যে ডায়রেকশন দেন, সেটাই হলো জ্ঞান, সেটার উপরে চললেই স্বর্গের রাজ্য প্রাপ্ত হয়ে যায়।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের ভোলা বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। এনাকে বলা হয় শিব ভোলা বাবা। সব সময় শিবকে বাবা বলা হয়। কোনো ছবির দিকে দেখুক বা না দেখুক, কিন্তু স্মরণ করে শিব ভোলানাথকে। শংকর বা বিষ্ণু কিম্বা ব্রহ্মাকে ভোলানাথ বলবে না। ভোলা শব্দটি উচ্চারণ করার সাথে সাথে মানুষের বুদ্ধিতে নিরাকার শিব বাবারই চিত্র চলে আসে। এখন তোমরা বাচ্চারা প্র্যাকটিক্যাল জানছো। এখন ভোলানাথ বাবা বললে ভক্তি মার্গের লোকদের মুখ মিষ্টি হবে না। এখন তোমরা বাচ্চারা শিব বাবাকে স্মরণ করে থাকো। শিব ভোলানাথ বাবা বললে মুখ মিষ্টি হয়ে যায়। শিব বাবা আমাদেরকে পড়িয়ে স্বর্গের মালিক বানান। 'বাবা' বললেই বাচ্চাদের প্রপাটির কথাও অবশ্যই স্মরণ হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, তিনিই হলেন শিব বাবা, মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপও তাঁকেই বলা হয়। গাছের একটিই বীজ হয় (একটা বীজ থেকেই গাছ হয়)। তো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষেরও হলো একটিই বীজ, যার থেকে মনুষ্য সৃষ্টি রচিত হয়, কারণ তিনি তো বাবা। বাকি সব হলো তাঁর সন্তান। ভক্তদের ভগবান বাবা হলেন একজনই। ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণ রূপে জানে না। এও ড্রামাতে নিরূপিত রয়েছে। বাচ্চাদেরকে এই জ্ঞান আর যোগ বলের দ্বারা সদা সুখী বানিয়ে আমি গুপ্ত হয়ে যাই। জ্ঞান সাগরও হলেন একজনই। যেমন ওই জলের সাগরও হলো একটাই। তাকে বিভাজিত করা হয়েছে - এটা ইন্ডিয়ান সাগর, এই অমুক স্থানের সাগর। বাস্তবে সাগর হলো একটাই। সত্যযুগে এই সাগরকে বিভাজিত করা হবে না। একটাই সাগর থাকে, যার মালিক তোমরা হতে চলেছো। সেখানে কি এত খন্ড থাকে নাকি? এক বাবার একটিই রাজধানী থাকে। এই ভারতে ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির একটিই রাজ্য ছিল। দেবী-দেবতাদের রাজ্যকে ভগবান-ভগবতীর রাজ্যও বলা হয়। বিদেশের লোকেরা গড গডেজ বলে থাকে। কিন্তু জানে না যে, তারা কখন রাজ্য করতেন। কীভাবে রাজ্য পেয়েছিলেন?

জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র বাবা। তিনিই জ্ঞানের দ্বারা সকলকে সঙ্গতি দান করেন। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমাদের সামনে জ্ঞানের সাগর বসে রয়েছেন। তাঁর থেকে জ্ঞান গঙ্গারা নির্গত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে সঙ্গতি প্রদান করে থাকে। একে জ্ঞান অমৃতও বলা হয়। অমৃত শব্দ থেকেই পরে পূজারীরা চরণ ধুয়ে সেটাকে অমৃত বানিয়ে পান করে থাকে। বাস্তবে তাকে অমৃত বলা যাবে না। আজকাল ওষুধের নামও অমৃত রাখা হয়, যার দ্বারা সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। সেটাও ঠিক নয়। এটা তো বাবা বসে বাচ্চাদেরকে যোগ শেখান। যোগকে অমৃত বলা যায় না। যোগ অগ্নিতে তোমাদের সব রোগ ভোগ ২১ জন্মের জন্য দূর হয়ে যাবে। এই জন্মের নয়, এতে তো অন্তিম সময় পর্যন্ত ভুগতে থাকবে। এ হলো যোগ এর কথা। বাবা বলেন যোগ লাগাও, তাহলে তোমাদের সব অসুখ বিসুখ নষ্ট হয়ে যাবে। তখন কখনোই আর অসুখই হবে না। তোমরা পুরুষার্থ করে থাকো বাবার থেকে হেলথ ওয়েল্থ নেওয়ার জন্য। সেখানে কোনও অসুখ বিসুখই হয় না। আমি তোমাদেরকে এমন কর্ম করা শেখাই যার ফলে তোমাদের কখনোই অসুখ হবেই না। বলে থাকে যে, ব্যাস ভগবান শাস্ত্র রচনা করেছেন... কিন্তু এ'সব তো ড্রামাতেই নিরূপিত রয়েছে। নাম দিয়ে দিয়েছে ব্যাসদেবের। এ হলো পূর্ব রচিত ড্রামা। তোমরা যা কিছু দেখেছো সে সবই ড্রামাতে নিরূপিত রয়েছে, অনাদি পূর্ব রচিত। এর বদল হতে পারে না। ভক্তি মার্গ দ্বাপর থেকে শুরু হয়ে যায়। যে যতই ভক্তি করুক, শাস্ত্র পড়ুক না কেন, কিন্তু কেউই ফিরে যেতে পারবে না। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধানে অবশ্যই আসতে হবে। এই কর্মক্ষেত্রের থেকে বাইরে কেউই যেতে পারবে না। তোমরা জানো যে, আমরাই সতোপ্রধান ছিলাম, এখন সেই আমরাই তমোপ্রধান হয়েছি। ড্রামা অনুসারে হতেই হবে। ভক্তি মার্গে রাত শুরু হয়ে অমিনিশা হয়ে যায়। প্রথমে এতটা অন্ধকার থাকে না যতখানি এখন রয়েছে। রাতকেও প্রথমে সতোপ্রধান তারপর সতঃ - রজঃ - তমঃ বলা যায়। ধীরে ধীরে কলা কমে কমে ঘোর অন্ধকার হয়ে যায়। এখন সৃষ্টিতে বেহদের গ্রহণ। একেবারে ঘোর তমোসাচ্ছন্নতা। এই আকাশের চাঁদের কথা নয়, এ হলো সমগ্র বিশ্বের কথা। রাবণের গ্রহণ লেগেছে। দ্বাপর থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্বে গ্রহণ লাগা শুরু হয়। একটু একটু করে লাগতে শুরু করে। ২৫০০ বছর

লাগে, যখন অস্ত্রিমে ভারত একেবারেই কালো হয়ে যায়। এখন হলো একেবারেই ঘোর অমানিশা। ঘোর আলোকোজ্জ্বলতা অর্থাৎ দিন বানান একমাত্র বাবা। পতিতকে পবিত্র বানান একমাত্র বাবা। মায়া রাবণ তারপর রাত, ঘোর অন্ধকার বানিয়ে দেয়। ভক্তি করতে করতে ভগবানকেই স্মরণ করে আসছে। ভগবান, ভগবানকে তো স্মরণ করবে না। সর্বব্যাপীর জ্ঞান যাদের, তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, গড ফাদার ইজ ওয়ান। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। বাকি সব হলো রচনা। রচয়িতার এই রকম মহিমা কখনোই হতে পারে না। যদি কেউ বলে যে, আল্লাই পরমাত্মা, তবে সেই মহিমা গাওয়া যেতে পারে না। গায়ন হলো একমাত্র বাবারই। সেই পতিত-পাবন হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সত্য তিনি, চৈতন্য তিনি। আনন্দের সাগর, জ্ঞানের সাগর তিনি। কোনো মানুষেরই এই মহিমা হতে পারে না।

জ্ঞানের দ্বারা জীবনমুক্তির রস এক সেকেন্ডে চলে আসে। ভগবানুবাচ গীতাতেই তো আছে না - যজ্ঞ, তপ, তীর্থ ইত্যাদি করা, বেদ শাস্ত্র পড়া - এ'সবই হলো ভক্তি মার্গ। এর দ্বারা কেউই আমার কাছে আসতে পারে না। পরে সকলকেই পাট প্লে করতে আসতে হবে। গড ফাদার ইজ ওয়ান, তিনিই হলেন করন-করাবনহার, সেইজন্য ব্রহ্মার থেকে সত্যযুগী আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করান। মানুষকে করন-করাবনহার বলা যাবে না। গড-কেই ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর বলা হয়। বাচ্চাদেরকে তিনি ডায়রেকশন দিতে থাকেন। ডায়রেকশনকে জ্ঞান বলা হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরকে বসে তিনি বোঝান। আল্লা এই চোখ দিয়ে দেখে। ক্রুকুটির মাঝখানে আল্লা থাকে। মুখ দিয়ে কথা বলে। পরমপিতা পরমাত্মাও যখন আসেন তখন মুখের মাধ্যমেই জ্ঞান শোনান। তিনি বলেন, আমি এই রথে রথী বসে আছি। তোমাদেরকে সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছি। তোমরা হলে রাজাধি। এই রকম কোনও মানুষ নেই যে বলতে পারে যে, হে আমার আদরের বাচ্চারা তোমরা হলে রাজাধি। তোমাদেরকে রাজত্বের জন্য আমাকে শিক্ষা প্রদান করতে হবে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমি তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেছিলাম। প্রতি ৫ হাজার বছর পর আমি শিক্ষা প্রদান করতে আসি। এই রকম কোনো সাধু সন্তান প্রমুখ বলতে পারবে না। বাবা-ই বুঝিয়ে থাকেন, তাঁকে নৌকার মাঝিও বলা হয়। অবশ্যই তোমাদেরকে বিষয় সাগর থেকে বের করে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাই। তোমরা একেবারে আরামে বসে থাকবে।

এখন তোমরা জানো যে, বাবা বলেন আমি ব্রহ্মা তনে প্রবেশ করি। তারপর এই ব্রহ্মা এবং সরস্বতী, বিষ্ণু রূপ হয়ে যায়। তোমরা বিষ্ণুপুত্রীর মালিক হয়ে যাও, তাই না! এ হলো গুপ্ত কথা। তোমরা বাচ্চারা জানো, আর কেউই জানতে পারে না। প্রথম প্রথম যখন কেউ আসে, তো তাকে বোঝানো উচিত যে, গড ফাদার ইজ ওয়ান, তাহলে তো অবশ্যই বাকি সকলেই হলো তাঁর সন্তান। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন অদ্বিতীয়। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। সকল ভক্তদের ভগবান তিনি, সকলকে সুখ দেন। এখানে কলিযুগে তো মানুষ অত্যন্ত দুঃখী। মানুষ গ্রাহী গ্রাহী করতে থাকে। সত্যযুগে দুঃখের কোনো ব্যাপার নেই। এখানে তো পুরো দুনিয়াতে অনেক অনেক ভক্ত। এই মন্দির মসজিদ ইত্যাদি সব হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। সত্যযুগে এ'সব থাকে না। সেটা হলো ভক্তি কাল্ট, এটা হলো জ্ঞান কাল্ট। যখন রাত শুরু হয়, তখন সবার আগে সোমনাথ মন্দির বানায়। তাই যখন তোমাদের কাছে কেউ আসে, তাকে সবার আগে বোঝাও যে, গড ফাদার ইজ ওয়ান। ভারতেই গাওয়া হয়ে থাকে - তুমি মাতা পিতা... এ হলো মাদার ফাদার কান্ট্রি। জগৎ অশ্বা, জগৎ পিতা দু'জনেই আছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র মন্দির গুলিতে অ্যাক্যুরেটলি বানানো হয়েছে। কিন্তু অরিজিনাল চিত্র তো বের করতে পারবে না। কোনো অ্যাক্টরের চিত্র নিয়ে তারপরই বানাতে পারবে। তারা তো রাজত্ব করেছে সত্যযুগে। মানুষ বলেও থাকে যে সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের ছোটবেলার কোনো হিস্ট্রি নেই। রাধা-কৃষ্ণেরই রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পালন করে থাকে, তারপর নারায়ণ অষ্টমী কোথায় গেল? শ্রীকৃষ্ণকে তো তারপর দ্বাপরে নিয়ে গেছে। রাধা-কৃষ্ণ তো হলো প্রিন্স প্রিন্সেস, দু'জনেই নিজের নিজের রাজধানীতে থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই স্বয়ম্বর হয়েছিল, তবেই তো রাজসিংহাসনে বসে থাকবে। রাধা-কৃষ্ণের রাজ্য তো নেই। সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী ঘরানা ছিল। চন্দ্রবংশীতে তো সূর্যবংশী শ্রীকৃষ্ণ আসতে পারে না। মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তাই সবার আগে বোঝাতে হবে যে, গড ফাদার হলেন একজনই। তোমাদের লৌকিকে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন হুদ এর (জাগতিক/শরীরের) ফাদার। স্ত্রী'র রচনা করে, স্ত্রী'র দ্বারা সন্তানদের জন্ম দেয়। স্ত্রী'কে অ্যাডপ্ট করে, জন্ম দেয় না। অসীম জগতের বাবাও বলেন, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে অ্যাডপ্ট করি। ভগবান সৃষ্টি কীভাবে রচনা করেছেন এ'কথা কারোরই জানা নেই। এই রকম নয় যে প্রলয় হয়, তারপর সাগরে (অশ্বত্থ) পাতায় করে ভেসে আসে। এই রকমই যদি হয় তবে একলা কৃষ্ণ কীকরে সৃষ্টি রচনা করবে? তারজন্য তো দু'জন চাই। ফিমেলও চাই। কিন্তু এই রকম কোনো কথাই নয়। বাবা বলেন, আমি অ্যাডপ্ট করি। তোমরা সবাই বলো যে - বাবা, আমরা হলাম তোমার মুখ বংশাবলী। আমি এই মুখের (ব্রহ্মা) আধার নিয়ে থাকি। আমি বলে থাকি - হে বাচ্চারা। তোমরাও বলে থাকো - হে শিব বাবা, আমরা তোমার সন্তান ছিলাম, আবার হয়েছি। বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমাদের জন্য আমি বৈকুণ্ঠের সওগাত নিয়ে এসেছি। তোমরা এখানে বসে আছো স্বর্গের

মালিক হওয়ার জন্য । এ হলো রাজযোগ, রাজস্ব স্থাপন হচ্ছে। আর প্রিন্সিপলরা এই রকম বলবে না যে, আমি খ্রীষ্টান রাজস্ব স্থাপন করে থাকি বা শিখ রাজস্ব স্থাপন করে থাকি। না। তোমরা নতুন দুনিয়াতে রাজস্ব নেওয়ার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করছো। এটা তো ওয়ান্ডার তাই না? গড ফাদার হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর থেকে আমাদের স্বর্গের রাজস্ব পাওয়ার অধিকার আছে, তাই না! সত্যযুগে রাজস্ব ছিল, মানব সৃষ্টি কীভাবে ক্রিয়েট করেন, এখন তোমরা জানো। ভগবানুবাচ - এ'হলো আমাদের মুখ বংশাবলী। বাকি সবাই হলো রাবণের কুখ বংশাবলী। তারা হলো ব্রাহ্মণ কুখ (গর্ভজাত) বংশাবলী, তোমরা হলে ব্রাহ্মণ মুখ বংশাবলী। তোমরা বোঝাতে পারো যে, ব্রহ্মার সন্তানকে তো ব্রাহ্মণই বলা হবে, তাই না। ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তাহলে তার সন্তানও তো ব্রাহ্মণই হবে। ব্রাহ্মণের সন্তান তো ব্রাহ্মণই হবে, তাই না! তোমরা হলে ব্রহ্মার সত্যিকারের সন্তান ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণ হলো সব থেকে উচ্চ । ব্রাহ্মণদেরকে শীর্ষে (চোটিতে) রাখা হয়। যেমন উচ্চ থেকে উচ্চ ভগবান শিব বাবাকে ত্রিমূর্তির থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে, সেই রকমই উচ্চ থেকে উচ্চ ব্রাহ্মণদেরকেও শীর্ষ থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। বিরাত রূপে ব্রাহ্মণকে দেখায় না। শুধু বলে, দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র... সবার আগে হলে তোমরা ব্রাহ্মণরা। তোমরা কতো মহান সেবা করছো! উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন ভগবান, তারপর তিনি জন্ম দিয়েছেন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের। শিব বাবা তো নতুন সৃষ্টিতে আসেন না। তোমরা আসো। শিব বাবা বলেন - আমি তোমাদেরকে রাজ্য প্রদান করে থাকি। তারপর আমার নাম গুপ্ত হয়ে যায়। আমি লুকিয়ে যাই। আমি কি করেছি, কীভাবে সৃষ্টি রচনা করেছি, এ'সব কেউই জানে না।

এখন নতুন কেউ এলে তো বেশি মাথা খাটাতে হবে না। সর্ব প্রথমে পরিচয় দেবে বাবার। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। দেবতার স্বর্গের মালিক ছিলেন। তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন তারা হলো শূদ্র বর্ণে। তারপর আমি তাদেরকে ব্রাহ্মণ বানাই। বর্ণও তো রয়েছে না? বিরাত রূপের চিত্রও রয়েছে। ব্রাহ্মণদের কেশশিখার উপরে শিবকেও দেখাতে হবে। যেমন ত্রিমূর্তিতে শিবকে দেখানো হয়, সেই রকম ব্রাহ্মণদের উপরেও শিবকেও দেখাতে হবে। বোঝাতে হবে যে, শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ বানান। তারা আবার ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা, তার থেকে ঋত্রিয়, তার থেকে বৈশ্য, শূদ্র হয়ে যেতে থাকে। সর্ব প্রথমে যাকেই বোঝাবে অল্ফ এর বিষয়েই বোঝাতে হবে। সেই বাবা (অল্ফ) এই ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন, তাহলে তো সকলে ভাই-বোন হয়ে যায় । শিব বাবার সন্তান তো হলো সব আত্মারই। তারপর মনুষ্য সৃষ্টি রচিত হয়। তাই সবার আগে ব্রহ্মা, সরস্বতী, ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা, ঋত্রিয়... ইত্যাদি হয়। এই ভাবে মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই বাবাকে সবাই ভুলে গেছে। দেখো, বাপদাদা কতো ক্রিয়ার করে বুঝিয়ে থাকেন। বাচ্চাদেরকেও শিখতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আমরা হলাম রাজস্বমি। স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে রাজস্বের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন, এই নেশাতে থাকতে হবে।

২) যোগ অগ্নির দ্বারা বিকর্ম গুলিকে দক্ষ করে সব অসুখ বিসুখের থেকে সদা কালের জন্য মুক্ত হতে হবে। এই জন্মের কর্মভোগকে স্মরণে থেকে মেটাতে হবে।

বরদানঃ:- পবিত্রতার বিশেষ ধারণার দ্বারা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভবকারী ব্রহ্মাচারী ভব ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ ধারণা হলো পবিত্রতা, এটাই হলো নিরন্তর অতীন্দ্রিয় সুখ আর সুইট সাইলেন্সের বিশেষ আধার। পবিত্রতা কেবল ব্রহ্মচর্য নয়, বরং ব্রহ্মচারী আর সদা ব্রহ্মাচারী অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবার আচরণে প্রতিটি কদম চলতে থাকা। সংকল্প, বোল আর কর্ম রূপী কদম ব্রহ্মা বাবার কদমের উপরে থাকবে, এই রকম যে ব্রহ্মাচারী, তার চেহারা আর চলন সর্বদাই অন্তর্মুখী আর অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি করাবে।

স্নোগানঃ:- সেবায় ত্রিকালদর্শীর সেস্স আর রুহানীয়তের এসেন্স যারা ভরে তারাই হলো সার্ভিসেবল ।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেদের মধ্যে অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের লেনদেন করে একে অপরকে পালন করো, জ্ঞান রঞ্জের দান করতে থাকো"

*প্রশ্ন:- নিজেকে অপার খুশিতে রাখার জন্য, কোন পুরুষার্থ করতে হবে ?

*উত্তর:- খুশিতে, আনন্দে থাকতে হলে বিচার সাগর মন্ডন করো। নিজের সাথে নিজে কথা বলতে শেখো। যদি কোনো কর্মভোগ আসে তখন সেই পরিস্থিতিতেও খুশিতে থাকার জন্য মনে মনে চিন্তন করতে থাকো - এ তো পুরাতন ছেঁড়া জুতো। আমরা তো ২১ জন্মের জন্য নীরোগী দেহধারী হয়ে উঠবো, জন্ম জন্মান্তরের মত, এই কর্মভোগ এখন সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যখন কোনো অসুখ-বিসুখ সেরে যায়, বিপদ টলে যায়, তখন মনে আনন্দ তো অবশ্যই হয়। এইভাবে মনে মনে বিচার করে আনন্দময় হয়ে থাকো।

*গীত:- মাতা ও মাতা...

ওম্ শান্তি । এ হলো মাতাদের মহিমা। বন্দেমাতরম! হে মাতা! তোমরা শিববাবার ভান্ডারা থেকে সকলকে লালন পালন করে থাকো। এ কি রকমের লালন-পালন? অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের পালনা করো কিংবা জ্ঞান অমৃতের কলস দ্বারা তোমাদের পালনা করা হয়ে থাকে। তোমরা শিববাবার ভান্ডারা থেকে অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের খাজানা প্রাপ্ত করে থাকো। প্রকৃতপক্ষে এ তো শিববাবারই মহিমা। তিনি করণ-করাবনহার। জগদম্বা হলেন মাতা। নিশ্চয়ই আরও অনেক মাতা রয়েছেন। সুতরাং এই মহিমা মাতাদেরই। মাতা-রা অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমাদের পালনা করেন। শিব বাবার যজ্ঞে যারা থাকেন তাদেরও পালনা হয়ে থাকে, অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা এই মাতারাই তাদের পালনা করে থাকেন। অধিকাংশ মাতারাই রয়েছেন। অনেক জায়গায় এইরকমও রয়েছে, যেখানে ভাইয়েরা বোনের পালনা করেন। দু'জনে একে অপরের থেকে জ্ঞান রঞ্জের লেনদেন করে একে অপরের পালনা করে থাকে। ভাইয়ের বোনের প্রতি এবং বোনের ভাইয়ের প্রতি অত্যন্ত শুদ্ধ রুহানি ভালবাসা থাকে। এই দুনিয়াতে তো একে অপরের শত্রুও থাকে, তারা একে অপরকে বিকারে টেনে নিয়ে আসে। কিন্তু এখানে অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের খাজানা, তারা একে অপরকে দান করতে থাকে। তোমরা হলে ভাই-বোন, ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী। তোমাদের নামেরও অনেক মাহাত্ম্য রয়েছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার থেকে নিশ্চয়ই পুত্র কন্যা অর্থাৎ কুমার কুমারীরা জন্ম নেবেন। এখানে লৌকিক ভাবে নয় বরং বুদ্ধির দ্বারা জন্মগ্রহণ করে। গানে মাতাদের মহিমা রয়েছে। জগদম্বা সরস্বতী রয়েছেন, সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁর থেকেও অনেক পুত্রকন্যা জন্ম নেবেন। একটা সমগ্র পরিবার গড়ে উঠবে। এটি খুব ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার বিষয়। তাঁর নাম লেখা রয়েছে প্রজাপিতা হিসাবে। ব্রহ্মাকে বলা হয় প্রজাপিতা। তাহলে নিশ্চয়ই কোনো এক সময়ে ব্রহ্মার মাধ্যমে প্রজাদের রচনা করা হয়েছিল। ব্রহ্মা হলেন সাকারী সৃষ্টির পিতা। গায়ন রয়েছে যে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ কুলের রচনা হয়েছিল। আদি সনাতন ধর্মে প্রথমে ব্রাহ্মণেরাই আসেন। বাস্তবে 'আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম' - এ'কথা বলা ঠিক নয়। তা তো সত্যযুগের ধর্ম। এই আদি সনাতন ব্রাহ্মণদের যে ধর্ম ছিল, তা এখন অবলুপ্ত প্রায় হয়ে গেছে। দেবতা ধর্মের উপর এই ব্রাহ্মণ ধর্ম ছিল যাদেরকে টিকিধারী বলা হয়। এদেরকে বলা হয় সঙ্গমযুগী আদি সনাতন ব্রাহ্মণ ধর্ম। এ অতি সুন্দর রহস্য যা সকলকে বোঝাতে হবে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে - প্রথম প্রথম যারা আসে তাদেরকে বাবার পরিচয় দাও। এটাই সর্ব প্রধান বিষয়। ব্রাহ্মণদের কোনো রাজধানী নেই। লেখা হয়ে থাকে যে সত্যযুগী ডিটি ওয়ার্ল্ড সভরেন্টি (দৈবী দুনিয়া এবং সার্বভৌমত্ব) হলো তোমার ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার। দেবী দেবতা ধর্ম তো বরাবর রয়েছে। কিন্তু তারা এই রাজধানী কবে এবং কীভাবে প্রাপ্ত করলেন - সে'কথাও সকলকে বোঝাতে হয়, সেইজন্যই সামনে ত্রিমূর্তি চিত্র অবশ্যই রাখতে হবে। এতে লেখা রয়েছে যে স্বর্গের বাদশাহী হলো আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। কিন্তু কার মাধ্যমে তা আমরা পাব? সে কথাও লিখতে হবে। এই বোর্ড বানিয়ে প্রত্যেকে নিজেদের ঘরে লাগিয়ে দিও। ঠিক যেমন ভাবে সরকারি অফিসারদের নাম লেখা বোর্ড থাকে। কারোর কারোর কাছে ব্যাচও (মেডেল) থাকে। প্রত্যেকের নিজস্ব নিজস্ব কিছু চিহ্ন থাকে। তোমাদেরও কিছু নিজস্ব চিহ্ন থাকা দরকার। বাবা ডাইরেকশন (নির্দেশ) দিতে থাকেন, তাকে বাস্তবায়িত করা তো বাচ্চাদেরই কাজ। সুতরাং কিছু বিহঙ্গ মার্গেরও সেবা করো। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ডাক্তার ব্যারিস্টার সকলের ঘরে তাদের নাম লেখা বোর্ড লাগানো থাকে। তোমাদেরও এইরকম বোর্ড যেন লাগানো থাকে, যেখানে লেখা থাকবে - এসে বুঝে নাও যে, শিববাবা

কীভাবে ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে স্বর্গের বাদশাহী সকলকে দিচ্ছেন। তখন মানুষ তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হবে। আশ্চর্য হয়ে মানুষ ভেতরে আসবে সেই লেখা বোঝার জন্য। ক্ল্যাটের বাইরেও এইরকম বোর্ড লাগাতে পারো, যার যেরকম ধান্দা তার সেইরকমই বোর্ড লাগানো উচিত। বাচ্চারা এসব কিছুই করে না তাই সেবাও হয় না। প্রথমতঃ মায়াও আঘাত করতেই থাকে, দুট নিশ্চয় থাকে না যে আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। ৮৪ জন্মের পাঠ পূর্ণ হল, এখন আবার নতুন দুনিয়ার স্বর্গে এসে উত্তরাধিকার নেবে - এ সকল কথা মনেই থাকে না। বাবা বলেন যে কর্মই করো কিন্তু যতটা সময় পাও, তাতে বাবাকে স্মরণ করো। আমরা ঢাক পেটাতে থাকি যে - এটা হলো এখন সকলের অন্তিম জন্ম। এই মৃত্যুলোকে আর পুনর্জন্ম নেবো না। এখন তোমরা জানো যে মৃত্যুলোক এখন সমাপ্ত হতে চলেছে। প্রথমে নির্বাণধাম সুইট হোমে যেতে হবে। এমনিভাবে নিজের সাথে নিজে কথা বলতে থাকতে হবে, একে বলা হয় বিচার সাগর মন্বন করা।

বাবা বলেন তোমরা তো কর্মযোগী। তোমাদের মধ্যে কি কচ্ছপের মতোও বুদ্ধি নেই? কচ্ছপ শরীর নির্বাহ করার জন্য ঘাস ইত্যাদি ভক্ষণ করে, তার সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়কে গুটিয়ে নিয়ে শান্তিতে বসে থাকে। বাচ্চারা তোমাদেরকে তো বাবার স্মৃতিতে থাকতে হবে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে, নিজেকে মাস্টার বীজরূপ হিসাবে জানতে হবে। বীজের মধ্যে সমগ্র বৃক্ষের সম্পূর্ণ জ্ঞান সমাহিত হয়ে থাকে - তার উৎপত্তি কিভাবে হয়, পালনা কীভাবে হয়, ডামার ৮৪ টি চক্রের আবর্তন কীভাবে হয়। ৮৪ চক্রের জন্যই এই গোলা বানানো হয় যার মাধ্যমে মানুষ ৮৪ জন্মের জ্ঞানের কথা বুঝতে পারে। বাবা বুঝিয়ে দেন যে তোমরা শুধুমাত্র ৮৪ জন্মই গ্রহণ করো। যারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের হয়ে থাকে অর্থাৎ যারা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয়ে থাকে তাদেরই ৮৪ জন্ম হয়ে থাকে। তোমরা ৮৪ জন্ম সম্বন্ধে জানো। ব্রহ্মার রাত এবং ব্রহ্মার দিন বলা হয়ে থাকে - এরই মধ্যে ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং ত্রিমূর্তির বোর্ড বানিয়ে সেখানে লিখতে হবে যে - এ হলো ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধি অধিকার, যদি তা প্রাপ্ত করতে চাও তাহলে এখানে এসে তা নাও। এখন না নিলে আর কখনোই তা হবে না। এই মহাভারী মহাভারত যুদ্ধের পূর্বে পুরুষার্থ করতে হবে। এই বোর্ড তৈরি করা খুবই সহজ। ত্রিমূর্তির চিত্রও দিতে পারো কিংবা শিবের চিত্রও দিতে পারো। নাম তো পরমপিতা পরমাত্মা শিবেরই থাকবে। তিনি তো গীতার ভগবান। গীতাতে রাজযোগের কথা রয়েছে। সেইজন্যই আমরা লিখি যে - দৈবী স্বরাজ্য হলো ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধি অধিকার। ইনি হলেন শিব বাবা আর রয়েছেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা - এই ব্রহ্মার মাধ্যমে শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। স্বর্গে থাকে রাজা রানী। রাম (শিব) কি দেন আর রাবণ কি দেয় - এখন তোমরা এ সকল কথাই জানো। অর্ধেক কল্পে থাকে রাম রাজস্ব আর বাকি অর্ধেক কল্পে থাকে রাবণ রাজস্ব। পরমাত্মা কখনোই দুঃখ দেন না, দুঃখ দেয় রাবণ তার ৫ বিকারের মাধ্যমে, যা অশুদ্ধ করে তোলে। সত্যযুগ হল শিবালয়। বাচ্চারা ভিন্ন ভিন্ন রকমের পাঠ রোজ পেতে থাকে। সুতরাং অপার খুশিতে থাকা উচিত, তাই না। তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদেরকে পড়ান। কখনোই সাকারকে স্মরণ করার দরকার নেই। শিববাবা আমাদেরকে ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে সহজ রাজযোগ শিখিয়ে দেন। শিব বাবা আসেন প্রজাপিতা ব্রহ্মার দেহে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা - এই নামে আর কাউকে বলা হয় না। ব্রাহ্মণেরও অবশ্যই প্রয়োজন।

বাবা এসে সত্য প্রকাশ করেন। গায়নও রয়েছে যে এক সেকেন্ডে রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত করা যায়। বাচ্চারা বলে যে - আমরা শিববাবার সন্তান। তিনি তো স্বর্গের রচয়িতা। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আমাদেরকে স্বর্গের রাজস্বই দেবেন, এছাড়া আর কি দেবেন? বাবা কেমন ওয়াল্ডারফুল (আশ্চর্য সুন্দর)! রাজা জনক এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তিপ্রাপ্ত করেছিলেন - এই গায়ন রয়েছে। এখন তোমরা জানো যে আমরা শিববাবার হয়ে গেছি। শিব বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। যখন বাবার কোলে স্থান পেয়েছি, যাঁর থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় - সেই বাবাকে আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। বাচ্চারা যখন ধর্মের আশ্রয় নেয়, তখন তারা জানে যে - প্রথমে আমরা অমূকের সন্তান ছিলাম, এখন অমূকের হয়েছি। একজনের থেকে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হতে থাকবে আর বাবার সাথে হৃদয়ের সম্বন্ধ যুক্ত হতে থাকবে। এখানেও তোমরা বলে থাকো যে আমরা শিব বাবার অ্যাডপ্টেড সন্তান। এখন আর লৌকিক পিতাকে স্মরণ করে কোনো লাভ নেই। মোস্ট বিলাভেড (সবার প্রিয়) বাবা এখন আমাদেরকে এত বড় সম্পত্তি দিতে চলেছেন। বাবা মেহনত করে বাচ্চাদেরকে সেই সম্পত্তি লাভের যোগ্য করে তোলেন। এমন বাবাকে তোমরা ঘন ঘন ভুলে যাও! আর বাকি সকলেই তো তোমাদেরকে দুঃখ দেয়, তারপরেও তাদেরকেই তোমরা স্মরণ করতে থাকো আর সেই প্রিয় বাবাকে তোমরা ভুলে যাও। নিজের ঘর পরিবারেই থাকো কিন্তু বাবাকে স্মরণ করো। এতে যথেষ্ট মেহনত করতে হবে, তবেই তো পাপ বিনাশ হবে। এই সমগ্র জগতটাই কবরখানা হয়ে যাবে। বাবা বলেন - বাচ্চারা যখন আমার হয়ে যাবে তার মানেই তারা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে আমরা বাবার হয়ে গেছি মানে, আমরা অবশ্যই স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। খুশির পারদ সদাই উর্ধ্বে থাকবে। একথাও তোমরা জানো যে এ হল পুরাতন শরীর - এর দ্বারা কর্ম ভোগ ভুগতে হয়। বাবা মাশ্রাও খুশিতে কর্মভোগ ভোগ করছেন। পুনরায় ভবিষ্যতের ২১ জন্মের সুখ কত মহান হবে। এ তো হলো পুরাতন জুতো, এখন

কর্মফল ভোগ করতে থাকবে, তো এরপর ২১ জন্মের জন্য এই কর্মভোগ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কোনো অসুখ-বিসুখ যখন সেরে যায় তখন আনন্দ হয়, তাইনা। যখন কোনো বিপদ কেটে যায় তখন মন আনন্দে ভরে যায়। তোমরাও এ কথা জানো যে - এখন জন্ম জন্মান্তরের সমস্ত বিপদ আসছে। এখন আমরা বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছি। এটাই হল বিচার সাগর মন্ডন করে সেখান থেকে পয়েন্ট বের করা। বাবা আমাদেরকে রায় দিতে থাকেন যে - এমনি করে নিজের সাথে নিজে কথা বলো। আমরা ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করেছি, এখন বাবার কাছে পুনরায় ফিরে যাচ্ছি। পুনরায় বাবার থেকে উত্তরাধিকার লাভ করছি। আমরা সাক্ষাৎকারও করে থাকি। এতেও আবার প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ সাক্ষাৎকার রয়েছে। যেমন মাম্মার কোনো সাক্ষাৎকার হয়নি। বাবা বিনাশ আর স্থাপনার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। তিনি ভবিষ্যতের সাক্ষাৎকার অ্যাকিউরেট (যথাযথ) ভাবে করেছিলেন। কিন্তু প্রথমে এ'কথা বুদ্ধিতে আসেনি যে, আমি বিষ্ণু হবো। পরে ধীরে ধীরে তা বুঝতে থাকেন। এই বিকারী গৃহস্থ ধর্ম থেকে এখন নির্বিকারী গৃহস্থ ধর্মে যাচ্ছি - ততত্বম্ (তোমরাও সেই রকম যাও)। তোমরাও বাবার এই পড়াশোনার মাধ্যমে এমনই হয়ে উঠছো। রেস (প্রতিযোগিতা) করা উচিত। গানে মাম্মার মহিমা রয়েছে। সুতরাং তোমরা এখন জেনে গেছো যে জগদম্বা কাকে বলা হয়। বাস্তবে মাতা পিতা কে? সেই নিরাকার তো তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। আমাদের পিতা হলেন গডফাদার, সেটা তো ঠিকই। তিনি হলেন নিরাকার। মাতা নিরাকার হতে পারেন না। আমাদের পিতা হলেন নিরাকারী, তিনিই আমাদেরকে অবিনাশী ঐশ্বর্য দেবেন। তাঁকে তো এখানে আসতে হবে, এসে তবেই তো তিনি নিজের পরিচয় সকলকে দেবেন। তাই এনাকে মাতা পিতা হতে হবে। ব্রহ্মা বাবা হলেন বড়মা আর দাদা (গ্র্যান্ডফাদার) হলেন নিরাকার। কত ওয়ান্ডারফুল (আশ্চর্যজনক) কথা! দাদী (গ্র্যান্ড মাদার) তো কেউ হতে পারে না। ব্রহ্মা বাবা তো মেল (পুরুষ), তাঁর মুখ বংশাবলী সকলেই। বাবা বলেন - এ হলো অত্যন্ত গুট রহস্য যা আমি এখন এসে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিই। কারো কারো বুদ্ধিতে এই ধারণাই হয় না যে কে আমাদের মাতা পিতা। মানুষ ভাবে যে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা হচ্ছে। এটাই একমাত্র পার্থক্য, এটাই একমাত্র ভুল করা হয়েছে পুরানে। কোনো কারণ তো অবশ্যই ছিল, যার জন্য ভারত এত দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। এখন তোমরা জানো যে কে তোমাদেরকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে, কি কারণে এই সমস্ত তোমরা ভুলে গিয়েছিলে। বরাবর মায়া রাবণ তোমাদেরকে বিমুখ করে দিয়েছিল। যেমন বাবা করণ-করাবনহার তেমনভাবে মায়াও করণ-করাবনহার। করণ-করাবনহার বাবা হলেন সুখদাতা আর করণ-করাবনহার মায়া হলো দুঃখদাতা। মায়া সকলকে বাবার থেকে বিমুখ করে দেয়। এখন বাবা নিজেই বলেন যে - হে আত্মাগণ, নিরন্তর আমাকে অর্থাৎ তোমাদের পিতাকে স্মরণ করো। তোমরা আমার সন্তান। তোমাদেরকে আমার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিতে হবে, তাই শুধু আমাকে স্মরণ করো। এতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে এই শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয় ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে, ভক্তি মার্গে গায়ন আছে গুরু ব্রহ্মা। ওরা বলে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তাঁর অন্ত নেই। পূর্বে আমরাও ভাবতাম যে ওরা ঠিক বলছে। এখন আমরা বুঝতে পারি যে, এ সকল কথা তো মায়ারূপী রাবণ আমাদেরকে দিয়ে বলিয়েছিল। মানুষ একদিকে বলে যে ঈশ্বরের নাম রূপ নেই, আবার অন্যদিকে বলে যে তিনি সর্বব্যাপী। এই দু'রকম কথা একসাথে কখনো সত্য হতে পারে না। ব্যস, লৌকিক গুরু তাদেরকে যা বলেছিল, তারা তাই মেনে নিয়েছে। মায়া এসে এই সমস্ত ভুল করায়, নিচে নামিয়ে দেয়, অধঃপতন করায়, তারপর বাবা এসে আবার সেই ভুল শুধরে দেন আত্মার উত্তরণ ঘটানোর জন্য। বাবা এর জন্য অনেক যত্ন করে অনেক প্রয়াস করতে থাকেন, যাতে আমরা নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলতে পারি। শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এতো খুবই সহজ কথা। যখন কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হয়ে যায়, বাগদান হয়ে যায়, তখন তার প্রতি একেবারে সমর্পিত হয়ে যায়, তাই না। ঠিক তেমনভাবেই তোমাদের গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে যায় শিববাবার সাথে তো তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে যাওয়া উচিত। বাবা বলেন যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো। যখন তোমাদের আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে, তবেই তোমরা আমার সাথে যেতে পারবে। আমি তোমাদেরকে অতি আদরে নয়নের মণি করে নিয়ে যাবো। শুধুমাত্র তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে তোমরা পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কোনো লক্ষ্য যদি না থাকে তাহলে কীভাবে পুরুষার্থ করবে? এখানে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো কথাই নেই। এ হলো শিববাবার কলেজ। তিনি স্বর্গের রচয়িতা, অমরলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এখন এখানে এ হলো মৃত্যুলোক। মৃত্যুলোক সমাপ্ত হয়ে যাবে, তারপর পুনরায় সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। এই চক্র পুনরায় ঘুরতেই থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) কচ্ছপের মতো সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়কে গুটিয়ে নিয়ে বাবা এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। কর্মযোগী হতে

হবে। নিজের সাথে নিজে কথা বলতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে জ্ঞান রত্নের লেনদেন করার মাধ্যমে একে অপরের পালনা করতে হবে। সকলের প্রতি রুহানি (আত্মিক) ভালোবাসা রাখতে হবে।

বরদানঃ- হৃদয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপন করে যথার্থ সাধনাকারী নিরন্তর যোগী ভব সাধনা অর্থাৎ শক্তিশালী স্মরণ। বাবার সাথে হৃদয়ের সত্যিকারের সম্বন্ধ। যেমনভাবে যোগে বসার সময় সমগ্র শরীরকে স্থির করে একাগ্র হয়ে বসো, মন - বুদ্ধি সব একসাথে একমাত্র বাবার প্রতি বসে থাকবে - এটাই হল যথার্থ সাধনা। যদি এইরকম সাধনা না হয় তবে সেখানে আরাধনা চলতে থাকে। কখনো তাঁকে স্মরণ করে আর কখনো অনুযোগ (ফরিয়াদ) করে। প্রকৃতপক্ষে স্মরণ যেখানে থাকে, সেখানে ফরিয়াদের প্রয়োজন হয় না। যার বাবার সাথে হৃদয়ের সম্বন্ধ থাকে সে নিরন্তর যোগী হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- 'করাবনহার হলেন বাবা' - এই স্মৃতির দ্বারা নিশ্চিত বাদশা হয়ে উড়তি কলার অনুভব করতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - মাঝা বাবার সমান সার্ভিস করার জন্য বুদ্ধিকে সতোপ্রধান বানাও। সতোপ্রধান বুদ্ধির যে হবে সে-ই নিজে ধারণা করে অন্যদেরকেও করাতে পারবে”

*প্রশ্নঃ - সবথেকে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ কোনটি, যেটা বাচ্চারা, এখন তোমরা করছো?

*উত্তরঃ - মাতা পিতার সিংহাসন জিতে নেওয়া, এটাই হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ (উচ্চ) পুরুষার্থ। মাঝা বাবা এসে তোমাদের উত্তরাধিকারী হবেন, এমন নম্বর ওয়ান হওয়ার লক্ষ্য রাখো। এরজন্য উচ্চ থেকেও উচ্চ সেবা করতে হবে। অনেককে নিজের সমান বানাতে হবে। দুঃখী মানুষদের সুখী বানাতে হবে। অবিনাশী গুণান রত্নকে বুদ্ধি রূপী পাত্রে ধারণ করে অন্যদেরকে দান করতে হবে।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চারা তো চিনে নিয়েছে যে আমাদেরকে শেখান বাবা বা মাতা-পিতা। বাচ্চাদেরকেই এই খুশীতে থাকতে হবে। এখন তো আমরা অসীম জগতের বাবার হয়েছি। বাচ্চারা প্রতিজ্ঞাও করে - বাবা এখন তো আমরা তোমারই। আমরা হলাম ঈশ্বরের, এখন আমরা অসুরদের কোনো সম্বন্ধ-সম্পর্কে নেই। আমরা আসুরিক মতে চলি না। আসুরিক মত কাকে বলা যায়? যারা শ্রীমতে না চলে আসুরিক কর্ম করে। একটি হল ঈশ্বরীয় কর্ম, আর অন্যটি হল আসুরিক কর্ম। এই কথা কেউই জানেনা যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কবে আর কে স্থাপন করেছিলেন; অন্য সকল ধর্মাত্মারা নিজেদের ধর্ম জানে। সন্ন্যাসীরা বলবে আমাদের ধর্ম শংকরাচার্য স্থাপন করেছেন। দেবী-দেবতা ধর্ম তো এখন নেই, তাহলে বলবে কে? লক্ষ্মী-নারায়ণের সম্বন্ধেও কারো কিছু জানা নেই। বাবাকেই জানে না তাই বিমুখ হয়ে গেছে। এটাও ড্রামাতে নিরূপিত আছে। বাচ্চারা এখন তোমরা জানো যে অসীম জগতের বাবা এসে আমাদেরকে অর্থাৎ তাঁর বাচ্চাদেরকে সত্যযুগের জন্য পুনরায় রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তোমাদেরকে বৈকুণ্ঠের মালিক হতে হবে। কৃষ্ণপূরীতে যেতে হবে। এটা তো কংসপূরী। কংস আর কৃষ্ণ একসাথে থাকতে পারে না।

বাচ্চারা এখন তোমাদের এই নেশায় থাকতে হবে যে আমাদেরকে এখন পরমপিতা পরমাত্মা সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন। বাবা বলছেন যে আমি পরমধাম থেকে এসেছি - পুরানো এই রাবণের দুনিয়াতে, পুরানো শরীরে। যেরকম প্রেতোদ্বিষ্ট আহার দানের (কারো মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মণের শরীরে তাকে আহ্বান করে খাওয়ানো) সময় আত্মা পুরানো শরীরে আসে। তার জন্য এটা পুরানো দুনিয়া বলা যাবে না। পুরানো শরীরে আসে তারপর তাকে খাওয়া-পান করায়। এই রীতি রেওয়াজ ভারতেই চলে আসছে। এসব হল ভাবনা। বলে যে আমার পতির আত্মা এই ব্রাহ্মণের মধ্যে এসেছে। সেই ভাবনা রাখে। পতির নাম রূপকে স্মরণ করে। আত্মাই এসে অঙ্গীকার (স্বীকার) করে। এটা হলো এখানকার রীতি-রেওয়াজ। সত্যযুগে এসব বিষয় হয় না। ফালতু খরচা করা, ধাক্কা খাওয়া - এসব হল ভক্তি মার্গের রীতি রেওয়াজ। ভাবনা থাকলে অল্পকালের জন্য সুখ, সেটাও বাবার থেকেই প্রাপ্ত হবে। বাবা কখনও দুঃখ দেন না। সাধারণ মানুষ তো না জানার কারণে বলে দেয় যে সুখ দুঃখ সব পরমাত্মাই দেন। বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা এই খেলা তৈরী হয়ে আছে, যারা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে তারাই এসে ব্রাহ্মণ হবে। বোঝা যায় যে এই আত্মা আমাদের কুলের, এই আত্মা অনেক ভক্তি করেছে। যেরকম কেউ খুব ভালো পড়াশোনা করে তো পদও ভালো প্রাপ্ত হয়। সেইরকমই যে অনেক ভক্তি করেছে, বাবা এসে বলেন এখন আমি তাদেরকে ভক্তির ফল দিতে এসেছি। ভক্তিতে তো দুঃখ আছে তাই না। কতোইনা দিশাহারা হতে হয়! এখন আমি তোমাদের সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করতে এসেছি, যদি তোমরা শ্রীমতে চলো তো। বাবা কখনও উল্টো মত দেবেন না। সম্মুখে এসে মত দেন। এমন বলা যাবে না যে রাবণ কোনও জিনিস, যে কারো বুদ্ধিতে বসে মত প্রদান করে। না, এইসব ড্রামাতে নিরূপিত আছে। মায়ার কারণে সাধারণ মানুষ একেবারেই পতিত হয়ে যায়। তোমরা জানো, আমরা দেবতা হবো, পুনরায় অর্ধেক কল্প পর থেকে পতিত হওয়া শুরু করবো। এই বাবাও তো অনুভবী বৃদ্ধ ছিলেন। সাধু সন্ত ইত্যাদি সবই দেখেছেন। শাস্ত্রও পড়েছেন। বাবা অবশ্যই অনুভবী রথের আসবেন। তারও অবশ্যই কোনও হিন্দু থাকবে যে ভগবান এই একটাই রথ কেন নিয়েছেন। ভাগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথ গাওয়া হয়ে থাকে। বলে যে ভাগীরথের থেকে গঙ্গা বেরিয়েছে। এখন জলের গঙ্গা তো বের হতে পারে না। আগে আমিও বুঝতে পারতাম না। ভাগ্যশালী রথ তো হলেন এই ব্রহ্মা তাই না, যাঁর মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা আসেন। সাধারণ মানুষ তো দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় - এই ব্রহ্মার মধ্যে কিভাবে আসবেন? তোমরা এই মানুষটিকে ব্রহ্মা বলছো? ব্রহ্মা তো হলেন ভগবান। সূক্ষ্ম বতনে থাকেন, তোমরা আবার

মানুষকেই ব্রহ্মা বানিয়ে দিয়েছে, এইরকম এইরকম বলবে যে, এসব তো এদের কল্পনা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর এখানে কোথা থেকে আসবে! আরে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ জন্ম হয়, সেটা তো এখানেই হবে তাই না। যাকিছু হয়ে গেছে সেসব তো পুনরায় হবে। মুসলমান কীভাবে এসেছে, যা যা হয়েছে সেসব আবারও হবে। তোমরাই ড্রামার রহস্যকে জানো, আর কেউ জানে না। তারা তো বলে দেয় ড্রামার আয়ু লক্ষ বছর। আবার এটাও বলে যে প্রলয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ যদি আসেনও তবে তিনি সত্যযুগে আসবেন তাই না। তাঁকে আবার দ্বাপরে কেন নিয়ে গেছে? প্রলয় তো কখনও হবেই না। গাইতেও থাকে পতিত-পাবন এসো তো অবশ্যই পতিত দুনিয়াতে এসে পতিতদেরকেই পবিত্র বানাবেন তাই না। বাবা বলেন, আমি আসি একবারই -- পতিতদেরকে পাবন বানানোর জন্য। আমি জ্ঞান সাগর-ই সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের রহস্য বোঝাতে পারি। পুরানো দুনিয়াকে নতুন কীভাবে বানাই - সেটা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাই। সেটা হলো পার্থিব জগতের ঘরের কথা আর এটা হল অসীম জগতের ঘর। বাবার ভালোবাসা তো আছে তাই না। তাই তো ভক্তি মার্গে এত সহায়তা করেন। সাধারণ মানুষ তো এত সাহায্য করবে না। বলে যে ঈশ্বর সুখের জন্ম দিয়েছেন। কারো কাছে অনেক টাকা-পয়সা থাকলে তো সে বলে এইসব হল ঈশ্বরের দান। তাহলে ভগবান যদি সেই ধন নিয়ে নেন তাহলে দুঃখ কেন হয়? এখন বাবা বলছেন যে এক বাবার ছাড়া আর অন্য কারো কথা শুনবে না। বাবা টিচার গুরু তিন রূপেই ভূমিকা পালন করে দেখান। সন্নতি দাতা হলেনই এক বাবা। অন্ধের লাঠি এক প্রভু... পতিতদেরকে পবিত্র করেন এক প্রভু... বাবা বলেন আমি সাধুদেরকেও উদ্ধার করতে আসি।

তোমার সবাই হলে ব্রহ্মাকুমার কুমারী। সত্যযুগে ছিল পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল। এখন অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ, যাকে বিকারী প্রবৃত্তি মার্গ বলা হয়। মানুষ মহান দুঃখী, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করোনা! গ্রাহি গ্রাহি করতে থাকে, কান্নাকাটি হা হুতাশ করতে থাকে। অনেক ধর্ম হয়ে গেছে। সত্যযুগে ছিল এক ধর্ম, যেটা এক বাবা-ই স্থাপন করেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দিয়েছে। এটা হলো একটা ভুল। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার, তাঁর নাম হলো শিব। আত্মার নাম একটাই চলে আসছে, অন্য কিছু হয় না। শরীরের নাম পরিবর্তন হয়। এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করলে নাম পরিবর্তন হয়ে যায়। বাবার নাম একটাই থাকে, শিববাবা, তাঁর শারীরিক নাম হয় না। আত্মা, যে ৮৪ জন্ম ভোগ করে তার শরীরের নাম হয়। বাবা বলছেন আমার তো একটাই নাম থাকে। যদিও আমি এর মধ্যে প্রবেশ করি কিন্তু শরীরের মালিক তো হল এই দাদার আত্মা, যার মধ্যে প্রবেশ করে আমি প্রজা রচনা করছি। অবশ্যই প্রজা তো এখানেই চাই তাই না। সাধারণ মানুষ তো এইসব কথা জানে না। এটাই হল একমাত্র কলেজ যেখানে সবাই এসে পড়াশোনা করে। মুরলী সব জায়গায় যায় তথাপি কারো বুদ্ধি সতোপ্রধান, কারো সতঃ, কারো রজঃ কারো তমঃ... একদমই ধারণা হয় না, তো তার কর্মই এইরকম। বাবা কি করবেন? সবাই তো এক সমান হতেও পারবে না। এটা হলো ঈশ্বরীয় কলেজ। একমাত্র ঈশ্বরই এখানে পড়ান, যাদেরকে পড়ান তারা ধারণা করে তারপর টিচার হয় পড়ানোর জন্য। প্রত্যেককে চেক করতে হবে যে আমার সতোপ্রধান বুদ্ধি আছে? আমি বাবা মাষ্টার মতো বোঝাতে পারি? বাবার কাছে তো সব সেন্টারের সমাচার আসা উচিত যে কত স্টুডেন্টস রেগুলার আসে? কবে থেকে পবিত্র আছে? বাবা প্রত্যেকের দৈনন্দিন চার্ট সম্বন্ধে জ্ঞাত হবেন। মাতা পিতা হলেন বড় তাই না। জগদম্বা মা-ও তো হলেন কন্যা। এই বাবা হলেন এই জগতেরও অনুভবী। ড্রামাতে প্রধান অ্যাক্টরদেরকেই দেখা হয়, তাই না। বাবা এই রথ নিয়েছেন, অবশ্যই এনার মধ্যে কিছু তো থাকবে তাই না। আদি দেব ব্রহ্মার কত নাম রয়েছে! সাধারণ মানুষ এটা বুঝতে পারে না যে আদিদেব কাকে বলা হয়? বাস্তবে আদিদেব আর আদিদেবী মাতা পিতা এখানেই হন। পুনরায় এনার মুখ থেকে সরস্বতী মা-ও বেরিয়ে আসেন, তাই সবাই বাচ্চা হয়ে গেলো। ইনি বলেন যে আমি হলাম শিববাবার বাচ্চাও, আবার ওনার স্ত্রীও (বল্লী = যুগল), কেননা আমার মধ্যে প্রবেশ করে আমার মুখের দ্বারা বাচ্চার জন্ম দেন। এসব কতোই না গুহ্য (রহস্যময়) কথা! সতোপ্রধান বুদ্ধি যাদের তারাই ভালোভাবে বুঝতে পারবে। নম্বর ক্রমানুসারে হয়ে থাকে। রাজপরিবার আর প্রজার মধ্যে তো পার্থক্য থাকে তাই না। প্রজাও নিজ পুরুষার্থ অনুসারে তৈরী হয়, আর রাজাও নিজ পুরুষার্থ অনুসারে তৈরী হয়। বাবা বলছেন যে তোমরা ভালোভাবে পড়বে তো ভালো পদ পাবে। যে উত্তরাধিকারী হবে সে তো রাজপরিবারের মধ্যেই জন্ম নেবে। বাবা বলছেন সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো, আমি তো আসিই রাজস্ব প্রদান করার জন্য। পুরুষার্থ করতে হবে - আমরা মাতাপিতার থেকে স্বর্গের বাদশাহীর উত্তরাধিকার নেবো। নাহলে তো ক্ষত্রিয় হয়ে যাবো। স্টুডেন্ট নিজেও বুঝতে পারে। লৌকিক স্কুলে তো কেউ কেউ ফেলও হয়ে যায়। এখানে পুনরায় কেউ তো পড়তে পারবে না। ফেল হওয়া মানে ফেল হয়েই থাকবে, এইজন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। অনেককে নিজের সমান বানাতে হবে। এটা হল সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা। দুঃখী মানুষকে সদা সুখী বানাতে হবে। তোমাদের ধান্দাই হল এটা। বাবা সর্বদা বলেন যে এইরকম ভেবো না যে সিন্ধুতে অনেকে ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে এখানে সমর্পিত হয়েছে মানে আমাকেও তাই করতে হবে। না, এটা তো ড্রামাতে নিরূপিত ছিল। তাছাড়া ভাগিয়ে

নিয়ে আসা ইত্যাদির তো কোনো ব্যাপারই নেই। ভগবান খারাপ কাজ খোড়াই করবেন? এসব হল মিথ্যা কলঙ্ক।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে মাম্মা বাবা প্রথম নম্বর পদ পাবেন। তোমরাও আবার বাবা মাম্মার আসনকে জয় করতে পারো। যে প্রথম নম্বর হবে সে-ই আবার নিচে নামতে থাকবে। বাচ্চা বড় হয়ে সিংহাসনে বসবে তো মাম্মা বাবা সেকেন্দ্র নম্বরে চলে যাবেন। প্রথম বারের রাজারানী পুনরায় ছোটো (জুনিয়র) হয়ে যাবে তাই পুরুষার্থ করে মাম্মা বাবার সিংহাসন জয় করতে হবে। এখনকার সিংহাসন নয়, ভবিষ্যতের সিংহাসন জয় করতে হবে, মাম্মা বাবা এসে তোমাদের উত্তরাধিকারী হবেন। বাবা বাচ্চাদের কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। এই জ্ঞান হলো যেন পারদ, যা ঝট করে উড়ে যায়। কারোর তো বিন্দু মাত্র ধারণা হয় না। আশ্চর্যের বিষয় তাই না!

বাচ্চারা এখন তোমাদের নিশ্চয় আছে যে এখানে নিরাকার ভগবান পড়াচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণ নয়। ভগবানুবাচ তাই না। ভগবানকে তো তোমরা শরীর দিতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণের শরীরের দ্বারা শিব ভগবানুবাচ - এইরকমও তো কোথাও লেখা নেই। এটা হল ভগবানুবাচ। বাবা বলছেন যে সবার আগে এটা বুদ্ধিতে আনতে হবে যে বাবা বসে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। বাবা শব্দ এলে উত্তরাধিকারও স্মরণে এসে যাবে। যতটা আমরা পড়বো, স্বর্গে ততই উঁচুপদ পাবো। যত বাবাকে স্মরণ করবো, ততই বিকর্মের বোঝা সমাপ্ত হবে। স্মরণ করলে বুদ্ধি সোনার পাত্র হয়ে যাবে। দান করতে থাকলে ধারণাও হতে থাকবে। ধন দান করলে ধনের অভাব হয় না... বাবা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করছো। সেখানকার শাস্ত্র যারা শোনে তারা সেটাকেই জ্ঞান মনে করে। ব্যস্, মনে করে এটাই হল লক্ষ টাকার সম্পত্তি। কিন্তু তা আসলে কড়ি তুল্য। এইজন্য বাবা বলেন, বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আনতে হবে যে আমাদের বাবা হলেন শিক্ষক, আবার সঙ্গুরুও, সাথে করে নিয়েও যাবেন। মুক্তি-জীবনমুক্তিতে নিয়ে যাবেন। এটা হলো জ্ঞান অমৃত। বাচ্চারা স্কুলে যখন পড়াশোনা করে তখন ব্রহ্মচারী থাকে। যদি নোংরা বুদ্ধি হয়ে যেত তাহলে পড়াশোনার ইচ্ছে ঠান্ডা হয়ে যেত। বুদ্ধি একদম মলিন হয়ে যেত। এটা আবার হলো আধ্যাত্মিক বিদ্যা, ব্রহ্মচর্য পালন না করলে ধারণাও হবে না। বাবা বলছেন এখন পড়ো, না হলে কল্প কল্প স্বর্গের মালিক হতে পারবে না। নিজের পুরুষার্থের দ্বারাই হতে পারবে। বাবা আশীর্বাদ করলে তো সবাইকেই রাজা বানিয়ে দিতেন। বাবা বলেন এটা তো হলো পড়াশোনা। পড়বে লিখবে তো হবে নবাব। যদি বুদ্ধি ধাক্কা খেতে থাকে তাহলে খারাপ হয়ে যাবে। এটা হলো অনেক বড় কলেজ। নামই হল ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের ঈশ্বরীয় কলেজ। ঈশ্বর স্থাপন করেছেন। ঈশ্বরকেই বাবা বলা হয়। তো বাবা-ই হলেন বাবা, টিচার, সঙ্গুরু। এটা তোমরা ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না। সঙ্গুরুর রূপে সবাইকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। বাবা গ্যারান্টি করছেন - আমি সবাইকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। কোথায়? যেখানে যাওয়ার জন্য তোমরা অর্ধেক কল্প ভক্তি করে এসেছো। মুক্তিধামে নিয়ে যাবো। তবে যারা শ্রীমতে চলবে তারাই বৈকুণ্ঠের মালিক হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই পড়া ধারণ করে অন্যদেরকেও পড়াশোনার যোগ্য বানাতে হবে। মাম্মা বাবার সমান সার্ভিস করতে হবে।

২) অবিনাশী জ্ঞান রত্নকে দান করে দুঃখী মানুষদেরকে সুখী বানাতে হবে। এই জ্ঞান খুব ভালো ভাবে পড়তে হবে।

বরদানঃ:- সাধনা আর সাধনের ব্যালেন্সের দ্বারা নিজের উন্নতি করে ব্লেসিং (আশীর্বাদ) এর অধিকারী ভব সাধনগুলিকে আধার বানানোর পরিবর্তে নিজের সাধনার আধারে সাধনগুলিকে কাজে লাগাও। কোনও সাধনকে উন্নতির আধার বানাতে না, না হলে তো আধারের অনুপস্থিতিতে উৎসাহ-উদ্দীপনাও সমাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা সাধনকে আধার বানাতে বাবা মধ্যস্থল থেকে সরে যান। এইজন্য দোলাচল হয়। সাধনগুলির সাথে সাধনাও হলে প্রতিটি কাজে বাবার ব্লেসিং এর অনুভব করবে, উৎসাহ-উদ্দীপনাও কম হবে না।

স্লোগানঃ:- “যদি, কিন্তু”র ঘূর্ণন থেকে আলাদা থাকতে চাইলে বাবার সমান শক্তিশালী হও।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - একে অপরকে খুশীর পুষ্টিকর (খোরাক) আহার খাওয়াতে থাকো, সদা খুশীতে আনন্দে থাকা এবং খুশী বিতরণ করা, এটাই হলো শ্রেষ্ঠতম আতিথেয়তা”

*প্রশ্ন:- নিজের উঁচু অবস্থা বানানোর বিধি কি? কোন্ মুখ্য কথা গুলিকে স্মরণে রাখতে হবে?

*উত্তর:- ঊঁচু অবস্থা বানানোর জন্য ১- নষ্ট মোহ হওয়ার সাহস রাখতে হবে। ২- নিজের চাট রাখতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ করার সময় ঊঁনার সাথে কি কি কথা বলেছি? কতটা সময় স্মরণ করছি? ৩- নিদ্রাজিত হতে হবে। ৪- পুরানো দেহের যত্নও নিতে হবে আবার সেই দেহ-কেই ভুলতে হবে। ৫- দৈবী স্বভাব তৈরী করতে হবে। স্বভাবের বশীভূত হয়ে কাউকেই বিরক্ত করা চলবে। ৬- সব ডিফেক্ট দূর করে পিওর ডায়মন্ড হতে হবে। ৭- সবাইকে সুখ প্রদানকারী সুরভিত ফুল হতে হবে।

ওম্ শান্তি । জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদানকারী রুহানী বাবা বসে রুহানী বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বাবা ব্যতীত কেউ প্রদান করেন না। এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছো। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হবে। বেচারী মানুষ জানেনা যে কে পরিবর্তন করবে এবং কীভাবে, কারণ তাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র নেই। তোমরা বাচ্চারা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছো যার দ্বারা তোমরা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জেনেছো। এ হল জ্ঞানের স্যাকারিন। এক ফোঁটা স্যাকারিনও খুব মিষ্টি হয়। জ্ঞানেরও একটি শব্দ আছে মন্বনাভব। সকলের চেয়ে মিষ্টি। নিজেকে আল্লা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। শিববাবা শান্তিধাম এবং সুখধামের পথ বলে দিচ্ছেন। বাবা এসেছেন স্বর্গের অধিকার প্রদান করতে। তো বাচ্চাদের কতখানি খুশীতে থাকা উচিত। বলাও হয় খুশীর মতন পুষ্টিকর আহার নেই। যারা সর্বদা খুশীতে আনন্দে থাকে তাদের জন্য সেই খুশীই হল পুষ্টিকর পথ্য। ২১ জন্ম আনন্দে থাকার জন্য এ হল শ্রেষ্ঠতম পথ্য। এই পথ্য সর্বদা একে অপরকে খাওয়াতে থাকো। একে অপরের শ্রেষ্ঠ আতিথেয়তা এইভাবে করতে হবে। কোনো মানুষ, অন্য মানুষের এমন ভাবে খাতির করতে পারে না।

তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে সকলের রুহানী খাতিরদারী করো। প্রকৃত সত্য কুশল মঙ্গল কামনাও হল এটাই, কাউকে বাবার পরিচয় দেওয়া। মিষ্টি বাচ্চারা জানে অসীম জগতের বাবার দ্বারা আমরা জীবনমুক্তির পথ্য প্রাপ্ত করি। সত্যযুগে ভারত জীবনমুক্ত ছিল, পবিত্র ছিল। বাবা খুব উঁচু বিশাল পথ্য প্রদান করেন, তাই তো গায়ন আছে অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জিজ্ঞাসা করতে হলে গোপ গোপীকাদের জিজ্ঞাসা করো। এ'হল জ্ঞান ও যোগের ফার্স্ট ক্লাস ওয়ান্ডারফুল পথ্য। এই পথ্য একমাত্র রুহানী সার্জনের কাছেই আছে। এই পথ্যের জ্ঞান আর কারো কাছে নেই। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের জন্য হাতের মুঠোতে উপহার নিয়ে এসেছি। মুক্তি, জীবনমুক্তির এই উপহার আমার কাছেই আছে, কল্প-কল্প একমাত্র আমি এসে তোমাদের দিয়ে থাকি যা রাবণ কেড়ে নেয়। অতএব বাচ্চারা, তোমাদের খুশীর পারদ অনেক উর্ধ্ব থাকা উচিত। তোমরা জানো আমাদের একমাত্র বাবা, টিচার এবং প্রকৃত সত্য সঙ্গুরু, তিনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন। মোস্ট বিলাভেড (অতিপ্রিয়) বাবার কাছে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। এ কি কোনও কম কথা ! সর্বদা প্রফুল্লিত থাকা উচিত। গডলি স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য

বেস্ট অর্থাৎ ঈশ্বরীয় স্টুডেন্ট লাইফ হল শ্রেষ্ঠ। এ'হল বর্তমানেরই গায়ন, তাইনা। পরে নতুন দুনিয়ায় তোমরা সর্বদা খুশীর উৎসব পালন করতে থাকবে। দুনিয়া জানেনা যে সত্য প্রকৃত খুশীর উৎসব কখন পালন করা হয়। মানুষের তো সত্য যুগের জ্ঞানই নেই তাই এখানেই উৎসব পালন করতে থাকে। কিন্তু এই পুরানো তমোপ্রধান দুনিয়ায় খুশী কোথা থেকে আসবে। এখানে তো গ্রাহি গ্রাহি করতে থাকে। এ'হল ঘোর দুঃখের দুনিয়া।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের কত সহজ রাস্তা বলে দেন। গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকো। ব্যবসা ইত্যাদি করাকালীন আমাকে স্মরণ করতে থাকো। যেমন প্রেমিক প্রেমিকা একে অপরকে স্মরণ করে। তারা তো পরস্পরকে স্মরণ করে। একে অপরের প্রেমিক ও প্রেমিকা তারা। এখানে সেইরকম কথা নয় তোমরা সবাই একমাত্র প্রিয়তমের জন্ম জন্মান্তরের প্রিয়তমা হয়ে থাকো। বাবা কিন্তু কখনোই তোমাদের প্রেমিক হন না। তোমরা প্রিয়তমের আগমনের উদ্দেশ্যে স্মরণ করে এসেছো। যখন অতিরিক্ত দুঃখ হয় তখন স্মরণও বেশি করে। তবেই তো গায়নও আছে দুঃখে স্মরণ সবাই করে, সুখে করে

না কেউ। এই সময় বাবা হলেন সর্বশক্তিবান। দিন প্রতিদিন মায়াও সর্বশক্তিবান তমোপ্রধান হয়ে যায় তাই এখন বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি পিতা, আমাকে স্মরণ করো এবং তার সাথে দৈবী গুণও ধারণ করো তো তোমরা এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হয়ে যাবে। এই পড়াশোনায় মুখ্য কথাই হল স্মরণের। উঁচু থেকে উঁচু পিতাকে খুব ভালোবেসে, স্নেহ সহকারে স্মরণ করা উচিত। একমাত্র সর্বোচ্চ পিতা নতুন দুনিয়া স্থাপনা করেন। বাবা বলেন আমি এসেছি বাচ্চারা, তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে তাই এখন আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের অনেক জন্মের পাপ বিনষ্ট হবে। পতিত পাবন বাবা বলেন তোমরা অনেক পতিত হয়েছে তাই এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো তবে তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। পতিত-পাবনকেই তো আহবান করে তাইনা। এখন পিতা এসেছেন তো অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। বাবা হলেন দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী। অবশ্যই সত্য যুগে পবিত্র দুনিয়া ছিল তাই সবাই সুখীও ছিল। এখন বাবা পুনরায় বলেন বাচ্চারা শান্তি ধাম এবং সুখ ধামকে স্মরণ করতে থাকো। এখন হল সঙ্গম যুগ। মাঝি তোমাদের এই পার থেকে ওই পারে নিয়ে যান। নৌকা কোনও একটি নয়, সম্পূর্ণ দুনিয়া হল একটি বিশাল জাহাজ সম, তাকেই পারে নিয়ে যান।

বাবা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝান নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। তোমরাও বাবার সার্ভিসে যুক্ত হও। অন গড ফাদারলী সার্ভিস। বাবা এসেছেন তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক করতে। যারা ভালো পুরুষার্থ করে তাদের মহাবীর বলা হয়। দেখা হয় যে, কে মহাবীর হয়েছে যে বাবার ডাইরেকশন অনুযায়ী চলে। বাবার আদেশ হল নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে ভাই-ভাই দেখো। এই দেহকে ভুলে যাও। বাবাও এই দেহটি দেখেন না। বাবা বলেন আমি আত্মাদের দেখি। যদিও এই জ্ঞান তো আছেই যে, আত্মা ব্যতীত শরীর কথা বলে না। আমিও এই দেহে এসেছি। দেহটি লোনে নিয়েছি। শরীরের সাথে আত্মাও পড়াশোনা করতে পারে। বাবার বসার স্থান এখানে। এটা হলো অকাল সিংহাসন (তখত)। আত্মা হল অকাল মূর্ত। আত্মা কখনও ছোট বড় হয় না, দেহ ছোট বড় হয়। সকল আত্মাদের আসন (তখত) হলো এই ব্রুকুটির মধ্যস্থল। শরীর তো সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন। কারো অকাল সিংহাসন পুরুষের, কারো অকাল সিংহাসন নারীর। কারো অকাল সিংহাসন শিশুর। বাবা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের রুহানী ড্রিল শেখান। যখন কারো সঙ্গে কথা বলবে তখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আমি আত্মা অমুক আত্মা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি। বাবার সংবাদ প্রদান করি যে, শিববাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই আত্মার মরচে দূর হবে। সোনায়ে যখন অ্যালয় বা খাদ পড়ে তখন সোনার ভ্যালু কমে যায়। তোমরা আত্মারা, তোমাদের মধ্যেও মরচে রূপী খাদ পড়ার কারণে তোমরা ভ্যালু লেন্স হয়েছে। এখন পুনরায় পবিত্র হতে হবে। তোমরা আত্মারা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছে। সেই নেত্র দ্বারা নিজ ভাইদের দেখো। ভাই-ভাইকে দেখলে কর্মেন্দ্রিয় গুলি কখনও চঞ্চল হবে না। রাজ্য-ভাগ্য নিতে হলে, বিশ্বের মালিক হতে হলে এই পরিশ্রম করো। ভাই-ভাই নিশ্চয় করে সবাইকে জ্ঞান প্রদান করো। তবে এই অভ্যাস পাক্সা হয়ে যাবে। প্রকৃত সত্য ব্রাদার হলে তোমরা সবাই। শিব পিতাও উপর থেকে এসেছেন, তোমরাও এসেছো। বাবা বাচ্চাদের সঙ্গে সার্ভিস করছেন। সার্ভিস করার সাহস পিতা স্বয়ং প্রদান করেন। হিন্মতে মর্দা তো এই প্র্যাক্টিস করতে হবে। আমি আত্মা ভাইকে পড়াই। আত্মাই পড়ে তাইনা। একেই স্পিরিচুয়াল নলেজ বলা হয়। যে নলেজ রুহানী বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয়। সঙ্গমযুগেই বাবা এসে এই নলেজ প্রদান করেন যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমরা অশরীরী এসেছিলে পরে এখানে শরীর ধারণ করে তোমরা ৮৪ জন্ম পার্ট প্লে করেছে। এখন পুনরায় ফিরে যেতে হবে তাই নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। এই পরিশ্রম করতে হবে। নিজের পরিশ্রম করতে হবে, অন্যদের বিষয়ে আমাদের কি প্রয়োজন। চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম (প্রথমে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে) তারপরে ভাইদের বোঝাও। তবে ভালো ভাবে তীর লাগবে। এই ধার আনতে হবে। পরিশ্রম করলে তবেই উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। কিছুটা সহ্যও করতে হয়।

কেউ উল্টো কথা বললে তোমরা চুপ থাকবে। তোমরা চুপ থাকলে অন্যজন কি করবে। তালি দুই হাতে বাজে। একজন মুখে কথা বলেছে, দ্বিতীয় জন যদি চুপ থাকে তবে সে নিজেই চুপ হয়ে যাবে। তালির পরিপ্রেক্ষিতে তালি দিলে আওয়াজ হয়। বাচ্চাদের, একে অপরের কল্যাণ করতে হবে। বাবা বোঝান বাচ্চারা সর্বদা খুশীতে থাকতে চাও তো মন্বনাভব। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। ভাইদের অর্থাৎ আত্মাদের দেখো। ভাইদের নলেজ প্রদান করো। এই অভ্যাস যদি পাকা হয়ে যায় তবে কখনও ক্রিমিনাল আই ধোঁকা দেবে না। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দ্বারা তৃতীয় নেত্রে দেখো। বাবাও তোমাদের আত্মাকেই দেখেন। চেষ্টা করতে হবে সর্বদা আত্মাকে দেখার। শরীরকে দেখবেই না। যোগ করানোর সময়েও নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে ভাইদের দেখতে থাকলে সার্ভিস ভালো হবে। বাবা বলেছেন ভাইদের বোঝাও। সব ভাইরা বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করে। এই রুহানী নলেজ কেবল একবারই তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা প্রাপ্ত করো। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ পরে দেবতায় পরিণত হবে। এই সঙ্গমযুগকে পরিত্যাগ করবে না, তা নাহলে পার হবে

কীভাবে। জাম্প থোড়াই দেবে। এ'হল ওয়ান্ডারফুল সঙ্গম যুগ। তাই বাচ্চাদেরকে রুহানী যাত্রায় থাকার অভ্যাস করতে হবে। তোমাদেরই লাভের কথা। বাবার শিক্ষা ভাইদের প্রদান করতে হবে। বাবা বলেন আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের জ্ঞান প্রদান করি। আত্মাদেরই দেখি। মানুষ, মানুষের সঙ্গে কথা বলবে তো মুখের দিকে তাকিয়ে বলবে। তোমরা আত্মার সঙ্গে কথা বলো তাই আত্মাকেই দেখতে হবে। যদিও দেহের দ্বারা জ্ঞান প্রদান করে কিন্তু এতে দেহবোধ বিচ্ছিন্ন করতে হয়। তোমাদের আত্মা বোঝে পরমাত্মা পিতা আমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন। বাবাও বলেন আত্মাদেরই দেখি, আত্মারাও বলে আমরা পরমাত্মা পিতাকে দেখি। তাঁর কাছে নলেজ প্রাপ্ত করি, একেই বলে স্পিরিচুয়াল জ্ঞানের লেন-দেন করা, আত্মার সঙ্গে আত্মার। আত্মার মধ্যেই জ্ঞান আছে। আত্মাকেই জ্ঞান প্রদান করতে হবে। এই হল শক্তি। তোমাদের জ্ঞানে যত শক্তি ভরপুর থাকবে, তো যাকেই বোঝাবে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিতে জ্ঞানের তীর লাগবে। বাবা বলেন প্র্যাক্টিস করে দেখো জ্ঞান বাণ লাগে কিনা। এই নতুন অভ্যাসটি ধারণ করতে হবে তাতে দেহবোধ দূর হয়ে যাবে। মায়ার ঝড় তুফান কম আসবে, নেগেটিভ সঙ্কল্প আসবে না। ক্রিমিনাল দৃষ্টিও থাকবে না। আমি আত্মা ৮৪-র চক্র আবর্তন করেছি। এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন বাবার স্মরণে থাকতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে, সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। কতখানি সহজ কথা। বাবা জানেন বাচ্চাদের এই শিক্ষা প্রদান করাও আমারই পাট। কোনও নতুন কথা নয়। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমাদের আসতে হয়। আমি এতে বাঁধা। বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাই মিষ্টি বাচ্চারা রুহানী স্মরণের যাত্রায় থাকো তো অন্ত সময়ের মতানুসারে ভবিষ্যতের গতি নির্ধারিত হয়ে যাবে। এ'হল অন্ত কাল, তাইনা। মামেকম্ স্মরণ করো তো তোমাদের সদগতি হয়ে যাবে। স্মরণের যাত্রা দ্বারা পায়া মজবুত হয়ে যাবে। এই দেহী-অভিমানী হওয়ার শিক্ষা একবার ই তোমরা বাচ্চারা প্রাপ্ত কর। কতখানি ওয়ান্ডারফুল এই জ্ঞান। বাবা হলেন ওয়ান্ডারফুল তো বাবার জ্ঞানও ওয়ান্ডারফুল, যা অন্য কেউ বলে দিতে পারে না।

এই হল তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের উঁচু থেকে উঁচু কুল। এই সময় তোমাদের জীবন অমূল্য তাই এই দেহের রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে। তমোপ্রধান হওয়ার কারণে দেহের আয়ুও কম হতে থাকে। এখন তোমরা যত যোগযুক্ত থাকবে, ততই আয়ু বৃদ্ধি পাবে। তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হয়ে ১৫০ বছর হয়ে যাবে সত্য যুগে, তাই শরীরের যত্নও করতে হবে। এমন নয় এই দেহ তো মাটির পুতুল, শেষ হয়ে যাবে, এমন নয়। একে জীবিত রাখতে হবে। এই জীবন তো অমূল্য তাইনা। কেউ অসুস্থ হলে তার প্রতি বিরক্ত হবে না। তাকেও বলো শিববাবাকে স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে ততই তার পাপ বিনষ্ট হতে থাকবে। তাদের সেবা করা উচিত। জীবিত থাকবে, শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে।

বাচ্চাদের মধ্যে নষ্টমোহ হওয়ার সাহসও থাকা চাই। এক নিমেষে নষ্টমোহ হওয়া উচিত। অসীম জগতের পিতাকে পেয়ে তাঁর কাছে সম্পূর্ণ বর্সা (স্বর্গের অধিকার) নিতে হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছেন চার্ট রাখো। বাবাকে স্মরণ করার সময় বাবার সঙ্গে কি কথোপকথন করেছে? বাবার কতখানি মহিমা করেছে, ভোজন করতে বসে কতক্ষণ স্মরণ করেছে, পরে ভুলে গেছে। নিজের অবস্থা উঁচু বানানো খুব জরুরী, নিদ্রাজিত হতে হবে। স্মরণ করার সময়কে বাড়াতে হবে। অন্যদের শেখাতে থাকো, এতে নষ্টমোহ হতে হবে। পুরানো দেহ ভুলে যেতে হবে, বাবার আপন হয়েছে তো তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। যে পিতা আমাদের হীরে তুল্য বানান তাঁকে কতখানি ভালোবেসে স্মরণ করা উচিত। নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে আমার দৈব স্বভাব হয়েছে? মানুষকে তার স্বভাবই বিরক্ত করে। প্রত্যেকে নিজ তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছে, তো তারই পরীক্ষণ করতে হবে। আমার স্মরণ বাবার কাছে কি পৌঁছায়? যা ডিফেক্ট আছে সেসব দূর করে পিওর ডায়মন্ড হতে হবে। একটুও ডিফেক্ট যদি থাকে তো ভ্যালু কম হয়ে যাবে, তাই পরিশ্রম করে নিজেকে ভ্যালুয়েবল হীরা বানাতে হবে। বাবা জানেন কর্মী তীত অবস্থা তো শেষ সময়ে নশ্বর অনুক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে আসবেই। তবুও পুরুষার্থ করার জন্য তো বাবা অবশ্যই বলবেন, তাইনা। নশ্বর ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী বাবাকেও প্রিয় অনুভব হবে যারা অন্যদের সুখ প্রদানকারী সুরভিত পুষ্প হয়েছে, তারা গুপ্ত থাকতে পারবে না। বাবা তবুও বাচ্চাদের বলেন মিষ্টি বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ করো তো স্বচ্ছ হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করতে হৃদয় যেন স্থির হয়ে যাওয়া উচিত। (শীতল হয়ে যাওয়া উচিত) বাবার স্মরণ নিরন্তর থাকা উচিত। বাবা, মিষ্টি বাবা, আপনি আমাদের কি থেকে কি বানিয়ে দিয়েছেন! অন্য কেউ তো জানেনা যে তোমরা কি রূপে পরিণত হচ্ছে। তো এমন মিষ্টি বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে। অনেক বাঁধেলী রা অর্থাৎ বন্ধনযুক্ত আত্মারা খুব স্মরণ করে। কি জানি কীভাবে নিজেকে মুক্ত করে তারা আসে। তাদের যতখানি ভালোবাসা থাকে তত অন্য বাচ্চাদের থাকে না। একদম বাবাকে স্মরণ করে স্নেহের অশ্রুধারা বর্ষণ করে। বাবা আপনার সঙ্গে কবে মিলিত হবে! বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন বাবা, ও বাবা কবে এসে সম্মুখে মিলিত হবে! এমনভাবে খুব ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করে। সকল দুঃখ থেকে মুক্ত করেন বাবা আপনি আমাদের সৌভাগ্য নির্মাণ করেছেন, আপনি

আমাদের বিশ্বের মালিক করেন। স্মরণের শক্তিও তারাই বেশি প্রাপ্ত করে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আচ্ছাদের পিতা
ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কেউ যদি উল্টো কথা বলে তো চুপ থাকতে হবে। মুখে কিছু উত্তর দেবে না। সহ্য করতে হবে। একে অপরের কল্যাণ
করতে হবে।

২) জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রের দ্বারা আত্মা ভাইকে দেখতে হবে। নিজেকে ভাই নিশ্চয় করে অন্য ভাইকে জ্ঞান প্রদান করতে
হবে। রুহানী ড্রিল করতে ও করতে হবে। নিজের পরিশ্রম করতে হবে, অন্যকে দেখবে না।

বরদানঃ:- নিজের উইল পাওয়ারের দ্বারা প্রত্যেককে উইল করতে সক্ষম শ্রেষ্ঠ সেবাবাদী ভব
বর্তমান সময়ে অনেক আত্মারা তোমাদের সহযোগিতার আশায় রয়েছে চাতক পাখীর মতন, কিন্তু নিজস্ব
শক্তি নেই। তাদেরকে তোমাদের শক্তির বিশেষ সাহায্য দিতে হবে তাই নিমিত্ত হওয়া সেবাবাদীদের সর্ব
শক্তির পাওয়ার চাই। যেমন ব্রহ্মা বাবা শেষ সময়ে বাচ্চাদেরকে শক্তি উইল করেছিলেন, সেই উইলের
দ্বারাই এই কাজ চলছে, ঠিক সেইরকম ফলো ফাদার। নিজের শক্তিগুলি আত্মাদের প্রতি উইল করো তো
সময় অনুসারে সেবা সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- যেখানে একতা এবং একাগ্রতার শক্তি আছে সেখানে সফলতা সহজে প্রাপ্ত হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium
Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent
1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent
1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent
1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent
1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent
2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent
2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent
2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent
2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent
3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent
3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent
4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent
4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent
4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent
4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium
Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent
5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent
5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent
6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent
6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সন্তুষ্টতার আধার - সম্বন্ধ, সম্পত্তি আর স্বাস্থ্য (আরোগ্য)"

আজ, দিলারাম বাবা সদা সন্তুষ্ট থাকা নিজের সন্তুষ্ট আত্মাদের এবং সকল সন্তুষ্টমনিকে দেখছেন। এই আত্মিক মনিদের ঝলকানি সমগ্র দরবারকে আলোকিত করছে। সন্তোষী আত্মারা নিজেরও প্রিয় আর সকলেরও প্রিয় এবং বাবার প্রিয় তো অবশ্যই। তোমরা তো এই রকমই তাই না! কেননা, এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জীবনে অপ্রাপ্তির লেশমাত্র নেই। সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন আত্মা তোমরা। সুতরাং যেখানে সর্বপ্রাপ্তি থাকে সেখানে সদা সন্তুষ্টতা স্বতঃ আর স্বাভাবিকভাবেই থাকে। তাদের ন্যাচারাল স্বভাব প্রসন্নতার। আর সন্তুষ্টতার স্বরূপ ও স্বভাব, নিজ-সংস্কার এমনই শ্রেষ্ঠ যে, সেই সন্তুষ্টতার ভাইব্রেশন, বায়ুমন্ডল, প্রসন্নতার পরিবেশ অসন্তুষ্ট আত্মাকেও পরিবর্তন করে দেয়। এই সঙ্গমযুগে বাপদাদার বিশেষ দান সন্তুষ্টতা। সন্তুষ্টতার এক বিশেষত্ব অন্য সব বিশেষত্বকেও সহজে নিজের সমীপ নিয়ে আসে। কিন্তু সন্তুষ্টি সদা হবে। পরিস্থিতি যতই বদলে যাক কিন্তু সন্তুষ্টতার স্থিতিকে পরিস্থিতি বদলাতে পারে না। পর-স্থিতিই বদলে দেয়। কিন্তু স্ব-সন্তুষ্টতার স্থিতি সদা প্রগতিশীল। যে কোনও দোলাচলের পরিস্থিতি তোমাদের সামনে এমনই অনুভব হয় যেন পাপেট শো (কাঠপুতুলের নাচ) দেখছ, তাই না। সব কিছু হয় কিন্তু হয় পাপেট রূপে। তো যে কোনও পরিস্থিতি পাপেট শো মনে হয় অথবা মনে হয় কার্টুন শো যেটা আজকালকার ফ্যাশন, ভালো লাগে তো না। থাকে তো বাঘও, বিড়ালও থাকে, কিন্তু সেটা কী হয়? কার্টুন। পুরোটাই কাহিনী, কিন্তু কার্টুনের স্টোরি রিয়েল নয়। কখনও, কোনও পরিস্থিতি যদি আসে তখন এটাই মনে করো, অসীম এক স্ক্রিনে কার্টুন শো চলছে কিংবা পাপেট শো চলছে। তাহলে সেগুলো দেখে বিভ্রান্ত হবে নাকি মনোরঞ্জন করবে? শো দেখা তো ভালোই, তাই না। তো এটাও মায়ার বা প্রকৃতির একটা শো। যেটা সাক্ষী স্থিতিতে সদা সন্তুষ্টতার স্বরূপে দেখতে থাকো। নিজের মর্যাদায় থেকে দেখ - আমি সন্তুষ্টমণি, সন্তোষী আত্মা। এটা হলো সঙ্গমের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা। তো মর্যাদায় কীভাবে স্থিত হতে হয় জানো না? নাকি হয়রান হতে ভালো লাগে? সদা সন্তুষ্টতার বিশেষত্বকে ইমার্জ রূপে স্মৃতিতে রাখো।

সমস্ত প্রাপ্তির মধ্যে বিশেষভাবে সম্বন্ধ এবং সম্পত্তি থাকা আবশ্যিক। সম্বন্ধেও যদি একটা সম্বন্ধও অপ্রাপ্ত থাকে তবে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টতা থাকবে না। সুতরাং সম্বন্ধেও সব প্রয়োজন এবং অবিনাশী রূপে প্রয়োজন। যদি কোনও সম্বন্ধ বিনাশী হয় তাহলে অপ্রাপ্তি আর অসন্তুষ্টতা আপনা থেকেই হয়ে যায়। কিন্তু এই বর্তমান সঙ্গমযুগই একমাত্র যাতে সকল অবিনাশী সম্বন্ধ এক বাবার সাথে অনুভব করতে পারো। সত্যযুগেও সম্বন্ধ খুব কম হয়, সর্বসম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু এই সময় যে সম্বন্ধের আকর্ষণ হবে তা' যদি অনুভূতি করতে চাও তবে সেই সম্বন্ধ পরম আত্মা দ্বারা অনুভব করতে পারো। প্রত্যেকের জীবনে সম্বন্ধেরও আলাদা আলাদা পছন্দ থাকে। কারও হয়তো বাবার সম্বন্ধ এত ভালো লাগবে না, কিন্তু ফ্রেন্ড বেশি ভালো লাগবে। যেমনই হোক, একই সময়ে একের সাথে সর্বসম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়েছে? সর্বপ্রাপ্তি হয়েছে, নাকি কিছু রয়ে গেছে? যারা পিছনে বসে আছে তারা কী ভাবছে? আজ নতুন নতুন সবাইকে সামনে বসার চান্স দিয়েছে। ভালো, যারা এই কল্পে এইবারেই প্রথম এসেছ তারা হাত উঠাও। তোমরা স্বাগত। বাপদাদাও পদম্ গুন স্নেহসম্পন্ন ওয়েলকাম করছেন। নতুন হয়েও কল্প-কল্পের অধিকারী তোমরা, এটা তো বুঝতে পারো, পারো তো না! বাপদাদা সদা বলেন, যতই হোক, বড়রা বড়ই হয়, কিন্তু ছোটরা বাবা সমান সেইজন্য সদা নিজের অলৌকিক অসীম জগতের সম্পূর্ণ অধিকারের নিশ্চয় আর নেশায় থাকো। অসীম জগতের নেশা থাকে, সীমাবদ্ধ দুনিয়ার রেখা না। দেখ, কত শ্রেষ্ঠ অধিকারী তোমরা যে স্বয়ং বাবা আলমাইটি অথরিটির উপরে অধিকার রেখেছ। পরমাত্ম-অধিকারী এর থেকে বড় অধিকার আর আছেই বা কী! যখন বীজকে আপন করে নিয়েছ তো বৃক্ষ তো সমাহিত হয়েই আছে। সর্ব-সম্বন্ধেরও অবিনাশী অধিকার নিয়ে নিয়েছ আর সম্পত্তিতেও যদি শুধু স্থূল সম্পত্তি থাকে তবুও সদা সন্তুষ্ট থাকতে পারো না। স্থূল সম্পত্তির সাথে যদি সর্ব গুণের সম্পত্তি, সর্ব শক্তির সম্পত্তি এবং শ্রেষ্ঠ সম্পন্ন জ্ঞানের সম্পত্তি না থাকে তবে সন্তুষ্টতা সদা থাকতে পারে না। কিন্তু তোমাদের কাছে এই শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি আছে। তোমরা সম্পত্তিবান তো না! দুনিয়ার লোকে তো শুধু তাদেরকে সম্পত্তি ভব-র বরদান দেয় যাদের স্থূল সম্পত্তি আছে কিন্তু তোমাদের সবাইকে বরদাতা বাবা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ভব-র বরদান দেন। তাহলে, তোমাদের সব সম্পত্তি আছে, আছে না? নাকি কিছু কম আছে? ফুল (সম্পূর্ণ/full) আছে? যারা পিছনে বসে তাদের প্রতি বাবার নজর সবচাইতে বেশি। যারা সামনে বসে বাবার দিকেই তাদের লক্ষ্য বেশি আর বাবার নজর বেশি যারা পিছনে বসে আছে। যত দূরে আছে ততটাই সমাহিত হয়ে রয়েছে তাঁর নয়নে।

সাকার বতনে তো সাকার বিষয়গুলো হয়। দেখ, পরমধামে তোমরা সব আত্মা কত সমীপ হবে! সবাই সাথে হবে তো না!

আর সূক্ষ্ম বতনও এতটা অসীম যে, যে যতটা সমীপ আসতে চায় আসতে পারে। কিন্তু বাচ্চাদের স্নেহ নিরাকার এবং আকারকেও সাকার বানাতে চায়। তো বাবা কী বলেন? জী হজুর, জী হাজির। বাচ্চারা তো বাবারও হজুর, মালিক তো না! মালিককে হজুর বলা হয়ে থাকে এবং বালককেও মালিক বলা হয়ে থাকে। তাহলে তোমরা সবাই কে? সন্তুস্টমনি। সম্বন্ধেও সন্তুস্ট আর সম্পত্তিতেও সন্তুস্ট। সম্বন্ধ, সম্পত্তি আর তৃতীয় হলো ভালো স্বাস্থ্য তথা রোগমুক্ত। তো তোমরা সবাই নিরোগী, নাকি রোগী? আত্মা তো রোগমুক্ত তাই না, শরীরের কোনো বিষয়ই নয়। আত্মা সদা শক্তিশালী। সম্মুখে শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্য কিংবা রোগমুক্ত অবস্থা হলো আত্মার। এই সময়ের আত্মার রোগমুক্তি জন্মের পর জন্ম শরীরেরও আরোগ্য প্রাপ্ত করায়। কিন্তু এই সময় প্রকৃতি সামান্য নিজের রূপ দেখায়। এতেও কোনো বড় বিষয় নেই। এটাও কার্টুন শো। সুতরাং সর্বপ্রাপ্তি হয়েছে, তাই না। সম্বন্ধও আছে, সম্পত্তি ভব বরদানও রয়েছে, সর্ব-সম্বন্ধ ভব বরদানও আছে এবং সদা আরোগ্য ভব বরদানও আছে। তিন বরদান বরদাতা বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। তো সমস্ত বরদান সময়মতো কার্যে লাগাও। শুধু বরদান শুনে খুশি হয়ে যেও না যে, হ্যাঁ, আমার খুব ভালো বরদান প্রাপ্ত হয়েছে অথবা শুধু নোট করে রেখো না বরং সময়মতো বরদান যদি কাজে না লাগাও তবে সেই বরদান ফল দেয় না। বরদান তো অবিনাশী বাবার থেকে প্রাপ্ত হলো, কিন্তু বরদানকে তো ফলীভূত করতে হবে। বীজ আছে কিন্তু তার থেকে কতটা ফল বের করবে, সেটা তোমাদের হাতে। কেউ শুধু বরদানের বীজকে দেখে খুব ভালো, খুব ভালো বলে খুশি হতে থাকে, যাই হোক, ফলদায়ক বানাও। বারবার স্মৃতির জল দাও, বরদানের স্বরূপে স্থিত হওয়ার রোদুর দাও, তারপর দেখ বরদান সদা ফলীভূত হতে থাকবে, অন্য সমস্ত বরদানও সাথে নিয়ে আসবে। বরদানের ফলস্বরূপ হয়ে যাবে। অতএব, আজকের ত্রি-বরদানকে ফলীভূত করো আর সময়মতো অবশ্যই স্মরণে রেখো। সময়কালে ভুলে যাও, পরে পড়তে থাকো যে, হ্যাঁ, এই বরদান তো ছিল! বরদানকে সময়কালে কার্যে যত প্রয়োগ করবে ততই বরদান আরও শ্রেষ্ঠস্বরূপ দেখাতে থাকবে। তাহলে, বরদান তোমাদের সবারই প্রাপ্ত হয়েছে তো না! আত্মা।

চারদিকের দেশ-বিদেশের সন্তোষী আত্মাদের সকলকে, সকল সন্তুস্টমনিকে, সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন আত্মাদের, যারাই স্মরণ, পত্র, কার্ড আজকের দিবসের জন্যও পাঠিয়েছে, তো সকল বাচ্চার আজকের বিশেষ দিবসেরও স্মরণ-স্নেহ পদম্ গুন স্বীকার হোক। হতে পারে

তোমরা দূরে বসে মন-বুদ্ধি দ্বারা উদযাপন করছ, হতে পারে বাবার সামনে উপস্থিত হয়ে উদযাপন করছ, তোমাদের সমস্ত কার্ড বা পত্র আগেই বতনে পৌঁছে যায়। সুতরাং সবার পত্র, কার্ড আর শুভ সঙ্কল্পের স্মরণ, শুভ ভাবনার স্মরণের রিটার্নে বাপদাদার বিশেষ স্মরণ-স্নেহ আর সকল বালক তথা মালিক বাচ্চাকে নমস্কার। আত্মা।

দাদীদের সাথে সাক্ষাৎকার -

সূক্ষ্ম ইশারার ভাষা জানো তো না। যেমন অব্যক্ত বাবা ইশারার ভাষায় জানেন। অব্যক্ত বতনে তো নয়নের ভাষা আর ইশারার ভাষা। তো তোমরাও জানো তো না। নয়নের ভাষা জানো? সাকারের থেকে শিখেছ তো, তাই না। মুখের ভাষা তো শুনেছ, এখন হলো নয়নের ভাষা। নয়নের ভাষা বড় প্রিয়। আওয়াজের ঊর্ধ্বে তো যেতেই হবে। তবুও বাবা তো হজুর তো বলেনই। আত্মা।

অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎকার -

১) "নিজের উপরে এবং সময়ের উপরে ভরসা নেই সেইজন্য দূঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা সমস্ত দুর্বলতাকে দূর করে দাও"

সবাই নিজেকে বিশ্ব সেবাধারী অনুভব করো? বিশ্ব সেবাধারী বা বিশ্ব কল্যাণকারী সেই হতে পারে যার কাছে সর্বশক্তির খাজানা পরিপূর্ণ রয়েছে। তো সর্বশক্তির স্টক জমা আছে? সর্বশক্তি আছে নাকি কিছু আছে, কিছু নেই? কখনো কখনো কিছু কম হয়ে যায়! সদা নিজেকে নিজে চেক করো যে, সর্বশক্তি আছে নাকি কোনো শক্তির ঘাটতি রয়েছে? যদি ঘাটতি থাকে তবে তার কারণকে ভাবো, কেননা কারণকে বুঝবে তবে তো নিবারণ করতে পারবে, কারণ এটা মায়ার নিয়ম, যে দুর্বলতা তোমার মধ্যে থাকবে সেই দুর্বলতার দ্বারই তোমাকে মায়াজিত হতে দেবে না। সুতরাং বর্তমান কালেও সময় সময়তে মায়ী সেই দুর্বলতার লাভ নেবে এবং পরে গিয়ে যখন অন্ত সময় আসবে তখনও সেই দুর্বলতা ধোঁকা দিয়ে দেবে। সুতরাং এটা ভেবো না যে, সামান্যই ক্রটি আছে, একটাই দুর্বলতা বাকী তো আমি খুব ভালো! একটা দুর্বলতাও ধোঁকা দিয়ে দেবে সেইজন্য যে কোনো দুর্বলতা নিজের ভিতরে থাকতে দিও না। যদি নিজে শেষ করতে না পারো তবে কারও

সহযোগ নাও, যারা শক্তিশালী আত্মা তাদের সহযোগ নাও। বিশেষ যোগের প্রয়োগ করো। যে কোনও বিধিতে দুর্বলতা শেষ করতেই হবে, এই দুট সঙ্কল্প করো। এটাও ভেবো না যে চলতে চলতে পরে হয়ে যাবে। না, এখন থেকে বের করে দাও কারণ নিজের উপরে এবং সময়ের উপরে কোনো ভরসা নেই। এই রকম ভেবো না যে ভবিষ্যতে এটা করে নেবো, হয়ে যাবে। না। তোমাদের স্লোগান হলো 'এখন নয় তো কখনো নয়', সুতরাং যা করতে হবে তা এখন করতে হবে, কেননা বাবা সম্পন্ন আর বাবার প্রতি তোমাদের প্রীতি-ভালোবাসা আছে, সুতরাং বাবার সমান হওয়াই প্রীতি-ভালোবাসার প্রাকটিক্যাল স্বরূপ। যতটা বাবার প্রতি অনেক অনেক ভালোবাসা আছে পুরুষার্থের জন্যও ততটাই অনেক অনেক ভালোবাসা আছে? বাবার প্রতি ভালোবাসার জন্য যতটা নেশার সাথে বলো যে শতকরা ১০০ ভাগের থেকেও বেশি ভালোবাসা আছে, সেই রকম পুরুষার্থের জন্যও বলো। ভাববো, করবো... না। সব দুর্বলতা শেষ। বো, বো নয় (হিন্দিতে গে গে অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য রেখো না)। শিবরাত্রি উদযাপন করতে এসেছ, সুতরাং কিছু বলিদান দিতে হবে তো না। বাপদাদা সব বাচ্চাকে সম্পন্ন দেখতে চান। বাবার স্নেহ-ভালোবাসা রয়েছে, সেইজন্য বাচ্চাদের ক্রটিবিচ্যুতি ভালো লাগে না। তাহলে কী স্মরণে রাখবে সদা সম্পন্ন, সম্পূর্ণ থাকতেই হবে, নাকি অল্প অল্প কমপ্লেইন করতে থাকবে? কমপ্লিট! কমপ্লেইন শেষ। সম্পন্ন হওয়াই উদযাপন করা।

২) "ওয়েস্টকে বেস্ট বানানো অর্থাৎ হোলিহংস হওয়া"

সবাই নিজেকে হোলিহংস অনুভব করো? হোলিহংসের অর্থ হলো সঙ্কল্প, বোল আর কর্ম যা কিছু ব্যর্থ হয় সেগুলোর পরিবর্তন করে শক্তিশালী বানানো, কেননা ব্যর্থ পাথরের মতো হয়, পাথরের ভ্যালু নেই, রত্নের ভ্যালু থাকে। সুতরাং ব্যর্থকে সমাপ্ত করা অর্থাৎ হোলিহংস হওয়া। তো ব্যর্থ কী আসে? হোলিহংস নিমেষের মধ্যে নির্ণয় করে যে এটা কাজের জিনিস নয়, এটা কাজের জিনিস। সুতরাং তোমরা হোলিহংস তো না। তাহলে ব্যর্থ সমাপ্ত হয়েছে? কেননা, এখন নলেজফুল হয়েছে, যদি এখন সঙ্কল্প, বোল কিংবা কর্ম ব্যর্থ খুঁিয়ে দাও তবে সারা কল্পের জন্য নিজের জমার খাতায় কম হয়ে যায়। তোমরা জানো তো না? নলেজফুল তোমরা। তাহলে জেনেও কেন আবার ব্যর্থ করো? চাইনি তবুও হয়ে যায়, এই রকম বলবে! যারা মনে করো এখনও হতে পারে তারা হাত উঠাও। তোমরা কে? (রাজযোগী) রাজযোগীর অর্থ কী? তোমরা রাজা তো না? তাহলে মনকে কন্ট্রোল করতে পারো না? কিংয়ের মধ্যে রুলিং পাওয়ার থাকে, তাই না! তো তোমাদের মধ্যে কী রুলিং পাওয়ার নেই! অমৃতবেলায় আর তারপরে সারাদিন মাঝে মাঝে নিজের অক্যুপেশন স্মরণ করো আমি কে? কেননা, কাজ করতে করতে এই স্মৃতি মার্জ হয়ে যায় যে, আমি রাজযোগী সেইজন্য ইমার্জ করো। এটা নিয়ম বানাও। এই রকম ভেবো না যে আমি তো রাজযোগী। কিন্তু রাজযোগীর সীটে সেট হয়ে থাকে। নয়তো এগিয়ে চলার সাথে কর্মে বিজি হওয়ার কারণে যোগ ভুলে যায়, শুধু কর্মই রয়ে যায়। কিন্তু তোমরা কর্মযোগীরা কন্সাইন্ড। যোগীর সদাই রুলিং পাওয়ার, কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকে। আর রাজযোগী সে তো ডবল পাওয়ারের কখনও ব্যর্থ ভাবে পারে না। তো এখন কখনও বলো না, এমনকি ভেবো না যে, রাজযোগী ওয়েস্ট করতে পারে। তো এটা কোন গ্রুপ? বেস্ট গ্রুপ। বাপদাদারও বেস্ট গ্রুপ অতি প্রিয়, কেন? ৬৩ জন্ম অনেক ওয়েস্ট করেছে তো না, এখন এই ছোট একটা জন্ম বেস্টই বেস্ট। আচ্ছা!

বরদান:- অটুট স্মরণ দ্বারা সমস্ত সমস্যার সমাধান করে উড়ন্ত বিহঙ্গ ভব যখন এই অনুভব হয়ে যায় 'আমার বাবা', তখন তো যা আমার হয় তা স্বতঃই স্মরণে থাকে। স্মরণের দরকার হয় না। আমার অর্থাৎ অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাওয়া। আমার বাবা আর আমি বাবার - একেই বলে সহজযোগ। এই রকম সহজযোগী হয়ে এক বাবার স্মরণের একাগ্রতায় মগ্ন হয়ে এগিয়ে চলো। এই অটুট স্মরণই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে উড়ন্ত বিহঙ্গ করে উড়তি কলায় নিয়ে যাবে।

স্লোগান:- মনন শক্তির অনুভাবী হও তাহলে জ্ঞান ধন বাড়তে থাকবে।

সূচনাঃ - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সব রাজযোগী তপস্বী ভাইবোনেরা সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭ : ৩০ পর্যন্ত, বিশেষ যোগ অভ্যাসের সময় নিজের আকারী ফরিস্তা স্বরূপে স্থিত হয়ে, বিশ্ব পরিক্রমা করতে করতে প্রকৃতি সহ সকল আত্মাকে লাইট মাইট দেওয়ার সেবা করুন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid

2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়ার বশীভূত হয়ে ঈশ্বরীয় মতের বিরুদ্ধে কোনো কার্য করবে না, কখনো বাবার নিন্দা করবে না"

*প্রশ্নঃ - মায়াও হলো বাবার সহায়ক, কীভাবে?

*উত্তরঃ - যখন দেখে কেউ শ্রীমতের অবজ্ঞা করছে, বাবার কথা মানে না, শ্রীমতে চলে না তখন সে কাঁচা খেয়ে নেয়, চড় মেরে দেয়। চতুর সে-ই, যে বাবার স্মরণের দ্বারা মায়াকে পরখ করে তার বশে হয় না।

*গীতঃ- আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন যিনি অন্তর তাকে ধন্যদিতে চায়....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কার এই মহিমা শুনেছে? পরমপিতা পরমাত্মার। বাচ্চারা জানে যে এমন বাবাকে স্মরণ করে ঐশ্বর্য থেকে এখন স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবার আদেশ হলো নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো আর নিজেকে আত্মারূপী বাচ্চা মনে করো। এটাই হলো অন্তিম লক্ষ্য (মঞ্জিল)। মধুবনই এখন বাবার নিবাসস্থান। এখন বাবার থেকে উত্তরাধিকার কীভাবে প্রাপ্ত হবে? যে যতখানি বাবাকে স্মরণ করে, তার ততখানি পাপ কাটতে থাকে আর যে যতখানি উত্তরাধিকার-কে স্মরণ করতে থাকে, তার খাতায় খাজানা (সম্পদ) জমা হতে থাকে। এ হলো এক প্রকারের ব্যাপার যা বাবা শিখিয়ে থাকেন। এমন বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। যদি স্মরণ না করো তাহলে মায়া পাথর মারতে থাকে। মায়াও কম কিছু নয়। যে যতই বলুক যে আমি হলাম (বাবার) বাচ্চা। যতই স্থূল বা সূক্ষ্ম সেবা করতে থাকুক তথাপি বাবার সাথে যোগ যুক্ত হতে না জানলে তাকে সুপুত্র বলা যাবে না। বাবা তো কখনো কারোর উপরে রাগ করেন না, কখনো অন্য দৃষ্টিতে দেখেন না কিন্তু এইরকম চলন দেখলে তখন বুঝে যান যে এ আসুরীক মতের। মায়ার এক করাঘাতে (ঘুমিতে) একদম শেষ (কুপোকাত) করে দেয়। তারপরে কত বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাদের যত বড় পাপ হয় তা অজ্ঞানী মানুষের হয় না। অনেকেই নিকটে থেকেও এতটুকুও চিনতে পারেনা। বাবা বলেন - এও ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে, যা শুনেও যেন শোনেইনি। তাহলে বাবা কি করবে। আজকাল মানুষের উপর যতই আশীর্বাদ করো, ভালোবাসো কিন্তু বসে বসে নিজেকে ভস্মাসুর বানিয়ে ফেলে। বাস্তবে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় আর আসুরীক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য রয়েছে। এই দুনিয়ায় কারোরই বাবার সাথে যোগ নেই। এমন-কেও বাবা এসে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ভুক্ত করে দেন। তোমাদের মধ্যেও কেউ ঈশ্বরের হয়ে ঐশ্বর্য শ্রীমতানুসারে চলে আর যে চলে না সে ভস্মাসুর হয়ে জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যায়। তোমরা ঈশ্বরীয় মতানুসারে স্বর্গের মালিক, দেবতা হয়ে যাও আর কেউ স্বর্গে যাওয়ার বদলে কাম-চিতায় বসে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

বাবা বাচ্চাদের কত যুক্তিযুক্তভাবে ভুলে আনেন। কিন্তু মায়া এমনই যে এমন ভাবে আঘাত করে যে নিন্দা করানোর নিমিত্ত হয়ে পড়ে, যারা সুচতুর বাচ্চা তারা প্রতিটি পদক্ষেপ বাবার শ্রীমতানুসারে চলে। বাবার সর্বপ্রথম আজ্ঞা হলো আমাকে অর্থাৎ পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করো তবেই সংশোধন হবে। যে বাবার সাথে যোগযুক্ত হয় না, শ্রীমতে চলে না তখন মায়া কন্যা তাকে খেয়ে ফেলে। মায়াকে মেয়ে বলা হয় কারণ সহায়তা করে। বাবা তো পরমধাম থেকে এসেছেন বাচ্চাদেরকে পড়িয়ে নর থেকে নারায়ণ বানাতে, তবুও এইরকম বাবারও অব্যাহত হয়ে যায়। বাইরে বেরোলেই মায়ার থাপ্পড় লাগে তখন আবার করুণা হয়। কোথায় কোথায় বেচারী কন্যাদের মাতাদের বন্ধন চলে আসে। কাম-বিকারের হালকা নেশা থাকলেও অধঃপতনে যায়, তারপর অবলাদের উপরে কতো অত্যাচার হতে থাকে। কত বেচারীরা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। সকলের এত পাপ তাদের উপরে চলে আসে। অত্যন্ত কড়া সাজা ভোগ করে। সে কথা জিজ্ঞাসা করো না। মায়া জানে যে কারা কারা পূর্ব-কল্পের, যায়া আমার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে বাবার দিকে চলে গিয়েছিল। সেও (মায়া) চতুর। দেখে যে এ বাবারও অবজ্ঞা করে তখন তালা বন্ধ করে দেয়। বাবা জানেন এই অবলারা, কন্যারা ভারতের কল্যাণ করে। বাবার মাতাদের প্রতি অনেক চিন্তা থাকে। বাচ্চারা, তোমাদেরও মাতাদের চিন্তা থাকা উচিত। নিজের অহংকার থাকা উচিত নয়। বাবা স্বয়ং বলেন বন্দে মাতরম্। অনেক সতর্ক থাকতে হবে। এমন কোনো ডার্টি (বদ) চলন চলা উচিত নয়। নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমি কোনো উল্টো কাজকর্ম তো করছি না ! বাবা বলেন তোমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নাও। তোমরা দেবতা হতে এসেছো। ধর্মের স্থাপনায় অনেক বিঘ্ন তো ঘটবেই। থ্রাইস্টের সময়ও এমন অনেকেই বেরিয়েছিল যারা নিন্দা ইত্যাদি করেছিল। (থ্রাইস্ট-কে) আসুরীয় সম্প্রদায়ভুক্তরা মেরে ফেলেছিল, চিনতে পারেনি। এখন ওনার কত চার্চ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে, কিন্তু এতে কোনো লাভ নেই। মায়ার হয়ে তমোপ্রধান হয়ে যায়। যেখানেই যায়, সেখান থেকে পাওয়া কিছুই যায় না। দিনে দিনে আরোই দুঃখী,

তমোপ্রধান হয়ে যেতে থাকে। মনে করো গুরু নানকের কাছে যায়, ওনার থেকে কি পাওয়া যাবে? উনি কেবল বলেন তোমাদের পবিত্র হওয়া বা থাকা উচিত। কিন্তু মানুষ অপবিত্রই থাকে। কেবল ওনার ভজন গাইতে থাকে, তাহলে পাবে না কিছুই। এখন দেখো সবকিছুই কবর খানায় পরিণত হয়েছে। জ্ঞানের সামান্য কিছুও জানা নেই। ক্রোধও অত্যন্ত কড়া, যার দ্বারা নিজেকে ভস্মাসুর বানিয়ে ফেলে। তার ফলে জমার বদলে লোকসান হয়ে যায়। আসে সৌভাগ্য গঠন করতে। বলে যে বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে এসেছি। আচ্ছা, বাবাকে সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করতে হবে। ওঁনার শ্রীমতে চলতে হবে। এখন পুরুষার্থ করলে উচ্চ থেকেও উচ্চ হতে পারবে।

বাবা কত বুঝিয়ে থাকেন, বোর্ডেও লেখা রয়েছে -- ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরমপিতা পরমাত্মা স্থাপন করেছেন। ওঁনার থেকে স্বর্গের রাজত্বের উত্তরাধিকার পেতে হবে। যদি এখানে আসে আর তারপর চলে যায় তাহলে সকলেই বলবে যে হয়তো ঈশ্বর নেই সেইজন্য এইভাবে ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কত সংশয়বুদ্ধির হয়ে পড়বে। তাদের উপর সকলের পাপ চড়ে। শ্রীমতে না চললে শ্রেষ্ঠ কীভাবে হবে? শ্রীমতে চললে তোমাদের কোনো ক্ষতি হতে পারে না। ইনি হলেন বাবাও, আবার ধর্মরাজও। ধর্মরাজ দেখেন, কি কি পাপ করেছে? আমার গ্লানি করে থাকে। নিয়ম বড়ই কড়া। কিন্তু বাচ্চারা বোঝেনা। হাত তোলে -- আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করবো কিন্তু কাজ এমন করে যে সে কথা জিজ্ঞাসা করো না। ভবিষ্যতে এই কেল্লা এমন হয়ে যাবে যে কোনো পতিত এখানে আসতে পারবে না। এখনো তো মায়া অনেকের নাক ধরে নেয়। ওই নিরাকার বাবা এই নয়নের লোন(ঋণ) নিয়ে এসেছেন তাই দেখেন এ হলো ফার্স্টক্লাস বাচ্চা, এ হলো কাঁটা। বাবা বোঝান -- বাচ্চারা, তোমাদের তো স্বর্গের মালিক হওয়া উচিত। তোমরা এমন পুরুষার্থ কেন করো না! বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে আসেন। বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, কিছু সাজা ভোগ থেকেও ভীত হও। শ্রীমতানুসারে আশ্রয়কারী হও। নিজের উপরে কৃপা করো। মায়ার বশে থেকে কিছু করলে তখন ভূত হয়ে যাবে। ভবানী মা বলা হয়ে থাকে, কেউ তো ভবানীর উত্তরাধিকারী হয়ে যায়, কেউ ভূত হয়ে যায়। তোমরা সকলেই হলে ভবানী মাতা, যারা জ্ঞান অমৃত পান করিয়ে থাকো। কর্তব্যপরায়ণ বাচ্চাদের উপর বাবা-মায়ের আশীর্বাদ থাকে। কর্তব্যপরায়ণ না হলে তখন শান্তিতে গিয়ে কোথাও দূরে থাকলেই ভালো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস -- ১৭-৬-৬৮

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা যখন এখানে আসে তখন বোঝে যে আমরা বাবার কাছেই যাচ্ছি। বাবার থেকেই শুনছি। যখন নিজের নিজের সেন্টারে যায় তখন সামনে বাপদাদা বসে থাকেন না। কোথাও কোথাও ভাইয়েরাও (মুরলী পড়ে) চালায়। মুরলী তো সহজ, যে কেউ ধারণ করে ক্লাস করতে পারে। ব্রাহ্মণীরা তো বসে আছেই। বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- কেউ মুরলী পড়ে, তারপর মুরলীর সার শোনায়। কেউ মুরলী পড়ে শোনায়। যারা মুরলী হাতে নিয়ে শোনায় তারা হাত তোলে। মুরলী হাতে না নিয়ে মুরলী ছাড়া এমনই শুনিয়ে থাকে তারাও হাত তোলে। মুরলী তো হাতে থাকা উচিত, তাই না? পড়া হয়ে গেছে তারপরেও বসে সারমর্ম শুনিয়ে থাকে। কেউ আবার মুরলী পড়ে শোনায়, নম্বরের অনুক্রম তো রয়েছে, তাই না! মহারথী, ঘোড়সওয়ার আর পেয়াদা। সকলেই তো অ্যাকিউরেট পড়ে না। কেউ তো পড়তেই থাকে, অ্যাডিশন করে রহস্য শোনাতেই থাকে, সরস পদ্ধতিতে (মনোগ্রাহী)। সকলেই এইরকম ভাবে বোঝাতে পারে না। এখানে তো বাবা বসে রয়েছেন। বাবা বাচ্চাদের বলেন কোনো বিষয়ে সংশয় আসা উচিত নয়। একমাত্র বাবাই সবকিছু শুনিয়ে থাকেন। ওই স্কুলে তো অনেকেই পড়িয়ে থাকেন। আলাদা আলাদা (সাবজেক্ট) পড়ান। এখানে তো একজনই পড়িয়ে থাকেন। এইম অবজেক্টও একটিই। এতে প্রশ্ন করার কিছু থাকে না। সকালে এখানে বসে বাচ্চাদেরকে স্মরণের যাত্রায় সহায়তা করে থাকি। এমন নয় কেবল তোমাদেরকেই স্মরণ করে থাকি। সমগ্র অসীম জগতের বাচ্চারাই স্মরণে থাকে। তোমাদের এই স্মরণের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র করতে হবে। আঙুল তোমরা কিসে দিয়ে থাকো? দুনিয়াকেই বানাতে হয়, তাই না! তাই বাবা সমস্ত বাচ্চাদের উপরে নজর রাখেন। সকলেই শান্তিতে চলে যাবে। সকলকে অ্যাটেনশনের দিকে (মনোনিবেশ করান) টেনে আনেন। যার যোগ আছে সে তুলে নেয়। বাবা তো অসীমেই বসবেন। আমি এসেছিই সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র করতে। সমগ্র দুনিয়াকে কারেন্ট (শক্তি) দিচ্ছি, সেইজন্য পবিত্র হয়ে যায়। যাদের যোগ লাগবে মনে করবে বাবা এখন বসে স্মরণের যাত্রা শেখাচ্ছেন, যার দ্বারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাচ্চাদের-কেও স্মরণ করা হয়ে থাকে। তারাও যখন স্মরণে থাকে তখন সহায়তা প্রাপ্ত হয়। তারা সংখ্যায় কম যারা ভালোভাবে স্মরণ করে। সহায়তাকারী বাচ্চাও চাই, তাই না! খোদার (ঈশ্বরের) খিদমতগার (সহায়ক)। নিশ্চয় বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করবে, তাই না! তোমাদের প্রথম সাবজেক্ট

হলো এই পবিত্র হওয়ার। তোমরা বাম্বারাই বাবার সঙ্গে নিমিত্ত হও। বাবাকে আহ্বান করে - হে পতিত-পাবন, এসো। এখন তিনি একাকী কি করবেন? খিদমতগার (সহায়ক) চাই, তাই না ! তোমরা জানো বিশ্বকে শান্ত করে তাতে রাজত্ব করবে। এইরকম বুদ্ধি থাকলে তবেই নেশা চড়ে থাকবে। বাম্বারা, তোমাদের ভারতকে হেভেন(স্বর্গ) পরিণত করতে হবে। তোমরা জানো যে বাবার শ্রীমতে, আমরা নিজেদের যোগবলের দ্বারা আমাদের রাজধানী স্থাপন করছি। নেশা থাকা উচিত, এতে তো কোনো স্থূল কথা নেই। এ হলো আধ্যাত্মিক (রুহানী)। বাম্বারা বোঝে যে প্রতি কল্পে বাবা এই আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা আমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। এও বোঝে যে শিব বাবাই এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। দুনিয়ার এও জানা নেই যে পরমপিতা পরমাত্মা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন; কবে, কীভাবে, একেবারেই জানে না। গীতাতেও আটায় নুনের মতো রয়েছে। বাকি তো সবই হলো মিথ্যাই-মিথ্যা। বাবা এসে সত্য বলেন। ভারতের যোগবল হলো প্রসিদ্ধ। বাবা বলেন হঠযোগী রাজযোগ শেখাতে পারে না, কিন্তু আজকাল মিথ্যে তো অনেক, তাই না ! সত্যের সামনে নকল অনেক থাকে, সেইজন্য সত্যকে খুব কম জনই জানতে পারে। এ তো বাবাই এসে রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন। বাবা বলেন প্রতি কল্পে এমনই হয়ে থাকে। এখন তোমরা নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়ে গেছো। প্রাচীন মুনি-ঋষিরাই জানে না তাহলে অন্যদের কাছে কোথা থেকে আসবে? গীতার জ্ঞানকেই জানে না। এই দাদাও অনেক পড়েছেন। এখন বোধ প্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা এখন জানো যে দুনিয়া হলো তমোপ্রধান। একদম অবুঝ। ভারত সমঝদার ছিল। ভারতেরই খেলা। অন্যান্য ধর্ম কবে আসে এও বাম্বারাই বোঝে। মূললোক, সূক্ষ্মলোককে তোমরা বুঝে গেছো। কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই এই নলেজ পেয়ে থাকো। দেবতাদের তো এর দরকারই নেই। এখন তোমাদের সমগ্র বিশ্বের নলেজ রয়েছে। তোমরা প্রথমে শূদ্র বর্ণের ছিলে। তারপর যখন ব্রহ্মাকুমার হয়েছে তখন এই নলেজ দেওয়া হয় যার দ্বারা তোমাদের ডিটি ডিনায়েস্টি (দৈব-রাজ্য) স্থাপিত হচ্ছে। বাবা এসে ব্রাহ্মণ কুল, সূর্যবংশী, চন্দ্র বংশী ডিনায়েস্টি স্থাপন করেন। সেও এই সঙ্গমেই স্থাপন করে থাকেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ঝট করে ডিনায়েস্টি স্থাপন করেন। তাদের গুরু বলা হয় না। বাবা-ই এসে ধর্মের স্থাপনা করেন। বাবাই বলেন - এখন মাথায় চিন্তা রয়েছে বাবাকে স্মরণ করার। যাতে প্রতি মুহূর্তে ভুল হয়ে যায়। পুরুষার্থ করেও রুজি রোজগার ইত্যাদি করতে থাকে, আর স্মরণও করতে থাকে হেল্দি হওয়ার জন্য। বাবা অতি উচ্চ উপার্জন করিয়ে থাকেন। এখানে সবকিছু ভুলতে হয়। আমরা আত্মারা ফিরে যাচ্ছি। এই প্র্যাকটিস করানো হয়ে থাকে। ভোজন করার সময় কি বাবাকে স্মরণ করতে পারো না? কাপড় সেলাই করতে করতেও, বুদ্ধি যেন বাবার স্মরণে থাকে। আবর্জনা বের করে দিতে হবে। বাবা বলেন শরীর নির্বাহের জন্য অবশ্যই (কার্য) করো। এ হলো অভ্যন্তর সহজ। বুঝে গেছো যে ৮৪-র চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন বাবা এসেছেন রাজযোগ শেখাতে। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি এই সময় রিপিট হয়। কল্প-পূর্বেও যেভাবে রিপিট হয়েছিল। রিপিটেশনের রহস্য বাবাই বুঝিয়ে থাকেন। বলাও হয়ে থাকে ওয়ার্ল্ড রিপিট হচ্ছে। ওয়ান গড, ওয়ান রিলিজিয়ান (ধর্ম) বলা হয়, তাই না ! সেখানেই শান্তি থাকবে। ওটা হলো অদ্বৈত রাজ্য। দ্বৈত মানে আসুরীক রাবণ রাজ্য। ওনারা হলেন দেবতা, এরা হলো দৈত্য। আসুরীক রাজ্য আর দৈবী রাজ্যের খেলা ভারতের উপরেই তৈরি হয়েছে। ভারতের আদি সনাতন ধর্ম ছিল। পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ ছিল। পুনরায় বাবা এসে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ গঠন করেন। আমরাই দেবতা ছিলাম, তারপর কলা কম হয়ে গেছে। আমরাই শূদ্র ডিনায়েস্টিতে এসেছি। বাবা এমনভাবে পড়ান যেমনভাবে টিচার পড়িয়ে থাকেন, স্টুডেন্টরা শোনে। ভালো স্টুডেন্ট সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ দেয়, মিস করে না। এই পড়াশোনা রেগুলার পড়া উচিত। এইরকম গডলি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাবসেন্ট (অনুপস্থিত) হওয়া উচিত নয়। বাবা গৃহ্য গৃহ্য (রহস্যঘন) কথা শোনাতে থাকেন। আচ্ছা - গুড নাইট। আত্মারূপী বাম্বাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার আঞ্জাকারী, বিশ্বস্ত হয়ে আশীর্বাদের পাত্র হয়ে উঠতে হবে। এতটুকুও অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

২) কখনো কোনো উল্টো চলন (বিপরীতধর্মী) চলে নিজের ভাগ্যের উপর দাগ কাটা উচিত নয়, ভাস্মাসুর হবে না। ধর্মরাজের কাছে সাজা ভোগের ভয় রাখতে হবে।

বরদান:-

হৃদয়ে একমাত্র হৃদয়-রাজকে (দিলারাম) বসিয়ে সহজযোগী হয়ে ওঠা সর্ব আকর্ষণমুক্ত ভব
হৃদয়রাজ-কে হৃদয় দেওয়া অর্থাৎ হৃদয়ে বসানো - একেই সহজযোগ বলা হয়ে থাকে। যেখানে হৃদয় থাকবে সেখানেই মস্তিষ্কও(বুদ্ধি) চলতে থাকবে। যখন হৃদয় আর মস্তিষ্ক অর্থাৎ স্মৃতি, সংকল্প, শক্তি সবকিছুই বাবাকে দিয়ে দিয়েছো, মন-বাণী আর কর্ম থেকে বাবার হয়ে গেছো তখন আর কোনো সংকল্প বা কোনো প্রকারের আকর্ষণ আসার সামান্যতমও ছাড় (মার্জিন) নেই। স্বপ্নও এর আধারেই (উপরেই) আসে। যখন সবকিছু 'তোমার' বলে দিয়েছো তখন অন্য আকর্ষণ আসতেই পারে না। সহজেই সর্ব আকর্ষণ-মূর্তি হয়ে

যাবে।

স্লোগান:- বাবার এবং ঈশ্বরীয় পরিবারের প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসা থাকলে তখন সফলতা প্রাপ্ত হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অর্ধেক কল্প ধরে মায়া তোমাদের অনেক হযরান করেছে, এখন তোমরা বাবার শরণে এসেছো, তোমাদের বাবার প্রতি সত্যিকারের প্রীতি রেখে মায়া-জীত, জগত-জীত হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - সঙ্গম যুগে ভগবানকেও কী পরিশ্রম করতে হয়?

*উত্তরঃ - আত্মা রূপী ময়লা কাপড়কে পরিষ্কার করার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছে এসেছো নিজেদের পাপের খাতা পরিষ্কার করতে। যত দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করবে ততই বিকর্মাজিত হতে পারবে। যদি বুদ্ধির যোগ বাবা ছাড়া অন্য কারো সাথে জুড়ে দাও তাহলে ভস্মাসুর হয়ে যাবে, সেইজন্যই শ্রীমত অনুসারে চলো।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবাযঃ...

ওম্ শান্তি । তোমরা বাচ্চারা বাবার আশ্রয় নিয়েছো বা বাবার শরণে এসেছো। ইনি কোনো লৌকিক পিতা নন, ইনি হলেন পারলৌকিক পিতা। অর্ধেক কল্প ধরে মায়া তোমাদের বিরক্ত করেছে। তোমরা বাচ্চারা জানো – এটা হলো দুঃখধাম, আসুরীক দুনিয়া। কল্পে-কল্পে তোমরা বাচ্চারা এসে বাবার কাছে এসে শরণ নিয়ে থাকো। তোমরা শরণাগতি হয়েছো। মায়া অনেক দুঃখী করে দিয়েছে। তোমাদের যা কিছু সম্মান ছিল সেটাও মায়া নষ্ট করে দিয়েছে। তোমরা বাচ্চারা এই এটা জানো। যখন মানুষ দুঃখী হয় তখন অন্য কারো কাছে শরণ নেয়। এখানে তোমরাও অর্ধেক কল্প ধরে মায়ার শরণে ছিলে। যাঁর শরণ এখন এসেছো তিনি বসে আত্মাদের বোঝাচ্ছেন। দুনিয়ার কেউ-ই জানে না যে আমরা কবে থেকে দুঃখী হয়েছি। আমরা স্বর্গের ফুল ছিলাম তারপর মায়া এসে কীভাবে কাঁটা বানায়, তোমরা বাচ্চারা এই বিষয়ে বুঝতে পারো। তোমরা তো মানুষ, জানোয়ার তো নও। বাচ্চারা বলে তুমি মাতা-পিতা আমরা তোমার বালক.....আমরা তোমার শরণে এসেছি। মায়া রাবণ থেকে আমাদের রক্ষা করো। পূর্বের মতোই এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে মায়ার থেকে মুক্ত করে স্বর্গের মালিক করে তুলছি। মায়া তোমাদের অনেক বিরক্ত করেছে। ভগবানকে ভক্ত স্মরণ তখনই করে যখন সে বিরক্ত হয়। এটাও ড্রামা অনুসারে হয়। যারা স্বর্গে ছিল, মায়া তাদেরই শত্রু হয়েছিল। এটা কেউ-ই জানে না যে অর্ধেক কল্পই মায়া শত্রু। এটা বড়ই গৃহ্য বোঝার মতো বিষয়। অর্ধেক কল্প ধরেই তোমরা অনেক স্মরণ করে আসছো যে আমরা এই সঙ্কট থেকে কীভাবে মুক্তি পাবো। বাবা এসে আমাদের নিজের করে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। এই সময় তোমরা সবাই রিফিউজি (উদ্বাস্তু)। আজকাল অনেক অনেক রিফিউজি! তারা গিয়ে এসাইলাম বা শরণ নেয়।

তোমরা জানো মায়া ভারতকে অনেক দুঃখী করে দিয়েছে। ভারত যখন স্বর্গ ছিল দেবী-দেবতারা খুব সুখী ছিল। ইউরোপিয়ানরাও জানে যে ভারত অনেক প্রাচীন দেশ। যখন আমরাও ছিলাম না শুধুমাত্র ভারতই ছিল। প্রাচীন ভারত অগাধ ধনসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, সুখ ছিল যাকে স্বর্গ বলা হয়, হেভেন বলা হয়। পাঁচ হাজার বছরের কথা। এখন সেই ভারত কাঙাল, কড়িতুল্য (কাণকড়ি মূল্য নেই) হয়ে গেছে। কে এমন বানিয়েছে? মায়া রাবণ। অর্ধেক কল্প ধরে ভারত নামতে-নামতে এখন কড়িতুল্য হয়ে গেছে। বাবা বলেন অর্ধেক কল্প ধরে মায়া তোমাদের হযরান করেছে। এখন তোমরা প্রভুর এসাইলাম (শরণ) চাইছো। ভগবান এসো, আমরা তোমার প্রতি বলিপ্রদত্ত (সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ) হবো। ভারতকে পুনরায় হীরের মতো পরমপিতা পরমাত্মাই করে তোলেন আর সেইজন্যই ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে - হে ঈশ্বর শরণে নাও। বলেও থাকো – লাজ রাখো। তুমি করুণাময় এরপর আবার বলে সর্বব্যাপী, একেই ধর্মের গ্লানি বলা হয়। তোমরা জানো মায়া অর্ধেক কল্প সম্পূর্ণ রূপে নিচে নামিয়ে দিয়েছে। বাবা বলেন কল্পে-কল্পে ঠিক এইভাবেই ভারত ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয় আর তখনই আমি আসি। নিজের ধর্মকেই জানে না। এটাও ভাগ্য। যখন ধর্ম লোপ হয়ে যায় তখনই বাবা এসে পুনরায় স্থাপন করে থাকেন। এখন ঐ ধর্ম (দেবী-দেবতা) লুপ্ত হয়ে গেছে। এটাও ড্রামা অনুসারেই হয়, তখনই বাবা এসে পুনরায় ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা, শঙ্করের দ্বারা নরকের বিনাশ করিয়ে থাকেন। এখন হলো বিনাশের সময় তাই না ! বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে পড়েছে। তোমাদের হলো প্রীত বুদ্ধি। সর্বশক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মার তোমরা শরণ নিয়েছো মায়াকে জয় করার জন্য। তোমরা সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান প্রাপ্ত করো। বাবা বলেন তোমরা আমাকে অর্থাৎ বাবাকে ভুলে গেছো। মায়া তোমাদের বাবার প্রতি বিমুখ করে দিয়েছে। বাবা বসে ব্রহ্মা মুখ দ্বারা তোমাদের শিক্ষা প্রদান করেন। মায়ার প্রবেশের জন্য এমনই গ্লানির কথা লেখা হয়েছে। তোমরা জানো রাজযোগ বাবা ছাড়া আর কেউ শেখাতে পারবে না। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। আত্মাই কথা বলে। তোমাদের দেহী-অভিমানী করে তোলেন। আত্মাই সংস্কার

নিয়ে যায়। আত্মাই দাগ নিয়ে আসে। ওরা মনে করে আত্মা নির্লেপ, শরীরে কিছু না কিছু দোষ লাগে। সেইজন্যই গঙ্গা স্নান করে। বাবা বলেন গঙ্গা জলে তো পাপ মিটেতে পারে না সেইজন্যই বাবা বলেন দেহ সহ সবাইকে ভুলে যাও। নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করে পরমপিতা পরমাত্মা শিবকে স্মরণ করো। শিব হলেন নিরাকার। শিব জয়ন্তী পালন করে কিন্তু কিছুই জানে না। এতো বড় সোমনাথের মন্দির কিন্তু তিনি কবে এসেছিলেন, কীভাবে এসেছিলেন, এসে কি করেছিলেন কিছুই জানে না। নিশ্চয়ই কারো শরীরে এসেছিলেন। সর্বব্যাপীর জ্ঞান সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। এখন বাবা বলছেন শ্রীমত অনুসারে চলো।

শিববাবা এই শরীরে (ব্রহ্মা) প্রবেশ করে তোমাদের নলেজ দিচ্ছেন। এই শরীর তিনি লোন নিয়েছেন। এই রথের রথী হয়ে তিনি তোমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন। কোনো ঘোড়া-গাড়ি ইত্যাদির ব্যাপার নেই। ওনাকে ভগীরথ অথবা নন্দীগণও বলা হয়। কথিত আছে ভাগীরথ গঙ্গা নিয়ে এসেছিল। মাথা থেকে খোড়াই গঙ্গা বেরোয়! সেইজন্যই বাবা বলেন এই বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে আমাকে পাওয়া যাবে না। আমাকে আসতে হয়। আমি এসে তোমাদের শরণ নিই। মানুষ খোড়াই জানে যে রাবণ কি জিনিস! এখন তো রাবণ রাজ্য। সবাই রাবণের আসুরীক মতে চলছে। এখন তোমরা শ্রীমতের দ্বারা ২১ জন্মের জন্য শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হতে চলেছো। দ্বাপর থেকে আসুরীক মত শুরু হয়, যাকে ভিশস ওয়ার্ল্ড বলা হয়। ভিশস ওয়ার্ল্ড স্থাপন করে রাবণ। ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড স্থাপন করেন রাম, শিববাবা। তোমরা তো গীতও শুনেছো - শিবায়ঃ নমঃ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর দেবতায়ঃ নমঃ বলে থাকে। এমন নয় যে, ব্রহ্মা পরমাত্মায়ঃ নমঃ বলবে। না, পরমাত্মা তো একজন। যিনি সবার পিতা। এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাচ্ছে। এটা হলো পার্শালা - মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। গডফাদারলি কলেজ। ভগবানুবাচ না ! নাম লেখাই আছে ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এইম অবজেক্টও লেখা আছে। নর থেকে শ্রী নারায়ণ, নারী থেকে শ্রী লক্ষ্মী হতে হবে। তোমরা পুনরায় নর থেকে নারায়ণ হচ্ছে। শ্রীমত অনুসারে চললে তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে সেইজন্যই বাবা বলেন - রাতেও জেগে বাবাকে স্মরণ করো - বাবা আমরা তোমাকেই স্মরণ করবো। তোমার কাছেই আসতে হবে তারপর তুমি আমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেবে। বাবা তোমাদের অর্থাৎ মাতাদের দ্বারাই স্বর্গের স্থাপনা করেন। তোমরা যোগ যুক্ত থেকে ভারতকে পবিত্র করে তুলবে। তোমাদের যোগের শান্তিতে আবারও ২১ জন্মের জন্য ভারতে শান্তি নেমে আসে। ওখানে মায়া থাকে না। সবসময় খুশী থাকে। দেহ-অভিমানের কারণেই মানুষ দুঃখী হয়। এখন বাবা তোমাদের দেহী-অভিমानी করে তোলেন। সত্যযুগে যারা দৈবী গুণ সম্পন্ন ছিল, তারা সবাই আসুরীক গুণ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন তোমরা পুনরায় শিবালয়, স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছে। এটা হলো কলেজ। যতক্ষণ পর্যন্ত বিনাশ না হবে বাবা পড়াবেন, কেননা অর্ধেক কল্প ধরে মাথার উপর বোঝা চেপে বসে আছে, সেসব মেটাতে হবে। পরিশ্রম করতে হয়। এই সময় সব পাপ হলো আত্মা। একজনও পবিত্র আত্মা নেই। আহ্বান করে বলে - হে পতিত-পাবন এসো, কিন্তু এটা জানে না যে এটা পতিত দুনিয়া।

এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো। তোমরা কতো অল্প সংখ্যক ব্রহ্মার সন্তান ! এরপর তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা, ঋত্রিয় হবে। এ হলো স্বদর্শন চক্র। পুনর্জন্ম নিতে-নিতে ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছো তোমরা। এই কথা শাস্ত্রে নেই। ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেওয়া হয়েছে। সূক্ষ্মলোকবাসী ব্রহ্মা হতে পারে না। তাঁর নাম প্রজাপিতা ব্রহ্মা, যাকে অ্যাডম, আদম বলা হয়, তিনিই এই সম্পূর্ণ জিনোলজিক্যাল (বংশলতিকা) ট্রি হেড। তোমরা সেটা জানো। আমরা হলে রুদ্র মালার দানা। আমরা আত্মারা ওখান থেকে আসি। আমাদের নিবাস স্থান হলো পরমধাম। প্রত্যেক আত্মা ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট পেয়েছে। এ'সব কথা পতিত মানুষ বুঝতে পারবে না। পতিত থেকে পবিত্র বাবাই করে তুলবেন। তিনিই সবার প্রতি দয়া করেন। আর কেউই সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রতি দয়া করার জন্য লিডার হতে পারে না, বাবাই হতে পারেন। বাবার তো করুণা হয়। যখন সবাই দুঃখী হয়ে পড়ে তখনই আমি আসি। তোমরা বাচ্চারা তন-মন-ধন দিয়ে ভারতের সেবা করে ভারতকে স্বর্গ করে তুলছো। যেমন গান্ধী ফরেনার্সদের (বিদেশি) কাছ থেকে রাজ্য হাতে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা তো ছিল মৃগতৃষ্ণার মতো। এখন মায়াও লো ফরেনার, অর্ধেক কল্প ধরে রাজত্ব করেছে। বাবা এসে এর থেকে মুক্ত করেন। মায়া তোমাদের অনেক দুঃখী করে তুলেছে, সেইজন্যই বাবা বলেন - আমি আসি তোমাদের মুক্ত করতে। এখন তোমরা শ্রীমত অনুসারে চলো। তা না হলে মায়া তোমাদের কাঁচা খেয়ে ফেলবে। শ্রীমত অনুসারে চলে শ্রেষ্ঠ হও। তোমরা হলে শিব শক্তি পান্ডব সেনা। দিলওয়ারা মন্দির তোমাদের স্মৃতি স্মারক হিসেবে দাড়িয়ে আছে। প্র্যাকটিক্যালি দিলওয়ারা মন্দির হলো অ্যাকুরেট। রাজযোগের দ্বারা স্বর্গের মালিক হওয়া যায়। ভারত স্বর্গ ছিল তাইনা। এখন তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার শরণে এসেছো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। ২১ প্রজন্ম দেবী-দেবতাদের রাজত্ব চলে। তোমরা এসেছো স্বর্গের মালিক হতে। মায়া তোমাদের ভস্মাসুর করে দিয়েছে। বাবা এসে জ্ঞান অমৃত বর্ষণ করেন। বাবার শরণেও আসে, তারপরও

মায়া ট্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) বানিয়ে দেয়। এরপর অবলাদের প্রতি কত অত্যাচার হয়। এখন কোনো সভরেন্টি (সার্বভৌমত্ব, বাইরের কোনো সংগঠনের হস্তক্ষেপ ছাড়া কাজ করার পূর্ণ অধিকার) নেই। বাবা এসে ডিটি (দৈবী) সভরেন্টি প্রতিষ্ঠা করেন। সত্যযুগের আদিতে মহারাজা-মহারানী ছিল। এখন কোনো সভরেন্টি নেই। প্রজার উপর প্রজার রাজ্য, একে বলা হয় অধর্ম। মায়া অধর্মের রাজ্য স্থাপন করে। বাবা তারপর এসে ধর্ম রাজ্যের স্থাপনা করেন। এখন তো নো রিলিজিওন (কোনো ধর্ম নেই)। বলেও থাকে আমরা কোনো ধর্মকে মানিনা, সেইজন্য মাইটও (শক্তি) নেই। এও হলো অল্প সময়ের জন্য স্বরাজ্য। নিজেদের মধ্যেই লড়াই ঝগড়া করে শেষ হয়ে যাবে। বাবা এসে তোমাদের অমরপুরীর মালিক করে তোলেন। বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন। বাচ্চারা, তোমাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে।

যত বাবার সাথে যোগযুক্ত থাকবে ততই বিকর্মের বোঝা নামতে থাকবে আর তোমরা বিকর্মাজিত হতে পারবে। যে বাবা স্বর্গের মালিক বানান তাকেই বিচ্ছেদ করে, বুদ্ধির যোগ অন্য কোথাও জুড়লে ভস্মাসূর হয়ে যাবে। এখন তোমরা বসেছো নিজেদের কর্মের খাতা পরিষ্কার করতে। পাপের বোঝা অনেক। বাবা বলেন - আমি এসে অজামিলের মতো পাপিদের উদ্ধার করি। বাবা জ্ঞান-অমৃত দিয়ে কত শুদ্ধ করে তোলেন। তারপরও শ্রীমতে চলতে-চলতে আশ্চর্যবৎ ভাগল্লি হয়ে যায়। ভগবান এসে এতো পরিশ্রম করেন যে তখন নোংরা কাপড় ছিঁড়ে যায়, সেইজন্যই অজামিল নাম দেওয়া হয়েছে। বাবার হয়েও তারপর বিচ্ছেদ ঘটালে সে হলো নম্বর ওয়ান অজামিল। তার মতো পাপ আত্মা আর কেউ হয় না। সেইজন্যই বাচ্চারা তোমাদের খুব ভালো ভাবে শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। যদি শ্রীমৎ অনুসারে চলা ছেড়ে দাও, তবে মায়া খেয়ে ফেলবে, তখন কল্প-কল্পান্তরের জন্য বর্সা (উত্তরাধিকার) হারিয়ে ফেলবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) তন-মন-ধন দিয়ে ভারতের সেবা করে একে স্বর্গ করে তুলতে হবে। মায়া শত্রুর থেকে লিবরেট (মুক্ত) করতে হবে।

২) দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য দেহ-সহ সবকিছু ভুলতে হবে। যা কিছু পুরানো কর্মের খাতা রয়েছে সে'সব যোগবলের দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। বিকর্মাজিত হতে হবে।

বরদান:- এক 'বাবা' শব্দের স্মৃতির দ্বারা দুর্বলতা (কমজোরি) শব্দটিকে সমাপ্তকারী সদা সমর্থ আত্মা ভব যে সময় তোমরা কোনো দুর্বলতার কথা বর্ণনা করো, সেটা সঙ্কল্প হোক, কথা হোক, কিস্বা সংস্কার-স্বভাবের, তোমরা এটাই বলো যে আমার চিন্তা ভাবনা এমনই, আমার সংস্কারই এমন। কিন্তু যা বাবার সংস্কার, সঙ্কল্প, সেটাই আমার। সমর্থের লক্ষণই হলো বাবার সমান। সূতরাং সঙ্কল্প, বোল, প্রতিটি বিষয়ে 'বাবা' শব্দ ন্যাচারাল (স্বাভাবিক) হবে আর কর্ম করার সময় করাবনহারের স্মৃতি থাকলে বাবার সামনে মায়া অর্থাৎ দুর্বলতা (কমজোরি) আসতে পারবে না।

স্লোগান:- যার কাছে পরিপক্বতার (পরিণত, গম্ভীরতা) বিশেষত্ব রয়েছে, প্রতিটি কার্যে তার স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের সুইট হোমে যেতে হবে, সেইজন্য পুরানো দুনিয়ার কর্মের লেন-দেন বা হিসেব-নিকাশ শোধ করো, যোগবলের দ্বারা বিকর্মাজিৎ হও"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা তোমরা লাইট হাউস হয়ে বাবার সাথে কেন যোগযুক্ত হও?

*উত্তর:- কেননা তোমাদের সবাইকে এই নরক রূপী লবণাক্ত চ্যানেল থেকে পারে নিয়ে যেতে হবে। তোমরা মুক্তিধাম আর জীবনমুক্তিধাম যাওয়ার জন্য যোগে বসে প্রত্যেককে সার্চ লাইট দান করো। তোমরা রুহানি পান্ডাও, তোমাদের সবাইকে সুইট হোমের রাস্তা বলে দিতে হবে। সবাইকে জ্ঞান আর যোগের ডানা দিতে হবে।

*গীত:- প্রীতম এসে মিলিত হও....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, যখন রাত অন্ধকার হয়ে যায়, তখনই প্রিয়তমাদের প্রিয়তম আসে অর্থাৎ সজনীদের সাজন আসে। সজনী কেন বলা হয়? কেননা আত্মা যতক্ষণ শরীরের সঙ্গে থাকে ততক্ষণ সজনী। এই সজনীর নিজের অশরীরী সাজনকে স্মরণ করে।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, পরমপিতা পরমাত্মা পরমধাম থেকে এসে এই শরীরে প্রবেশ করে পড়ান। তিনি তোমাদের গুহ্য কথা শোনান। বাবা বুঝিয়েছেন -- বাচ্চারা, নিজেদের অশরীরী মনে করো। আমি আত্মা, আর এই হলো আমার শরীর। আত্মার এই কথা নিশ্চিত হয়েছে যে, এখন ঘোর অন্ধকারের সময় অর্থাৎ এই দুনিয়া তমোপ্রধান। এই দুনিয়ার এখন বিনাশ হয়ে যাবে। বাবা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন, তোমরা অশরীরী হয়ে গেলে চারিদিকে মৃত্যুর নীরবতা ছেয়ে যাবে। আত্মা যখন অশরীরী হয়ে যায়, তখন তো ঘরে মৃত্যুর নীরবতা ছেয়ে যায়, তাই না। রাতে আত্মা শরীরেই থাকে কিন্তু পরিশ্রান্ত হয়ে অশরীরী হয়ে যায়। দেহ বোধ থাকে না, তখন একে নিদ্রা বলা হয়। বাচ্চারা, তোমাদের এখানে বসে নিজেকে অশরীরী মনে করতে হবে, তখন শান্তির নীরবতা হয়ে যাবে। তখন বুঝতে পারবে, এখানে যেন অশরীরী অবস্থায় বসে আছো। ঘর থেকে যখন একজন মানুষ চলে যায় তখন কতো নীরব হয়ে যায়। তাই যখন এতো সব আত্মা চলে যাবে, সকলের দেহ শেষ হয়ে যাবে তখন পরিবেশে কতো মৃত্যুর নীরবতা তৈরী হবে। কোটি-কোটি মানুষের মৃত্যু হবে। এ তো অসীম জগতের ঘর, তাই না। সব আত্মারা ফিরে যাবে।

তোমরা জানো যে, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। যদি সর্বব্যাপী বলে দেয় প্রত্যেক জ্ঞান সাগর পতিত পাবন হয়ে যাবে, কিন্তু এমন তো হয় না। বাবা বসে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন যে, আমি যেমন পরম আত্মা স্টার, তোমরাও তেমনই স্টার। আমি কেবল জন্ম - মরণে আসি না। তোমাদের জন্ম - মরণে এসে অভিনয় করতে হবে, ৮৪ জন্মের জন্য। তোমরা যেমন আত্মা, আমিও তেমনই আত্মা, কিন্তু মহিমা সকলেরই নিজের - নিজের। প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার সকলেরই আলাদা আলাদা পার্ট। তেমনই আমার পার্টও আলাদা। আমি হলাম নলেজফুল, এখন আমি বাচ্চাদের নলেজ দান করি। তোমরা জানো যে, আমরা বাবার ঘরে যাই। বাবা আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। বাবা আমাদের গাইড, লিবারেটর, তিনি আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। তোমরা হলে পাণ্ডব সেনা। তোমরা জানো যে, আমরা যাত্রাতে আছি, আমাদের পান্ডা স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরাও পথ বলে দাও। তাহলে তোমরা ব্রাহ্মণরা রুহানি পান্ডা হলে। ওই ব্রাহ্মণরা জাগতিক পান্ডা। তোমাদের সবাইকে বলতে হবে -- তোমরা এই যাত্রায় যাবে? আত্মীয় পরিজনাদি সবাইকে বলো -- রুহানি যাত্রাতে যাবে? কেউ যেমন যাত্রাতে গেলে নিজের কাছের গোষ্ঠীর লোকদের জিজ্ঞেস করে, তেমনই তোমাদেরও বাবা বলেন, যাত্রাতে যাবে? এই আধ্যাত্মিক যাত্রা রুহানি পান্ডাই শেখাতে পারেন। সুইট হোমের রাস্তা তিনিই জানেন। জাগতিক পান্ডা রুহানী হতে পারে কিন্তু রুহানী পান্ডা কখনো জাগতিক পান্ডা হতে পারেন না। বাবা তো তোমাদের বলবেনই না যে, তোমরা জাগতিক যাত্রাতে যাও। পান্ডা তো তখনই হতে পারবে যখন নিজে দেখে আসবে। এমন তো কেউ নেই যে সুইট হোম দেখে এসেছে আর সেখানে নিয়ে যাবে। সুইট হোমকে তারা জানেই না। আত্মার তো ডানা ভেঙ্গে গেছে। যতক্ষণ না বাবা আসবেন ততক্ষণ ডানা মিলবে না। মলম - পট্টী কেউই করতে পারবে না। যোগের দ্বারাই এই ডানা পাওয়া যাবে। সবাইকেই মুক্ত হতে হবে। কেউ যোগবলের দ্বারা বিকর্মাজিৎ হয়, কেউ আবার সাজা ভোগ করে হিসেবনিকেশ শোধ করে। দুঃখের সমস্ত হিসেবনিকেশ শোধ হয়। এইসব ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ

আছে, নিজের বিকর্মের সাক্ষাৎকার গর্ভেই হয় তারপর সাজা ভোগ করে বাইরে বের হয় । এখন তো অগুপ্তি মানুষের মৃত্যু হয় । সকলকেই নিজের হিসেবনিকেশ শোধ করতে হবে । পুরানো দুনিয়ার কর্মের লেনদেনের হিসেবনিকেশ শেষ করে এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য হিসেবনিকেশ জমা করো ।

বাবা বলেন - তোমরা স্মরণে থাকলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তারপর স্বদর্শন চক্র ঘোরালে তোমাদের অনেক সম্পদ জমা হবে । যোগের দ্বারা হেল্থ (স্বাস্থ্য) আর জ্ঞানের দ্বারা ওয়েলথ (সম্পদ) প্রাপ্ত হয় । বাবাকে যত স্মরণ করবে, ততই নিরোগী কায়া প্রাপ্ত করবে । দুনিয়া এইসব কথা জানে না । তারা তো বিষ্ণুকে স্বদর্শন চক্রধারী মনে করে । শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি তাঁকে দিয়ে দিয়েছে । তিনি তো শঙ্খ বাজানই না । এ তো আছে তোমাদের কাছে । তোমরা শঙ্খ বাজাও । তোমরা বলে থাকো 'মন্মনাভব', 'মধ্যাজী ভব' । এ কতো সহজ । তোমরা হলে লাইট হাউস । তোমরা সবাইকে মুক্তিধামের পথ বলে দাও, তারপর আসবে জীবনমুক্তি ধামে । তোমরা যোগযুক্ত হও । নরক, লবণাক্ত এই চ্যানেল থেকে পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য সার্চলাইট দাও । প্রথমে মুক্তিধামে যেতে হবে । তারপর তোমরা সার্চলাইট দাও, এখানে অর্থাৎ জীবনমুক্তিতে আসতে হবে । এ হলো অসীম জগতের ড্রামা যা উকুনোর মতো চলতে থাকে । আমরা হলো অ্যাক্টর, এই ড্রামাতে আমাদের ৮৪ জন্মের পার্ট রয়েছে । ভগবান এসে যে আমাদের সহজ রাজযোগ শিখিয়েছেন, একথা কেউই জানে না । ভগবানকে কল্পের এই সঙ্গম যুগেই আসতে হয় । তোমরা এখন জানো যে, পূর্ব কল্পেও এই সঙ্গম যুগেই মিলিত হয়েছিল আর মিলতেও থাকবে । অনেক বাচ্চাই মিলিত হবে । কোনো কোনো বাচ্চা আবার কুসঙ্গ দোষে এসে পড়া ছেড়ে দেয় । চলতে চলতে কারোর প্রতি আকর্ষণ তৈরী হয়ে গেলেও এই পড়ার নেশা ছিন্ন হয়ে যায় । ব্রহ্মচর্যতে পড়ার নেশা ভালো থাকে । খুব কম জনই বিয়ের পরেও এই কোর্স করে । এরপর কেউ কেউ তো খুব ভালোভাবে পাস করে, কারোর আবার সময় লাগে কেননা বিকারে যাওয়ার কারণে ধারণা হয় না । রাজ বিদ্যার ধারণা বা রুহানী বিদ্যার ধারণা আত্মাই করে । আত্মার মধ্যে ব্যারিস্টারীর সংস্কার থাকলে সে সেই সংস্কার নিয়েই চলে যায় । তারপর পরবর্তী জন্মগ্রহণ করে ব্যারিস্টারীই পড়তে শুরু করবে । তোমাদের তো এখানে ব্যারিস্টারী - ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার দরকার নেই । তোমাদের বুদ্ধি অটোমেটিক্যালি সতোপ্রধান থাকে । তোমরা জানো যে, পূর্ব কল্পেও যেমন মহল বানিয়েছিলে, তেমনই আমরা গিয়ে আবার মহান বানাতে লেগে যাবো । ড্রামা তাই করাবে যা পূর্ব কল্পে করিয়েছিলো । তোমাদের কোনো পরিশ্রম করতে হবে না । বাকি ভাষা তো শিখতেই হবে । ওখানে স্কুল ইত্যাদিতে তো তোমরা বিমানে করে যাবে । ওখানে ঘরও অনেক বড় - বড় হয় । মনে করো, যত বড় এরিয়াতে এই আবু, ততখানি এরিয়া নিয়ে একটা ঘর হবে । এরপর আবু রোড যতখানি এরিয়া নিয়ে, ততখানি এরিয়াতে দ্বিতীয় মহল হবে । ওখানে জমি তো অনেকই থাকে । প্রজাদেরও বড় বড় জমিদারি, বড় - বড় মহল থাকবে । এখনো দেখো বোম্বাইতে কতো মানুষ, এরপর বোম্বাই থাকবে না । করাচি থাকবে না । মিষ্টি জলের ধারে বসবাস তৈরী হবে । নদীও সব নিয়ম মতো চলবে । কখনোই নদীর জল উপচে পড়বে না । সমস্ত তত্ত্ব নিয়ম অনুসারে চলবে । তোমরা এই প্রকৃতিকে জয় করো । পাঁচ তত্ত্বের উপরে তোমরা রাজত্ব করো । পাঁচ তত্ত্ব কখনোই চঞ্চল হবে না ।

তোমাদের তাই বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । বাবা বলেন, কাম মহাশত্রু, একে জয় করো, না হলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে না । এই সময় ফেল করলে কল্প - কল্প ফেল করে যাবে, তখন আর সুযোগ পাবে না । ওই পড়াতে ফেল করলে আবার দ্বিতীয়বার পড়ে । এখানে এই সুযোগ নেই । এ হলো কল্প কল্পের চাপ । প্রাপ্তি খুবই উচ্চ । তোমাদের বোঝানো উচিত - সন্ন্যাসীরা বলে, দুজনের পবিত্র থাকা ইম্পসিবল (অসম্ভব) । তোমরা বলো - না, পসিবল (সম্ভব) । সন্ন্যাসীদের কাছে ইম্পসিবল (অসম্ভব) কেন ? কেননা, তাদের হলো হঠযোগ, তারা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে চলে যায় । আবারও সেই শঙ্করাচার্য আসবেন । ভারত যখন পতিত হতে থাকে তখন সন্ন্যাসীরা এসে থামান । এই সেবার ফলও তারা লাভ করে যে তারা গভর্নমেন্টের গুরু হয়ে যায় । বাচ্চারা, তোমাদের সবথেকে বেশী সম্মান । তোমাদের যে আমদানি হয় তা কারোরই হয় না । যারা গরীব হয়, এক পয়সা দান করে, তারাও মহল প্রাপ্ত করে । প্রত্যক্ষ ফলের সাক্ষাৎকার দিব্য দৃষ্টির দ্বারা হয় । দিব্য দৃষ্টি দাতা এসে তোমাদের পড়ান । না হলে কীভাবে তোমরা এইম অবজেক্ট (লক্ষ্য) জানতে পারবে, তাই মাতাদের সাক্ষাৎকার করাই । মীরা কতো তপস্যা করেছিলো, কিন্তু সে বৈকুণ্ঠের মালিক হতে পারেনি । বাবা বলেন, আমি সাক্ষাৎকার করাই । এক সেকেন্ডে দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত করলে বৈকুণ্ঠে গিয়ে ডাম্প করো, এতে তপস্যা ইত্যাদির কোনো কথা নেই । ভক্তিমার্গে তো অনেক প্রকারের ভক্তি করার পরেই সাক্ষাৎকার হয় । দিব্য দৃষ্টির চাবি আমার হাতেই আছে । আমি কাউকে তা দিই না । ভক্তিমার্গে আমি ওখানে বসে সাক্ষাৎকার করাই । বাচ্চারা, তোমাদের তো আমি এই বিশ্বের মালিক বানাই । দুনিয়াতে তো অনেক প্রকারের মনুষ্য থাকে । কেউ ধনে মত্ত, কেউ সায়েন্সে মত্ত, কেউ আবার অন্যকিছুতে মত্ত, কিন্তু তোমাদের কাছে তার এক পয়সারও মূল্য নেই । সকলের ধনই মাটিতে মিশে যায় । সবই ধংস হয়ে যাবে । কারোর

মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকবে, চোরও অনেক লুণ্ঠন করবে। প্রত্যেকেই নিজের সমগোত্রীয়দের ভালোবাসে। অন্যকে দেখলেই রেগে যাবে। দিনে - দিনে তোমরা দেখবে যে, কতো মানুষকে মারতে থাকবে, তারা চাইবে যে, প্রত্যেকে তাদের বার্থ প্লেসে (নিজের দেশে) চলে যাক, তাই নিজের দেশ থেকে বের করে দিতে থাকবে। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। তোমরা জানো যে, আমরা অশরীরী আত্মা, এখন আমরা ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ করেছি। কতো কোটি আত্মা, সকলের জীবন কাহিনী তো আর বলা হবে না, তাই না। মুখ্যদেরই বলা হবে। তোমরা হলে মুখ্য, তোমাদের মন্দিরই বানানো আছে। জগদম্বা - জগৎ পিতার সন্তান তো অনেকেই হবে। বৈকুণ্ঠেরও স্মরণ আছে। এই চৈতন্য মন্দির হলো বাস্তবে সত্যযুগ। জড় মন্দিরে স্বর্গের সব অভিনেতার আসতে পারবে না। এ হলো মন্দিরের মডেল রূপ, স্মরণিক। লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির কতো ছোটো। সত্যযুগে তো চৈতন্য মন্দির কতো বড় হবে। কতো বাগান থাকবে। মুঘল গার্ডেন তো তার সামনে কিছুই নয়। সেখানকার ফল ইত্যাদি এতো সুমিষ্ট হবে যে সেকথা আর জিজ্ঞাসা করো না। রাত - দিনের তফাৎ হয়। গাছ যেমন পুরানো হলে ফল দিতে দিতে শেষ হয়ে যায়, এও তেমনই। বলা হয় এখন বৃষ্ণ শেষ অবস্থায়। এখানকার প্রত্যেকটি জিনিস শেষ হয়ে যাবে। ওখানকার আম এক নম্বর হবে। আমরা এখন শ্রীমৎ অনুযায়ী রাজধানী স্থাপন করছি। তাই শ্রীমৎ অনুযায়ী তো চলতে হবে, তাই না। পবিত্রও হতে হবে। এতে মুশকিলের তো কিছু নেই। এক জন্ম পবিত্র থাকলে ২১ জন্ম স্বর্গের রাজত্ব করবে। তাহলে এমন কে হবে যে পবিত্র থাকতে চাইবে না। শ্রীমতে চলবে না।

তোমরা জানো যে, ভারত সত্যখণ্ড ছিলো। এখানে সত্য বাদশাহী ছিলো। এখন এ হলো মিথ্যা খণ্ড। প্রতি কথায় মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে। বলে দেয় - অমুকে জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে অথবা নির্বাণধামে গেছে। তোমরা এখন জানো যে, নির্বাণ ধাম তো থাকার জায়গা। তোমরা প্রত্যেকটি কথা যথার্থভাবে বলা। বাবা তো ঠুথ (সত্য) বলেন। তিনি সত্যখণ্ড স্থাপন করেন। ভক্তরা জন্ম - জন্ম ভগবানকে স্মরণ করে কিন্তু তারা জানে না ভগবান কোথায়। সেই প্রীতম এখন তোমাদের রাজ্য ভাগ্য দান করে নিজে আবার আড়ালে চলে যান। তাই তো বলা হয় - তোমার গতি - মতি তুমিই জানো। তাহলে অবশ্যই অন্য কেউ জানেই না। হে প্রভু - তোমার গতি - মতি তুমিই জানো....আর কেউই জানে না। শ্রীমতে চললে কি হবে? গতি - সঙ্গতি -- তা তোমরাই জানো। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের এখন শ্রীমৎ দেন যে - নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো। টিচার এই প্রতিজ্ঞা করাবেন কি? আমি তোমাদের ব্যারিস্টারীর আসনে বসাবো। ওরা তো নিজেরা পড়ে ব্যারিস্টারীর আসনে বসবে। বাবাও বলেন, তোমরা যত স্মরণ করবে, ততই যোগের দ্বারা সব পাপ থেকে মুক্ত হবে। স্মরণ করলে তোমাদের আত্মা যেন আমার কাছে এসে যাচ্ছে। নিজের কাছে চার্ট রাখতে হবে। কারোর চার্ট আধ ঘণ্টার হবে, কারোর আবার সোয়া ঘণ্টার হবে। কারোর আবার পাঁচ মিনিটেরও নয়। কারোর আবার খুবই সুন্দর চার্ট। তোমাদের এও সাফাৎকার হবে। স্কুলে যেমন টিচার বা স্টুডেন্টস নিজেরাই বুঝতে পারে যে, কতো নম্বরে আসবে। এখানে তো নম্বরের ক্রমানুসারে বসানো যাবে না। সবাই হতাশ হয়ে যাবে তাই মালা এখন তৈরী হতে পারবে না। মায়া খুব ভালোদেরও উপরে - নীচে করে দেয়। শ্রীমতে না চললে মায়া ঘুষি মেরে দেবে। এতেই হলো পরিশ্রম। আমরা এখন পরমধামে ফিরে যাবো। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। বাবা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, অন্যদেরও মন্ত্র দিতে হবে। এই মন্ত্র জপ করতে হবে না। গুরুরা তো কতো ধরণের মন্ত্র দান করে। বাবা বলেন, প্রিয়তমকে স্মরণ করো। প্রিয়তম এসেছেন প্রিয়তমাদের কাছে। সম্পূর্ণ দুনিয়ার আত্মারা হলো প্রিয়তমা, যারা তাঁকে স্মরণ করে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কুসঙ্গে এসে কখনোই পড়া ত্যাগ করবে না। কোনো দেহধারীর প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ যেন তৈরী না হয়।

২) পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার বিধি হলো স্মরণ, তাই অবশ্যই স্মরণের চার্ট রাখতে হবে। নিজের কাছে নিজেই স্মরণে থাকার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

বরদান:- 'আমারকে' 'তোমার' শব্দে পরিবর্তন করে সদা হাল্কা থেকে ডবল লাইট ফরিস্তা ভব

চলতে - ফিরতে সদা স্মৃতিতে যেন থাকে যে, আমরা হলামই ফরিস্তা। ফরিস্তার স্বরূপ কি, বাণী কি, কর্ম কি.... এই কথা যেন সদা স্মৃতিতে থাকে। কেননা যখন বাবার হয়ে গেছো, সবকিছু আমার থেকে তোমার

করে দিয়েছো, তখন হালকা হয়ে গেছো । এই লক্ষ্যকে সদা সম্পন্ন করার জন্য একটি শব্দ যেন স্মরণে থাকে -- সবই বাবার, আমার কিছুই নয় । যেখানে আমার মনে হবে, সেখানে তোমার বলে দাও, তাহলে কোনো বোঝার অনুভব হবে না, সদা উড়তি কলায় উড়তে থাকবে ।

স্লোগান:- বাবার প্রতি সমর্পণের হার গলায় পরে নাও তাহলে মায়ার কাছে হেরে যাবে না ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাম্বারা - বাবা তোমাদেরকে এই পাঠ যে পড়াচ্ছেন, এটাই হলো তাঁর কৃপা, তোমরা নিজেদের ভাগ্য উদয় করে এসেছো ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ায় দেবী-দেবতা হতে"

*প্রশ্নঃ - বাবার সামনে বাম্বারা কোন্ প্রতিজ্ঞা করেছে?

*উত্তরঃ - তোমরা এই প্রতিজ্ঞা করেছো যে - বাবা তুমি এসেছো এই ভারতকে স্বর্গ করে গড়ে তুলতে, আমরা তোমারই শ্রীমতে চলে ভারতকে স্বর্গ করে তুলতে তোমার সহায়ক হবো, নিজেরা পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র করে তুলবো।

*গীতঃ- ভাগ্যোদয় করে এসেছি...

ওম শান্তি । বাম্বারা এই গানের কলি শুনলো। এটি কি কোনো স্কুল নাকি ইউনিভার্সিটি, কোনটা? এ হলো গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি (ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়) । গডফাদার আমাদেরকে এখানে পড়ান, ভগবানুবাচ। অসীম জগতের সেই বাবাকে বলা হয় গডফাদার । লৌকিক পিতাকে গড বলা হয় না। সকল মানুষ একমাত্র গডকেই গডফাদার বলে থাকে। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা। গডফাদারই এই সম্পূর্ণ সৃষ্টির রচয়িতা । লৌকিক বাম্বাদেরও জাগতিক পিতা থাকে, যাকে তারা বাবা বলে। ইনি হলেন অসীম জগতের পারলৌকিক পিতা। লৌকিক পিতা তো এখানে অনেকেই আছেন। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের সন্তান রয়েছে। সুতরাং সেই অসীম জগতের পিতা, যিনি সকলের পিতা, তাঁর থেকেও অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত। এখানে তোমরা নিজেদের ভাগ্য উদয় করতে এসেছো, বাবার থেকে অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে। এখানে আমাদেরকে কে পড়ান ? ভগবানুবাচ। লৌকিক স্কুল-কলেজে তো ব্যারিস্টারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পড়ানো হয়। কিন্তু এখানে, অসীম জগতের সেই বাবা এসে আমাদেরকে পড়ান। সুতরাং অনেক ভাগ্যবলে তোমরা এখানে আসতে পেরেছো। এখানে তোমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা করে তোলা হয়।

তোমরা জানো যে ভারতেই দেবী দেবতাদের রাজত্ব স্থাপিত হয়। এই ভারত ভূমি অত্যন্ত প্রাচীন এক ভূমি । ৫ টি প্রধান ভূখণ্ড রয়েছে, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হলো ভারত। যখন ভারতবাসীরা ভারত নামক এই ভূখণ্ডের নতুন দুনিয়াতে বসবাস করতেন, তখন সেখানে দেবী দেবতার রাজত্ব করতেন। যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তখন এই ভারত নতুন দুনিয়াতে ছিল, তখন শুধুমাত্র ভারতভূমিই ছিল। সে সময় অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। দেবী দেবতার, পবিত্র ছিলেন। যেমন তখনকার রাজা-রানী শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ পবিত্র ছিলেন, তেমনি সমস্ত ভারতের সকলেই অত্যন্ত ধনবান ছিল, তাদের হিরে তুল্য জীবন ছিল। এখন তো ভারত অত্যন্ত দরিদ্র কাণ্ডাল হয়ে গেছে। এখন তার কানাকড়িও মূল্য নেই। স্বর্গে ঝগড়া মারামারি ইত্যাদি কিছুই ছিল না। ভারত ছিল নিষ্পাপ। এই কলিযুগ এর সময় এখন ভারত অপবিত্র হয়ে গেছে। চারিদিকে এখন কত দুঃখ। এখন এই ভারতকে পুনরায়, স্বর্গের মত সুন্দর করে তুলবেন কে? বাবা বুদ্ধি দিয়ে দেন যে, তোমরা নিজেদের ভাগ্য উদয় করে এসেছ, মানুষ থেকে দেবতা হতে, যা কেবলমাত্র অনন্তের পিতা এসে তোমাদেরকে গড়ে তোলেন । কোন মানুষ কখনো সদগতি দিতে পারে না। পতিত মানুষ কখনো কাউকে পবিত্র করে তুলতে পারে না। স্বর্গে সকলেই পবিত্র থাকেন, সেই কারণে স্বর্গে কেউ কখনো বলে না যে, হে পতিত পাবন এসো। ভারত ছিল সদা সুখী, পুনরায় ভারতকে সদা কালের জন্য সুখী করে তোলা বাবারই কাজ। ভারত ছিল শিবালয়। পরমপিতা পরমাত্মাকে শিব বলা হয়। ভারতবর্ষেই শিবজয়ন্তী পালন করা হয়। যিনি সকলের পিতা, সেই শিব পরমাত্মা এসে সকলকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। সেই বাবাকে সকলেই ভুলে গেছে। শান্তিদাতা সুখ-দাতা একমাত্র তো সেই বাবাই। সত্যযুগে ভারত ছিল স্বর্গ। যেহেতু তখন ভারত পবিত্র ছিল, তাই সেখানে শান্তি বিরাজ করতো, সদা সুখের আগার ছিল। পিওরিটি, পিস, প্রস্পারিটি (সমৃদ্ধি) ছিল। সন্ন্যাসীরাও ভারতকে সহায়তা করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন, যাতে পবিত্রতার শক্তি প্রাপ্ত হয়। সমস্ত বিকারী মানুষেরা গিয়ে সন্ন্যাসীদের পায়ে মাথা নত করে। সন্ন্যাসীরা পবিত্রতার সাহায্যে ভারতকে ধরে রাখেন। ভারতের মতো সুখী পবিত্রভূমি আর কোথাও নেই। এই ভারতভূমির সর্বোচ্চ মহিমার গায়ন রয়েছে। বাবা, পুনরায় ভারতকে নতুন করে গড়ে তোলেন। কোনো মানুষকে কখনো ভগবান বলা যায় না। সকলের মধ্যে ঈশ্বর আছেন - এটাও ঠিক নয়। কিন্তু সকলের মধ্যে ৫ শয়তান অবশ্যই আছে। এই ৫ বিকারকে একত্রে রাবণ বলা হয়। এখন রাবণের রাজত্ব চলছে। এখন সব বিকারী মানুষই পতিত হয়ে গেছে। সত্যযুগে ছিল পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম। মানুষ

সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। ভারতে দেবী দেবতারাজ্য করতেন। এখন ড্রামা অনুযায়ী পুনরায় ভারত পুরাতন হয়ে গেছে। নতুন সৃষ্টি অবশ্যই আবার পুরাতন হয়ে যাবে। ভারতে ছিল এক ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির রাজত্ব, সেই সময়কে বলা হতো স্বর্গ। অসীম জগতের বাবা, এই মাতাদের মাধ্যমে সেই স্বর্গের স্থাপনা করেন। মাতারাই তো শিবশক্তি সেনা। জগদম্বারও কত মহিমা রয়েছে। মানুষ জানে না যে সবার উপরে কার স্থান রয়েছে। সবার উপরে রয়েছেন পরমপিতা পরমাত্মা। তারপরে রয়েছেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু শংকর। পরমপিতা পরমাত্মার কোন পার্ট রয়েছে? তিনি এসে ভারতকে পতিত থেকে পবিত্র করে তোলেন। ব্রহ্মার মাধ্যমে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করেন। তোমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা রাখি বাঁধো এই ভাবনা নিয়ে যে - আমরা ভারতকে পবিত্র বানাবো। বাবা, আমরা তোমার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র বানাবো, তারপর সেখানে রাজত্ব করব। বাবা এসে ব্রহ্মার মাধ্যমে এই স্থাপনার কার্য করান। ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা, তিনি সকলের পিতা। জগদম্বা হলেন সকলের মাতা। ভারতবাসী গাইতে থাকে - তুমি মাতা পিতা, আমরা তোমার সন্তান... বাবা নিজে এসে আমাদেরকে পড়ান, তিনি কৃপা করেন, এর মাধ্যমেই আমরা ভবিষ্যতে অপার সুখের সংসার দেখতে পাবো। এখন এখানে রয়েছে অগাধ দুঃখ, তাই এখন একে নরক বলা হয়। ডিটি ওয়ার্ল্ড (দৈবী দুনিয়া) পুনরায় ডেভিল ওয়ার্ল্ড এ (আসুরিক দুনিয়াতে) পরিণত হয়। ডিটি ওয়ার্ল্ড এ ভারত ছাড়া অন্য কোন ভূখণ্ড থাকে না। অসীম জগতের বাবা এসে বাচ্চাদেরকে অনন্ত বিশ্বের এই ইতিহাস ভূগোল বুঝিয়ে দেন, যা আর কেউ বোঝাতে পারে না।

বাচ্চারা, তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে - হে বাবা, তুমি এসেছ ভারতকে স্বর্গ করে তুলতে, আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে ভারতকে শ্রেষ্ঠ বানাবো, স্বর্গ বানাবো, তারপর সেইখানে রাজত্ব করব - একে বলা হয় রাজযোগের শিক্ষা। সন্ন্যাসীদের হল হঠযোগ, তারা ঘর সংসার ত্যাগ করে। কিন্তু তোমাদেরকে ঘর সংসার ত্যাগ করতে হবে না, শুধুমাত্র এই পুরাতন দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে। এখন তোমরা নতুন দুনিয়াতে যেতে চলেছো। বাবা গাইড হয়ে এসেছেন। তিনি হলেন লিবারেটর (মুক্তিদাতা), সকলকে দুঃখ হতে মুক্ত করবেন। ভারত হলো শিববাবার বার্থপ্লেস (জন্মভূমি)। এখানেই সোমনাথের মন্দিরও রয়েছে। ভারত যে এক মহান তীর্থক্ষেত্র - মানুষ সেটাই ভুলে গেছে। এই ভারতভূমি সেই পিতার বার্থপ্লেস, যিনি সকল মানুষকে সুখ শান্তি প্রদান করেন। জগতের সকলেরই উচিত ভারতে এসে শিবের মন্দিরে গিয়ে শিবকে প্রণাম করা। ভগবানের এই শ্রীমৎ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ মত। শ্রী শ্রী শিব বাবা সকলকে অনন্ত অসীম সুখ প্রদান করেন। এই সুখ প্রাপ্ত হয় সেই পিতার কাছ থেকেই। বিনাশ এখন আমাদের সম্মুখে দন্ডায়মান। এই মহা ভয়ংকর লড়াইয়ের মাধ্যমে সুখ-ধাম শান্তিধামের দরজা খুলে যাবে। যেমন ভাবে গান্ধীজীর মত অনুযায়ী চলে সবাই মিলে তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করে বিদেশিদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ঠিক তেমনভাবেই তোমরা বি. কে. রা ভারতকে স্বর্গভূমি বানানোর জন্য তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করে চলেছ। কিন্তু এখন চতুর্দিকে দুঃখের সাম্রাজ্য। এখন এই রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। অর্ধেক কল্পকাল রাবণ রাজত্ব আর অর্ধেক কল্পকাল রাম রাজত্ব। দ্বাপর যুগ থেকে মানুষ দেহ অভিমানে থাকার জন্য বাবাকে ভুলে যায়। আর যেহেতু বাবাকে ভুলে যায়, তাঁর কথা জানতে পারে না বলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। তাই যখন ভারতবাসী দুঃখী দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে যায়, তখনই বাবা আসেন বাচ্চাদের ভাগ্য উদয় করতে। এখানে কোনো রকম অন্ধশ্রদ্ধার ব্যাপার নেই, এ তো পড়াশুনা। বাবা এসে সমস্ত নলেজ (জ্ঞান) প্রদান করেন, কারণ তিনি নলেজফুল। বাবা বলেন - আমার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান রয়েছে। সত্যযুগে ছিল শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব তারপর ত্রেতাযুগে হবে রাম-সীতার রাজত্ব, সেখানে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো। যথা রাজারানী তথা প্রজা ছিল। ধর্মের উপকার ছিল। এখন তো ঘরে ঘরে দুঃখই দুঃখ। বাবা এসে সকলকে সুখী করে তোলেন। তোমরা ভারত মাতা শক্তি সেনা - এই সকল শক্তি মন্দির তোমাদেরই। এখন তোমরা রাজযোগে বসে আছো, একেই বলা হয় রাজযোগের পড়াশোনা। তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন স্বয়ং গডফাদার।

বাবা এসে তোমাদের অর্থাৎ মাতাদের মাধ্যমে সকলের ভাগ্যোদয় করেন। পরমপিতা পরমাত্মার বন্দনা করা হয়ে থাকে। দেবতাদেরও বন্দনা গীতি করা হয়। পতিত মানুষ সন্ন্যাসীদেরও বন্দনা করে থাকে। মাতাদের জন্য বলা হয় বন্দেমাতরম্। মাতাগণ, তোমাদের দ্বারাই এই ভারতভূমি স্বর্গভূমি হয়ে ওঠে। পবিত্রতা ধারণ না করলে সুখ প্রাপ্ত হতে পারে না। যে বাবার হয়ে যাবে, বাবাকে স্মরণ করবে, অন্য সকল সঙ্গ ত্যাগ করে, এক বাবার সাথে সমস্ত সম্বন্ধ জুড়বে - সে-ই শিববাবার কাছে চলে যাবে। এই ভারতেই বাবা অবতার গ্রহণ করেন। তোমরা আগে কত দুঃখী ছিলে! কত বাচ্চারা এখানে এসেছে সুখ প্রাপ্ত করার জন্য! তোমরা সকলের জন্য রুহানি সোশ্যাল সার্ভিস (আত্মিক সমাজসেবা) করে থাকো। তোমরা হলে গুপ্ত সেনা, তোমরা রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে স্বর্গের মালিক হয়ে ওঠো। নিরাকার বাবা নিরাকার আত্মাদের সাথে কথা বলছেন। আত্মা এই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তাঁর কথা শুনতে পায়। আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের

সংস্কার রয়েছে। যারা প্রথমে আসে তারা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে, যারা পরে আসে তারা কম সংখ্যক জন্মগ্রহণ করবে। সমগ্র জগতের মধ্যে ভারত ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ মাথার মুকুট। ভারত এখন দরিদ্র কাঙাল হয়ে গেছে, পুনরায় এখন আবার সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছে। এখন সেই মহা ভয়ংকর যুদ্ধ হতে চলেছে, যা ৫ হাজার বছর পূর্বেও হয়েছিল - যার মাধ্যমে ভারত স্বর্গ হয়ে উঠেছিল। তোমাদের এই পড়াশোনা হলো রাজযোগের পড়াশোনা। সন্ন্যাসীদের যোগ হলো হঠযোগ। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এই পুরাতন দুনিয়া ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের পাপ কেটে যাবে, পবিত্র হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঊঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস -- ২৮-৬-১৯৬৮

যারা এখানে বসে রয়েছে তারা সকলেই এটা জানে যে আমরা আত্মা, বাবাও এখানেই রয়েছেন। একেই বলা হয় - আত্মা অভিমানী হয়ে থাকা। সকলেই কিন্তু এই স্থিতিতে নেই যে, আমি আত্মা বাবার সামনে বসে আছি। এখন বাবা আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, তাই সেই স্মৃতি আবার ফিরে এসেছে আর বাচ্চারা অ্যাটেনশনও (মনোযোগ) দেবে। এমন অনেকেই রয়েছে যাদের বুদ্ধি বাইরের অন্যান্য ব্যাপারের দিকে ধাবিত হয়। এখানে তারা বসে তো আছে, কিন্তু যেন কান বন্ধ করে বসে আছে। বাইরের দিকে বুদ্ধি কোথায় কোথায় যে ঘুরতে থাকে তার ঠিক নেই। যে বাচ্চারা বাবার স্মৃতিতে বসে আছে, একমাত্র তারাই সৌভাগ্য অর্জন করে নিচ্ছে। অনেকেরই বুদ্ধিযোগ বাইরের দিকে থাকে, তারা যাত্রাতে উপস্থিত থেকেও যেন যাত্রাতে নেই। এতে শুধু সময় নষ্ট হয়। বাবাকে দেখলেও বাবার কথা মনে পড়ে যায়। পুরুষার্থের দ্রুম অনুযায়ী তো হবেই। কারোর কারোর আবার পাক্ষা অভ্যাস হয়ে যায় যে - আমি আত্মা, শরীর নয়। বাবা হলেন নলেজফুল, সুতরাং বাচ্চাদেরও মধ্যেও নলেজ এসেই যায়। এখন আবার ফিরে যেতে হবে। চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে, এখন আমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে। অনেক হলো আর বাকি অল্প আছে... পরীক্ষার সময় যখন আসবে তখন অনেক বাচ্চারাই পুরুষার্থ করতে উঠে পড়ে লাগবে। বুঝতে না পারলে পাশ করতে পারবে না, ফলে পদপ্রাপ্তিও অনেক কম হয়ে যাবে। বাচ্চাদের পুরুষার্থ চলতেই থাকে। যদি দেহ অভিমানে আসার জন্য তাদের দ্বারা বিকর্ম হয়, তখন তার জন্য শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হয়। কারণ তা বাবার নিন্দার কারণ হয়ে যায়। কখনো এমন কর্ম করা উচিত নয়, যাতে বাবার বদনাম হয়। এইজন্যই গায়ন রয়েছে যে - সন্ন্যাসীর নিন্দক ঠোর পাবে না। ঠোর অর্থাৎ বাদশাহী। এখানে শিক্ষক হিসাবে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন একমাত্র বাবা। আর কোনো সংসঙ্গ ইত্যাদি স্থানে কোনো এইম অবজেক্ট (প্রধান লক্ষ্য) থাকে না। এ হল আমাদের রাজযোগ। আর কেউই নিজের মুখে এইরকম বলতে পারেনা যে, আমি রাজযোগ শেখাচ্ছি। ওরা কি মনে করে যে, শান্তিতেই সুখ পাওয়া যায়? ওখানে (পরমধামে) না রয়েছে দুঃখ, না সুখ - কেবলমাত্র শান্তি আর শান্তি বিদ্যমান। আবার মানুষ মনে করে যে এদের ভাগ্যে অতটাও নেই। সকলের থেকে উচ্চ ভাগ্যশালী তারাই, যারা আদিকাল থেকে পার্ট প্লে করে এসেছে। আদিতে অর্থাৎ সত্যযুগে তাদের মধ্যে এই জ্ঞান থাকে না। ওখানে কোনো রকম সংকল্পই চলবে না। বাচ্চারা জানে যে আমরা সবাই অবতার ধারণ করি, ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপে প্রকাশিত হই - এ তো হলো অবিনাশী ড্রামা, তাই না। আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে, তার মাধ্যমেই নিজের নিজের পার্ট প্লে করে থাকি। এই সমস্ত রহস্য বাবা এসে বুঝিয়ে দেন। বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে অতীন্দ্রিয় সুখ বিরাজ করে, তোমরা হৃদয় থেকে সদা আনন্দে খুশিতে থাকো। এই স্থিতিতেই বলা হয় দেহী অভিমানী। বাবা বোঝান যে তোমরা তো স্টুডেন্ট। তোমরা এখন জানো যে আমরা দেবতা হয়ে স্বর্গের মালিক হতে চলেছি। শুধুমাত্র দেবতা নয়, আমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। এই স্থিতি, এই খুশি তখনই স্থায়ী হবে যখন তোমরা কর্মজীবীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে। ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী তা অবশ্যই হবে। তোমরা জানো যে, আমরা ঈশ্বরীয় পরিবারে রয়েছি। স্বর্গের বাদশাহী অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। যারা অনেক সেবা করবে, তারা অনেক উচ্চপদ লাভ করবে। যারা কম সেবা করবে তারা ভেতরে ভেতরে নিজেরাই জানবে যে, আমরা কম পদ পাব। যারা অনেক সেবা করে, বহুজনের কল্যাণ করে, তারা অবশ্যই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে এই যোগের বৈঠক, কেবলমাত্র এখানেই হওয়া সম্ভব। বাইরে সেন্টারে এইরকম হতে পারে না। ভোর ৪টের সময় আসা, নৈশতে (মনঃসংযোগ করে একনিষ্ঠ হয়ে) বসা, এ'সব কিছু সেন্টারে কীভাবে হওয়া সম্ভব? না। সেন্টারে যারা থাকে তারা হয়তো বসতে পারে, কিন্তু বাইরের যারা থাকে, তাদেরকে ভুলেও যেন ঐ সময়ে আসতে বোলো না। সেই সময় অনুকূল নয়। এসব কিছু এখানেই ঠিক আছে, ঘরেই বসে আছো। ওখানে তো বাইরে থেকে আসতে হয়। কিন্তু এখানকার জন্য (মধুবনের জন্য) এটা করা যায়। বুদ্ধিতে জ্ঞানের ধারণা হওয়া প্রয়োজন। আমি আত্মা, সেই অকাল তখত নিবাসী। এই অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া

দরকার। আমরা সকলে ভাই-ভাই, আমরা ভাইয়ের সাথেই কথা বলি। নিজেকে আল্লা জেনে, বাবাকে স্মরণ করো, তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি আল্লা রূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মিক বাবা এবং দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন শুভরাত্রি এবং নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের তন-মন-ধন দ্বারা আত্মিক সমাজ সেবা করতে হবে । রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে।

২) অপার সুখ পাওয়ার জন্য, পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে আর অন্য সকল সঙ্গ ত্যাগ করে কেবলমাত্র এক বাবার স্মৃতিতে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- নিজেকে অসীম জগতের স্টেজে আসীন জেনে, সদা শ্রেষ্ঠ পার্ট প্লে করে হিরো পাটধারী ভব তোমরা সবাই বিশ্বের শো'কেসে থাকা শো'পিস, অসীম জগতের বহু আল্লাদের ভিড়ে সর্বোচ্চ স্টেজে আসীন রয়েছো। এই স্মৃতিতে থেকে প্রতিটি সংকল্প বাণী এবং কর্ম করো, যে বিশ্বের সমস্ত আল্লারা আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছে - এতে তোমাদের প্রতিটি পার্ট শ্রেষ্ঠ হবে আর তোমরা হিরো পাটধারী হয়ে যাবে। সকলেই তোমাদের মতো নিমিত্ত আল্লাদের থেকে কিছু না কিছু প্রাপ্তির ইচ্ছা করে। অতএব সদা দাতার সন্তান হয়ে সকলকে দিতে থাকো আর সকলের আশা পূর্ণ করতে থাকো।

স্লোগানঃ:- সত্যতার শক্তি যদি কাছে থাকে, তাহলে খুশি আর শক্তি প্রাপ্ত হতেই থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - প্রত্যেকের মাথার উপরে অনেক জন্মের বিকর্মের বোঝা রয়েছে, হিসাব-পত্রের কর্মভোগ রয়েছে, যাকে যোগবলের দ্বারাই পরিশোধ করতে হবে”

*প্রশ্ন:- বাবার সমান কোন্ বিষয়ে সাক্ষী হতে হবে?

*উত্তর:- যেৱকম বাবার কোনও বিষয়ে আফশোস বা অনুশোচনা হয় না। যদি কোনও বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়ে বা কিছু হয়, বাবা সাক্ষী হয়ে দেখেন। এইৱকম তোমরা বাচ্চারাও সাক্ষী হও। এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মমত্ব সরিয়ে নাও। প্রত্যেকের কর্মভোগ নিজস্ব। আত্মা যে অপকর্ম করেছে, সেই কর্মভোগ তাকে ভোগ করতেই হবে, এইজন্য সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো।

*গীত:- সময় চলে যাচ্ছে ...

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের বাবা উত্তরাধিকারী বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে সময় নিকটে আসতে চলেছে। সময় কারো জন্য অপেক্ষা করবে না। এটা হল বুদ্ধিযোগের যাত্রা, যেটা তোমাদেরকে করতে হবে। এই সময় বিয়ে শাদী, তীর্থ যাত্রা ইত্যাদি কিছুই করতে নেই। এটা হল বাবার অন্তিম ডায়রেকশন যে - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এখন পরমধাম যেতে হবে। গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত যাকিছু লেখা আছে সেসব এখন তোমাদেরকে বুদ্ধি থেকে সরিয়ে দিতে হবে। বাবা পূর্বে যে সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, সেটাই এখন শেখাচ্ছেন। ভক্তিমার্গের শাস্ত্র আর এখনকার প্র্যাক্টিকাল কথার মধ্যে কতো রাতদিনের পার্থক্য রয়েছে! বাবা-ই এসে রাজযোগ শেখান। বাচ্চাদেরকে ডায়রেকশন দেন যে দেহের সাথে সকল সম্বন্ধগুলিকে ত্যাগ করে এক বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। বাচ্চারা এখন প্র্যাক্টিক্যালী বুঝতে পারে যে শাস্ত্র রাইট নাকি এই সময় বাবা সম্মুখে যাকিছু বোঝাচ্ছেন, সেই জ্ঞান রাইট।

বাচ্চারা তোমরা এখন ড্রামার রহস্যকে জেনে গেছো। প্রত্যেক জিনিস সতোপ্রধান হয় তারপর সতঃ রজঃ তমঃ হয়। যেৱকম নতুন ঘর পুরানো হয়ে যায়। সেইৱকমই এই অসীম জগৎ স্বর্গ ছিলো। সেখানে কারা বসবাস করতো, সেসব তোমাদের বুদ্ধিতে ঝলমল করছে। দেবী-দেবতাদের কীভাবে রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছিল, যেটা এখন পুনরায় প্রাপ্ত হচ্ছে। বাচ্চারাও নিজের ভাগ্য অনুসারে পুরুষার্থ করছে। বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা, এই পুরানো দুনিয়া থেকে মমত্ব সরিয়ে নাও, দেহী-অভিমানী হও। এরজন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। নিরন্তর সেই বাবাকে আর সুখধামকে স্মরণ করো। বাবার কখনও কোনও কথাতে দুঃখ হয় না। সাক্ষী হয়ে দেখেন। বাচ্চারা কখনও অসুস্থ রোগী হয়ে যায় তো শিববাবার কি দুঃখ হবে? কখনও নয়। বলবেন - কর্মভোগ তো সকলকে ভোগ করতেই হবে। যেৱকম তিনি সাক্ষী হয়ে দেখেন, বাচ্চাদেরকেও সেইৱকম সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। অসীম জগতের বাবা, তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি বাচ্চাদেরকে অনেক ভালোবাসেন তাই না। পরমাত্মার আমাদের প্রতি লভ আছে। বাবা বলছেন আমি জানি প্রত্যেকে কর্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। বাবা সাক্ষী হয়ে দেখেন। বাচ্চাদেরকেও এইৱকম সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। প্রত্যেক জীবাত্মা, যে অপকর্ম করে, শরীরের সাথে আত্মাকে সেই অপকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। সুখ-দুঃখ আত্মা ভোগ করে। সংস্কার আত্মার মধ্যেই থাকে। বাবা বলছেন আমি এসে দুঃখ থেকে মুক্ত করি। এখন বাচ্চাদেরকে শিক্ষা প্রদান করছি। সাধারণ মানুষ গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে কোনও শিক্ষা অর্জন করতে পারে না। এই বাবা সম্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন। বাবা বলছেন তোমরা ভক্তিমার্গে আমাকে কতোই না স্মরণ করেছো! হয়তো কেউ সায়েন্সকে, নেচারকে মান্য করে তথাপি কোনও না কোনও সময় তাদের মুখ থেকে হে পরমপিতা পরমাত্মা, ও গড্ ফাদার অবশ্যই বেরিয়ে এসেছে। সকল ভক্তবৃন্দ অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করে। বাবা সবকিছু করে বাচ্চাদেরকে সুখী করে নিজে গুপ্ত হয়ে যান। বাবা আসেনই একবার। বলেন যে ড্রামা অনুসারে আমার মধ্যে সংকল্প উৎপন্ন হয় যে এবার আমি যাবো। শরীরের আধার অবশ্যই নিতে হয়। যেৱকম আত্মা ছাড়া শরীর কথা বলতে পারে না। গর্ভে বাচ্চার গঠন তৈরী হয়, তারপর বড় হলে সেই বাচ্চা কথা বলতে শেখে। বাবা তো আসেনই বড় শরীরে। আমারও পার্ট আছে, আমি এক বারের জন্য এসে সবাইকে মায়ার দুঃখ থেকে লিবারেট (মুক্ত) করি। এখন সবদিকেই মানুষ দুঃখী হয়ে গেছে। ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকে। ঘরে ঘরে কান্নাকাটি লড়াই ঝগড়া লেগেই আছে। সত্যযুগে এসব কোনও কিছুই হয় না। নামই হল স্বর্গ। শাস্ত্রে তো অনেক কথা লিখে দিয়েছে। বাচ্চারা জানে যে এই সৃষ্টিতে কতোই না দুঃখ। কত কত ধর্ম। সত্যযুগে এতো ধর্ম খোড়াই ছিল। ৫ হাজার বছরের কথা। লক্ষ বছর বলে দেওয়ার কারণে মানুষের বুদ্ধিতে সত্যযুগের নাম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। ৫ হাজার বছর পূর্বে আমি এসেছিলাম। এসে অনেক ধর্মের বিনাশ

করে এক আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন। বাদবাকি যে সকল মানুষ আছে, সকলেরই বিনাশ হবে, এরজন্যই এই মহাভারী যুদ্ধ দেখানো হয়েছে। গাওয়া হয়ে থাকে মহাভারী মহাভারত লড়াইতে বিনাশ হয়েছিল। এইসকল ধর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। যারা দেবী-দেবতা ধর্মের, তাদেরকে আমি এসে পড়াই। আমার পাট আছে। সাধারণ মানুষও জানে যে চারদিকে এখন অনেক দুঃখ। আমিও জানি যে সাধারণ মানুষ এখন অনেক দুঃখে আছে। ঘরে ঘরে কান্নাকাটি লেগেই থাকে। বাচ্চারা ধনের জন্য বাবাকে খুন করতেও দেবী করে না, এতটাই নোংরা দুনিয়া। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে স্বর্গের সাক্ষাৎকার করান।

শিববাবা বলছেন যে আমি আসিই বাচ্চাদেরকে স্বর্গের, বিশ্বের মালিক বানাতে। কোনও পরিশ্রম করাই না। যোগবলের দ্বারা বিকর্মগুলিকে ভস্ম করতে হবে। মাথার উপরে অনেক বিকর্মের বোঝা আছে। অসুখ বিসুখ, কাশী ইত্যাদি হতে থাকে। এ হলো জন্ম জন্মের হিসেব-পত্রের কর্মভোগ। এখন জগদম্বা-জগতপিতা আছেন। তাদের নাম সর্বজনবিদিত! তাদের পূজা করছে। মানুষ খোড়াই জানে যে জগদম্বা অন্তিম জন্মে কে ছিলেন? এখন জগদম্বা-জগৎ পিতার প্র্যাক্টিক্যালের পাট চলছে। তো এনাকেও দেখো, সব জন্মের হিসেব নিকেশ পরিশোধ করতে হচ্ছে। এত যোগ লাগায়, সার্ভিস করে, তথাপি কর্মভোগ, অপারেশন ইত্যাদি করতে হয়। ঐ সন্ন্যাস আর এই সন্ন্যাসের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তারা তো ঘর গৃহস্থ ত্যাগ করে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আমি তো পুরুষার্থ করতে থাকি। যখন অন্তিম সময় আসবে তখন আমাদের সন্ন্যাস সম্পূর্ণ হবে। এখন আমরা হলাম পুরুষার্থী। সেই সন্ন্যাসীদের জন্য এমন বলা হবে না যে পুরুষার্থী সন্ন্যাসী। তারা তো ঘর গৃহস্থ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আমরা সন্ন্যাসের জন্য বাবার দ্বারা অনেক পরিশ্রম করি। তো অনেক জন্মের বোঝা মাথার উপরে আছে। কতো যোগযুক্ত থাকে, অন্যদেরকে সুখ দিতে থাকে। তাদের আশীর্বাদও প্রাপ্ত হয়, তবুও দেখো কর্মভোগ ভুগতেই হয়। কর্মভোগে অবস্থা হয়নি, সেটা অন্তিম সময়ে হবে। এ হলো জন্ম জন্মান্তরের হিসাব নিকাশ। এখনও সম্পূর্ণ সন্ন্যাসী হইনি। তাদের সন্ন্যাস আর আমাদের সন্ন্যাসের মধ্যে রাত দিনের পার্থক্য আছে। তারা বাড়ি ঘর ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে বসবাস করে। বিকারী মানুষ তাদের সেবা করে। এমনও নয় যে তারা পবিত্র হয়ে গেছে। তারাও সাধনা করতে থাকে। কর্মভোগ তো তাদেরও হয়। অনেক জন্মের বিকর্মের বোঝা মাথার উপরে রয়েছে। বিকর্মের বোঝা যোগের দ্বারাই ভস্ম হয়। যতক্ষণ না বাবা আসবেন, ততক্ষণ কেউ যোগ শেখাতে পারবে না। তাদের যোগ সর্বশক্তিমান বাবার সাথে নেই তাই বিকর্ম বিনাশ হয় না। ব্রহ্ম বা তত্ত্বকে সর্বশক্তিমান খোড়াই বলবে। সর্বশক্তিমান তো হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা শিব। তিনি হলেন পরমাত্মা যিনি আসেন। ব্রহ্ম বা তত্ত্ব তো আসবে না।

তো বাচ্চাদের মাথার উপরেও অনেক পাপের বোঝা রয়েছে। বিকর্ম বিনাশ করার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে। বিশ্বের মালিক হতে হবে। এক বাবা ছাড়া আর কেউ বিশ্বের মালিক বানাতে পারবে না। বাবা যোগবলের দ্বারা তৈরী করেন। বল প্রাপ্ত হয় সর্বশক্তিমান বাবার থেকে। তিনি হলেন ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি। বাচ্চারা এখন তোমরা জানো যে এই সমগ্র দুনিয়া দুঃখী হয়ে গেছে। যা কিছু সুখ আছে তা হলো কাক বিষ্ঠার সমান। সত্যিকারের সুখ হয়েই থাকে স্বর্গে। সেখানে দুঃখদায়ী মায়াই নেই। কেউ এই কথাতে মানতেই চায় না। বলে যে এইরকম কীভাবে হবে? যদি অমান্য করে তাহলে বুঝবে যে সে আমাদের কুলের নয়। যারা দৈবী কুলের তারা অবশ্যই মান্য করবে। কল্প পূর্বেও মান্য করেছিল। এখন বাবা শোনাচ্ছেন। তো অসীম জগতের বাবাকে সব সেন্টারের বাচ্চারা স্মরণ করে। কোনো সন্ন্যাসী এমন বলতে পারবে না যে আমি সকল বাচ্চাদেরকে শোনাচ্ছি। সেখানে সবাই ফলোয়ার্স হয়। তাদেরকে এমন মুরলী খোড়াই পাঠানো হয়, যে তারা শোনাতে। এখানে তো সকলের কাছে মুরলী পাঠানো হয়, যার দ্বারা শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। ভগবানকে বলা হয় শ্রী শ্রী, সবথেকে শ্রেষ্ঠ। বাবা বলছেন শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতম হলাম আমি, আমিই সবাইকে শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছি। পতিত দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ কোথা থেকে আসবে! শ্রী শ্রী ১০৮ এ হলো হুবহু শিববাবার রুদ্র মালা। তাঁকেই শ্রী শ্রী বলা হয়। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম সত্যযুগের স্থাপনা করে মানবকেও শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছেন, তাই আমরা স্বর্গের মালিক হতে পারি। তো বোঝা যায় যে শ্রী শ্রী ১০৮ যার মালা তৈরী হয়, উপরে আছে নিরাকার শিববাবা, তিনি আমাদেরকে এইরকম শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছেন।

এটা হলই ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। এই ব্রহ্মাকুমার কুমারীদেরকে ঈশ্বর পড়াচ্ছেন। ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় হলো পরমপিতা পরমাত্মার। এটা হলো সমগ্র বিশ্বকে নলেজ দেওয়ার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়। যে চাইবে বিশ্বের মালিক হতে পারবে। চাইলে সুইট হোমে গিয়ে বসে থাকবে। বাবা এসেছেনই সদা শান্ত, সদা সুখী বানানোর জন্য। আমি প্রতি কল্পে এসে ভারতবাসী বাচ্চাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাই। বাদবাকি সকল আত্মারা শান্তিধামে নিবাস করে। স্বর্গে কেবল দেবী-দেবতাদের আত্মারাই থাকে। তোমরা জানো যে অবশ্যই বাবা আমাদেরকে পড়িয়ে বিশ্বের মালিক বানাবেন, যথা যোগ, যে যত বেশী

পুরুষার্থ করবে। বাদবাকি সকল আত্মারা হিসাব-পত্র পরিশোধ করে বাড়ি ফিরে যাবে। সকলের শরীর বিনাশ হয়ে যাবে। কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আরম্ভ হবে। তো বাচ্চারা তোমরা জানো যে আর কতটা সময় বাকি আছে? এখন জনসংখ্যা কোটিতে, সত্যযুগে কেবল ৯ লক্ষ হবে। শুরুতে অল্প সংখ্যক থাকবে, তারপর বৃদ্ধি হতে থাকবে। তো এতো সব জীবাত্মারা হিসাব-পত্র পরিশোধ করে বাড়ি ফিরে যাবে। এখন হলো সকলের জন্য অন্তিম সময়। মায়া সবাইকে কবরস্থ করে দিয়েছে। কবরখানা হয়ে গেছে। কোনও কাজের নয়। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে অসীম জগতের বাবা আমাদেরকে অর্থাৎ সকল আত্মাদেরকে পড়িয়ে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য এটাই হল ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়। বাবার সম্পত্তি হলই স্বর্গ। যদি এটা নিশ্চয় থাকে তাহলে কেনোই না আমরা তাঁর মতে চলে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেবো না? এতে ছেড়ে দেওয়ার তো কোনও কথাই নেই। বিকারগুলিকে ত্যাগ করতে হবে। সেটা তো ভালো তাই না। বাবা, আমরা কেন পবিত্র থাকবো না, কেন বিকার ত্যাগ করবো না? ৫ বিকারের সন্ধ্যাস করলেই আমরা চক্রবর্তী রাজা হবো। বাবা বলছেন এখন মরতে হবে। অবশ্যই নির্বাণধামে যেতে হবে তাহলে কেন উপার্জন করবো না। অন্যান্য ধর্মাত্মারাও এসে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের বিষয়ে জানতে চাইবে। বাচ্চারা সাফাংকার করেছে - ইব্রাহিম, খ্রীষ্ট প্রমুখ আত্মারা আসবে সেলাম করতে, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে। কিন্তু জ্ঞান নেবে না। হ্যাঁ যদি কোনো ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ থাকে তো সে জ্ঞান ধারণ করে ব্রাহ্মণ হবে। ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ না হলে দেবতা কুল ভূষণ হতে পারবে না। ব্রাহ্মণ হলে তবেই দেবতা হতে পারবে। দেবতারাই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তারপর শূদ্র হয়। এই বর্ণ চক্র লাগাতে থাকে। শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ, যারা ওয়ার্থ পাউন্ড (অগাধ সমৃদ্ধিশালী) ছিলেন তাদেরকেও ৮৪ জন্ম পূর্ণ করতে হয়। সুতরাং যদি নিশ্চয় হয়ে যায় যে অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার অবশ্যই নিতে হবে, যার দ্বারা অর্ধেক কল্প সুখ পেতে থাকবে, তাহলে কেন পুরুষার্থ করবে না। ছেড়ে দেওয়ার তো কথাই নেই। সিন্ধু প্রদেশে সেই পাট ছিল। তারা লিখেছে কৃষ্ণ গোপিনীদেরকে বাড়ি থেকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে, কৃষ্ণ গরু চড়াতো। ভাগিয়ে নিয়ে গেছে গালি খাওয়ার জন্য? ভাগিয়ে নিয়ে গেছে পাটরাণী বানানোর জন্য। এখানে তো ভাঙি তৈরী হতো। তপস্যা করে সার্ভিসের যোগ্য হওয়ার জন্য। এখন তো খুব কম সংখ্যক আত্মাই সার্ভিস যোগ্য হয়। সেটারও তোমাদের প্র্যাক্টিক্যাল অনুভব আছে। তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। তিনিও কাজ করছেন। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন স্বর্গের রচয়িতা তো অবশ্যই এখানে এসেছিলেন। এখন তো বলছেন - আমি স্বর্গের স্থাপনা করছি। তোমাদেরকে পড়াচ্ছি। বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মাথা থেকে অনেক জন্মের বিকর্মের বোঝা নামানোর জন্য সর্বশক্তিমান বাবাকে স্মরণ করে তাঁর থেকে শক্তি নিতে হবে।

২) সবাইকে সুখ দিয়ে আশীর্বাদ নিতে হবে। শ্রী শ্রী-র শ্রেষ্ঠ মতে চলে সম্পূর্ণ সন্ধ্যাস করতে হবে। এই বিনাশের সময়ে সবকিছুর থেকে বুদ্ধির যোগ ছিন্ন করে দিতে হবে।

বরদানঃ:- মাস্টার নলেজফুল হয়ে ৫ হাজার বছরের জন্মপত্রীকে জেনে স্বদর্শন চক্রধারী ভব যারা এখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়, তারাই ভবিষ্যতে চক্রবর্তী রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী হয়। স্বদর্শন চক্রধারী অর্থাৎ সম্পূর্ণ চক্রের মধ্যে যে নিজের সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পাট গুলিকে জানে। তোমরা বাচ্চারা বিশেষ এইসময় পাঁচ হাজার বছরের জন্মপত্রীকে জেনে মাস্টার নলেজফুল হয়ে গেছো। সবাই এই বিশেষ কথাটি জেনে গেছে যে এই অন্তিম জন্মে হীরে তুল্য জীবন তৈরী করলে সমগ্র কল্প জুড়ে হিরোর ভূমিকা পালন করবে।

স্নোগানঃ:- নিজেদের সাথীদেরকেও বাবার সঙ্গের রং লাগাও তাহলে তাদের সঙ্গের রং তোমাতে লাগবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের স্বভাব খুব মিষ্টি আর শান্ত বানাও, কথাবার্তা এমন হবে যাতে সবাই বলে ইনি যেন দেবতা”

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ সার্টিফিকেট সঙ্গমে বাবার কাছে নিতে হবে?

*উত্তরঃ - নিজের দৈবী ম্যানার্সের সার্টিফিকেট। বাবা যে শৃঙ্গার করছেন, বাচ্চাদের এমন সেবা করছেন তো অবশ্যই তার রিটার্ন দিতে হবে। বাবার সহযোগী হতে হবে। সহযোগী বাচ্চারা হল তারা, যাদের স্বভাব হবে দেব তুল্য। ঈশ্বরীয় সার্ভিসে কখনও ক্লান্ত হবে না। যজ্ঞ সেবার প্রতি স্নেহ থাকবে। এমন বাচ্চাদের বাবা পুরস্কার দেন, আদর খাতির যত্ন করেন। এমন সার্ভিসেবল স্নেহী বাচ্চাদের দেখে বাবা আনন্দিত (হর্ষিত) হন।

*গীতঃ- তোমাকে আহ্বান করতে মন যে চায়...

ওম্ শান্তি । ভক্তদের প্রতি ভগবানুবাচ, যদিও ভক্তরা সম্মুখে আছে এবং ভক্তরা জানে ভগবান বসে আমাদের জ্ঞানের গীত শোনান বা জ্ঞানের ডাম্প করান। আচ্ছা, এর দ্বারা লাভ কি হবে? বলেন তারা দেবতাদের মতন সদা সুখী এবং আনন্দিত থাকবে। ভগবানকেই অসীম জগতের পিতা বা বিশ্বের রচয়িতা বলা হয়। উনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। বিশ্ব সর্ব প্রথমে স্বর্গ ছিল পরে নরকে পরিণত হয়। সুতরাং এখন হলো নরক। মানুষ ভক্তিমার্গে ধাক্কা খেতে থাকে। ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে। আত্মা বৃদ্ধিতে পারে বাবা আমাদের জন্য স্বর্গের সওগাত নিয়ে আসবেন। তিনি হলেন রচয়িতা। স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য এসে রাজযোগের শিক্ষা দেন। বলা হয় বাবাকে আর বিশ্বের মালিকানাতে স্মরণ করো। যখন বিশ্বের রচয়িতা বুদ্ধিতে আসেন তখন বোধ জাগ্রত হয় পরম পিতা পরমাত্মা নতুন বিশ্বের রচনা করেন। এই বিশ্ব হল মানুষ মাত্রের নিবাস স্থান। বাবা হলেন অসীম জগতের মালিক তাই অবশ্যই অসীমের বিরাট দুনিয়া রচনা করবেন। তোমাদের জন্য কোনও ছোট ঘর তো বানাবেন না। সেসব তো লৌকিক বাবা বানিয়ে থাকেন। তিনি তো নতুন বিশ্বের রচনা করেন। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য বিশ্ব হল বাসস্থান অর্থাৎ পার্ট প্লে করার স্থান। তোমরা জানো আমরা ভারতবাসী, সুতরাং ঘরেরই হলাম তাইনা। এখন ভারতবাসী নিজেদের সীমিত স্থানের মালিক মনে করে, কিন্তু ভারতবাসীরা অসীম জগতের নিবাসী ছিল। বাবা খুব ভালোভাবে বোঝান, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও। ধন্যবাদও জানাও না (অর্থাৎ গ্রাটিটিউডও নেই) । অসীম জগতের বাবা এসে অসীম জগৎ বিশ্ব বা গৃহ নির্মাণ করেন। তার নাম স্বর্গ। এমন নয় অসীম জগতের নরকের রচয়িতা হলেন বাবা। বাবা এসে স্বর্গ রচনা করেন এবং সেই স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন বাচ্চাদেরকে। অর্থাৎ নতুন দুনিয়া, নতুন বিশ্বের মালিক তোমাদেরকে বানিয়ে দেন। এই বিশ্বের মালিক লক্ষ্মী-নারায়ণ ভারতে ছিলেন। সেই সময় অন্য কোনও ধর্ম ছিল না, শুধুমাত্র ভারতই ছিল। বাবা কত ভালো ভাবে বোঝান। কিন্তু বাচ্চাদের এই নেশা স্থির থাকে না। বাচ্চারা জাগতিক দেহের নেশায় থাকে। আত্মার তো নেশা থাকে তাইনা। আত্মার শরীর হয় বিশাল তাই অর্গ্যান্স দ্বারা সব বর্ণনা করতে পারে। ছোট বাচ্চারা তো বলবে না যে আমি বিশ্বের মালিক বা আমি অমুক । প্রাপ্তবয়স্ক হলে তবে বৃদ্ধিতে পারে আমরা মালিক। তোমরা তো ছোট নও, তোমরা বড়। শিববাবাও বৃদ্ধ শরীরের আধার নিয়েছেন। বোধ রয়েছে যে বাবা হলেন বিশ্বের রচয়িতা। মালিক হন না। শব্দ গুলি কোথাও ভুল হয়ে যায়। বাবা হলেন বিশ্বের রচয়িতা। বলেন আমি বিশ্বে রাজত্ব করি না। সম্পূর্ণ সৃষ্টির রচয়িতা হলাম একমাত্র আমি। প্রতিটি শব্দ রিফাইন করে বোঝাতে হয়। বাবা হলেন বিশ্বের রচয়িতা ডাইরেক্ট বোঝাচ্ছেন। আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক করতে এসেছি। এমন নয় শুধুমাত্র ভারতের মালিক বানাতে এসেছি। এই সময় যারা ভারতের মালিক তারা সেই সুখের অনুভব জানে না। এখন সবাই হলো কবরে, একেই বলে কয়ামতের সময় (বিনাশের সময়)। বিশ্বের রচয়িতা অবশ্যই গড়কে বলা হবে। উনিই হলেন নিউ ওয়ার্ল্ডের ক্রিয়েটর (নতুন দুনিয়ার রচয়িতা)। নিউ ওয়ার্ল্ডকে স্বর্গ, পুরানো ওয়ার্ল্ডকে নরক বলা হবে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নশ্বর অনুক্রমে বৃদ্ধিতে পারে। যাদের জ্ঞান কম আছে, তাদের খুশীর অনুভূতিও ততখানি হয় না। মায়া খুশীতে থাকতে দেয় না। বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হয় না। দেহ-অভিমান এলেই সব বিকারের সম্মুখীন হতে হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা আত্মা, আমাদের বাবা হলেন তিনি, ভক্তরা সবাই আহ্বান করে। এসে আমাদের কিছু শোনাও। লেখাও আছে - ভগবানুবাচ, আমি এসেছি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাতে, তোমাদের উপযুক্ত করে তুলি। তোমাদেরকে বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি শোনাই। এই অসীম জগতের ড্রামায় কারা কারা মুখ্য অ্যাক্টররা আছে। তোমাদের বুদ্ধি চলে যায় অসীম জগতে। ড্রামায় মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন সব এসে যায়। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা খুব ভালোভাবে বৃদ্ধিতে পারে। কারো ধারণাই হয় না,

কারণ অনেক জন্ম ধরে অজামিল রূপে রয়েছে। সেসব হল সংস্কার। এমন গরম তাওয়া যে একেবারেই ধারণা হয় না। তাদেরও উদ্ধার হয়। একটু হলেও স্বর্গে তো এসে যায়। দাস দাসী হয়। প্রজায় চলে যায়। উদ্ধারের অর্থ হল স্বর্গে তো স্থান অর্জন করে তাইনা। বাকি পদ মর্যাদা তো পুরুষার্থ অনুসারেই প্রাপ্ত হয়। যদি ধারণা না করে তবে তো স্বর্গে যাবে কিন্তু দাস দাসী পদ পাবে। বাচ্চাদের কত বোঝানো হয় কিন্তু গরম তাওয়ায় জলের ছিটা দিলে যেমন উবে যায়। তখন বুঝতে হয় তাদের সংস্কার ওইরকম। সন্ন্যাসীরাও বাসনা (সংস্কার) নিয়েই যায়। জন্ম নেবে তারপরে সন্ন্যাস ধারণ করার কথা স্মরণে আসবে। এইসব কথাও এখানে বোঝানো হয়। সত্য যুগে তো বিকারের কথাই নেই। সেখানে জন্ম-জন্মান্তর নির্বিকারী স্বরূপের সংস্কার থাকে, মায়াই নেই। এখানে তো বাচ্চাদেরকে নির্ভুল করার কত চেষ্টা করা হয়। কেউ তো একদমই ময়লা কাপড়ের মতো। একটু জোরে পরিষ্কার করতে গেলেই ছিঁড়ে যায়। ধোপাও বস্ত্রের সঠিক দেখাশোনা করে। কিন্তু যদি কোনও পুরানো কাপড় হয় তো ছিঁড়ে যায়। তারপরে আশ্চর্যবৎ শুনে ভাগন্তি হয়ে যায়। বাবা অনেক পরিশ্রম করেন। রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি হলেন দয়ালু (রহমদিল), সকলের উপরে দয়া করেন। বাবা হলেন দয়ালু। মায়া হলো নির্ভুর। মায়া সর্বনাশ করেছে তাই বাবা বলেন আমি কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। বাবা হলেন পতিত-পাবন, পতিতদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসতে হয়। ত্রেতায় কেউ পতিত তো থাকে না যে ত্রেতায় এসে পবিত্র করতে হবে। ভগবান তো হলেন ঢুথ, উনি সত্য শোনান।

তোমরা বাচ্চারা এখন জানো অবশ্যই বিশ্বের রচয়িতা শিববাবা ব্রহ্মার দেহের দ্বারা আমাদেরকে বিশ্বের মালিক করার পুরুষার্থ করান। বাবা বলেন যদি বাপদাদার পরিশ্রম ব্যর্থ হারাবে, নিজের আচার আচরণ দ্বারা অনেককে ধোঁকা দেবে তো পদ ব্রষ্ট হয়ে পড়বে। বলবে এর মধ্যে থেকে ভূত তো বের হয় নি। বাচ্চাদের আচরণ এমন হওয়া উচিত যেন সবাই বুঝতে পারে এরা তো দেবতার মতন। দেবতাদের নাম সুবিখ্যাত। তারা বলে এনার স্বভাব একদম দেবতার মতো। তো বাকিদের আন্ডারস্টুড (বোঝাই যাচ্ছে) আসুরিক তাইনা। অনেক বাচ্চারা খুব ফাস্টক্লাস দেবতা সম, গুণবান হয়। খুব মিষ্টি শান্ত স্বভাবের হয়। তো এমন বাচ্চাদের দেখে বাবা খুশী হন। বাচ্চারা বোঝে বাবা বাচ্চাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের জন্য গৃহ নির্মাণ করছেন তাই আমাদেরও সেবা করা উচিত। তো এমন বাচ্চারা সকলের হৃদয়ে স্থান অর্জন করে। যারা বলার আগেই কাজ করে তারা হল দেবতা, আদেশ অনুসারে যারা করে তারা মানুষ। আদেশ দেওয়ার পরেও যারা করে না সেই মানুষ হল অধম। বাবাও বলেন বাচ্চারা যদি যোগযুক্ত না হয় তো মায়ার ধূলায় শেষ হয়ে যাবে। বাবা বার-বার বোঝান শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে থাকো। আসুরিক কর্তব্য ক'রো না। বলা, চলা খুব মিষ্টি রাখতে হবে। দেবতারা খুব মিষ্টি স্বভাবের হয়। তারা ভারতে রাজত্ব করেছিলেন, যথা রাজা রানী তথা প্রজা দৈবী স্বভাব যুক্ত ছিলেন। বাবা আসেন স্বর্গের মালিক বানাতে তো বাবার সাথে কতখানি সহযোগী হওয়া উচিত। নিজের থেকেই সার্ভিসে যুক্ত হওয়া উচিত। এমন নয়, আমি তো ক্লান্ত, সময় নেই। সঠিক সময়ে সব কাজ করলেই কল্যাণ। যজ্ঞ সার্ভিসের পুরস্কার শিববাবা প্রদান করেন। ব্রহ্মাবাবা স্থূল রূপে আদর আপ্যায়ন করবেন, হৃদয়ের সম্বন্ধে যুক্ত হবেন। শিববাবা অসীম জগতের হৃদয়ের সম্বন্ধে যুক্ত থাকেন, ব্রহ্মাবাবা দৈহিক হৃদয়ের সম্বন্ধে যুক্ত হন। বাচ্চাদের দৈবী আচরণ দেখে বলিহারী হয়ে যান। বিনা আদেশে যে সার্ভিসে তৎপর থাকে, তাদের বলা হয় দেবতা। দেবতাদের কিছু বলবার দরকার হয় না। সেখানে আসুরিক স্বভাব থাকে না। এখানে অনেক বাচ্চারা মাতা-পিতার মতানুসারে চলে না তখন নিজেরই ক্ষতি করে।

শিববাবা বলেন আমি পরমধাম থেকে আসি বাচ্চাদের সেবায়। আমার মত অনুসরণ না করে অনেককে দুঃখ দেয়। কল্প পূর্বেও এমন হয়েছিল। অমৃত পান করতে করতে পতিত হয়ে যায়। একটি কাহিনীও আছে - লক্ষ্মী অমৃত পান করিয়েছিলেন তাও অসুরে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং কখনও কাউকে দুঃখ দেওয়ার চেষ্টা করবে না। নাহলে সম্পূর্ণ রাজ্য-ভাগ্য হারিয়ে দন্ড ভোগ করার উপযুক্ত হয়ে যাবে। বাবা বুঝিয়েছেন - আমি হলাম ধর্মরাজ। ইন্ডায়রেক্ট যখন করতে তখন জাগতিক দুনিয়ায় অল্পকালের সাজা ভোগ করতে। এখন ডাইরেক্ট এসেও বাবার পরিশ্রম নষ্ট করলে খুব দন্ড ভোগ করতে হবে। আমি তোমাদের দেবতা বানাই। মায়া পুনরায় এসে তোমাদের অসুর বানায়। বাবা বার বার বোঝান দৈবী গুণ ধারণ করো। গায়নও আছে রামরাজ্যে পশুরাও একে অপরকে ভালোবাসতো। একত্রে একই জলাশয়ে জল পান করতো। এখানে তো অমৃত পান করে পরে অসুরে পরিণত হয়ে ট্রেটর হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ কুলভূষণদের কষ্ট দেয়। তাদের কতো দুর্গতি হবে তাহলে! বাবা আসেন সন্নতি প্রদান করতে। তো বাচ্চারা, তোমাদেরকে দৈবীগুণধারী হতে হবে। নিজে থেকেই সার্ভিস করতে হবে। বাবাও সার্টিফিকেট দেবেন। যারা নিশ্চয়বুদ্ধির, ভালো যারা তারা সর্বদা বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। তাদের স্মরণে থাকে - নাম বদনাম করবো না, আসুরিক গুণ দেখাবো না। এখন তো সবাই হলো নম্বর অনুক্রমে পুরুষার্থী। শুধুমাত্র এই নিশ্চয় থাকা উচিত আমরা হলাম গড ফাদারলী স্টুডেন্টস। ভগবানুবাচ বাচ্চাদের প্রতি যে, আমি তোমাদের পড়িয়ে রাজার রাজা বানাই। তোমাদেরকে যোগ ও জ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করি। তোমরা

দেহী-অভিমাত্রী হও, আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। তোমরা আত্মারা মশার ঝাঁকের মতো আমাকে ফলো করবে। অবশ্যই মহাভারতের যুদ্ধ লাগলে মশার ঝাঁকের মতো ফলো করেছে পান্ডাকে। বাবা হলেন পান্ডা, বলেন আমি লিবারেট করতে এসেছি।

তোমরা মায়াব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে খুব দুঃখী হয়েছো। এক তো গৰ্ভ জেলে যাও, দ্বিতীয় স্থূল জগতের জেলে যাওয়াও মানুষের জন্য খুব সহজ হয়ে গেছে। খুশী মনেই জেলে যায়। একে অপরকে দেখে অনশন ইত্যাদিও করতে থাকে। নিজের আত্মাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য কত কি করে। একেই বলে আত্মঘাত। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলে আত্মা বলে আমি সুখী। সুস্থতা না থাকলে আত্মা বলে আমি দুঃখী। বাবা আসেন সদা সুখী স্বর্গের মালিক বানাতে। বিশ্বের মালিক বলেন - আমি নতুন বিশ্বের রচয়িতা, তাই আমাকে মালিক বলা হয়। কিন্তু আমি রাজত্ব করি না। সব ভক্তরা আমাকে পূজা করে। বলে - হে ভগবান এসো, এসে আমাদেরকে এই কলিমুগী দুঃখ থেকে মুক্ত করো, নির্বাণধাম বা স্বর্গধামে পাঠিয়ে দাও। বাবা প্রথমে সুখধামে পাঠিয়ে দেন পরে মায়া দুঃখধাম বানায়। এমনভাবে চক্র আবর্তিত হয়। বাবা বলেন এখন গাফিলতি করা ছাড়ো। মায়া খুব অকর্তব্য কার্য করায়, যার ফলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। বাবার পরিচয় জেনে, বাবাকে চিনে তাঁর মতানুসারে চললে তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। নাহলে অনেক দন্ড ভোগ করবে। যেমন ঈশ্বরের মহিমা হল অপরমঅপার তেমনই দন্ড ভোগের দুর্দশাও হল অপরমঅপার। কয়ামতের সময়। বাবা সকলের হিসেব-পত্র পরিশোধ করান। দন্ড ভোগ করলে এই মালায় স্থান পাবে না। বাবা বলেন শুধু এইটুকু স্মরণ করো বিশ্বের রচয়িতা নলেজফুল গড ফাদার আমাদের পড়ান। উনি অবশ্যই বিশ্বের মালিকানার উত্তরাধিকার প্রদান করবেন, এইটুকু স্মরণে রাখলেও হাসতে খেলতে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের কথা-বার্তা খুব মিষ্টি রাখতে হবে। কোনও আসুরিক কর্তব্য করবে না। দৈবী ম্যানার্স ধারণ করতে হবে।

২) বাবার সার্ভিসে বিনা আদেশে সহযোগী হতে হবে। বাবার পরিশ্রমের রিটার্ন অবশ্যই দিতে হবে। গাফিলতি করবে না।

বরদানঃ:- বুদ্ধি রূপী বিমানের দ্বারা সেকেন্ডে তিন লোকের ভ্রমণকারী সহজযোগী ভব
বাপদাদা বাচ্চাদের নিমন্ত্রণ দেন যে, বাচ্চারা সংকল্পের সুইচ অন করো এবং বতনে পৌঁছে সূর্যের কিরণ নাও, চন্দ্রের কিরণ নাও, পিকনিকও করো এবং খেলাধুলাও করো। এর জন্য শুধুমাত্র বুদ্ধি রূপী বিমানে ডবল রিফাইন পেট্রোল ভরার প্রয়োজন আছে। ডবল রিফাইন অর্থাৎ এক নিরাকারী নিশ্চয়ের নেশা যে আমি আত্মা, বাবার সন্তান, দ্বিতীয় সাকার রূপে সর্ব সম্বন্ধের নেশা। এই নেশা এবং খুশী সহজ যোগীও বানিয়ে দেবে এবং তিন লোকের ভ্রমণও করতে থাকবে।

স্লোগানঃ:- শ্রেষ্ঠ কর্মের জ্ঞান-ই হলো শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা টানার কলম।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"স্নেহের রিটার্ন হলো - নিজেকে টার্ন (পরিবর্তন) করা"

আজ, স্নেহ আর শক্তি মূর্ত বাপদাদা নিজের চারদিকের স্নেহী বাচ্চাদের দেখছেন। সাকারে যত সভা হয়, তার থেকেও বড় হয় আকারী সভা। সকল সাকার রূপধারী এবং আকার রূপধারী বাচ্চাকে বাপদাদা স্নেহ-বাহতে সমাহিত করেছেন। স্নেহের ভূজসকল কত বড়! চারদিকে বাচ্চারা সবাই স্নেহ-ভূজে এমনভাবে সমাহিত হয়ে যায়, ঠিক যেমন নদী সাগরে সমাহিত হয়। স্নেহ-ভূজ, স্নেহের সাগর অসীম। বাচ্চারা সবাই, এমনকি নম্বরক্রমে হলেও কিন্তু সবাই স্নেহতে বেঁধে আছে। সব বাচ্চার মধ্যে বাপদাদার স্নেহ সমাহিত হয়ে আছে। স্নেহের শক্তি দ্বারাই সবাই সামনে উড়ে চলেছে। স্নেহের উড়ান সব বাচ্চাকে তন দ্বারা বা মন দ্বারা, বুদ্ধি (হৃদয়) দ্বারা বাবার কাছাকাছি নিয়ে আসে। স্নেহের বিমান সেকেন্ডের গতিতে বাবার সমীপে নিয়ে আসে। জ্ঞান, যোগ, ধারণাতে তোমাদের যথাশক্তি অনুযায়ী নম্বরক্রম আছে কিন্তু স্নেহে প্রত্যেকে নিজেকে নম্বর ওয়ান অনুভব করে। সব বাচ্চাকে ব্রাহ্মণ জীবন প্রদান করার মূল আধারই স্নেহ। যদি সব বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমরা নিরন্তর যোগী হয়েছ? নিরন্তর জ্ঞান স্বরূপ হয়েছ? জ্ঞানী নয় কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ হয়েছ? তখন তোমরা ভাববে, বলবে, 'হ্যাঁ তবে...' নিরন্তর ধারণাস্বরূপ হয়েছ? তখন কী বলবে? লক্ষ্য তো আছেই। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করা হবে নিরন্তর স্নেহী হয়েছ? তখন বলো 'হ্যাঁ জী'। স্নেহের বিষয়ে সবাই পাস। কেউ পাস উইথ অনার, কেউ পাস। পাস করেছ তো না! ডবল বিদেশি, ভারতের তোমরা সবাই পাস হয়েছ? পাস যদি না হতে তবে পাশে (কাছে) আসতে না। তোমাদের পাশে আসাই প্রমাণ করে যে তোমরা পাস করেছ। স্নেহের অর্থই হলো পাশে থাকা আর পাস হওয়া এবং সব পরিস্থিতিতে খুব সহজভাবে পাস করা। তাহলে, সবাই তোমরা তিন বিষয়ে পাস হয়েছ তো না? পাস করাও সহজ, তাই না? নাকি পাস করার ব্যাপারে কখনো কঠিন, কখনো সহজ হয়? পাশে থাকতে তো শুধু আনন্দই আনন্দ আর পাস করা তাতে নম্বরক্রমে নাকি সবাই নম্বর ওয়ান? দেখ, নম্বর ওয়ান কেউ বলছে না, সবাই চুপ হয়ে গেছে মানে সামথিং। কিন্তু সময় সময়তে স্নেহের শক্তি দ্বারা পাস করাও কতই সহজ হয়ে যাচ্ছে আর হতেই হবে, যেভাবে পাশে থাকা সহজ এবং যখন পাস করা সহজ হয়ে যাবে তখন পাস হওয়া কী! পাস হওয়া তো হয়েই আছে। এই পাকা নিশ্চয় তো আছে যে তোমাদের পাস হওয়া হয়েই রয়েছে। শুধু রিপটি করতে হবে। এতটা অটল নিশ্চয় আছে না? দূরে বসেও সবাই তোমরা কাছে আছ, আছ তো না! হৃদয় সিংহাসনে। কেউ নয়নের আলো, কেউ হৃদয় সিংহাসনাসীন। সবচাইতে কাছে নয়ন আর হৃদয়রূপী মন। সবাই তোমরা ওম্ শান্তি ভবনে বসে নেই কিন্তু বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনে কিংবা আলোক-রত্ন (নূরে রতন) হয়ে সমাহিত হয়ে আছ। সমাহিত হওয়া কোনকিছু কখনো দূরে হতে পারে না।

এই বছরে কী করবে? বলতে গেলে তো বলো এই বছরের মিলনের এটাই শেষ বার। কিন্তু অন্ত তোমাদের আদির স্মরণ বেশি করায়। আদি, মধ্যের স্মরণ করায় কিন্তু অন্ত আদির স্মরণ করায়। সুতরাং অন্ত নেই, কিন্তু আদি আছে। তীর গতির উড়ানের আদি আছে। যে অনাদি গতি, অনাদি স্বরূপই আত্মস্বরূপ, তাহলে অনাদি স্বরূপের গতি কী? কত তীরগতি! আজকালকার সায়েন্সের বিভিন্ন সাধনের তীরগতির থেকেও তীরগতি। যতই হোক, সায়েন্সের গতি সায়েন্সের উপরে ভিত্তি করে, সায়েন্স দ্বারা গতিকে কাটতে (কমাতে) পারে, ধরতে পারে, কিন্তু আত্মার গতিকে কেউ এখনও পর্যন্ত না ধরতে পেরেছে, না ধরতে পারে। এতেই সায়েন্স নিজেকে অসফল (ফেল) মনে করে। আর যেখানে সায়েন্স ফেল সেখানে সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা যা চাও তা করতে পারো। অতএব, আত্মা শক্তির উড়ানের তীরগতি শুরু করো। হয় তা' স্ব-পরিবর্তনে, হয় কারও বৃত্তি পরিবর্তনে অথবা বায়ুমন্ডলের পরিবর্তনে অথবা সম্বন্ধ-সম্পর্কের পরিবর্তনে এখন তীরগতি আনো। তীরতার লক্ষণ হলো কোনকিছু ভাবার সাথে সাথে হওয়া। এমন নয়, ভেবেছি তো... হয়ে যাবে...। না, ভাবা মাত্র হয়ে গেল, সঙ্কল্প, বোল আর কর্ম তিনটে একসাথে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। ব্যর্থকে এবং ভুল সঙ্কল্পকে যদি চেক করো তো বুঝবে সে'সবের গতি অনেক ফাস্ট হয়। এই মুহূর্তে সঙ্কল্প এলো আর আসা মাত্র সেই মুহূর্তে বলেও নিলে আর কর্মও করে নিলে। সঙ্কল্প, বোল, কর্ম একত্রিতভাবে খুব ফাস্ট হয়। তার গতির উত্তেজনা এত তীর হয় যে, শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প, কর্ম, মর্যাদা, ব্রাহ্মণ জীবনের মহত্বের বোধ বা জ্ঞানের বৃত্তি সমাপ্ত হয়ে যায়। ব্যর্থের উত্তেজনা - সত্যের বোধ, যথার্থতার চেতনা সমাপ্ত করে দেয় এবং কিছু সময় পরে যখন চেতনা ফিরে আসে তখন ভাবে করা উচিত ছিল না, অযথার্থ হয়েছে কিন্তু সেই সময় যখন স্ফোভ তৈরি হয় তখন যথার্থ চেনাকে পরিবর্তন করে অযথার্থকে যথার্থ অনুভব করে। সুতরাং ব্যর্থের উগ্র ভাব জ্ঞান-বৃত্তিকে শেষ করে দেয়। সুতরাং এই বছরে বাচ্চারা সবাই তোমরা বিশেষভাবে ব্যর্থ থেকে ইনোসেন্ট হও। যেমন, তোমরা আত্মারা যখন নিজেদের স্বর্গ রাজ্যে ছিলে তখন ব্যর্থ বা মায়ার থেকে ইনোসেন্ট ছিলে,

সেইজন্য দেবতাদের মহান আত্মা, সেন্ট. বলা হয়ে থাকে, এইভাবে নিজেদের সেই সংস্কার ইমার্জ করো, ব্যর্থের অবিদ্যা স্বরূপ হও। সময়, শ্বাস, বোল, কর্ম, সবচেয়েই ব্যর্থের অবিদ্যা অর্থাৎ ইনোসেন্ট। যখন ব্যর্থের অবিদ্যা হয়ে গেছে তখন দিব্যতা আপনা থেকেই সহজে অনুভব হবে আর অনুভব করাবে। এটা ভেবো না যে, এখনো পর্যন্ত পুরুষার্থ তো করছি...। পুরুষ এই রথ দ্বারা করছে, সুতরাং পুরুষ হয়ে রথ দ্বারা করানোকে বলা হয় পুরুষার্থ। পুরুষার্থ চলছে, না, বরং পুরুষার্থী সদা উড়ছে - একেই বলে যথার্থ পুরুষার্থী। পুরুষার্থের অর্থ এটা নয় যে, একবারের ভুল বারবার করতে থাকো আর পুরুষার্থকে নিজের সহায় বানাও। যথার্থ পুরুষার্থী হবে, স্বভাবও স্বাভাবিক হবে, অতি সহজে। এখন পরিশ্রমকে সরিয়ে ফেল। অল্পকালের আধারের অবলম্বনের কিনারা ধরে রেখেছ, অল্পকালের এই অবলম্বনের কিনারা এখন ছেড়ে দাও। যতক্ষণ এই কিনারা আছে ততক্ষণ বাবার সহায়তা সদা অনুভব হতে পারে না। আর যেহেতু বাবার সহায়তা থাকে না, সেইজন্য সীমিত কিনারাকে অবলম্বন করো। হয় তা' নিজের স্বভাব-সংস্কারকে অথবা পরিস্থিতিতে যেটাকেই সহায় বানিয়েছ, সেই সব অল্পকালের, উপর-উপর, ধোঁকা দেয়। বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে থেকে যেও না। বাবার ভরসা সুরক্ষিত ছত্রছায়া। অল্পকালের সমস্ত বিষয় প্রবঞ্চক। মায়ার অতি মিষ্টি মিষ্টি বৃত্তান্ত তোমরা শুনতে থেকেছ আর অনেক শুনছ। যেমন, দ্বাপর থেকে যারা শাস্ত্র বানিয়েছে তারা বানানোতে খুব চতুর, কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বর্ণনা করেছে। তো কথা বানিও না, কথা বানানোতে তোমরা একে অন্যের থেকে চতুর। না কথা (অজুহাত) বানাও, না কথা (ত্রুটি) দেখ, না কথা চালাচালি করো। কিন্তু কী করবে? বাবাকে দেখ, বাবা সমান করো, বাবা সমান হও। যখন কোনও বিষয় সামনে আসে তখন কথা বানানো (অজুহাত) সেকেন্ডে এসে যায়, কেননা, মায়ার গতিও তীর তো না! এমন সুন্দর ভাবে অজুহাত বানিয়ে দেয় যা শুনে বাবার তো হাসি পায়, কিন্তু অন্যে প্রভাবিত হয়ে যায়, বলছে তো ঠিকই, খুব ভালো, ব্যাপার তো ঠিক আছে, তাছাড়া নিজেরও ঠিক লাগে। কিন্তু সময়ের তীরগতি দেখে এখন এই কিনারা ছেড়ে অতি দ্রুত উড়ে যাও। অনেক রকমের এই বিষয়গুলো ব্যর্থ রেজিস্টার এর রোল বানাতে থাকে। একের পর এক রোল তৈরি হতে থাকে, সেইজন্য এর থেকে ইনোসেন্ট হও। এই ইনোসেন্ট স্টেজ দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকা সেবার স্টেজ সামনে আসবে। এই বছরের যথার্থ পুরুষার্থের প্রত্যক্ষ ফলের লক্ষণ হলো তৈরি হওয়া সেবা তোমাদের সামনে আসবে। ব্যর্থের মোকাবিলা করা সমাপ্ত করো তবেই সেবার অফার সামনে আসবে। অনেক বছর তো তোমরা সবাই সেবার নিমিত্ত হয়েছ, এখন অন্যদেরকে নিমিত্ত বানানোর সেবার নিমিত্ত হও। তারা মাইক হবে আর তোমরা মাইট হবে। অনেক সময় তোমরা মাইক হয়েছ, এখন অন্যদের মাইক বানাও, তোমরা মাইট হও। তোমাদের মাইট দ্বারা মাইক যেন নিমিত্ত হয়। একে বলা হয়ে থাকে তীর গতির উড়ানের লক্ষণ। বুঝেছ কী করতে হবে? তীর গতিতে উড়ছে তো না! নাকি কখনো তীর, কখনো স্লো? সদা তীর গতিতে উড়বে। মেঘ দেখে ঘাবড়ে যেও না। ওই সব অজুহাতই মেঘ। সেকেন্ডে ক্রস করো। বিধি জানো আর সেকেন্ডে বিধি দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত করো। একদিকে ঋদ্ধি-সিদ্ধির ফোর্স আর তোমাদের বিধি সম্পন্ন সিদ্ধির ফোর্স। ঋদ্ধি-সিদ্ধি হলো অল্পকালীন আর বিধি-সিদ্ধি সদাকালের জন্য।

বাপদাদা এখন এমন গ্রুপ চাইছেন যারা সদা অর্জুন, যারা তাদের মন্মাতে, বাণীতে, বোলে, সম্পর্কে নিজে থেকে এগিয়ে এসে সেবার দায়িত্ব নেয়। আমি অর্জুন। আমি যা করবো (বডি কম্পিয়াসের 'আমি' নয়, আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা) আমাকে দেখে অন্যেরা করবে। সুতরাং যে কর্তব্য-কর্মের দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হয় সেই অর্জুন। যেটা গাওয়া হয়েছে। এক (অবল) নম্বর অর্থাৎ অর্জুন, অলৌকিক জন। এমন গ্রুপ বাপদাদা দেখতে চান। ঘটনাকে যেন দেখো না, অন্যকে দেখো না, অন্যের ব্যর্থ শুনো না। ব্যস, অলৌকিক জন। সঙ্কল্প, বোল আর কর্ম সবচেয়েই অলৌকিকতা, দিব্যতার প্রভা থাকবে। একে বলা হয়ে থাকে অর্জুন, অলৌকিক জন। এই রকম গ্রুপ এই বছরে প্রস্তুত হবে, নাকি পরের বছরে প্রস্তুত হবে? যারা এই গ্রুপে আসতে চাও তারা হাত উঠাও। আমাকে হতে হবে, আমি অর্জুন। তারপরে এমন কোনও সমাচার যেন না আসে — কী করবো... হয়ে যায়... সার্কমস্ট্যান্সই এইরকম... কোনো সহায়তা পাওয়া যায় না... আশীর্বাদ পাওয়া যায় না... ভরসা মেলে না... যাদের কিছু সময়ের প্রয়োজন তারা হাত তোলো। এক-দু মাস চাই অথবা এক বছর চাই? যে গ্রুপই এসেছে তাদের জিজ্ঞাসা করো, তারপরে রেজাল্ট শুনিও। টিচার্স তো প্রথমে, কেননা যারা নিমিত্ত হয় তাদের সূক্ষ্ম বায়ুমন্ডল বা ভাইব্রেশন অবশ্যই থাকে। পদম্ গুন পুণ্যও প্রাপ্ত হয় আর পদম্ গুন নিমিত্তও হয়। 'কিছু' শব্দ আর বলবে না তো না। টিচার হওয়া খুব ভালো, অন্তত গদি (সীট) তো প্রাপ্তি হয়, তাই না! দাদী-দিদির টাইটেল পাওয়া যায়, নয় কি! যতই হোক, তারপরে দায়িত্বও এতটাই হবে। এই বছরে কিছু নবীনত্ব দেখাও। এটা ভেবো না - হাত তো অনেকবার তুলেছো, প্রতিজ্ঞাও অনেক বছর করেছে, এমন সঙ্কল্প যেন না সূক্ষ্মভাবে আসে, না অন্যদের প্রতি আসে। এই সঙ্কল্পও অমনোযোগী করে। এরকম তো চলেই আসছে, এ' তো হতেই থাকে... এই ভাইব্রেশনও দুর্বল বানায়। দৃঢ় সঙ্কল্প করো, কেননা দৃঢ়তা অবশ্যই সফলতা নিয়ে আসে। দুর্বল সঙ্কল্প উৎপন্ন করো না। সেগুলো পালনে অনেক টাইম ব্যর্থ চলে যায়। উৎপত্তি অনেক তাড়াতাড়ি হয়। এক সেকেন্ডে একশ'র জন্ম হয়ে যায়। আর পালন করতেও কত সময় লাগে! শেষ করতে পরিশ্রমও

লাগে! শেষ করতে পরিশ্রমও লাগে, সময়ও লাগে আর বাপদাদার বরদান এবং আশীর্বাদের থেকেও বঞ্চিত থেকে যায়। সকলের শুভ ভাবনার শুভেচ্ছা থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। সকলের জন্য শুদ্ধ সঙ্কল্পের বাঁধন -বেড়া এমনভাবে বাঁধা যাতে কেউ যদি সামান্য দুর্বলও হয়, তাহলে তার জন্য এই শুদ্ধ সঙ্কল্পের বেড়া যেন এক ছত্রছায়া হয়ে যায়, সেফটির সাধন হয়ে যায়, দুর্গ তৈরি হয়। শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তিকে এখনও তোমরা ঠিকভাবে (কম) উপলব্ধি করনি। এক শুদ্ধ অথবা শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সঙ্কল্প কী চমৎকার করতে পারে - এর অনুভূতি এই বছরে করে দেখ। প্রথমে এই অভ্যাসে যুদ্ধ হবে, ব্যর্থ সঙ্কল্প শুদ্ধ সঙ্কল্পকে কাট করবে। যেমন, কৌরব-পান্ডবের তির দেখানো হয় যে না, তির, তিরকে রাস্তাতেই শেষ করে দেয়, তেমনই সঙ্কল্প, সঙ্কল্পকে শেষ করার চেষ্টা করে, করবে কিন্তু যাদের দুট সঙ্কল্প থাকে তাদের সাথী বাবা। বিজয়ের তিলক সদাসর্বদা আছেই আছে। এখন এটা ইমার্জ করো তবে ব্যর্থ আপনা থেকেই মার্জ হয়ে যাবে। ব্যর্থকে তোমরা সময় দিয়ে থাকো। কাট করো না বরং তার রঙে রঙিন হয়ে যাও। সেকেন্ডেরও কম সময়ে কাট করো। শুদ্ধ সঙ্কল্প দ্বারা সমাপ্ত করো, তবেই সকলের শুভ সঙ্কল্পের বায়ুমন্ডলের বেষ্টনী চমৎকার করে দেখাবে। আগে থেকেই ভেবো না যে, হয়ই তো না, অনেকই তো করি, শুনিও তো অনেক, খুব ভালোও লাগে, কিন্তু হয় না তো! এই ব্যর্থ বায়ুমন্ডল দুর্বল করে দেয়। হতেই হবে, এই দুটো রাখো, উড়তে থাকো। কী না করতে পারো! যতই হোক, প্রথম অ্যাটেনশন স্ব-এর প্রতি। স্ব-এর অ্যাটেনশনই টেনশন শেষ করবে। বুঝেছি কি করতে হবে? কেউ যদি বলে এতো হতেই থাকে, আগেও প্রতিজ্ঞা করেছিলাম - এ'সব শুনো না। এতে দুর্বলকে সাথ দিও না, সাথী বানাও। যদি কেউ যেমন-তেমন (অশুভ/তুচ্ছ) বলে তাহলে একে অন্যকে যেমন বলে-না যে, শুভ বলো, শুভ ভাবো, শুভ করো তো তাদেরকে সেরকমই বলো। আচ্ছা। সবাই খুশি, রাজী তো না! সবার সাথে কথা বললেন, বললেন না! এটাও বাবার স্নেহ। স্নেহের লক্ষণ হলো, স্নেহীর ক্রটি তিনি দেখতে পারেন না। স্নেহীর ভুল নিজের ভুল মনে করবেন। বাবা যখন বাচ্চাদের কোনোকিছু শোনেন তখন তাঁরও সেটা নিজস্ব মনে হয়। তাইতো স্নেহী সবাইকে সম্পন্ন, সম্পূর্ণ, সমান দেখতে চান। স্নেহে সবাই বাবার সামনে হয় মন থেকে, নয়তো গীত দ্বারা অথবা বোল দ্বারা কিংবা সঙ্কল্প দ্বারা একটা শব্দ অবশ্যই বলে, বাপদাদা তো সবারটাই শোনেন, তাই না! একটা বিষয় সবাই অনেক বার বলে যে, স্নেহের রিটার্নে বাবা কী দেবেন? কেননা, তোমরা 'কী থেকে কী' হয়ে গেছ তো না। কোটি কোটির মধ্যে কিছুসংখ্যকে তো হয়ে গেছ, হয়েছ না, কিছু সংখ্যকের মধ্যে থেকে কেউ, সেটা হওনি। তবুও কোটি কোটির মধ্যে কেউ তো হয়েছ, তাই না। এতে সবাই পাস। রিটার্নে বাবা কি চান? রিটার্ন করা হলো নিজেকে টার্ন করা। বুঝেছ! ব্যস্, এটাই রিটার্ন। এটা তো করতে পারো, পারো না? স্নেহের জন্য এটা করতে পারো না! স্বার্থের স্নেহ নয় তো না! স্নেহের ব্যাপারে ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত আছ? বাবার যেকোনো আজ্ঞা পালন করতে প্রস্তুত আছ? স্নেহে সবাই সেন্ট-পার্সেন্ট হয়েছ নাকি পার্সেন্টেজ আছ? নিজেকে টার্ন করার জন্য তৈরি আছ? এটা স্নেহের জন্য নাকি ভাগ্য? ভক্ত তো তাদের মাথা নামিয়ে দিতেও প্রস্তুত, তোমরা রাবণের মাথা নামিয়ে দিতে তৈরি আছ? শরীরের মাথা কেটো না, কিন্তু রাবণের মাথা তো কাটো! পাঁচটা মাথাই নামাবে নাকি একটা দুটো রাখবে? অল্প কমজোরের মাথা রাখবে? ঠিক আছে পাঁচটা নয়, ষষ্ঠ যেটা দেখায় অবোধের, সেটা রাখবে? আচ্ছা।

চারদিকের মনের উড়ানে ওড়া মধুবন নিবাসী অব্যক্ত রূপধারী আত্মাদেরকে এবং সেইসঙ্গে সঙ্কল্পের বিমান দ্বারা মধুবনে পৌঁছানো শ্রেষ্ঠ আত্মাদের এবং চারদিকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্নেহী, স্নেহে ত্যাগের ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পকারী আত্মাদের, সদা এ-ওয়ানের সঙ্কল্পকে প্রত্যক্ষ জীবনে নিয়ে আসা বাবার সমীপ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং ভারতের ভিন্ন-ভিন্ন প্রতিটা দেশের ও বিদেশের বিশেষত্ব সম্পন্ন প্রত্যেক বাচ্চাকে তাদের নামসহ স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- অভ্যাসের এক্সারসাইজের দ্বারা সূক্ষ্ম শক্তিসমূহকে জীবনে অন্তর্লীন করে শক্তি সম্পন্ন ভব ব্রহ্মা মায়ের বাচ্চাদের মধ্যে রুহানী মমতা থাকে, সেইজন্য সূক্ষ্ম স্নেহের আহ্বান দ্বারা বাচ্চাদের স্পেশাল গ্রুপ বতনে ইমার্জ করে সমস্ত শক্তির পৌষ্টিক আহার (খোরাক) খাওয়ান। যেমন, এখানে ঘী খাওয়াতেন আর সাথে সাথে এক্সারসাইজ করাতেন, ঠিক তেমনভাবেই বতনেও ঘী খাওয়ান অর্থাৎ সূক্ষ্ম শক্তির পৌষ্টিকতা দেন এবং অভ্যাসের এক্সারসাইজও করান। তিন লোকে দৌড়ের রেস করান, যা থেকে জীবনে আতিথ্য সমাহিত হয়ে যায় এবং বাচ্চারা সবাই শক্তিসম্পন্ন হয়ে যায়।

স্নোগান:- স্বমানে স্থিত থাকা আত্মা অন্যদেরও মান দিয়ে তাদের অগ্রচালিত করে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1

1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের হৃদয়কে(মনকে) জিজ্ঞাসা করো যে আমরা কি জ্ঞানের সৌরভ ছড়িয়ে দেওয়া সুগন্ধিত ফুলে পরিণত হয়েছি, সর্বদা সুন্দর সৌরভ ছড়িয়ে দিতে থাকো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের অবস্থা অত্যন্ত ভালো থাকে? গ্যালপ (সলশ্বে দৌড়ানো) করার আধার কি ?

*উত্তরঃ - যারা ভালো ভালো ফুল হয়, যাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানের বিচারসাগর মন্ডন চলতে থাকে তাদের অবস্থা অত্যন্ত ভালো থাকে। জ্ঞান আর যোগের শিক্ষা দিয়ে সৌরভ ছড়িয়ে দেওয়া বাচ্চারা অত্যন্ত প্রফুল্লিত থাকে। গ্যালপ করার আধার হলো প্রকৃত বহিঃপতঙ্গ হওয়া। মায়ার তুফান থেকে সদা সুরক্ষিত থাকা। শ্রীমতে চলতে থাকতে হবে।

*গীতঃ- আসরে জ্বলে উঠেছে অগ্নিশিখা....

ওম শান্তি । চৈতন্য বহিঃপতঙ্গরা গান শুনেছে। বহিঃপতঙ্গই বলো বা ফুলই বলো, কথা হলো একই। আমরা কি প্রকৃতই বহিঃপতঙ্গ হয়েছি নাকি চক্রাকারে ঘুরেফিরে চলে যাই, অগ্নিশিখাকে ভুলে যাই। প্রত্যেককে নিজের হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমরা কতখানি ফুলে পরিণত হয়েছি? আর জ্ঞানের সৌরভ কি ছড়িয়ে দিই? নিজের মতন ফুলে কাকে পরিণত করেছি? এ তো বাচ্চারা জানে যে জ্ঞানের সাগর হলেন ওই বাবা। ওঁনার সৌরভ কতখানি ! যারা ভালো ফুল বা বহিঃপতঙ্গ হবে তাদের থেকে অবশ্যই ভালো সুগন্ধ আসবে। তারা সদা খুশিতে থাকবে, অন্যদেরকেও নিজের সমান ফুল বা বহিঃপতঙ্গ বানাতে। ফুল না হলে কুঁড়ি বানাতে। সম্পূর্ণ বহিঃপতঙ্গ সেই, যে জীবিত থেকেও মৃতবৎ হয়ে যায়। বলিপ্রদত্ত হয়ে যায় অথবা ঐশ্বরীয় সন্তান হয়ে যায়। কোনো বিত্তবান যদি কোনো গরিবের বাচ্চাকে দত্তক নেয় তখন বাচ্চার সেই বিত্তবানের কোলে আসার পর আবার সেই মা-বাবাই স্মরণে আসতে থাকে। তারপর গরিবের (মা-বাবাকে) স্মরণ ভুলে যাবে। জানে যে আমার মা-বাবা হলো গরিব কিন্তু স্মরণ বিত্তবান মা-বাবাকে করবে, যেখান থেকে ধন প্রাপ্ত হয়। সাধু সন্ন্যাসীরাও যে রয়েছে, তারাও সাধনা করে মুক্তিধামে যাওয়ার জন্য। সকলেই মুক্তির জন্য পুরুষার্থ করে থাকে। কিন্তু মুক্তির অর্থ বুঝতে পারেনা। কেউ বলে জ্যোতি-জ্যোতিতে বিলিন হয়ে যাবে, কেউ মনে করে পরপারে নির্বাণধামে যায়। নির্বাণধামে যাওয়াকে জ্যোতিতে সমাহিত হওয়া বা মিলে যাওয়া বলা হয় না। এও বোঝে যে আমরা দূর দেশের অধিবাসী। এই নোংরা দুনিয়ায় থেকে কি করবো।

বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে যখন কারোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন এ'কথা বোঝাতে হবে যে এ হলো পূর্বনির্ধারিত ড্রামা। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ, এ হলো সঙ্গম যুগ। সত্যযুগের পর ত্রেতারও সঙ্গম হয়। ওখানে যুগ পরিবর্তন হয়, আর এখানে কল্প পরিবর্তন হয়। বাবা কোনো যুগে-যুগে (প্রতি যুগে) আসেন না। যেমন মানুষ মনে করে। বাবা বলেন যখন সব তমোপ্রধান হয়ে যায় কলিযুগের অন্ত উপস্থিত হয়, এইরকম কল্পের সঙ্গমে আমি আসি। যুগ সম্পূর্ণ হলে তখন দুই কলা কম হয়ে যায়। এ তো যখন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ লেগে যায় তখন আমি আসি। আমি যুগে যুগে আসি না। এ'কথা বাবা বসে বহিঃপতঙ্গদের বুঝিয়ে থাকেন। বহিঃপতঙ্গদের মধ্যেও নশ্বরের অনুক্রম রয়েছে। কেউ তো জ্বলে-পুড়ে মৃত্যুবরণ করে, কেউ তো চক্রাকারে ঘুরেফিরে চলে যায়। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে পারে না। যদি কখনো শ্রীমতানুসারে না চলে তখন আবার মায়া আছাড় মারতে (আঘাত) থাকবে। শ্রীমতের অনেক গায়ন রয়েছে। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা বলা হয়ে থাকে। শাস্ত্র তো পরে বসে বানানো হয়েছে। ওইসময় মানুষের বুদ্ধি রজঃ, তমঃ হওয়ার কারণে মনে করে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে এসেছিলেন। বাবা বলেন আমি আসিই তখন, যখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বী মনুষ্যেরা হারিয়ে (বিলুপ্ত) যায়। উপরন্তু এ'কথা ভুলে যায় যে আমরাই সেই দেবী দেবতা ধর্মাবলম্বী ছিলাম। নিজেদের হিন্দু ধর্মের বলে দেয়। এ হলো ভীষণ ভীষণই ভুল। ভারতবাসীরা যে দেবতা ধর্মের পূজারী, তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করো তোমরা কোন্ ধর্মের ? তখন বলে আমরা হিন্দু ধর্মের। আরে তোমরা কার পূজা করে থাকো? ভারতবাসীরা নিজেদের ধর্মকেই জানেনা। এও ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। যখন ভুলে যাবে তখনই তো আমি পুনরায় এসে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করব? সত্যযুগে হয়ই এক ধর্ম। এ কথা বাবা বসে বুঝিয়ে থাকেন। যারা বিশ্বের মালিক ছিল স্বয়ং তারাই ভুলে যায় তাহলে বাকিদের কথা আর কি !

ইনি হলেন অদ্বিতীয় বাবা যিনি এসে দুঃখধাম থেকে বের করে সুখধামের মালিক বানিয়ে দেন। তোমরা বলবে এখন

আমরা হলাম নরকের মালিক। দুনিয়াকে তমোপ্রধান তো হতেই হবে। সকলেই হলো পতিত তবেই তো পবিত্রের সামনে গিয়ে নমন করে। মানুষ সন্ন্যাসী প্রভৃতিদের গুরু বানায় কারণ তারা হলো পবিত্র, মনে করে গুরুর মাধ্যমে পবিত্র না হলে তখন সঙ্গতি কীভাবে হবে। কিন্তু ফলো (অনুসরণ) তো করে না। গুরুরা আবার তাদের বলেও না যে তোমরা ফলো কোথায় করো, পবিত্র কোথায় হও। এখানে তো বাবা বলেন - যদি তোমরা পবিত্র নির্বিকারী হও তবেই হলে আমার ফলোয়ার, নাহলে তোমরা ফলোয়ার নও। উচ্চ গতি প্রাপ্ত করতে পারবে না। সন্ন্যাসী এভাবে বলবে না যে ফলো করো, না হলে সাজা ভোগ করতে হবে। একথা বাবা বলেন -- শ্রীমৎ অনুসারে চলো নাহলে অত্যন্ত গ্রাহি গ্রাহি (হাহাকার) করতে হবে। ওরা তো মনে করে আত্মা হলো অলিপ্ত (দাগহীন), কিন্তু না। আত্মাই সুখ-দুঃখ দেখে। একথা কেউই বোঝেনা। বাবা বারবার বুঝিয়ে থাকেন - বাচ্চারা, লক্ষ্য (মঞ্জিল) অতি উচ্চ। এই সময় তোমরা পুরুষার্থ করছো, যদিও দুঃখী হয়ে রয়েছো। তোমরা জানো সত্যযুগে আমরা অত্যন্ত সুখী থাকবো। সেখানে একথা জানা থাকবে না যে আমাদের আবার দুঃখধামে যেতে হবে। আমরা সুখে কিভাবে এসেছি, কত জন্ম নেবো - কিছুই জানে না। এখন তোমরা জানো যে উচ্চ হলো কে? তোমরা ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার কারণে যেমন ঈশ্বর নলেজফুল, তোমরাও হলে নলেজফুল। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরের সন্তান। দেবতাদের খোড়াই ঈশ্বরের সন্তান বলা হবে। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান কিন্তু নশ্বরের অনুক্রমে। কেউ তো অত্যন্ত ভালো। মনে করে আমরা তো বাবার মতানুসারে চলছি। যত মতানুসারে চলবে ততই শ্রেষ্ঠ হবে।

বাবা সম্মুখে বসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন - বাচ্চারা, দেহ অভিমান ত্যাগ করো, দেহী-অভিমानी হও, নিরন্তর স্মরণ করো। কিন্তু সর্বদা স্মরণ করতে পারবে না। স্মরণও থাকবে পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। সেও রেজাল্ট অন্তিম সময়ে বেরোবে। বাবা তো হলেনই সুখদাতা। এমন নয় যে দুঃখও বাবা-ই দিয়ে থাকেন। বাবা কখনো বাচ্চাকে দুঃখ দেন না। বাচ্চারা নিজের উল্টো চলেন দুঃখ পায়। বাবা দুঃখ দিতে পারেন না। বলে থাকে - হে ভগবান, সন্তান দাও তাহলে কুল বৃদ্ধি পাবে। বাচ্চাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। দুঃখ তো তারা আপন কর্মের উপরেই পেয়ে থাকে। এখনও বাবা বাচ্চাদের অত্যন্ত সুখী করে দেন। তিনি বলে থাকেন শ্রীমৎ অনুসারে চলো। আসুরিক মতে চলে তোমরা দুঃখ পাও। বাচ্চারা বাবা আর টিচার অথবা বড়দের আঙা না মানার কারণে দুঃখী হয়। দুঃখদায়ী নিজেরাই হয়। মায়ার অধীন হয়ে যায়। তোমাদের ঈশ্বরের মত এখনই প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরীয় মতের রেজাল্ট ২১ জন্ম পর্যন্ত চলে। তারপর অর্ধেক কল্প মায়ার মতে চলে। ঈশ্বর একবারই এসে মত দেন। মায়া তো অর্ধেক কল্প ধরেই রয়েছে। মত দিতেই থাকে। মায়ার মতানুসারে চলে ১০০ শতাংশ দুর্ভাগ্যশালী হয়ে পড়ে।

সূতরাং যারা ভালো ভালো ফুল তারা এই খুশিতে সদাই মত্ত থাকবে। নশ্বরের অনুক্রম তো রয়েছে, তাই না ! কোনো বর্হিপতঙ্গ তো বাবার হয়ে শ্রীমতানুসারে চলতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরিবই নিজের সম্পূর্ণ পোতামেল লেখে। বিত্তশালীদের তো ভয় থাকে যে কোথাও আমাদের পয়সা না নিয়ে নেয়। বিত্তশালীদের জন্য অত্যন্ত মুশকিল। বাবা বলেন - আমি হলাম দীন দয়াল। দানও সর্বদা গরিবকেই করা হয়ে থাকে। সুদামার উদাহরণ রয়েছে, তাই না ! এক মুঠো চাল নিয়ে তাকে মহল দিয়ে দিয়েছিল। তোমরা হলে গরীব, মনে করো কারোর কাছে ২৫-৫০ টাকা আছে তার থেকে এক-দুই আনা দেয়। ধনবান ৫০ হাজার দেয় তাহলেও ইকুয়াল (সমান) হয়ে যায়, সেইজন্য দিনদয়াল বলা হয়ে থাকে। বিত্তশালীরা বলে আমরা অবসর পাই না কারণ সম্পূর্ণ নিশ্চয় নেই। তোমরা হলে গরীব। গরিবদের ধন প্রাপ্ত হলে খুশি হয়। বাবা বুঝিয়েছেন এখানকার গরিব ওখানে ধনবান হয়ে যায় আর এখানকার ধনবান ওখানে অত্যন্ত গরিব হয়ে পড়ে। কেউ বলে আমরা যজ্ঞের খেয়াল রাখব নাকি আত্মীয়-পরিজনেদের রাখবো। বাবা বলেন তোমরা নিজেদের আত্মীয়-পরিজনেদের অত্যন্ত ভালোভাবে দেখাশোনা করো। ভালো হয়েছে, যে তোমরা এইসময় হলে গরিব। ধনবান হলে তখন বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে পারতে না। সন্ন্যাসীরা এইরকম বলবে না, তারা তো পয়সা নিয়ে নিজেদের সম্পত্তি তৈরি করে। শিববাবা খোড়াই বানাবেন ! বাচ্চারা, এই ঘরবাড়ি ইত্যাদি সব তোমরা নিজেদের জন্য বানিয়েছো। এ কারোর সম্পত্তি নয়। এ তো হলো টেম্পোরারী কারণ অন্তিম সময়ে বাচ্চাদের এখানে এসে থাকতে হবে। আমাদের স্মারণকচিহ্নও এখানেই রয়েছে। সেইজন্য ভবিষ্যতে এখানে এসে বিশ্রাম নেবো। বাবার কাছে দৌড়বে সে-ই, যে যোগযুক্ত হবে। তাদের সহায়তাও প্রাপ্ত হবে। বাবার সহায়তা অনেক প্রাপ্ত হয়। তোমরা জানো আমাদের এখানে বসে বিনাশ দেখতে হবে। বাচ্চারা, যেমনভাবে শুরুতে বাবা তোমাদের আনন্দ দিয়েছিলেন তেমনই পরে আগমনকারীদেরও অধিকার রয়েছে। সেইসময় এমন ফিল করবে যেন বৈকুণ্ঠে বসে রয়েছে। অত্যন্ত সমীপে আসতে থাকবে।

এ তো বোঝো যে আমরা এখন যাত্রায় রয়েছি। অল্প (কিছু) সময় পরে বিনাশ হবে। আমরা গিয়ে প্রিন্স-প্রিন্সেস হবো। নানান রকমের ফুল রয়েছে। প্রত্যেক বাচ্চাদের বোঝা উচিত যে আমরা কতজনকে জ্ঞানের সৌরভ প্রদান করেছি ! কাকে

কাকে জ্ঞান আর যোগের শিক্ষা প্রদান করি ! যে সেবা করে সে ভিতরে ভিতরে প্রফুল্লিত থাকে। বাবা জেনে যান যে এ কি অবস্থায় রয়েছে? এর অবস্থা কতদূর পর্যন্ত গ্যালপ করবে (দৌড়াবে)। তার অবস্থাই গ্যালপ করবে যে বহিঃপতঙ্গ হয়ে গেছে। বাবা বোঝান মায়ার তুফান তো আসবে, তার থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। সন্ন্যাসী কখনো বলবে না যে স্ত্রী-পুরুষ গৃহস্থ থেকে পবিত্র হয়ে দেখাও। সে এমন সন্ন্যাস করতে পারে না। তাদের হলোই রজঃপ্রধান সন্ন্যাস, নিবৃত্তিমাগের। হঠযোগ সন্ন্যাস তো মানুষ, মানুষকে শিখিয়ে আসছে। এখন এই রাজযোগ পরমপিতা পরমাত্মা এসে আত্মাদের শিখিয়ে থাকেন। আত্মার জ্ঞান রয়েছে - আমি আত্মা আমার (আত্মা) ভাইকে বোঝাচ্ছি। যেমনভাবে পরমাত্মা বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের (বাচ্চাদের) বুঝিয়ে থাকেন। আমরাও হলাম আত্মা। বাবা আমাদের শিখিয়ে থাকেন। আমরা আবার এই আত্মাদের বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু এই আত্মা-ভাবের নিশ্চয় না থাকার জন্য নিজেকে মানুষ মনে করে মানুষকে বুঝিয়ে থাকে। বাবা বলেন আমি তো আত্মাদের সঙ্গেই কথা বলি। আমি পরম আত্মা তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সাথেই কথা বলি। তোমরা বলবে আমরা আত্মারা শুনে থাকি। আত্মাদের শোনায। এইভাবে তোমরা দেহী-অভিমানী হয়ে কাউকে শোনাতে তখন সেই তীর তৎক্ষণাৎ লাগবে। নিজেই যদি দেহী-অভিমানী হয়ে না থাকতে পারে তাহলে ধারণাও করাতে পারবেনা। এ হলো অতি উঁচু লক্ষ্য। বুদ্ধিতে এ'কথা থাকা উচিত যে আমরা এই অরগ্যান্স দ্বারা শুনছি। বাবা বলেন - আমি আত্মাদের সঙ্গে কথা বলে থাকি। বাচ্চারা বলবে আমরা আত্মারা ভাইদের সঙ্গে কথা বলে থাকি। বাবা বলেন আমি আত্মাদেরকে বুঝিয়ে থাকি। বাবার আদেশ হলো - বাচ্চারা, অশরীরী অর্থাৎ দেহী-অভিমানী হও। দেহ-অভিমান ত্যাগ করো, আমাকে স্মরণ করো। এ'কথা বুদ্ধিতে আসা উচিত - আমরা আত্মার সঙ্গে কথা বলে থাকি, শরীরের সঙ্গে নয়। অবশ্যই ফিমেলও রয়েছে, তাদেরও আত্মার সঙ্গে কথা বলি। বাচ্চারা, তোমরা মনে করো আমরা তো বাবার হয়ে গেছি কিন্তু না, এতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি চলতে থাকে। আমি আত্মা বুঝিয়ে থাকি, এ'কথা বুদ্ধিতে আসে। এমন নয় যে আমি অমুক-কে বোঝাই। না, এ হলো আমাদের ভাই, তাকে রাস্তা বলে দিতে হবে। এই আত্মা বুঝতে পারছে। এইরকম মনে করো তবেই আত্মার তীর লাগবে। দেহকে দেখে শোনাতে তখন আত্মা শোনে না। প্রথমেই ওয়ার্নিং দাও যে আমি আত্মার সঙ্গে কথা বলি। আত্মাকে তো না মেল বলবে, না ফিমেল বলবে। আত্মা হলো আলাদা। মেল ফিমেল শরীরের উপরে নামকরণ হয়। যেমন ব্রহ্মা-সরস্বতীকে মেল - ফিমেল বলবে। শংকর-পার্বতীকে মেল ফিমেল বলবে। শিববাবাকে না মেল, না ফিমেল বলা হবে। তাই বাবা আত্মাদেরকে বোঝান -- এ হলো অতি উঁচু লক্ষ্য। বাবার আত্মা এদের বোঝায়। আত্মাকে ইঞ্জেকশন লাগাতে হবে তবেই দেহ-অভিমান ছিন্ন হবে। নাহলে তো সুগন্ধ বেরোয় না, শক্তি থাকে না। আমরা আত্মার সঙ্গে কথা বলি। আত্মাই শোনে। বাবা বলেন তোমাদের ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য দেহী-অভিমানী হও, মন্মনাভব। তারপর অটোমেটিকালি মধ্যাজীভব চলে আসে। মূল কথাই হলো মন্মনাভব। বাবাকে স্মরণ করো। সকলে তো অবশ্যই বলে থাকে যে ভগবানকে স্মরণ করো কিন্তু জানে না। বিশেষভাবে বলে ঈশ্বরকে স্মরণ করো। শ্রীকৃষ্ণকে বা কোনো দেবতাকে স্মরণ করা উচিত নয়। বাচ্চারা, এখন তোমাদের অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। সকালে (অমৃতবেলায়) উঠে বিচার সাগর মন্মন করতে হবে। দিনে সার্ভিস করতে হবে, কারণ তোমরা হলে কর্মযোগী। লেখাও রয়েছে নিদ্রাজিৎ হও। রাতে জেগে উপার্জন করো। দিনে মায়ার অনেক ঝামেলা রয়েছে। অমৃত বেলায় বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত ভালো থাকে। বাবাকে এটা তো লেখে না যে অমুক সময়ে উঠে বিচার সাগর মন্মন করি। এতে অত্যন্ত পরিশ্রম রয়েছে। বিশ্বের মালিক হয়ে যায়, তার জন্য অবশ্যই কিছু তো পরিশ্রম করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহী-অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে, আমি আত্মা, আত্মার (ভাই) সঙ্গে কথা বলছি। আত্মা কথা বলে, আত্মা এই অরগ্যান্স দ্বারা শোনে..... এই অভ্যাস করতে হবে।

২) উচ্চ গতির (প্রাপ্ত করার) জন্য পবিত্র নির্বিকারী হতে হবে। জীবিত থেকেও মৃতবৎ হয়ে সম্পূর্ণরূপে বহিঃপতঙ্গ (পরওয়ানা) হতে হবে।

বরদানঃ:- একমাত্র সাহসের বিশেষত্বের দ্বারা সকলের সহযোগ প্রাপ্ত করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বিশেষ আত্মা ভব যে বাচ্চারা সাহস রেখে, নির্ভয় হয়ে সম্মুখে এগিয়ে যায় তাদের বাবার সহায়তা স্বততঃই প্রাপ্ত হয়। সাহসের বিশেষত্বের দ্বারা সকলের সহযোগ প্রাপ্ত হয়ে যায়। এই একটি বিশেষত্ব থেকে অনেক বিশেষত্ব

স্বতঃই আসতে-যেতে থাকে। এক কদম আগে রাখা আর অনেক কদম সহযোগের অধিকারী হয়ে যাওয়া।
এই বিশেষত্বের দান আর বরদান অন্যদেরকেও দিতে থাকে অর্থাৎ বিশেষত্বকে সেবায় ব্যবহার করে
তাহলেই বিশেষ আত্মা হয়ে যাবে।

স্লোগান:- বুদ্ধির দ্বারা এত হাল্কা থাকে যে বাবা যেন আপন পলকের উপর বসিয়ে সাথে করে নিয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ঘরে বসে এই ওয়ান্ডারফুল আত্মিক (রুহানী) যাত্রায় আছো, তোমাদের হলো বুদ্ধির যাত্রা, কর্ম করেও এই যাত্রায় কদম বাড়াও, তাহলে পাবন হয়ে যাবে"

*প্রশ্ন:- এই জ্ঞান মার্গের প্যাঁচদার তথা সূক্ষ্ম কথা কি, যা তোমরা বাচ্চারা এখনই শুনে থাকো?

*উত্তর:- তোমরা জানো যে, আমরা সবাই মেল এবং ফিমেল, এক শিব পরমাত্মার সজনী আত্মা। সাজন হলেন এক পরমাত্মা। এরপর দেহের হিসাবে আমরা শিব বাবার পৌত্র আর পৌত্রী। তাঁর প্রপাটির (সম্পত্তির) উপর আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমরা দাদুর থেকে একুশ জন্মের জন্য সুখের সম্পদ গ্রহণ করি - এ হলো প্যাঁচদার (slippery) কথা।

*গীত:- আমাদের তীর্থ হলো পৃথক...

ওম্ শান্তি। দেহের যাত্রা আর আত্মিক (রুহানী) যাত্রার উপরে এই গীত ভক্তি মার্গের মানুষ বানিয়েছে। অতীতে যা হয়ে গেছে মানুষ তার মহিমা করে। সকল মনুষ্য মাত্রই দেহের যাত্রার কথাই জানে। দেখাই যাচ্ছে যে জন্ম - জন্মান্তর ধরে তারা এই যাত্রা করেও আসছে। তাদের বুদ্ধিতে বদ্রীনাথ, শ্রীনাথ... ইত্যাদি স্মরণে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদেরও এই দেহের বা লৌকিক যাত্রা স্মরণে ছিলো আর এখনো স্মরণে আছে। তোমরা এই যাত্রা জন্ম - জন্মান্তর ধরে করেছো। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই রুহানী (আত্মিক) যাত্রার জ্ঞান আছে। মানুষের বুদ্ধিযোগ শূল দেহের যাত্রার প্রতিই থাকে। তোমাদের বুদ্ধিযোগ আছে রুহানী যাত্রার প্রতি। এ হলো রাত - দিনের তফাৎ। তোমরা এখন রুহানী যাত্রার প্রতি কদম বাড়িয়ে চলেছো। তোমরা এই ওয়ান্ডারফুল যাত্রা ঘরে বসেই করো। অন্য কেউ কি এই যাত্রাকে বুঝতে পারবে? যখন কাজ - কারবারে লেগে যাও, তখন এতো স্মরণ থাকে না, কিন্তু যখন বিচার সাগর মন্বন করতে বসবে তখন খুব ভালোভাবে স্মরণে আসবে যে, আমরা যাত্রাতে আছি। এই জ্ঞান খুবই সহজ। বাচ্চারা বুঝতেও পারে যে, বরাবর পতিত পাবন বাবা কি করেন? পাবন বানানোর জন্য অবশ্যই কোনো যাত্রা হবে। সে হলো সুইট নির্বাণধাম, যাকে সকল ভক্তরা স্মরণ করে। এ কেউই জানে না যে, ভগবানকে আমাদের কাছে আসতে হবে, বা আমাদের ভগবানের কাছে যেতে হবে। ওরা মনে করে, আমাদের গুরু অথবা আমাদের বড়রা নির্বাণধামে অথবা নিরাকারী বতনে চলে গেছেন। আচ্ছা, তারপর ওখানে গিয়ে কি করে? গিয়ে কি বসে যায়? কি হয়, মানুষ কিছুই জানে না। কেবল বলে দেয়, পার নির্বাণে গিয়েছে। জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে। ঢেউ সাগরে মিলিয়ে গেছে। মানুষ কিছুই জানে না যে, এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে। বাবা এখন বোঝান, এই রুহানী যাত্রা একবারই হয় - এই অন্তিম জন্মে। রুহানী যাত্রা বা আত্মাদের যাত্রা বলা হবে। সর্বপ্রথমে বাচ্চাদের তো এই নিশ্চয় হয়েছে যে, আমরা হলাম আত্মা। বলা হয়, জীব আত্মা দুঃখ পায়, তাহলে এই সময় আত্মা যখন জীবের সঙ্গে, যখন আত্মা সজনী, তখন বাবাকে খুঁজতে থাকে। মেল এবং ফিমেল, সকলেই সজনী। এমনিতে মেলদের তো কেউ সজনী বলবেই না, কিন্তু এ হলো অতি গূহ্য এবং প্যাঁচদার কথা। তোমরা নিজেদের শিব বাবার পৌত্র মনে করো -- যেহেতু দেহ আমার (ব্রহ্মার), সেই হিসাবে তোমরা তো পৌত্র - পৌত্রীই হলে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমাদের ঠাকুরদাদার সম্পত্তির উপর অধিকার আছে। কোনো বাবা যদি ধনবান হয় কিন্তু তার বাচ্চা যদি অযোগ্য হয়, তাকে সম্পত্তি দিলো না, এ হতেও পারে কিন্তু দাদুর সম্পত্তি বংশ পরম্পরায় রাজকূলে চলেই আসছে। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে তোমরা দাদুর সম্পত্তি ভোগ করবে। এখন তোমরা দাদুর কাছ থেকে সম্পত্তি গ্রহণ করছো। দাদুর সম্পদ হলো গ্রেট। ২১ জন্ম তোমরা সদা সুখের সম্পদ গ্রহণ করো। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন দাদা (গ্র্যান্ড ফাদার)। ব্রহ্মাকে বাবা বলা হবে। বলা হয় এই প্রপাটি আমরা দাদুর থেকে গ্রহণ করছি। তোমরা যত পুরুষার্থ করবে ততই দাদুর প্রপাটি পাবে। এই মাতা - পিতা, জগদম্বা এবং জগৎ পিতা যেমন পুরুষার্থ করেন, তেমনই আমরাও এই পুরুষার্থের দ্বারা এমন উচ্চ তৈরী হই। দাদুর সম্পূর্ণ প্রপাটি প্রাপ্ত করি, রাজত্ব প্রাপ্ত করি। তোমরা জানো যে, সেই বাদশাহী আবার কতো সময় ধরে চলে। পয়েন্টস তো অনেকই আছে। যদি এই প্রকারে তোমরা কাউকে বোঝাও তাহলে তারা চট করে বুঝে যাবে। তোমাদের তো অবশ্যই দুইজন বাবা আছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো সবাই পিতা বলে। গড ফাদারকে সবাই মানে। বড় হলেন দাদু, ব্রহ্মা হলেন তাঁর বাচ্চা। ব্রহ্মার নাম তো মহান। বিষ্ণু এবং শঙ্করকে কেউ প্রজাপিতা বলবে না। সূক্ষ্ম বতনে তো আর রচনা করবেন না। ব্রহ্মা তো অবশ্যই এখানেই ব্রাহ্মণ রচনা করবেন। ব্রহ্মা মুখ কমলের দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রচনা করেছিলেন। যেমন বলা হয় -- ক্রাইস্ট খ্রীস্টান সম্প্রদায়

রচনা করেছিলেন, ইব্রাহিম ইসলাম সম্প্রদায় রচনা করেছিলেন। নাম তো আসে, তাই না। শঙ্করাচার্যও রচনা করেছিলেন। প্রত্যেক বৃক্ষে শাখাপ্রশাখা তো অবশ্যই থাকে। এ হলো অসীম জগতের বৃক্ষ। এর রচয়িতা অথবা বীজরূপ তো বিখ্যাত, নামীদামী। ফাউন্ডেশন রয়েছে উপরে। বীজ থাকে উপরে। বাকি শাখাপ্রশাখা এখন এখানেই বলা হবে। এ হলো সমস্ত মনুষ্য রচনা। এই ব্রহ্মাকুমারী সংস্থা স্বয়ং বীজরূপ বাবা রচনা করেছেন, যে বীজরূপ পরমপিতা পরমাত্মা উপরে থাকেন। এমন নয় যে, সমস্ত শাখাপ্রশাখার বীজরূপ উপরে থাকে। এ অনেক বড় সূক্ষ্ম কথা। পরমপিতা পরমাত্মাকে সর্বদা উপরেই স্মরণ করা হয়। ক্রাইস্টকে উপরে স্মরণ করা হয় না। পরমপিতা পরমাত্মার নাম, রূপ, দেশ, কাল তো একটাই। কখনোই তার পরিবর্তন হয় না। এই কথা বাবা বসে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে - আমরা এখন পতিত থেকে পাবন হচ্ছি। সর্বদা একরস অবস্থা থাকে না। প্রথমে ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়, তারপর ১৪ কলা, এরপর কলা কম হতে থাকে। সত্যযুগের পরে আমরা আবার নীচে নামতে থাকি। এইসময় আমরা একেবারে উপরে যাই। এ হলো উপরে যাওয়ার রাস্তা। এটা হলো নীচে আসার রাস্তা। ওঁনার মহিমা অনেক হলো অনেক উচ্চ। পতিত পাবন হলেন এক। সবাই স্মরণও একেই করে, কিন্তু সম্পূর্ণ না জানার কারণে দেহধারীদের স্মরণ করে, কেননা এই কথা ভুলেই গেছে যে, পতিত পাবন কে, অবশ্যই সেই এক-কেই বলতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতেই এই কথা আসতে পারে না। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার আছে। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা দাদুর পৌত্র, আর বাবার ঘরে বসে আছি। এখানে দাদুও আছেন। অবতারও তিনি অবশ্যই এখানেই নেবেন, তাই না। তোমরা বলবে যে, এখানে আমাদের দাদু আমাদের পড়ান। তিনি পরমধাম থেকে আসেন। তিনি আমাদের রুহানী ঠাকুরদাদা আর সবাই লৌকিক দাদু হয়। তাই দাদু বলেন, তোমাদের খুশীতে একদম উচ্ছল হওয়া উচিত। যদিও রাজা এবং রাজ পরিবারের লোকেরা অনেক বিত্তবান হয়, কিন্তু এই দাদা আমাদের কি দেন? স্বর্গের বাদশাহী। এই কথা তোমরা এখন বুঝতে পারো। সত্যযুগে আবার এই কথা ভুলে যায়। ওখানে এই লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদিরা জানেই না যে, আমাদের এই স্বর্গের সুখ কে দিয়েছে? এই কথা যদি বুঝতে পারে তাহলে এই কথাও বুঝতে পারবে যে, এর পূর্বে আমরা কে ছিলাম? এ হলো খুবই ওয়ান্ডারফুল (আশ্চর্যজনক) কথা। লক্ষ্মী - নারায়ণ এই কথা জানতেই পারে না যে, এই রাজধানী আমাদের কে দিয়েছেন। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া এই কথা আর কেউই জানে না। তোমাদের পদ দেবতাদের থেকেও উঁচু, তোমরা এখানে দাদুর প্রপাটি সম্পদ) পাও।

তোমরা জানো যে, অবশ্যই এই ব্রহ্মা হলেন বাবা, এনার তনে দাদু (গ্র্যান্ড ফাদার) আসেন। না হলে পতিতকে পাবন বানাতে কিভাবে আসবেন। সমস্ত আত্মারা উপর থেকে নীচে এসে শরীর ধারণ করে। ওনার নিজের কোনো শরীর নেই। বাচ্চারা, এই সমস্ত কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। ওঁনাকে বলা হয় পরম আত্মা। এই অর্থ এটা নয় যে, পরমাত্মা বড়, আর আত্মা ছোটো। পরমাত্মা আর আত্মার মধ্যে কোনো অন্তর নেই। এমনও নয় যে, পরমাত্মা কোনো ছোটো - বড় হবেন। বাবা বলেন, আমি কতো সাধারণ। আমার মহিমা অনেক বড়, কেননা আমি এসেই সবাইকে পতিত থেকে পাবন বানাই। আমিও হলাম আত্মা। আমার মধ্যে যে নলেজ আছে, আমি তা তোমাদের দান করি। এমন নয় যে, আত্মা ছোটো বা বড় হয়। আত্মার মধ্যে নলেজ না থাকার কারণে আত্মা ময়লা বা পতিত হয়ে যায়। ঝিমিয়ে যায়। দীপ নিভন্ত হয়ে যায়, তারপর তাতে জ্ঞান হৃত পড়লে দীপ পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হয়। বাকি আত্মা কি? এমন নয় যে, আত্মা কোনো আগুন। আত্মা তেমনই শীতল, যেমন পরমাত্মা শীতল। তিনি তো সকলকেই শীতলতা প্রদান করেন। এমন গায়ন আছে...এনার অঙ্গ শীতল হয়ে যায় ওঁনার প্রবেশে। যার মধ্যে প্রবেশ করেন, তাকেও কতো শীতল বানান। তোমরা জানো যে, বাবা কতো শীতল! শীতল আর গরম। ওরা তো কাম চিতায় জ্বলে মরে যায়, সে'কথা আর জিজ্ঞাসা ক'রো না। কেউ কেউ তো এমনই পাপাত্মা যে, যতই জ্ঞানের ছিঁটে দাও, শীতল হয়ই না। এক একজনের উপরে কতো পরিশ্রম করতে হয়। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা শীতল হয়েছে তো? সাধু সন্তরা তো এমন কথা কখনোই জিজ্ঞাসা করে না। মায়াই সকলকে পতিত বানিয়ে দেয়। কাম চিতায় তারা জ্বলতে থাকে।

বাচ্চারা, তোমরা তাই জানো যে, আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চা, শিব বাবা হলেন দাদু, তাই উত্তরাধিকার তো প্রাপ্ত হওয়া চাই, তাই না। এক বাবা, এক দাদু তাঁর থেকে প্রপাটি (সম্পত্তি) অনেক বাচ্চাই পায়। আর কোনো মনুষ্যকে প্রজাপিতা বলা হবে না। শিব বাবা তো আত্মাদের পিতাই। বাচ্চারা, এখন তোমরা যেহেতু সন্মুখে বসে আছো, তাই জানো যে - আমরা শিব বাবার সঙ্গে বসে আছি। তিনি আমাদের দাদু, যিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাঁর কাছ থেকে আমরা রাজযোগ শিখছি। দাদুর থেকে আমরা স্বর্গের ঐশ্বর্য পাই, যার দ্বারা আমরা ২১ জন্ম আর কাঙ্গাল হবো না। তোমরা অনেক বিত্তবান হয়ে যাও। তোমরা যে পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে, তারাই আবার পূজারী হয়ে যাও। তোমরা জানো যে, আমরা

বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি আর আমরা ২১ জন্ম সুখ ভোগ করবো। আমরা কতবার এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছি আর হারিয়ে ফেলেছি। পরশু উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছি, কাল আবার হারিয়ে ফেলেছি, আজ আবার গ্রহণ করছি। কাল আবার হারিয়ে ফেলবো। এই কথা তোমরা এখনই জানো। এই সময় নলেজফুল, জ্ঞানের সাগর বাবার থেকে তোমরাও মাস্টার জ্ঞানের সাগর হও। তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করো। বাকি এমন নয় যে, কেউ তেজোময় বিদ্যুৎ হয়ে যাও। এ'গুলো হলো এক বাড়িয়ে চড়িয়ে বলা কথা। শ্রীকৃষ্ণের যেমন প্রশংসা করা হয় -- তিনি যখন জন্মেছিলেন তখন সমস্ত ঘর আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। এখন সেই সময় তো ছিলো স্বর্গ, দিন। আলোক তো ছিলোই। বাকি এমন তো নয়ই যে লাইট আসবে। এ' সব কেবল মহিমার জন্য বলা হয়। এমনিতেও পরমপিতা পরমাত্মাও হলেন পরম আত্মা, বাকি মহিমা সমস্ত কর্তব্যের উপরেই হয়। মহিমা তো অনেকেরই আছে। মানুষ বলে - অমুকে মারা গেছে তো স্বর্গে গেছে, তাহলে স্বর্গ কি উপরে নাকি? দিলওয়াড়া মন্দিরেও ছাদে বৈকুণ্ঠ দেখানো হয়। নীচে হলেন আদি দেব, আদি দেবী, জগৎ পিতা আর জগৎ অম্মা। তাহলে অবশ্যই এনারা নীচে নরকে বসে আছেন। স্বর্গে যাওয়ার জন্য রাজযোগ শিখছেন। বাচ্চারা, এ তোমরাই জানো যে, এ হলো সঠিক স্মরণিক। আমরাও এখানে এসেই বসেছি। এ কতো ওয়ান্ডারফুল কথা। বাচ্চারা এসে দাদুর হয়ে গেছে, তাই সেই খুশীর পারদ কতটা চড়া উচিত। আমরা পাবন দুনিয়ার মালিক তৈরী হই। পরিশ্রম ছাড়া কেউই তো এই বিশ্বের মালিক হতে পারবে না। ওই পরিশ্রম হলো স্কুল, এ হলো সূক্ষ্ম। আত্মাকে পরিশ্রম করতে হয়। রুটি তৈরী করা, রুজি রোজগার কাজকর্ম করা... এ'সব আত্মাই করে। বাবা এখন আত্মাদের এই রুহানী কর্তব্যে লাগান। এর সাথে সাথে দৈহিক কাজকারবারও করতে হবে। বাচ্চাদেরও দেখাশোনা করতে হবে। এমন নয় যে বলে দিলে, বাবা আমি আপনার, এই বাচ্চাদেরও আপনাকেই সামলাতে হবে। সবাইকে বাবাই দেখাশোনা করবেন, এতো বড় বাড়িও তো পাওয়া যাবে না। দিল্লীর কেল্লার মতো একশো কেল্লা থাকলেও এতো বাচ্চা কোথায় রাখবেন। এ হতে পারে না। তাছাড়া এই বাড়িও তেমন মজবুত নয়। নিয়মই হলো যে, গৃহস্থ জীবনে থেকে নিজের পুরুষার্থ করো। এতো সব বাচ্চা যদি এখানে এসে যায় তাহলে কীভাবে চলবে? বাবা তাই বলেন, আমাকে স্মরণ করো। দাদুর থেকে অটুট সম্পদ পাওয়া যায়। এ কতো খুশীর কথা। আর বেশী সময় নেই। এমন গাওয়া হয়...রাম গেলো, রাবণ গেলো...ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যকার হতে থাকবে যে, এরপরে কি হওয়া সম্ভব। নিজের ঘরের কাছাকাছি পৌঁছালে ওই বড় গাছটি দেখা যায় ইত্যাদি হতে থাকে। তোমরাও যখন কাছাকাছি আসতে থাকবে তখন বুঝতে পারবে যে, এখন কি কি হবে। বাবা জ্ঞানও দিতে থাকবেন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সমান শীতল হয়ে জ্ঞানের ছিঁটে দিয়ে মনুষ্য আত্মাদেরও শীতল বানানোর সেবা করতে হবে।

২) দাদুর সম্পদকে স্মরণ করে অপার খুশীতে থাকতে হবে। রুহানী কর্তব্য কর্ম করে এই বিশ্বের বাদশাহী গ্রহণ করতে হবে।

বরদানঃ:- সমীপ সম্বন্ধ এবং সর্ব প্রাপ্তির দ্বারা সহযোগী হওয়া সর্ব সিদ্ধি স্বরূপ ভব
যে বাচ্চারা সদা নিকট সম্বন্ধে থাকে আর সর্ব প্রাপ্তির অনুভব করে, তাদের সহজ যোগের অনুভব হয়। তারা সদা এই অনুভব করে যে, আমি বাবার-ই। তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না যে, আমি আত্মা, আমি বাবার বাচ্চা। তারা সদা এই নেশায় প্রাপ্তি স্বরূপ অনুভব করে, সদা শ্রেষ্ঠ উৎসাহ - উদ্দীপনা এবং খুশীতে একরস থাকে, সদা শক্তিশালী স্থিতিতে থাকে, তাই সর্ব সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে যায়।

স্নোগানঃ:- আত্মিক গড়িমায় (রুহানী শান) যে থাকে, সে কখনোই জাগতিক মান - মর্যাদা বা প্রশংসার আশা করে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কর্তব্য হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্ন উপার্জন করা এবং করানো, দান কখনও জিজ্ঞাসা করে করা যায় না, করে দেখাতে হয়"

*প্রশ্নঃ - বাবার অন্তরে কোন্‌ শুভ আশা সবসময় থাকে? কোন্‌ বিষয়ে বাবা নিজের সমান তৈরি করতে চান?

*উত্তরঃ - বাবার অন্তরে সবসময়ই বাচ্চাদের সুখ প্রদান করার আশা থাকে। অসীম জগতের বাবার কখনও বিকল্প বা খারাপ কর্ম করার সঙ্কল্প, দুঃখ দেওয়ার সঙ্কল্প আসতে পারে না, কেননা তিনি হলেন সুখদাতা। এই ব্যাপারেই বাবা নিজের বাচ্চাদের নিজের সমান তৈরি করতে চান। বাবা বলেন – মিষ্টি বাচ্চারা, চেক করো যে আমার অন্তরে সবসময় শুদ্ধ সঙ্কল্প কি থাকে? বিকল্প আসে না তো?

*গীতঃ- চেহারা দেখে নে রে প্রাণী মন রূপী দর্পণে...

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ - এই কথা কে বলেছেন চেহারা দেখো রে হে প্রাণী? প্রাণী বলা হয় জীব আত্মাকে। জীব আত্মারা তো বাচ্চা তাই না বাবার! তোমরা জানো আমরা হল্যাম আত্মা। এই সময় আমাদের আত্মার পিতা পরমপিতা পরমাত্মা। জীব দেহের পিতাও এখন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। আমরা বাপদাদার সন্তান। বাবা বসে জীব আত্মাদের বোঝাচ্ছেন – হে বাচ্চারা, নিজের অন্তর্মনের দর্পণ দিয়ে যাচাই করো যে কত পারসেন্ট (শতাংশ) আমরা পুণ্য আত্মা হয়েছি? কতটুকু পুণ্য করছি? মানুষ তো এ'সব বিষয়ে বোঝেনা যে দান- পুণ্য অবিনাশী জ্ঞানের করতে হবে। এটাও এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে আমাদের বাবা, টিচার, গুরু সবকিছুই সেই একজন অসীম জগতের পিতা। দেহ-অভিমান (দেহ বোধ) ভেঙে যায়। ঐ অসীম জগতের পিতাকে আমরা অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করেছি। ভক্তি মার্গ থেকে স্মরণ করা শুরু হয়। ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে। বোঝেও যে ভগবান একজন। আমরা আত্মাদের পিতা নিরাকার। সাকার বাবা তো জানোয়ার ইত্যাদি সবারই আছে। এই বাবা আমাদের পরমধাম নিবাসী সত্যিকারের পিতা। আমাদের সত্যনিষ্ঠ করে তোলেন। পুণ্যবান আত্মারা সত্যথন্ডে বাস করে। তোমরা জানো আমরা যত বাবার সাথে সত্যতার সাথে থাকবো ততই আমরা সত্যথন্ডে উচ্চ পদ পাব, এর জন্যই রেস (প্রতিযোগিতা)। জাগতিক পড়াশোনা করেও কেউ ব্যারিস্টার হয়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়, কেউ পরিপক্ক, কেউ কাঁচা, কারো আমদানি লক্ষ টাকা তো কারো বা ৫০০ টাকাও উপার্জন করতে মুশকিল হয়ে ওঠে। পড়াশোনার উপরেই সবকিছু নির্ভর করে। এখন তোমরা বাচ্চারা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দিয়ে ভান্ডারা ভরপুর করছো, যা কাজে আসবে। জ্ঞান রত্ন ধারণ করে পুণ্য আত্মা হতে হবে। অন্যদেরও দান করে পুণ্য আত্মা করে তুলতে হবে। অন্তর থেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমরা কতটুকু ধারণ করে পুণ্য করছি? যদি পুণ্য না করো তবে তো পাপ আত্মাই থেকে যাবে। সুতরাং নিজের মুখ দেখতে হবে (মনের আয়না দিয়ে)। যারা পিছনে বসে তাদের মাস্টারও জানে, বাবাও জানে। রেজিস্টার থেকেই জানা যায়। কিন্তু ওটা হলো স্থূল বিষয়, এটা গুপ্ত। মাষ্টা বাবা ধারণা করাতেই থাকেন। অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করো আর করাও। স্বয়ং-ই যদি পুণ্য আত্মা না হও তাহলে অন্যদের কিভাবে তৈরি করবে? এটা কোনো জাগতিক বিষয় নয়। এটা হলো ঈশ্বরীয় বিষয়। যে যত বিত্তশালী হয় ততই তার খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধন তো মানুষের কাছে অনেক আছে তাইনা। সংবাদপত্রেও লেখা হয়, এই সময় অমুক ব্যক্তি সবচাইতে বেশি বিত্তবান। নম্বরের ক্রমানুসার তো হবেই না ! এখানে বিনাশী ধনের কথা নেই। এখানে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন উপার্জন করতে হবে আর করাতেও হবে। এখানে জিজ্ঞাসা করার কোনো প্রশ্ন নেই। জিজ্ঞাসা করে দান করা যায় না, দান করে দেখাতে হবে।

বাবা বলেন অন্তর্মনের দর্পণ (আয়না) দিয়ে দেখো, কতটা পুণ্য আত্মা হতে পেরেছি? আমরা সবাই নম্বর ওয়ান পাপ আত্মা ছিলাম। পুণ্য আত্মাও নম্বর ওয়ান ছিলাম। এখন পুনরায় জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছি। পুণ্য আত্মা হতে চলেছি। এখন যত এই জ্ঞান ধন একত্রিত করতে পারব ততই বিত্তবান হতে পারব। ঐ বিনাশী ধনে আমরা বেগার (ভিখারি) হয়ে যাই আর এই অবিনাশী ধনে আমরা বিত্তবান হই। অদলবদল করে থাকি। তন-মন-ধন সবকিছুই আমরা বাবাকে দিয়ে দিই। বাবা তারপর আমাদের জ্ঞান রত্ন প্রদান করেন, যার মাধ্যমে আমরা তন-মন-ধন সবকিছুই নতুন পেয়ে থাকি। ওখানে (সত্যযুগে) মায়া নেই যে মন বিভ্রান্ত হবে। এখানে তো মন মায়ার বশীভূত হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি হয়রানি মনই করে থাকে। যোগ না থাকলে মন শয়তান হয়ে ওঠে। দেখতে হবে যে আমরা বাবার কাছ থেকে কতটা ধন উপার্জন করে তারপর দান করতে পারছি। মাষ্টা বাবাও তোমাদের মতোই মানুষ ছিলেন। কান দিয়ে শুনতেন। নিরাকার বাবা এই অরগ্যান্স (কর্মেন্দ্রিয়) দিয়ে বলেন। নিরাকার আত্মাদের নিজের নিজের শরীর আছে। এটা পুরানো কলিযুগের শরীর যা

দুঃখ দিতেই থাকে। বাচ্চারা জানে বাবা এসে আমাদের সবসময়ের জন্য সুখী করে তোলেন। বাবাকে পেয়ে অন্তরে খুশীর তালি বাজতে থাকে, বাইরেও বাজতে থাকে। প্রথমে সঙ্কল্পের তালি ভিতরে বাজে তারপর বাইরে বাজে। প্রথমে অন্তর্মনে আসবে যে এটা করি তারপর কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা করবে। সুতরাং যাচাই করা উচিত যে আমাদের অন্তরে শুদ্ধ সঙ্কল্প আসে নাকি বিকল্প আসে? শুদ্ধ ভাবনাকে শুদ্ধ সঙ্কল্প, অশুদ্ধ ভাবনাকে বিকল্প সঙ্কল্প বলা হয়। অসীম জগতের পিতার খোড়াই কোনো বিকল্প সঙ্কল্প আসবে। তিনি তো হলেন সুখদাতা। তোমাদের কাছে বিকল্প সঙ্কল্প আসবে – কাউকে দুঃখ দেওয়ার বা বিকর্ম করার জন্য। আমি তো তোমাদের হুবহু নিজের সমান তৈরি করতে আসি। এটা তো তোমরা জানো যে বাবা সবসময়ই নিজের সমান বানাতে চান। বাচ্চাকে জন্ম খোড়াই দুঃখ দেওয়ার জন্য দিয়ে থাকে! দুঃখ তো কর্ম অনুসারে পেয়ে থাকে। মা-বাবার আশ থাকে যে বাচ্চাদের খুব সুখে রাখবে কিন্তু মায়া প্রবেশ করে। লৌকিক পিতা মনে করে বাচ্চাদের বিয়ে দিয়ে অনেক সুখ দিয়ে থাকি। কিন্তু পারলৌকিক পিতা বলেন বিয়ে করা অর্থাৎ বরবাদ করলাম। আমি তোমাদের এমনই সুন্দর সুন্দর (গুলগুল) ফুল তৈরি করি যে তোমরা স্বর্গে গিয়ে বিবাহ করলে তখন পাটরানি পাটরাজা হবে, দোলনায় দুলবে। লৌকিক পিতা আর পারলৌকিক পিতার বুদ্ধিতে দেখো কত পার্থক্য। এই সময় মায়ার সংস্কার মানুষের মধ্যে বড় কড়া, ঠিক যেমন অজামিল। আমি তো চাই বাচ্চাদের এতো সুখী করে তুলব যে দোলনায় দুলবে। (খুশিতে দোল খাওয়া)। অসীম জগতের বাবার অন্তরে বাচ্চাদের সুখের জন্য কতটা ফার্স্ট ক্লাস (উচ্চ শ্রেণীর) আশ থাকে। মা বাবা বাচ্চাদের জন্ম দেয় সুতরাং মা বাবাকেই সন্তানদের সুখী করে তুলতে হবে। অসীম জগতের বাবাও চান বাচ্চারা সুখী হোক। কিন্তু লৌকিক আর পারলৌকিক বাবার বুদ্ধির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। অসীম জগতের বাবা বলেন একমাত্র আমার সাথেই বুদ্ধির যোগ যুক্ত করো আর বাদবাকি লৌকিক মা বাবা, মিত্র পরিজন ইত্যাদি যারা আছে তাদের থেকে বুদ্ধির যোগ ছিন্ন করতে হবে। আমিই তোমাদের সবকিছু। মায়া তোমাদের প্রতিটি বিষয়ে দুঃখ দেবে আমি তোমাদের সুখের সাগর করে তুলি। আমি নিজে সিংহাসনের সুখ ভোগ করব না। কিন্তু সঠিকটাই তো বলব আমি না! সুখের সাগর, শান্তির সাগর আমি, তবেই তো সুখী করে তুলি। কত সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বলেন, আর কেউই বোঝাতে পারবে না। ভারতেই গাওয়া হয় স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব (তুমিই মাতা, পিতাও তুমিই)। এই মহিমা কোথা থেকে এসেছে যে গাইতেই থাকে? বাবা বলেন একমাত্র এই আমার দ্বারাই তোমরা সব সুখ পাও, সেইজন্যই তোমাদের বলেন বাকি সব সঙ্গ ত্যাগ করো। দেহ সহ তোমাদের যা কিছু সম্বন্ধ আছে সবাইকে ভুলে যাও। নিজেকে দেহী-অভিমানী মনে করো। বাবা কত গুল-গুল করে তোলেন। তিনি বলেন আমি যা বলি সেটাই শোনো, আমার সাথেই যোগ যুক্ত হও। যেমন আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, সম্পূর্ণ রচনাকে জানি, তেমনই তোমাদের বুদ্ধিতেও এই সৃষ্টি চক্র ঘুরতেই থাকে। মাতা-পিতা বাচ্চাদের কখনও দুঃখ দেন না। দুঃখ দেওয়ার জন্য রচনা করেন না। এখন বাবা বলেন যা হয়ে গেছে গেছে....ডামা অনুসারে এখন গুল-গুল (ফুলের মতো) পবিত্র হও। ওখানে বিকারের কোনো ব্যাপার নেই। মহারাজা- মহারানি হয় সেখানে। সম্পূর্ণ দুনিয়া বলে সত্যযুগ হলো হেভেন, ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড (নির্বিকার স্বর্গের দুনিয়া)। ওখানকার দেবী-দেবতাদের সবাই পূজা করে কেননা ওরা পবিত্র ছিল, সর্বগুণ সম্পন্ন ছিল। ১৬ কলা থেকে তারপর কলাহীন হতেই হবে। চাঁদকেও দেখো শেষে গিয়ে কি হয়ে যায়! যাকে অমাবস্যা বলে। এও ঠিক তেমনি। মানুষের মধ্যে আর কোনো গুণ নেই। ১৬ কলা কি, এক কলা গুণও নেই। এক কলাও যখন থাকে না তখন একে ঘোর অন্ধকার বলা হয়। তারপর কলা বিকশিত হতে-হতে ১৬ কলা পূর্ণ হয়ে যাবে। এখন তোমরা কলাহীন কুৎসিত হয়ে গেছো। একে ব্রহ্মার অন্ধকার রাত বলা হয়। ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হয়। তোমাদের বলা হয় ব্রহ্মাকুমার কুমারী। প্রথমে বি.কে. দেবও অন্ধকার রাত ছিল এখন আলোতে এসে আবারও ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। যারা ১৬ কলা সম্পূর্ণ সূর্যবংশীয় ছিল তাদের কলা হ্রাস পেয়েছে, এখন আবারও সব কলা ধারণ করছে। এমন ভাবে ধারণ করছে যে সত্যযুগে ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাও। যেমন রাজা রানি ১৬ কলা সম্পূর্ণ তেমনই তোমরাও লাকি স্টার্স (ভাগ্যবান নক্ষত্র), যেমন রাজা রানি তেমনই প্রজা.... এটাও সংখ্যাভিত্তিক। এখন তো রাজাও ভিখারি হয়ে গেছে, ভিখারি থেকে আবার রাজা হবে।

এখন বাবা বলছেন সবকিছু ভুলে অশরীরী হয়ে যাও। নিজেকে দেহী মনে করে মিত্র পরিজন ইত্যাদি যারা আছে সবাইকে ভুলে যাও। এখন তোমরা সবকিছুই ত্যাগ (বলি প্রদত্ত) করে দাও। আমি তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দিয়ে থাকি। এক-এক রত্নের ভ্যালু (মূল্যায়ন) কেউ করতে পারবে না। বাবা রূপ বসন্তের কাহিনী শোনান, যার মুখ থেকে রত্ন বের হতো। যদিও এ'সবই তো ভক্তি মার্গের শাস্ত্র তৈরি করা হয়েছে। সন্নতি করে থাকেন একমাত্র বাবা, যিনি জ্ঞানের মাধ্যমে তোমাদের সন্নতি প্রদান করেন, একে জ্ঞানের অমৃতও বলা হয়। ওরা মান সরোবরের কথা বলে, অমৃতও বলে। সেখানে জল পান করানো হয়। ব্রাহ্মণরা ঘটিতে জল নিয়ে বলে অমৃত। বাস্তবে এই জ্ঞান হলো নলেজ। বাবা বলেন প্রিয় বাচ্চারা তোমরা দেহী-অভিমানী হও। মায়া তোমাদের ছাড়বে না। তোমরা দেহী-অভিমানী হওয়ার চেষ্টা করবে মায়া আবারও দেহ-অভিমানী করে তুলবে। এটাই নশ্বর ওয়ান লড়াই। মায়া দেহ-অভিমানী বানিয়ে একদম গান্ডায় ফেলে দেয়, দেরি

করে না। সুতরাং নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করতে হবে। বাবা তো বলেন ভালোভাবে পড়াশোনা করলে টিচারের (শিক্ষক) নামও উজ্জ্বল হবে। বাবাই তো পুরস্কৃত করে থাকেন। যারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে এবং ভালো পড়ায় তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়। তারা প্রশংসিত হয়। উচ্চ পদ পেতে হলে সবার প্রথমে অন্তর্মনের দর্পণ দিয়ে দেখো - বাবার প্রতি কি আমার ভালোবাসা আছে? আমি কতটুকু দেহী-অভিমानी হতে পেরেছি? দিবারাত্র কতটুকু পুরুষার্থ করি? দেহ-অভিমান এলেই তোমাদের যাত্রা (আত্মিক) স্থগিত হয়ে যায়। বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে গেলে আরও দুই কদম পিছিয়ে যেতে হয়। একদিকে লাভ হয় তো অন্যদিকে লোকসান হয়ে যায়। দেহী-অভিমानी হলে তোমাদের খাতা (হিসেবের) পূর্ণ হতে থাকে। মায়া কোথাও না কোথাও তোমাদের ক্ষতির সম্মুখীন করে। রেসপন্সিবল (দায়িত্বশীল) বাচ্চারা নিজেদের হিসেব সম্পর্কে উৎকর্ষিত থাকে। অন্যথায় কেউ-কেউ দেউলিয়া হয়ে যায়। এই ব্যবসাও এমনই যে, জমাও হতে থাকে, আবার নাও হতে পারে। মায়া তোমাদের ভুল করিয়ে দেয়। অতএব চেক (দেখা) করো বাবাকে কতটা স্মরণ করছো আর অন্যদেরও নিজের সমান করে তুলছো। ব্যবসায়ীরা তাদের সব হিসেব রাখে, অন্যথায় তারা ব্যবসায়ী নয় আনাড়ী। কেউ আবার অনেককে সুখ দেয়, বাচ্চারা বাবাকে লেখে অমুকে এমনই তীর মেরেছিল যে পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা হয়ে গেছি। তারা সেই আত্মার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। সেই সঙ্গে শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও বাবার সাথে ব্যাপারও করতে হবে। যোগবলের দ্বারা পাপ ভস্ম করতে হবে। অন্যদেরও পুণ্য আত্মা করে তুলতে হবে। সম্পূর্ণটাই হলো বুদ্ধির কাজ। বুদ্ধি শক্তিশালী তখনই হবে যখন বাবাকে স্মরণ করবে। তা না হলে দেহ-অভিমানে মিত্র পরিজনেরের কথাই স্মরণে আসবে। মায়া ছাড়তে চায় না। শিববাবার মতে চলতে-চলতে শ্রীমতকেও লাখি মারে এরপর পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। শেষে গিয়ে খুব আফসোস (অনুতাপ) করবে, গ্রাহি গ্রাহি করবে। ভালো-ভালো বাচ্চারা সবার অন্তরে স্থান পায়। নামও উজ্জ্বল করে। পান্ডব সেনাতে কে-কে মহারথী আর কে-কে ঐ সেনার মহারথী? তোমরা দুই সেনাদের জানো তাইনা। এ'সবই হলো বোঝার বিষয়। বিরলই কেউ কেউ শ্রীমত অনুসারে চলে। শ্রীমত অনুসারে না চলার কারণে বাবার নাম বদনাম করে অর্থাৎ লাখি মারতে থাকে। এটা হলো সত্যের সঙ্গ। দুই একজনকে নিজের সমান বানিয়ে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দাও। মায়া এমন পাপী আত্মা করে তোলে যে বাবার কাছ থেকেও পালিয়ে যায়। ভক্তি মার্গে সবাই সজনী, তারপর বাবার রূপে তোমরা সবাই তাঁর সন্তান হয়েছো। তাহলে তোমরা হলে সজনী। সুতরাং সজনীদের সাজনকে কতখানি স্মরণ করা উচিত ! আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) রূপ-বসন্ত হয়ে মুখ দিয়ে জ্ঞান রত্ন বের করতে হবে। যোগের দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে স্বাস্থ্যবান বানাতে হবে।

২) বাবার সমান (মতো) সবাইকে সুখ দিয়ে সুখদাতা হতে হবে। কখনও দুঃখ দেওয়ার খারাপ সঙ্কল্প বা বিকল্প যেন না আসে।

বরদানঃ:- মনকে শ্রেষ্ঠ পজিশনে (অবস্থায়) স্থির করে পোজ (ভঙ্গি) বদলানোর খেলাকে সমাপ্তকারী সহজযোগী ভব যেমন মুখাবয়বের পোজ (ভঙ্গি) দ্বারা তোমাদের মনের পজিশন (অবস্থান, অবস্থা) দৃশ্যমান হয়। কিছু বাচ্চারা কখনও-কখনও বোঝা বহন করে ভারী হয়ে যায়, কখনও অধিক চিন্তার সংস্কারের কারণে, তারা তাদের কল্পনার চেয়েও বড় মনে করে, কখনও বা হতাশ হওয়ার কারণে নিজেদের খুব ছোট বলে মনে করে (হীনমন্যতায় ভোগা)। সুতরাং, নিজের পোজ (ভঙ্গি) সাক্ষী হয়ে দেখো আর মনের শ্রেষ্ঠ পজিশনে স্থির হয়ে ভিন্ন-ভিন্ন পোজকে পরিবর্তন করো তবেই বলা হবে সহজযোগী।

স্লোগানঃ:- খুশীর খনির অধিকারী আত্মা সবসময় খুশিতে থাকে আর সবার সাথে খুশি ভাগ করে নেয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যোগের মাধ্যমে শক্তি লাভ করবে, বহু জন্মের পুরানো অভ্যাস দূর হয়ে যাবে, সর্বগুণ ধারণ করতে পারবে, সেইজন্যই যতদূর সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, এখন তোমরা কোন্ দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছো? সেই দৌড়ে ক্লান্তি কখন আসে?

*উত্তর:- বাচ্চারা, এখন তোমরা বিজয় মালার দানা হয়ে ওঠার জন্য দৌড়াচ্ছে। এই দৌড়ে কেউ কেউ খুব ভালো দৌড়াচ্ছে, আবার কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার কারণ হলো, পড়াশুনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ না দেওয়া। তাদের স্বভাব কিছুতেই সংশোধন হয় না। এইরকম বাচ্চাদের দেখে মনের সন্দেহ জাগে যে, হয়তো এরা আগামী সময়ে এখানে থাকতে পারবে না। কাম অথবা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে ক্লান্তি আসে, তখন তারা বলে যে - এখন আর পারছি না, যা হবে দেখা যাবে। এও তো বড় ওয়ান্ডার (আশ্চর্যজনক) ব্যাপার, তাই না।

*গীত:- কেউ এসে আমাকে আপন করে নিয়েছে...

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ, বাচ্চাদেরকে এ কথা ভালো করে বোঝানো হয়েছে যে - কখনো কোনো মানুষকে অথবা কোন দেবতাকে ভগবান বলা যায় না। পরমাত্মা তো হলেন একজনই, তাঁর মন্দির ইত্যাদি তৈরি হতেই থাকে। তাঁকেই বলা হয় শিব, আবার তাঁকে সোমনাথও বলা হয়। তিনি এসে বাচ্চাদেরকে বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমাকে আমার সেই নিজের ঘরে স্মরণ করো, আমি তো পরমধাম নিবাসী। আমি এখানে এই শরীরে প্রবেশ করে বলি যে - এখন আমাকে সেই স্থানে স্মরণ করতে হবে, যেখানে তোমাদের সকলকে এখন ফিরে যেতে হবে। আমাকে শুধু যে এখানেই স্মরণ করতে হবে - তা নয়। বাচ্চারা, আমি এখানে এসেছি তোমাদের বুদ্ধিযোগ, সেই পরমধামে যুক্ত করার জন্য। হে বাচ্চারা, আমাকে আমার নিজের ঘরে, পরমধামে স্মরণ করো। একথা তো তোমরা বুঝতেই পারো যে - এই তমোগুণী দুনিয়াতে সকলের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার রয়েছে! যারা ভালোভাবে এই জ্ঞান ধারণ করে, তাদেরকে অবশ্যই ভালো বলা হয়। এমনও কেউ কেউ হয়, যাদের সামনে শত মাথা কুটলেও তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে না, শ্রীমৎ অনুসরণ করে না। তখন এইটাই মনে করা হয় যে, তারা অজামিলের মতই অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। পড়াশুনা না করলে হয় অধঃ গতিপ্রাপ্ত হবে আর নয়তো কনিষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করবে। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ - এই তিন রকমের পদ হয়ে থাকে। সুতরাং যারা শ্রীমৎ অনুসারে চলে না, তাদেরকে এটাই ভাবা যেতে পারে যে, তারা মহাপাপী অজামিলেরও অধম। জন্ম - জন্মান্তর ধরে নিশ্চয়ই এমন কিছু পাপ তারা করেছে, যার জন্য এখন এই অবস্থা। যদি কারোর এই বর্তমান জন্ম ভালোভাবে অতিবাহিত হয় আর কারোর হয়তো সব ঠিক চলছে না - তবুও উভয়ই পড়াশোনার মাধ্যমে আরো উঁচুতে উঠতে পারে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, তোমরা বিগত ৮৪ টি জন্ম কিভাবে অতিবাহিত করেছ! আমরা ভবিষ্যতের উচ্চপদ প্রাপ্তির জন্য পড়াশোনা করছি। বাবা বলেন যে, নিজের হৃদয় দর্পণে নিজের চালচলন দেখো। বাবা বারংবার বাচ্চাদেরকে বোঝাতে থাকেন যে, নিজেদের চালচলন সংশোধন করো। যারা এটা বুঝতে পারে যে তারা স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠছে তারা পুনরায় অন্যদেরকেও সেই স্বর্গের যোগ্য করে গড়ে তোলে। তাদের চালচলনে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এখন এখানে নিজেদের চালচলনে দেবত্ব স্বভাব প্রকাশিত করতে হবে, অসুরের অসুরত্ব দেখালে পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই কবরদাখিল (মৃত্যু শয্যায় শায়িত) ছিলাম। রাবণ আমাদেরকে কবরদাখিল করে দিয়েছিল। বাবা এসে সেই কবর থেকে আমাদেরকে বের করে এনেছেন। সমগ্র দুনিয়াটাই এই সময়ে কবরখানায় পরিণত হয়েছে। তার মধ্যেও সর্বপ্রথম স্থান হলো ভারতের। আদিতে সর্বপ্রথমে এই ভারত ছিল সবচেয়ে সুন্দর পরিস্থান আর এখন তা কবরখানায় পরিণত হয়েছে।

বাবা বোঝাতে থাকেন যে, নিজেদের চেহারা তো দেখো যে, তোমরা দৈবী চালচলন এর উপযুক্ত হয়ে উঠেছো কি? কি মনে হয় যে তোমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলছো তো? মাঝমা-বাবা অথবা অনন্য বাচ্চাদের যেমন দৈবী গুণ ছিল, সেই সমস্ত দৈবী গুণ কি তোমাদের মধ্যে আসা-যাওয়া করে? কাম বিকারকে ত্যাগ করলে, আত্মা ক্রোধের ভূত তোমার মধ্যে নেই তো? এই দুই রকম ভূতই অত্যন্ত ক্ষতিকারক। বাচ্চারা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এর মাধ্যমে একে অপরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে থাকে। এই ক্রোধ বড় ভয়ঙ্কর শত্রু, একেও বিতাড়িত করতে হবে। দেখতে হবে যে, নিজের মধ্যে কোনো অবগুণ বা দোষ নেই তো? নিজেকে বলতে হবে যে - যদি আমি শ্রীমতে না চলি, তাহলে আমার একেবারে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। শ্রীমৎ এই জন্যই প্রাপ্ত হয় যাতে আত্মাকে শুদ্ধ করা যায়, অবিনাশী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাচ্চারা যতক্ষণ না যোগযুক্ত হতে

পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কেউই শোধরাতে পারে না। বাবাকে যত স্মরণ করবে তত শক্তি লাভ করবে। আর যদি শক্তি এবং দৈবী গুণ ধারণা না করো, তাহলে মায়া এসে প্রতি পদক্ষেপে তোমাদেরকে থান্ড মারবে। তখন সে ক্ষেত্রে, বাচ্চারা প্রতিজ্ঞা করবে যে - আমরা আর ক্রোধের বশীভূত হবো না, আর তার পরমহুর্তেই পাঁচ মিনিট পরে আবার ক্রোধের বশীভূত হয়ে যাবে। আসলে এই সমস্ত অভ্যাস জন্ম-জন্মান্তর ধরে তৈরি হয়েছে, তাই সেসব সমাপ্ত করতে, পরিবর্তন করতে সময় লাগে। এইসব ভূতাদেরকে পুরোপুরি বশীভূত করতে হবে। লোভ, মোহ ইত্যাদি হলো তাদেরই ছোট ছোট বাচ্চা। বিকারের ভূত গুলিও, কে কতটা ক্ষতিকারক তাতেও ক্রম রয়েছে। প্রথমে অশুদ্ধ অহংকার রয়েছে সর্বপ্রথম স্থানে আর তারপর কাম, ক্রোধ ইত্যাদি... এই শিক্ষা বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। সুতরাং বাচ্চারা তোমরা দেহী অভিমानी হও। দেহীকে স্মরণ করো। সন্ন্যাসীরা তো নিজেদেরকেই পরমাত্মা মনে করেন, তাঁরা বলেন যে - আত্মাই হলো পরমাত্মা। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা হলে দেহী আত্মা, তোমরা দেহী পরমাত্মা নও। এত সংখ্যক পরমাত্মা হওয়া কি করে সম্ভব! পরমাত্মা তো জন্ম-মৃত্যু রহিত। তাঁকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা। বাচ্চারা, তিনি এসে তোমাদেরকে এসব কথা বুঝিয়ে দেন। এখন দ্রুত পুরুষার্থ করো, মৃত্যু তো যেকোনো সময় চলে আসবে, তখন আর কিছু করার থাকবে না। অনেক রকমের অ্যাক্সিডেন্ট হতে থাকবে, বিপদ-আপদ এলো বলে। আজ-কাল, আজ-কাল... এই করতে করতে এক সময় মৃত্যু হয়ে যাবে তখন আর পদপ্রাপ্ত করতে পারবে না। সুপুত্র অর্থাৎ সুসন্তানেরা শিববাবার আঞ্জাকারী ও বিশ্বাসভাজন হয়। বাবা সব বাচ্চাদের খবরই জানেন। রাবণ এসে সবাইকে একেবারে দূষিত করে দিয়েছে। এখনকার দুনিয়ার নামই হল ডেভিল ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ আসুরিক দুনিয়া। এখন তোমাদেরকে দেবতা করে গড়ে তোলা হচ্ছে। যদি তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলো তাহলেই তা হতে পারবে। লৌকিকে স্কুলে পড়াশোনা করানো হয়, ম্যানার্স (সভ্যতা, ভদ্রতা, নিয়ম-কানুন) শেখানো হয়। এখানেও ম্যানার্স শেখানো হয়। এরমধ্যে প্রধান হলো দৈবী চালচলন। অশুদ্ধ অহংকার অত্যন্ত খারাপ জিনিস। এই অশুদ্ধ অহংকার সকলের পতন ঘটায়, ঘন ঘন দেহ অভিমান চলে আসে। বাবা বলেন যে নিজেকে আত্মা মনে করো আর আমাকে স্মরণ করো, তবেই তোমরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারবে। মায়া সবার ডানা ছেঁটে দিয়েছে। তাই এখন কেউই ফিরে যেতে পারছে না। তা না হলে আত্মা, উডতে কত পারদর্শী ছিল! কিন্তু পরমধামে এখন কেউ যেতে পারবে না। পতিত পাবন বাবা ছাড়া আর কেউ পবিত্র নিরাকারী দুনিয়াতে নিয়ে যেতে পারে না আর না পবিত্র সাকারী দুনিয়াতে আসতে পারে। সাধারণ মানুষ তো এই আসা-যাওয়াকেও বুঝতে পারে না। যখন বিনাশ হবে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে মশার মতো সকলকে একসাথে বাবা নিয়ে যাবেন, তখন কি হবে! ওরা কিছুই বুঝতে পারে না। বাবা তো এসেছেন এখানে নতুন দুনিয়া, আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে। কেউই এ'কথা বুঝতে পারে না যে গীতার ভগবান এসে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। যখন মহাভারতের যুদ্ধ বেঁধেছিল, তখন অবশ্যই রুদ্র এসে এই গুণায়গুণ রচনা করেছিলেন যার দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল আর এই দুনিয়ার বিনাশ হয়েছিল। যাদেরকে তিনি রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, তারাই রাজার রাজা শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ হয়েছিলেন। তোমরা জানো যে, তোমরা এখন ভগবানের থেকে এই পড়াশোনা শিখছে। পড়াশুনা করে তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে উঠছো। এর আগে খ্রীষ্টানদের রাজত্ব ছিল। এখন ভারতবাসীরা জানে যে তারা নিজেরাই মালিক। কিন্তু তোমরা জানো যে আমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়ে উঠছি। বাবা এসে মানুষকে দেবতা করে তোলেন। মানুষ থেকে দেবতা কিভাবে হলো, কে করে তুললো - এই সমস্ত তথ্য কারোর বুদ্ধিতে নেই। তারা গ্রন্থ পুঁথি ইত্যাদি অধ্যয়ন করে, কিন্তু তবুও কিছু বুঝতে পারে না। কিন্তু যেহেতু তোমরা জানো, এখন তোমরা তাদেরকে গিয়ে বলতে পারো। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদেরকে এখন দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে, না হলে ডানা ভেঙে যাবে। যখন গুণের সম্পূর্ণ ধারণা হয়ে যাবে, তখন দৈবী ম্যানার্সও চলেই আসবে। সকল মানুষই দেহ অভিমानी, তাদের মধ্যে কোনো না কোনো অবগুণ রয়েছে।

বাবা খুব ভালো করে বোঝাতে থাকেন। গীতাতেও লেখা রয়েছে - ভগবানুবাচ। বাবা বলেন - হে বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে পড়াতে এসেছি। তোমরা জজ ব্যারিস্টার ইত্যাদি তো হয়ে উঠছো, এখন আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাতে আবার এসেছি। তোমরা এখন মহান ভাগ্যশালী হয়ে উঠছো, এই খেলাটাই এইরকম যে - মায়া দুর্ভাগ্যশালী করে দেয়। তাতে কেউ ১০০%, ৯০% নম্বর পায় আবার কেউ ৮০% - যে যত পড়বে সে ততো শো করবে। সতর্ক থাকতে হবে যে - আমাকে রুদ্রমালায় ক্রম অনুযায়ী গাঁথা হবে। যখন কোনো স্টুডেন্ট এক ক্লাস থেকে ট্রান্সফার হয়ে যায়, তখন সে এক ক্লাস থেকে গিয়ে অন্য ক্লাসে এসে বসে। পরীক্ষার মার্কস বেরোলে সেই অনুসারে সবাই নম্বর পাবে। তারপর সেই ক্রম অনুযায়ী ট্রান্সফার হয়ে যাবে। এখানেও আত্মারা, তোমরা পড়াশোনা করে, রুদ্র মালাতে ক্রম অনুযায়ী গাঁথা হয়ে যাবে। তাদের বংশাবলী তো অনেক বড়, তাই না। তারপর সেখান থেকে বিষ্ণুর বিজয় মালাতে এসে ক্রম অনুযায়ী গদিতে বসবে।

তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী, কিন্তু এখন তোমাদের কোনো মালা নেই, কারণ এখন সেই দৌড় চলছে। আজ খুব ভালো ভাবে দৌড়াচ্ছ, কাল আবার থমকে যাও। আজ যাকে তোমরা বাবা বলছো, কাল তোমরাই তাঁকে ধোঁকা দিয়ে ছেড়ে চলে যাও। অনেকের মনে সন্দেহ জাগে, তারা পড়াশোনা করে না, ম্যানার্সও ধারণ করে না, ফলে বিরক্ত হয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, বাবাকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। অনেক সেন্টারে এইরকম বাচ্চারা রয়েছে, যারা অন্তরে অন্তরে ভাবতে থাকে যে, আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি আর উঠতে পারছি না, যা হবে দেখা যাবে। এক নম্বর যে শত্রু তা হলো কাম, তা মানুষকে অত্যন্ত হয়রান করে দেয়। ক্রোধযুক্ত ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে বাবাকে ধোঁকা দিয়ে দেয়। আশ্চর্য, তাই না! তিনি তোমাদের কাছে - প্রিয়তম বা ভক্তের ভগবান - যেকোনো রূপে এসে কমল পুষ্পের মতো সুন্দর জীবন গড়ে তোলার জন্য তোমাদেরকে পড়ান, তাঁকেও ধোঁকা দিয়ে ছেড়ে চলে যায়। বাবাকে অথবা প্রিয়তমকে - কাউকে কখনো ডিভোর্স দেওয়ার কথা নয়। সজনীরা ডিভোর্স দিয়ে পালিয়ে চলে যায়, তখন বাবার কিছু করার থাকে না, তারা ট্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে যায়। বাবা বলেন আমি হলাম তোমাদের প্রিয়তম, তোমাদেরকে স্বর্গের মহারানী বানানোর জন্য এসেছি, এই রাবণের কারাগার থেকে বেরিয়ে, অশোক বাটিকায় নিয়ে যেতে আমি এসেছি। তবুও বাচ্চারা শ্রীমৎকে অনুসরণ না করে, রাবণের মত অনুসরণ করে। ঠিক যেমনভাবে যারা তীর্থযাত্রী হয় তারা সকলেই সত্যিকারের মন প্রাণ দিয়ে তীর্থে যায় না, তারাও ফিরে আসে। এখন তোমাদেরকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, রুহানি (আত্মিক) যাত্রাপথে।

এখন তোমরা জানো যে - এই শরীর ত্যাগ করে আত্মারা পরমধামে চলে যাবে, তারপর পুরুষার্থ অনুযায়ী এসে পদ লাভ করবে। তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারো যে তোমাদের চালচলন অনুযায়ী তোমরা কি পদ লাভ করবে? অজ্ঞান কালেও কোনো কোনো বাচ্চারা অজ্ঞাকারী, অনুগত হয়ে থাকে, আবার অনেকেই তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে না। এখানেও এইরকমই রয়েছে। যতই বোঝাও না কেন তারা নিজেদের জেদ ছাড়ে না। এমন কুপুত্রও থাকে। তারা বুঝতে পারে না যে এই অবস্থায় আমরা কোন্ পদ প্রাপ্ত করবো? বাবা বারবার বোঝাতে থাকেন কিন্তু তবুও তারা ভুলে যায়। ঠিক যেমনভাবে গর্ভরূপী কারাগারে তারা অনুতাপ করে যে আমরা এইরকম আর কিছু করবো না, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র আবার আগে যেমন ছিল তেমনি হয়ে যায়। এখানে এইরকমই কিছু বাচ্চা রয়েছে, তাদের বুদ্ধিতে তারা এতটুকুও এই জ্ঞান ধরে রাখতে পারে না। ক্রম অনুযায়ী রয়েছে, বোঝা যায় যে তারা গডলি বুলবুল(ঈশ্বরীয় সন্তান) নাকি নয়। সুসন্তানেরা, যারা সেবাতে সদাই তৎপর হয়ে থাকে, তারাই বাবার হৃদয় সিংহাসনে স্থান করে নেয়। তারা জানে যে, আমরা এই দেহকে স্বাধা করে দিয়েছি এর প্রতি আর কোনো মোহই রাখার দরকার নেই। মাতা পিতা কখনো এইরকম বলেন না যে - রাত দিন শুধু সেবা করো। ৮ ঘন্টা বিশ্রাম নাও, ৮ ঘন্টা সার্ভিস করো, বাদবাকি ৮ ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করো। কাউকে এই ছবি দেখিয়ে বোঝাতে মোটেই দেরি লাগে না। এই শিববাবা আমাদের পিতা, আমরা নিরাকারী আত্মাগণ তাঁর সন্তান। পরম পিতা পরমাত্মার নাম কখনো শুনেছো? পরমপিতা পরমাত্মা এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মাধ্যমে নতুন মনুষ্য সৃষ্টি স্থাপন করেন। পুরাতন সৃষ্টিকে নতুন রূপে গড়ে তোলেন। সেই গ্র্যান্ডফাদারের থেকে তোমরা প্রপাটি পেয়ে থাকো। তিনি বলেন - শুধু আমাকে স্মরণ করো। সেই বাবাকেই সমস্ত ভক্তরা স্মরণ করে যে, আমাদেরকে এই দুঃখ থেকে মুক্ত করো। তিনি ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করে বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার দিতে আসেন। তিনি বলেন - আমি, এই ব্রহ্মার মাধ্যমে সমস্ত আত্মাকে পবিত্র করে তুলে, নতুন রাজত্বের জন্য জ্ঞান আর যোগ শিখিয়ে, নিজের সাথে নিয়ে যাব। তারপর সেখান থেকে তোমাদেরকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো। যে করবে, সেই পাবে। বাবা কত ভাবে বোঝাতে থাকেন! বাবার মতিগতি সকলের থেকে অত্যন্ত পৃথক। সকলের সদগতি তিনি কীভাবে করেন, কীভাবে সত্যযুগের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন - এত মহান কাজের জন্যই তো তাঁর মহিমা গায়ন করা হয়। দুনিয়ার মানুষ এ সকল কথা একেবারেই জানে না। বাবা কেমন ভাবে শ্রীমৎ দেন, আত্মার রূপান্তর ঘটিয়ে কি থেকে কি বানিয়ে দেন! সুতরাং এমন বাবাকে তো অবশ্যই স্মরণ করা উচিত। তাঁর মতে চললে তবেই তোমরা এমন শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারবে। কথায় আছে যে ব্রহ্মাও নেমে এসেছিলেন... এখন এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে। কেউ তো শিব বাবাকে জানেই না। শুধু মাশ্বা-বাবা বলে ডাকলেই কি তাঁর হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পারবে? মাশ্বা-বাবা জানেন যে, কোন্ কোন্ বাচ্চারা তাঁদের কথা শোনে আর তারা কি হতে চলেছে। পড়াশুনা না করলে কি পদ পাবে? প্রত্যেকের চালচলন থেকে এ কথা বোঝাই যায়। আর কোন পড়াশোনা এমন নেই যেখান থেকে জানতে পারা যায় যে, আমরা ৮৪ জন্ম কীভাবে ভোগ করেছি? বাবা বলেন, ভবিষ্যতে প্রিন্স প্রিন্সেস হয়ে ওঠার জন্য তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। বাবাও এ কথা বলেন যে, পুরুষার্থ করতে হবে। এ সমস্ত রাজধানী এখন তৈরি হচ্ছে। এ এমন পড়াশুনা নয় যেখানে একবার ফেল হয়ে যাওয়ার পর আবার পড়াশোনা করবে। এখানে রাজধানী স্থাপন করা হচ্ছে, তাই সমস্ত পদের সাক্ষাৎকার করানো হয় - সেই কারণেই শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। ব্রহ্মার মত এর অনেক মহিমা রয়েছে। শ্রী শিব এর মত, কৃষ্ণের মত তো পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ তো সেখানে প্রালব্ধ ভোগ করে। সেখানে সকলেরই ভালো মত (সুমতি) থাকে। কেবল উচ্চপদ এবং নিম্নপদ থাকে। রাজা থাকে রাজার মহিমায় আর প্রজা থাকে প্রজার

মহিমায়। সুসন্তান সেই যে, শ্রীমৎ অনুসারে চলে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে এবং বাবার নাম উচ্ছল করে দেখায়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । স্মরণের স্নেহ-সুমন প্রদানের পর ব্রাহ্মণ কুলভূষণ, স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন যে - বাচ্চারা, বলো তোমরা শিববাবাকে সুবিশাল আকাশের মতো ভালোবাসো নাকি ব্রহ্মতত্ত্ব যেটুকু সেইটুকুই ভালোবাসো? বলো প্রতিটি বাচ্চা কতটা ভালোবাসে? আচ্ছা! আত্মা রূপী পিতা বাচ্চাদেরকে আত্মাদের পিতার নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) গডলি বুলবুল হয়ে বাবার নাম উচ্ছল করতে হবে। জ্ঞানকে ধারণ করে, নিজের ম্যানার্স অত্যন্ত সুন্দর বানাতে হবে ।

২) বিজয় মালাতে গাঁথার জন্য রেস করতে হবে। কখনো বিরক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ জীবনে ক্লান্ত হয়ে থেমে যেও না। সর্বদা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে।

বরদানঃ:- শুভ সংকল্পের যন্ত্র দ্বারা সাইলেন্সের শক্তির প্রয়োগ করে সিদ্ধি স্বরূপ হও
সাইলেন্সের শক্তির বিশেষ যন্ত্র হলো "শুভ সংকল্প" । এই সংকল্পের যন্ত্রের মাধ্যমে সিদ্ধিস্বরূপ হয়ে যা চাও, তাই দেখতে পাবে। এর প্রয়োগ প্রথমে নিজের উপরে করো । দেহের অসুস্থতার উপরে এটি প্রয়োগ করে দেখো - তাহলে শক্তির শক্তির দ্বারা কর্মবন্ধনের কড়া রূপটাও, মিষ্টি মধুর সম্বন্ধ রূপে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কঠিন কর্মভোগ - কর্মের কড়া বন্ধনও তখন সাইলেন্সের শক্তির সাহায্যে জলের অস্থায়ী এক রেখার ন্যায় অনুভব হবে। সুতরাং নিজের দেহের উপর, মনের উপর, সংস্কারের উপর সাইলেন্সের এই শক্তি প্রয়োগ করো আর সিদ্ধির স্বরূপ হয়ে যাও।

স্নোগানঃ:- বংশের প্রদীপ হয়ে নিজের স্মৃতির আলোয় ব্রাহ্মণ বংশের নাম উচ্ছল করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent

6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই কলিযুগী দুনিয়ার সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান, এই দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তাই এর প্রতি অনুরাগ রাখবে না, আসক্তি দূর করে দিতে হবে”

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধির যোগ এই পুরানো দুনিয়ার সাথে সংযুক্ত হবে না?

*উত্তরঃ - যে আঞ্জাকারী, বিশ্বস্ত, নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চা হবে, তার বুদ্ধির যোগ এই পুরানো দুনিয়ার সাথে সংযুক্ত হবে না। কেননা তাদের বুদ্ধিতে আছে যে এই দুনিয়ার তো বিনাশ হবেই। এইসব হলো জাদুর খেলা, মায়া আর আড়ম্বর। এই দুনিয়ার এখন বিনাশ হবেই। ড্যাম (জলের বাঁধ) ভেঙে পড়বে, আর্থকোয়েক (ভূমিকম্প) হবে, সাগর ধরণীকে গ্রাস করবে... এইসব হবেই, নাথিং নিউ (কোনও কিছুই নতুন নয়)। সুইট হোম, সুইট রাজধানী স্মরণে থাকলে এই দুনিয়ার প্রতি বুদ্ধির যোগ লাগবে না।

*গীতঃ- যার সাথী হলেন ভগবান...

ওম্ শান্তি । এই হলো নিশ্চয়ের উপরে গীত। যখন বাবার হয় বা বাবা আসেন তো তিনি এসে আমাদের সাথী হন। বাচ্চারা জানে যে বাবা যখন আসেন তখনই বিনাশের তুফান হয়। বাবা আসেন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করে নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে। ভূমিকম্প হবে, সমুদ্র নীচে থেকে ধরিত্রীকে গ্রাস করবে। এই সব হবেই। তারা তো এত কিছু না জেনেই গান তৈরী করেছে। তোমরা ব্রাহ্মণকুল ভূষণ বাচ্চারা জানো যে অবশ্যই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবেই। বাবা এসেইছেন নতুন দুনিয়ার স্থাপন করতে। ব্রাহ্মণদেরকে সমগ্র বিশ্বের মালিক বানাতে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করিয়ে সমগ্র বিশ্বের রাজস্ব বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রদান করেন। তোমরা জানো যে বাবার থেকে নতুন বিশ্বের মালিক হওয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। এই পুরানো বিশ্ব তো কোনও কাজের নয়। সাধারণ মানুষ মনে করে যে এখনই তো স্বর্গ তৈরী হচ্ছে, কিন্তু এই সব হল মায়া আর আড়ম্বর। সব জিনিস ঝলমল করছে, সমগ্র রাজ্য ঔজ্জ্বল্যমণ্ডিত। মৃগতৃষ্ণার সমান, এতেই মানুষ খুশী হয়ে যায়। আগে যখন মুসলমানদের রাজস্ব ছিল তখন এই এরোপ্লেন, মোটর ইত্যাদি থোড়াই ছিল। এইসব হল মায়া আর আড়ম্বর। তারা অনেক পরিকল্পনা করে। বাচ্চারা জানে যে এ'সব বিনাশ হয়ে যাবে। আর্থকোয়েক (ভূমিকম্প) হবে, এই ড্যাম (জলাধার) ভেঙে চারিদিক প্লাবিত করবে। সাধারণ মানুষ মনে করে এর দ্বারা সুখ প্রাপ্ত হবে কিন্তু এই সব কিছু থেকে দুঃখই পাওয়া যাবে। এই এরোপ্লেনও দুঃখদায়ী হয়ে যাবে। উপর থেকে বম্বস ফেলবে। তো বাচ্চারা এইসব কথাগুলিকে ভুলে যায় এইজন্য পুরানো দুনিয়াতে বুদ্ধি যোগযুক্ত হয়ে যায়। যারা বাবার আঞ্জাকারী, বিশ্বস্ত, সম্পূর্ণ সহায়ক বাচ্চা হয়, পাক্কা নিশ্চয় বুদ্ধি আছে, তারা তো জানে যে যা কিছু হয়ে যাক, এটা কোনও নতুন কথা নয়। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো অনেকবার হয়েছে, সেটা আবারও অবশ্যই হবে। তারা মনে করে অনেক নতুন নতুন জিনিস তৈরী হচ্ছে, স্বর্গ তৈরী হচ্ছে আর তোমরা বাচ্চারাই কেবল জানো যে এসব তো হলো জাদুর খেলা। যেরকম কোনো পুরানো সোনাকে রং রূপ দিয়ে চমকপ্রদ বানিয়ে দেয়, সেইরকম এই পুরানো দুনিয়াকেও রং রূপ দিয়ে চমকপ্রদ বানানোর সবরকম পরিকল্পনা করতে থাকে। তাদের এটা জানাই নেই যে বিনাশ হবে। এটা তো তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো যে এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবেই।

সাধারণ মানুষ তো বলে দেয় যে এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে, পুনরায় ভগবান এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করবেন। প্রথমে ব্রহ্মাকে রচনা করবেন, তারপর তার থেকে মনুষ্য সৃষ্টি রচনা হবে। কবে হবে, সেটা তো কারো জানা নেই। বাচ্চারা, এটা কেবল তোমাদেরকেই বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। ভগবানের হল শ্রীমত। এখন শ্রীমত যখন বলা হচ্ছে, তাহলে এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে এটা তো উচ্চ ভগবানেরই মং। ব্রহ্মার বা বিষ্ণুর শ্রীমত বলা হয় না। ভগবান এসে ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা কিভাবে শ্রীমত প্রদান করেন - এটা সাধারণ মানুষ জানেনা। তারা বুঝতে পারেনা যে ব্রহ্মা কীভাবে নিচে আসেন, তিনি তো হলেন সূক্ষ্ম বতনবাসী। তো এইসব কথা না জানার কারণে শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এমনও হতে পারেনা যে শ্রীকৃষ্ণের কোনও সাধারণ রূপ আছে, যার মধ্যে পরমাত্মা প্রবেশ করবেন। এসব কথা কেউ জানে না। (ব্রহ্মা) বাবা বলছেন আমিও অনেক গুরু করেছিলাম, কিন্তু আমি কিছুই জানতাম না। ভুলে গিয়েছিলাম যে শ্রীমত কার? শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন নিরাকার, তাঁরই শ্রীমত আছে। শিবায় নমঃ বলা হয়, তাই না। তাঁর মহিমা হলো অপরম-অপার। এইসব কথাগুলিকে বাচ্চারা তোমরাই জানো। এইসব কথা কারো বুদ্ধিতে ধারণ করানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করতে

হয়।

এখন ভক্তদের ভগবানের মং প্রয়োজন। এটা তো ড্রামাতে নিরূপিত আছে। গীতার ভগবান এসে ভক্তদেরকে শ্রীমত প্রদান করেন। তো ভক্তদের উদ্ধার কীভাবে হবে, ভক্তরা আবার বলে দেয় যে ভগবান হলেন সর্বব্যাপী, ভক্তই ভগবান, তাহলে বলো তাদের কি হাল (অবস্থা) হবে। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে ভগবান হলেন এক, তিনি আসেনই ভক্তদের রক্ষা করতে। এই সময় সকল মানুষ রাবণের শোক বাটিকাতে আছে। কোনও মানুষ, সাধু সন্ত ইত্যাদি কেউই রক্ষা করতে পারে না। ভক্তদের রক্ষা ভগবানই করেন।

মানুষ এটা জানে না যে আমরা পতিত দুনিয়া নরকে নিবাস করছি। পবিত্র দুনিয়া স্বর্গকে বলা হয়। এই সব কথা কোটির মধ্যে কয়েকজনই বুঝতে পারবে। কল্প পূর্বের হারানিধি বাম্ভারাই আসবে। কল্প কল্প তোমরাই হারানিধি হও, কেউ কেউ তো সম্পূর্ণ হয়, কাউকে তো মায়া কাঁচাই খেয়ে নেয়। বাবাকে স্মরণ না করলে শীঘ্রই বিকারে এসে যায়। সর্বপ্রথম বিকার দেহ অহংকার আসে তখন অন্যান্য বিকার গুলিরও আকর্ষণ হবে, এইজন্য বাবা বলছেন দেহী-অভিমানী হও, কেননা সবাইকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। এখানে তো শুধু দুঃখই দুঃখ। কলিযুগী দুনিয়ার সুখ হল কাক বিষ্ঠার সমান। এটা তো সন্ন্যাসীরাও বলে আর তোমরাও জানো। বাম্ভারা তোমরা নরক আর স্বর্গকে জানো। নরকে তো কোনও সুখ নেই। নরকে কারো প্রতি মমত্ব রাখা, মানে নিজের পদ ভ্রষ্ট করা। কোনও জিনিসের প্রতি আসক্তি রাখবে না। বুঝতে হবে যে এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। এই দুনিয়া কোনও কাজের নয়। প্রথম প্রথম দেহ অভিমান এলে তার সাথে বুদ্ধির যোগ জুড়ে যায়। দেহী অভিমানী আবার এই পুরানো দুনিয়ার থেকে উপরাম থাকবে। সেটা হলো পার্থিব জগতের থেকে বৈরাগ্য, আর এটা হল অসীম জগতের থেকে বৈরাগ্য। আমরা এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলছি, এই দুনিয়া কেবল দুঃখই দেবে। এই দুনিয়া আর অল্পই কাজে লাগবে, এটা শেষ হয়ে গেলো কি গেলো। অবশিষ্ট কিছু সময়ের অতিথি আমরা। তো ব্রাহ্মণেরাই বলে যে আমরা পুরানো দুনিয়াতে কিছু মুহূর্তের অতিথি মাত্র। আমরা নিজেদের সুইট হোম, সুইট রাজধানীতে এসে সুখ ভোগ করবো। এখন আমাদেরকে যেতে হবে। এই পুরানো দুনিয়া কবরস্থান হয়ে যাবে, এইজন্য দেহের সাথে সবকিছু ভুলে যেতে হবে। এই শরীর হলো পুরানো জুতো, একে এখন ত্যাগ করতে হবে, যোগে থাকতে হবে। যোগে থাকলে আয়ু বাড়বে তো আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেবো। দেহ-অভিমানী আত্মার আয়ু বাড়বে না। তাদের দেহের সাথে ভালোবাসা হয়ে যায়। কারো শরীর খুব ভালো তো দেহের সাথে ভালোবাসা হয়ে যায়। দেহকে ভালো করে ঘষতে থাকে, যেরকম বাসন ঘষা মাজা করা হয়। যত যত তোমরা যোগে থাকবে ততই আত্মা পিওর হতে থাকবে, তারপর যোগ্য হবে - নতুন বাসন নেওয়ার জন্য। আমরা শরীরে যদিও অনেক সাবান, ভেসলিন, পাউডার ইত্যাদি লাগাই তথাপি পুরানো শরীরই তো থাকে তাই না। পুরানো বাড়িকে যতই মেরামত করো তথাপি সেটা পুরানো বাড়িই থাকে, সেইরকম এই শরীরও। নিজের সাথে এইরকম এইরকম কথা বলবে, তখন বাবা আর উত্তরাধিকারের সাথে বুদ্ধি যোগযুক্ত হবে, এছাড়া অন্যকিছুর সাথে বুদ্ধি যোগ লাগাবে না। আমি হলাম আত্মা, এখন বাবার কাছে যাচ্ছি। বাবাকে স্মরণ করলে অনেক লাভ হয়। আয়ু বৃদ্ধি হতে থাকে। আত্মা বুঝতে পারে যে - আমি যোগবলের দ্বারা পিওর হচ্ছি। আমার এই শরীর কোনও কাজের নয়। যদিও সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে কিন্তু শরীর তো পতিত তাই না। এখনো কারো শরীর শুদ্ধ হতে পারবে না। সেখানে শরীর বিষের দ্বারা জন্ম নেয় না। এই কথা তোমরা বাম্ভারাই জানো। যদি স্বর্গেও বিকারের দ্বারা জন্ম হতো, তাহলে তাদেরকে নির্বিকারী কেন বলতে? সেখানে তো আত্মা আর শরীর দুটোই পবিত্র থাকে।

তোমরা জানো যে এইসময় ৫ তন্ত্রও আয়রন এজেড হয়ে গেছে তাই শরীরও এইরকমই প্রাপ্ত হয়। অসুখ বিসুখ হতে থাকে, সেখানে শরীর কখনও অসুস্থ হয় না। এইসব হল বোঝার মতো কথা। সেখানে তোমাদের শরীরও নতুন প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতিও সতোপ্রধান হয়ে যায়। সেখানে এই ঔষধ ইত্যাদি কিছুই থাকে না। শরীর ঝকমক করতে থাকে। দেহ কাঞ্চন সম হয়ে যায়। এখন তো লোহার হয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয় তাই না, শরীর কীভাবে পরিবর্তন হয়ে যায়! কোনও পালিশ তো করা হয় না। কায়া একদম কাঞ্চন সম হয়ে যায়, তাকে গোন্ডেন এজ বলা হয়। সোনার শরীর তো হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণকে পারসনাথ পারসনাথিনী বলে থাকে। তাদের শরীর দেখো কতোই না সতোপ্রধান! তাদের কতোইনা মহিমা করা হয়। এখন তো এই ৫ তন্ত্রও তমোপ্রধান হয়ে গেছে, বিষের দ্বারা শরীরের জন্ম হয়। সেখানে হলো যোগবলের কথা। স্বর্গে অবশ্যই ভাইসলেস (নির্বিকারী) বাম্ভা হবে। কাম মহাশত্রু সেখানে থাকে না। বাবা বলছেন এই কাম তোমাদেরকে আদি মধ্য অন্ত দুঃখ প্রদান করে। সেটাকে বলাই হয় নির্বিকারী দুনিয়া আর একে সম্পূর্ণ বিকারী দুনিয়া বলা হয়। প্রত্যেকের মধ্যে এই ৫ ভূত আছে। ৫ ভূতের উপর বিজয় তখন পাবে যখন সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগ লাগাবে, যে যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও। তো তোমরা হলে ইনকলিটো (গুপ্ত) শিবশক্তি সেনা। সেনা শিববাবার

সাথে যোগ লাগিয়ে শক্তি নিচ্ছে। এই সর্বশক্তিমান বাবাই হলেন স্বর্গের রাজধানীর স্থাপন কর্তা, গড ফাদার। তিনি আসেনই তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাতে। এখন তোমরা স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য হওনি। বাচ্চারা, আমি প্রতি কল্পে এসে তোমাদেরকে স্বর্গের রাজধানীতে রাজত্ব করার যোগ্য বানাই। এখন তোমরা হলে নরকের মালিক। সাধারণ মানুষ বলেও থাকে - অমুকে মারা গেছে, স্বর্গবাসী হয়েছে। একদমই বুঝতে পারে না যে আমরা নরকে আছি। বাস্তবে স্বর্গ বিষয়ে কারোরই কিছু জানা নেই। বলে যে যাদের কাছে ধন দৌলত অনেক আছে, তাদের কাছে এটাই হলো স্বর্গ। আরে এতো অসুখ বিসুখ লেগে আছে, একে স্বর্গ কীভাবে বলবে! স্বর্গ তো সত্যযুগকে বলা যায়। কলিযুগে থোড়াই স্বর্গ আছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে এটা হল বিকারী দুনিয়া। প্রত্যেক নারী হলো দ্রোপদী, পার্বতী। প্রত্যেক নারীকে অমরনাথ অমর কথা শোনাচ্ছেন। প্রত্যেক দ্রোপদী নগ্ন হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। এইসব কথা অসীম জগতের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। সেটা হলই ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড, সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া, বিকার বিন্দুমাত্র নেই। আল্লা এসে প্রবেশ করে তো সেইসময় গর্ভ একদম পিওর থাকে। আল্লাও পিওর আসে, এইজন্য তাকে গর্ভেও কোনও শাস্তি ভোগ করতে হয় না। এখানে তো সকলের শাস্তি প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা ওঁনার আল্লা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই দুনিয়াতে নিজেকে অতিথি মনে করতে হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে পুরানো দুনিয়া আর পুরানো দেহ থেকে উর্ধ্বে যেতে হবে।

২) যোগের দ্বারা আল্লা আর শরীর দুটোকেই পবিত্র বানাতে হবে। পুরানো শরীরের প্রতি আকৃষ্ট হবে না, এর প্রতি অনুরাগ রাখবে না।

বরদানঃ:- শান্তির অবতার হয়ে বিশ্বে শান্তির কিরণ ছড়িয়ে দেওয়া শান্তিদাতা ভব যেরকম ছোটো ফায়ার ফ্লাই (জোনাকি পোকা) দূরে থেকেই নিজের প্রকাশের অনুভূতি করায়। এইরকম বিশ্বের আল্লা বা সম্বন্ধ সম্পর্কে আগত আল্লারা অনুভব করবে যে শান্তির কিরণ এই বিশেষ আল্লার থেকেই প্রাপ্ত হচ্ছে। বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করবে যে শান্তির অবতার শান্তি প্রদান করতে এসে গেছেন। চারিদিকের অশান্ত আল্লারা শান্তির কিরণের আধারে শান্তি কুণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আসবে। এই শান্তির শক্তি এখন প্রয়োগ করো।

স্লোগানঃ:- যার নিজের প্রতি ব্যক্তিগত অ্যাটেনশন আছে তারা অন্তর্মুখী হয়ে তারপর বাহিরমুখীতে আসে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমৎ-ই শ্রেষ্ঠ বানাবে, পরমত বা মনমত অভিষেক করে দেয়, তাই শ্রীমৎকে কখনও ভুলবে না”

*প্রশ্নঃ - সতোপ্রধান পুরুষার্থী কে এবং তমোপ্রধান পুরুষার্থী কে? দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কি হবে?

*উত্তরঃ - সতোপ্রধান পুরুষার্থী বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার (বর্সা) নেওয়ার পুরুষার্থ বা প্রতিজ্ঞা করে, তারা স্মরণে থাকার রেস করে এবং নম্বরওয়ান হওয়ার লক্ষ্য রাখে। তমোপ্রধান পুরুষার্থী বলে - যা ভাগ্যে আছে হবে, ভালো, প্রজা হবো তবে প্রজাই ভালো। তাদের সামনে মায়ার এমন বিদ্বি আসে যে রেস থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়।

*গীতঃ- আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন যিনি...

ওম শান্তি । বাচ্চারা যখন সন্মুখে বসে থাকে তখন জানে আমরা হলাম জীব আত্মা। এখানে তো জীব আত্মারাই থাকবে তাইনা। যখন আত্মার শরীর নেই তখন তো দেহহীন, তাকে অশরীরী বলা হয়। তোমরা তো দেহ সহ বসে আছে। আত্মা বা পরম আত্মা যতক্ষণ দেহের আধার না নেয় ততক্ষণ কথা বলতে পারে না। তোমরা জীব আত্মারা জানো - এখন বাবার সন্মুখে বসে আছি। হুবহু যেমন ৫ হাজার বছর পূর্বে সন্মুখে এসেছিলাম। বাচ্চারা নিশ্চয়ই বাবার কাছেই বর্সা প্রাপ্ত করবে। তারা জানে - আমরা নিজের পরমপিতা পরমাত্মা অসীম জগতের পিতার সন্মুখে বসে আছি। কেন বসে আছি? বাবার কাছে অসীমের বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্তির জন্য। যেমন স্কুলে বোধ থাকে আমরা টিচারের দ্বারা ইঞ্জিনিয়ারিং এর শিক্ষা প্রাপ্ত করি, ব্যারিস্টারির জ্ঞান লাভ করি। এইরূপ এইম অবজেক্ট থাকে। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা তনে বিরাজিত হয়ে আমাদের রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেন। ভগবানুবাচ - এই কথা তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, ভগবান নিরাকারকে বলা হয়। জীবাত্মা পুনর্জন্ম অবশ্যই নেয়। কোনও সন্ন্যাসীকে তোমরা জিজ্ঞাসা করো - মানুষ কি পুনর্জন্ম নেয়? তো উত্তরে এমন বলবে না যে নেয় না। নাহলে ৮৪ লক্ষ জন্ম কীভাবে বলেছে। জিজ্ঞাসা করো - তোমরা পুনর্জন্মকে স্বীকার করো? এই কথা তো যথার্থ, আত্মা সংস্কার অনুসারে এক দেহ ত্যাগ করে পুনরায় অন্য দেহ ধারণ করে। এমন এমন করতে মানুষ ৮৪ লক্ষ জন্ম নয়, বরং ৮৪ জন্ম নেয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রথম জন্ম অবশ্যই খুব ভালো সতোপ্রধান হবে। লাস্টে ছিঃ ছিঃ তমোপ্রধান হবে। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা, ১২ কলা হতে থাকবে। পুনর্জন্ম অবশ্যই নেয়। জিজ্ঞাসা করা উচিত - আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মা কি পুনর্জন্ম নিয়েছেন, নাকি উনি হলেন জন্ম-মরণহীন? দেখো, এই পয়েন্ট হল খুবই সূক্ষ্ম। যদি বলবে জন্ম-মরণ হীন তবে শিব জয়ন্তী প্রমাণিত হয় না। বলবে শিব জয়ন্তী তো পালন করা হয়। বোঝানো হয় - হ্যাঁ, শিব জয়ন্তী আছে কিন্তু জন্মের সাথে পরে মৃত্যু যে বলা হয়, তা নেই। যদি মৃত্যু হয় তবে পুনর্জন্ম হবে। শিববাবা কখনও পুনর্জন্ম নেন না। উনি এই তনে কেবল একবারই আসেন, ব্যস্। তারপরে পুনর্জন্মে আসেন না। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন পুনর্জন্মহীন, উনি কখনও সতোপ্রধান থেকে তমঃ হন না। আত্মারা তো সবাই জন্ম-মরণে এসে পতিত হয়ে যায়, পরে শিববাবা আসেন পবিত্র বানাতে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় আত্মাই পতিত হয়। আত্মা পবিত্র আসে পরে মায়া পতিত বানিয়ে দেয়।

বাবা কখনও বাচ্চাদের কু-মত দিতে পারে না। এই সময়ের পতিত মানুষ, পতিত মত দেয়। এখন পবিত্র পিতা বলেন যে, পতিত হয়ো না অর্থাৎ বিকারের যেও না। রাবণের মতানুসারে দুঃখধাম তৈরি হয়েছে। প্রথমে সুখধাম ছিল, এমন নয় বাবা সুখ-দুঃখ প্রদান করেন, তা নয়। বাবা কখনও বাচ্চাদেরকে দুঃখের মত দিতে পারেন না। মায়া-ই দুঃখ দেয়। সেই মায়ার উপরে বিজয় লাভ করলেই তোমরা জগৎ জিত হয়ে যাও। মানুষ মায়ার অর্থ বোঝে না, তারা ধনকে মায়া বলে দেয়। বলা হয় যে তার অনেক মায়ার নেশা রয়েছে। কিন্তু মায়া ৫ বিকারকে বলা হয়। যদি ৫ বিকারের নেশা থাকে তো মায়া একেবারে গ্রাস করে নেয়। সত্যযুগ ত্রেতায় মায়ার নেশা থাকে না। সেখানে রাবণের পুতলিকা তৈরি করে দহন করা হয় না। পুতলিকা তৈরি করা হয় কঠোরতম শত্রুদের। রাবণের রাজ্য শুরু হয় অর্ধেক কল্প থেকে। দেহ-অহংকার এলে অন্য বিকার গুলি এসে যায়। শান্ত্রে এইসব কথা নেই। লেখা আছে - দেবতার বাম মার্গে অর্থাৎ বিকারে গমন করে। মায়ার বশে বশীভূত হয়ে যায়। পরমত অনুসরণ করে চলতে থাকে। এখন তোমরা চলো শ্রীমৎ অনুসারে। পরমত অর্থাৎ মায়ার মত। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত হল বাবার। ও'সব হল পরমত। রাবণের মত, তাই শিববাবা বলেন আসুরিক সম্প্রদায়, সবাই রাবণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে দুঃখী।

মানুষ, সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর ভেবে নিয়েছে। তো তোমরা হিসেব-নিকেশ বলে দাও ৫ হাজার বছর কীভাবে হয়। খ্রাইষ্টের দুই হাজার বছর হয়েছে, বুদ্ধের হয়েছে ২২৫০ বছর, তার পূর্বে ইসলামের ২৫০০ বছর হয়েছে। সব মিলিয়ে অর্ধেক কল্প হয়েছে। এদের পূর্বে তো দেবতাদের রাজত্ব ছিল তাহলে দেবতাদের জন্য লক্ষ বছর কীভাবে বলবে। এত বছর হলে তো মানুষ সংখ্যায় অনেক হয়ে যেত। তত সংখ্যা তো নেই। ৫ হাজার বছরেই কোটি কোটি মানুষ হয়ে যায়। বলাও হয় খ্রাইষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারতে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। ৫ হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে, নাটক পূর্ণ তো হয় তাইনা। এই কথা গুলি কেউ জানেনা। আমি কে, আমি কেমন, এই চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, কেউ জানতে পারে না। বাবা স্বয়ং এসে বোঝান, এ হল গীতা। বাবা এসে সহজ রাজযোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তবে তার নাম গীতা রাখা হয়েছে। যেমন খ্রাইষ্ট শিখিয়েছিলেন তো বাইবেল নাম রেখেছে, অনাদি কাল থেকে এই নাম রাখা হয়েছে। সেসব রিপোর্ট হয়। বাবা বুদ্ধাদেরও বোঝান, এই কথাটি খুবই সহজ। শুধুমাত্র বাবা আর বর্সাকে স্মরণ করো। সন্তানের জন্ম অর্থাৎ উত্তরাধিকারীর জন্ম হওয়া। তোমরা বুঝেছো যে আমরা হলাম বাবার উত্তরাধিকারী। ৫ হাজার বছর পরে পুনরায় মিলিত হতে এসেছি। বারে বারে ৫ হাজার বছরই বলবে। ২-৩ বছরের আত্মা রূপী সন্তানরাও পরে আসা সত্ত্বেও বলবে আমরা ৫ হাজার বছর বাদে পুনরায় এসেছি। এ'হল খুবই গুহ্য কথা। বাবা জিজ্ঞাসা করেন আগে কখনও মিলিত হয়েছে ? বাচ্চারা বলে - হ্যাঁ বাবা। আত্মা এই মুখ দিয়েই বলে - আমরা ৫ হাজার বছর পূর্বে আপনার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। আপনি এই দেহের আধার নিয়ে শিক্ষা প্রদান করতে এসেছিলেন। যারা পাক্ষা মজবুত বাচ্চা, তারা বোঝে আমরা বাবার কাছে থেকে অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য বসে আছি। আমরা অসীম জগতের বাবার সন্তান হয়েছি ব্রহ্মার দ্বারা। শিব বাবা জিজ্ঞাসা করেন আমাকে চিনেছো ? আমি তোমাদের পিতা। বাচ্চারা বলবে হ্যাঁ বাবা আমরা আত্মারা, আপনি হলেন আমাদের বাবা, পরমপিতা পরমাত্মা। স্বয়ং বাবা বলেন - তোমাদেরকে আমি স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম, স্বর্গের অধিকার প্রদান করেছিলাম, পরে মায়া সব কেড়ে নিয়েছে। পুনরায় এখন আমি প্রদান করি। মায়া স্বর্গের অধিকার কেড়ে নেয়, শিববাবা প্রদান করেন। এই খেলা তো অনেকবার হয়ে গেছে, হতে থাকবে। এর কোনও অন্ত নেই। বাবার সন্তান হয়, কেউ হয় আপন সন্তান, কেউ পর। কেউ সৎ কেউ আপন সন্তান হয়। কাঁচা, পাকা তো থাকে, তাইনা। পাক্ষা বাচ্চাদেরও মায়া পরাজিত করে দেয়। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা যত দিন বাঁচবো আপনার কাছে বর্সা নিতে থাকবো। বিকর্মের অনেক বোঝা মাথার উপরে আছে তাই তোমরা যত স্মরণে থাকবে, সেই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমরা আত্মারা পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মায় পরিণত হতে থাকবে। অগ্নি বস্তুকে পবিত্র করে। তোমাদের হল যোগ অগ্নি।

এ'হল অসীমের যজ্ঞ, যা অসীম জগতের শেঠ (শিব পিতা) দ্বারা রচিত। এতখানি সময় ধরে কোনও যজ্ঞ পরিচালিত হয় না। ৫-৭ দিন বা এক মাসের যজ্ঞ রচিত হয়। তোমাদের যজ্ঞ তো বহু বছর ধরে চলে আসছে। বাবা শোনাতেই থাকেন। বাবা বলেন ভুলে যাবে না, শুধু আমাকে স্মরণ করো তবে তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্মের বোঝা নষ্ট হতে থাকবে। কোনও সন্ন্যাসী, বিদ্বান ইত্যাদি এমন কথা বলবে না। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের বাবা, আমাকে স্মরণ করো। নিশ্চয়ই এসেছেন তবেই তো বলেন তাইনা। শিববাবা বলেন - এখন তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তোমাদের আত্মা এই সময় খুব পতিত হয়ে আছে। এখন তোমরা জানো যোগের দ্বারা আমরা পবিত্র হতে থাকবো। বাবা বলেন স্তান অমৃত পান করে পবিত্র স্বর্গের মালিক হও। শিব সজন তোমরা সব সজনী দেব পবিত্র বানাতে এসেছেন, উনি বলেন আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো। তোমাদেরই প্রতিজ্ঞা হল যে আপনি যখন আসবেন অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে এক আপনার সঙ্গে যুক্ত হবো। আপনার কাছে সমর্পণ করবো। স্ত্রী পুরুষের উপর, পুরুষ স্ত্রীর উপরে সমর্পিত হয়। এখানে বাবার কাছে সমর্পিত হতে হবে। বিবাহে একে অপরের প্রতি সমর্পিত হয় তাইনা। এখন বাবা বলেন - মানুষের উপরে সমর্পিত হবে না। তোমাদের প্রতিজ্ঞা হল আপনার কাছে সমর্পিত হবো। আপনি আমাদের হোন। বাবা বলেন তোমরা সমর্পণ করো তবে ২১ জন্মের জন্য তোমাদেরকে সদা সুখী বানিয়ে দেবো। কত বিশাল এই অবিনাশী উত্তরাধিকার। এখন শিববাবা বলেন - আমি তোমাদের বরদান অর্থাৎ বর্সা প্রদান করি, তোমরা শুধু নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো। শ্রীমতের দ্বারাই তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে, এই কথা ভুলবে না। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও ঘরে রেখে দাও। আমরা শিববাবার কাছে পুনরায় বর্সা প্রাপ্ত করছি। শিব বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন। কিন্তু মায়া রূপী চিল কম নয়, আক্রমণ করেই দেয়। এই কথা সবার জন্য নয়, নম্বর অনুক্রমে আছে। কেউ তো একদম ভুলে যায় যে আমরা পিতার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। এখানে বসে নেশা বৃদ্ধি পায়। বাইরে গেলে ই বিস্মৃতি ঘটে। পুনরায় সকালে রিফ্রেশ হয়, তারপরে সারা দিন ভুলে যায়। ৪-৫ বছর ভালো সার্ভিস করা বাচ্চারাও আজ দেখো নেই। কিছু অবজ্ঞা করাতে মায়ার তীব্র আঘাত বা চড় লাগে, তাতে তারা ত্যাগ করে চলে গেছে। বাবা বলেন বাচ্চারা মায়া খুব কঠিন। অবজ্ঞা করলে মায়া একেবারে অধঃপতন করিয়ে দেয় তাই গায়ন আছে উত্তরণের পথে চাখবে প্রেম রস, (পতনের পথে ভেঙে চুরমার হবে) ... দেখেছো কীভাবে চুরমার হয়ে যায়। বৈকুণ্ঠে তো অবশ্যই যাবে। কিন্তু পদ মর্যাদা তো নম্বর অনুক্রমে আছে, তাইনা। যদিও সেখানে তো সবাই সুখী থাকে তবুও

পদমর্যাদা তো আছে না। স্কুলে পদ প্রাপ্তির জন্যই তো পুরুষার্থ করে। এমন নয়, প্রজা পদই যথেষ্ট, যা ভাগ্যে আছে হবে। না, একে তমোপ্রধান পুরুষার্থ বলা হয়। সতোপ্রধান তাকে বলা হবে যারা বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্তির পুরুষার্থ বা প্রতিজ্ঞা করে। এ'হল অশ্ব রেস তাইনা। সবাই নম্বর ওয়ান তো হবে না। যে'হল হিউম্যান রেস। মায়া এমন বিঘ্ন সৃষ্টি করে, যে রেস থেকে বাইরে বের করে দেয়। তোমাদের হল হিউম্যান রেস। আত্মা বলে আমরা খুব দুঃখী। শরীর ধারণ করতে করতে খুব হয়রান হয়েছি। আত্মারা বলে এখন বাবার কাছে ফিরে যাব। বাবা তো যুক্তি বলেই দিয়েছেন। বাবা আমরা আপনার স্মরণে থাকবো। যতটা সময় স্মরণ করতে পারো ততই ভালো। যেমন গভর্মেন্টের সার্ভিসেও ৮ ঘন্টা দিতে হয় তাইনা। সুতরাং এই সার্ভিসেও ৮ ঘন্টা তো থাকো। সৃষ্টিকে স্বর্গে পরিণত করা বিশাল সার্ভিস। শুধুমাত্র এক পিতাকে স্মরণ করো এবং সুখধামকে স্মরণ করো। ব্যস্, ৮ ঘন্টা সার্ভিস করলে তো সম্পূর্ণ বর্ষা প্রাপ্ত করবে। এমন ভাবে স্মরণ করতে-করতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আট ঘন্টা তোমরা এই সার্ভিসে দাও। বাকি ১৬ ঘন্টা তোমরা ক্রী থাকো। যতখানি সম্ভব ঋণে-ঋণে স্মরণ করো। স্মরণ তো সর্বত্রই করতে পারো। সবচেয়ে ভালো সময় তোমরা সকালে পেয়ে যাবে। সিন্ধি ভাষায় বলে - সওয়েল সুমণ, সওয়েল উথণ (তাড়াতাড়ি ঘুমানো, তাড়াতাড়ি জেগে ওঠা.... এই গুণ মানুষকে বড় করে) অষ্টানী মানুষ ৮ ঘন্টা ঘুমায়ে। তোমাদের ঘুম অর্ধেক হওয়া উচিত। ৪ ঘন্টা ব্যস্। তোমরা হলে কর্ম যোগী তাইনা। রাত্রে ১০ টায় ঘুমাও, ২ টোয় উঠে পড়ো। শিববাবাকে স্মরণ করো। ২-টোয় উঠতে না পারলে ৩-টায় ওঠো, ৪-টায় ওঠো। ওটা হলো ফাস্টব্রাস সময়। একদম শান্তি থাকে। সকলে অশরীরী হয়ে থাকে। সেই সময় নিশ্চয়তা থাকে, এমন যেন মূলবতন সম শান্তি বিস্তৃত থাকে। এমন অনুভব হয় সকলে মৃত স্বরূপ পড়ে আছে। সেই সময় তোমরা বাবাকে স্মরণ করবে তো এই স্মরণ তোমাদের দূত হয়ে যাবে। অমৃতবেলার স্মরণ ই ভালো প্রভাব ফেলে। বাবা বহুবার রাত্রে জাগরণ করতেন। স্থূল কর্মে নিযুক্ত হলেই মাথা ভারী হয়ে যায়। সূক্ষ্ম সার্ভিসে ক্লান্তি নেই। উপার্জন কখনোই ক্লান্ত করতে পারে না। উপার্জনের দ্বারা খুশী অনুভব হবে। সুতরাং সকাল সকাল উঠে স্মরণ করলেই বিশাল উপার্জন হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ভোরে অমৃতবেলায় উঠে অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য স্মরণের রেস করতে হবে। মিনিমাম ৮ ঘন্টা অবশ্যই স্মরণ করতে হবে।

২) একমাত্র বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে। পরমত বা মনমত অনুযায়ী না চলে এক বাবার শ্রেষ্ঠ মত অনুসরণ করে চলতে হবে।

বরদানঃ:- রুহানী এক্সারসাইজ (আত্মিক ড্রিল) দ্বারা ওয়েট (বোঝা) সমাপ্তকারী সমান এবং সমীপ ভব রুহানী এক্সারসাইজ অর্থাৎ এখনই নিরাকারী, এখনই অব্যক্ত ফারিস্তা, এখনই সাকারী কর্মযোগী। এখনই বিশ্ব সেবাধারী। এমন এক্সারসাইজ রোজ করো, তবে ব্যর্থের যা বোঝা আছে সেসব সমাপ্ত হয়ে যাবে। যখন বোঝা (ওয়েট) সমাপ্ত হবে, প্রিয়তমা সম ডবল লাইট হবে তখন পেয়ার বা জোড়া ভালো লাগবে। যদি প্রিয়তম হাঙ্কা আর প্রিয়তমা ভারী হয় তবে পেয়ার ভালো লাগবে না। রুহানী প্রিয়তম, প্রিয়তমাদের বলছেন সমান হও, সমীপে থাকো।

স্লোগানঃ:- নিজের জীবন রূপী পুষ্প স্তবক দ্বারা দিব্যতা রূপী সৌরভে সুরভিত করাই হল গুণমূর্তি হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"প্রতিটা গুণ ও শক্তির অনুভবে হারিয়ে যাওয়া অর্থাৎ সৌভাগ্যবান হওয়া"

আজ ভালোবাসার সাগর বাপদাদা নিজের প্রীতিস্বরূপ বাচ্চাদের সাথে মিলন উদযাপন করছেন। বাচ্চাদের প্রতি বাবার ভালোবাসাও অতি আর বাবার প্রতি বাচ্চাদের ভালোবাসাও অতি। এই ভালোবাসার বাঁধন বাচ্চাদেরও টেনে আনে আর বাবাকেও টেনে আনে। বাচ্চারা জানে যে, পরমাত্ম-ভালোবাসা কত সুখদায়ী! যদি এক সেকেন্ডও ভালোবাসায় হারিয়ে যাও, তবে অনেক দুঃখ তোমরা ভুলে যাও। সুখের দোলায় দুলতে শুরু করো। এমন অনুভব আছে না? বাপদাদা দেখছেন যে, দুনিয়ার হিসেবে আত্মারা কত সাধারণ আর ভাগ্য কত শ্রেষ্ঠ! যা সারা কল্পে, হতে পারে কোনো ধর্ম আত্মা বা মহান আত্মা, কিন্তু এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য না তো কারও প্রাপ্ত হয়, না হতে পারে। তো অতি সাধারণ আর অতি শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান। বাপদাদার সাধারণ আত্মাই পছন্দ, কেন? বাবা স্বয়ংও সাধারণ তনে আসেন। কোনো রাজার তনে কিংবা রানীর তনে আসেন না। কোনো ধর্মাত্মা, মহাত্মারা তনে আসেন না। সাধারণ তনে নিজেও আসেন আর বাচ্চারাও সাধারণই আসে। আজকের কোটিপতিও সাধারণ। সাধারণ বাচ্চাদের মধ্যে ভাবনা থাকে। আর বাবার চাই ভাবনা, দেহভাবে যারা রয়েছে তাদের প্রয়োজন নেই। যত বড় হবে তত ভাবনা থাকবে না, বরং অমিষ্টভাব থাকবে। তাইতো বাবাকে ভাবনার ফল দিতে হয় এবং ভাবনা থাকে সাধারণ আত্মাদের মধ্যে। খ্যাতনামা আত্মাদের কাছে না ভাবনা আছে, না সময় আছে। তো বাবা দেখছেন যে, কত সাধারণ আর কত শ্রেষ্ঠ ভাবনার ফল প্রাপ্ত করছে, সেইজন্য ড্রামা অনুসারে সঙ্গমযুগে সাধারণ হওয়া এটাও ভাগ্যের লক্ষণ, কারণ সঙ্গমেই ভাগ্যবিধাতা ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ রেখা টেনে দিচ্ছেন আর সেইসঙ্গে ভাগ্যের রেখা টানার কলমও বাচ্চাদের দিয়ে দিয়েছেন। কলম পেয়েছ তো না? কীভাবে ভাগ্যের রেখা টানতে হয় জানো তোমরা? কত লম্বা রেখা টেনেছ? ছোটখাটো তো টেনে দাওনি? যতটা চাও ততটা ভাগ্য বানাতে পারো। পূর্ণ ছাড় রয়েছে, সবার ছাড় আছে। নতুন হোক বা পুরানো, সাপ্তাহিক কোর্স করেছে, বাবাকে চিনেছে, আর বাবা ভাগ্যের কলম দিয়ে দিয়েছেন। এটাই পরমাত্ম-ভালোবাসা। ভালোবাসার লক্ষণ কী? জীবনে যা কিছু চাই তা যদি কেউ কাউকে দেয় তো সেটাই ভালোবাসার লক্ষণ। সুতরাং বাবার ভালোবাসার লক্ষণ হলো জীবনে যা চাই তিনি সেই সর্বকামনা পূর্ণ করে দেন। সুখ-শান্তি চাই তো না! যদি কোনো বস্তু একে অন্যকে দেয় তো তা থেকে সুখ পাওয়া যায়, তাই না? তো বাবা সুখ কী দেবেন, তিনি তোমাদের সবাইকে সুখের ভান্ডার বানিয়ে দেন। তো সুখের ভান্ডার তোমরা, তাই না! পুরো স্টক আছে তোমাদের, নাকি এক ঘর বা দুই ঘর আছে! ভান্ডার আছে। যেমন বাবা সুখের সাগর, নদী কিংবা দীঘি নন, সাগর তিনি, তাইতো বাচ্চাদেরও সুখের ভান্ডারের মালিক বানিয়ে দেন। সুখের কোনো অভাব আছে কি? কিছু অপ্রাপ্তি আছে? পরে এটা বলো না যে, অল্প একটু শক্তি দিয়ে দাও! 'দিয়ে দিয়েছি।' 'দিয়ে দাও' বলার আবশ্যকতাই নেই। বাবা দিয়ে দিয়েছেন, শুধু তা কার্যে লাগানোর বিধি চাই। আর বাবার থেকে অনেক রকম বিধি প্রাপ্ত হয়। শুধু সেগুলো সময়মতো কার্যে লাগাও না, সেইজন্য থাকা সত্ত্বেও সেগুলো থেকে লাভ নিতে পারো না। কত বড় ভাগ্য! আর কত সহজে পেয়েছ! কোনো পরিশ্রম করেছে কি? এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি, তাই না? নাকি সেকেন্ডে দর্শনের জন্য কুতে দাঁড়িয়ে আছ, এমন নয় তো না? আরামে বসে আছ, আছ না? নিচেও ফোমের উপরে বসে আছ। আরামেই সহজভাবে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরি করছ। এই নেশা আছে তো না? সবাই নেশার সাথে বলবে ভাগ্যবিধাতা আমাদের। যখন ভাগ্যবিধাতা তোমাদের হয়ে গেছেন তখন ভাগ্য কা'কে দেবেন?

ভাগ্যবিধাতাকে আপন করেছ অর্থাৎ ভাগ্যের অধিকার প্রাপ্ত করে নিয়েছ। যার নেশা আছে সে সदा এটাই অনুভব করে যে, ভাগ্য আমার হবে না তো কা'র হবে? কারণ ভাগ্যবিধাতাই আমার। এত নেশা আছে, নাকি কখনো কখনো চড়ে, কখনো নামে? সঙ্গমের সময়ই কত ছোট! আর তোমরা মেজরিটি তো সবাই নতুন। কত অল্প সময় পেয়েছ! কিন্তু ড্রামাতে এই সঙ্গমযুগের এটা বিশেষত্ব যে, কোনো কেউই নতুন হোক বা পুরানো, নতুনদেরও গোল্ডেন চান্স থাকে নম্বর সামনে নেওয়ার। তো নতুনদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে নাকি মনে করো, আমার থেকে সামনে তো অনেকে আছে, আমি তো এসেছিই এখন...। না, এটা পূর্ণ ছাড় রয়েছে, সামনে যত এগিয়ে যেতে চাও ততটাই সামনে এগিয়ে যেতে পারো, শুধু অভ্যাসে অ্যাটেনশন হোক। পুরানো কেউ কেউ অমনোযোগী হয়ে যায়, আর তোমরা যদি অমনোযোগী না হও তাহলে সামনে এগিয়ে যাবে। নম্বর নিয়ে নেবে। নম্বর নিতে হবে না? ফার্স্ট নম্বর না, ফার্স্ট ডিভিশন। ফার্স্ট নম্বর হিসেবে তো ব্রহ্মা বাবা নিশ্চিত হয়ে গেছেন, তাই না! কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশনে যারা চাইবে তারাই আসতে পারে। তাহলে সবাই কোন ডিভিশনে আসবে? সবাই ফার্স্ট আসবে তো সেকেন্ডে কে আসবে? মাতারা কিসে আসবে? ফার্স্ট আসবে? খুব

ভালো? 'আসতেই হবে' এই দৃঢ় নিশ্চয় ভাগ্যকে নিশ্চিত করে দেয়। জানি না... আসব কি আসব না..., জানি না সামনে এগিয়ে যেতে কোনো মায়া যদি এসে যায়..., মায়া অতি চতুর, এমন ব্যর্থ সঙ্কল্প কখনো ক'রো না। যখন সর্বশক্তিমান সাথে আছেন তখন মায়া তো তাঁর সামনে পেপার টাইগার, সেইজন্য ঘাবড়ে যেয়ো না। 'জানি না' এই সঙ্কল্প কখনো ক'রো না। মাস্টার নলেজফুল হয়ে সব কর্ম করে যাও। সাথের অনুভব সদাই সহজ আর সেফ রাখ। সাথে ভুলে গেলেই মুশকিল হয়ে যায়। কিন্তু সবার প্রতিজ্ঞা যে, সাথে থাকবে, সাথে যাবে, এটা প্রতিজ্ঞাই তো না? নাকি একলা থাকবে, একলা যাবে? অতএব, সাথের অনুভব বাড়াও। তোমরা জানো যে সাথে আছে, তোমরা স্বীকারও করো কিন্তু ফারাক কী হয়? জানো, মানো, কিন্তু প্রয়োজনের সময় সেই অনুসারে চলো না। এই যে কোর্স আছে মায়ার ফোর্স তা' ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু মায়া কী খুব বলবান? সে বলবান নাকি তুমি বলবান? নাকি কখনো মায়া বলবান, কখনো তুমি বলবান? মায়া তোমাদের দুর্বলতা, আর কিছু না। তোমাদের দুর্বলতা মায়া হয়ে সামনে আসে। যেমন শরীরের দুর্বলতা রোগ হয়ে সামনে আসে, ঠিক তেমনি আত্মার দুর্বলতা মায়া হয়ে সম্মুখীন হয়। সুতরাং না দুর্বল হবে, না মায়া আসবে। লক্ষ্যই হলো - মায়াজিত, জগৎ জিত। কতবার বিজয়ী হয়েছ? অগণিত বার, তবুও ঘাবড়ে যাও! কোনো নতুন বিষয় যদি হয় তো বলা হয় বিষয়টা তো নতুন ছিল, আমার জানা ছিল না সেইজন্য ঘাবড়ে গেছি। কিন্তু আরেকদিকে বলা অনেকবার বিজয়ী হয়েছ, তবে কেন ঘাবড়াও? বাবার ভালোবাসা এটাই যে, প্রত্যেক বাচ্চা শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়ে রাজ্য অধিকারী হবে। প্রজা অধিকারী তো হওয়ার নেই না? তাহলে রাজ্য অধিকারী অর্থাৎ সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় জিত। যদি নিজের কর্মেন্দ্রিয়ার উপরে, মন-বুদ্ধি-সংস্কারের উপরে বিজয় প্রাপ্ত না হয় তাহলে প্রজার উপরে কীভাবে রাজ করবে! যদি এমন রাজা হও যে নিজের উপরে বিজয় অর্জন করতে পারে না তাহলে সত্যযুগও কলিযুগ হয়ে যাবে। সেইজন্য এটা চেক করো যে, মন-বুদ্ধি-সংস্কার কন্ট্রোলে আছে কিনা। মন তোমাকে চালনা করে নাকি তুমি মনকে চালাও? যখন এই কম্পলেন (অনুযোগ/আক্ষেপ) করো যে, আজ আমার মন লাগছে না, আমার মন আজ বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে তবে সেটা মনজিত হয়েছে? আজ মন উদাস, আজ মন অন্য আকর্ষণের দিকে যাচ্ছে, এটা বিজয়ীর সঙ্কল্প? সুতরাং যে নিজের উপরে বিজয় অর্জন করতে পারে না সে বিশ্বের উপরে কীভাবে বিজয় প্রাপ্ত করবে? সেইজন্য চেক করো কর্মেন্দ্রিয় জিত, মন জিত কতটা হয়েছে? যদি ফার্স্ট ডিভিশনে আসতে হয় তাহলে লক্ষণ (নিদর্শন) দ্বারা লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করতে পারো।

বাপদাদা দেখেছেন যে, বাচ্চারা উৎসাহ-উদ্দীপনাতেও থাকে, জ্ঞানের জীবনও ভালো লাগে, জ্ঞান শোনা-শোনানো এতেও ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু চলতে চলতে যদি দুর্বলতা আসে তখন তার কারণ কী? বিশেষ কারণ হলো, যা বলা, যা শোনো, সেই এক একটা গুণের, শক্তির, জ্ঞানের পয়েন্টসের অনুভব কম। মনে করো, সারাদিনে নিজেও বা অন্যকেও কতবার বলা আমি আত্মা, তুমি আত্মা, তুমি শান্তস্বরূপ, সুখস্বরূপ, কতবার নিজেও ভাবো আর অন্যদেরও বলা। কিন্তু চলতে ফিরতে আত্মিক অনুভূতি, জ্ঞান স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, শান্ত স্বরূপের অনুভূতি সেটা কম হয়। শোনা বলা বেশি আর অনুভূতি কম।

কিন্তু সবচেয়ে বড় অথরিটি অনুভবের, তো সেই অনুভবে হারিয়ে (বিভোর হয়ে) যাও। যখন বলা শান্ত স্বরূপ তখন স্বরূপ দ্বারা যেন তোমার নিজের এবং অন্যের শান্তি অনুভূত হয়। এক একটা গুণের বর্ণন করো, শক্তির বর্ণন করো, কিন্তু শক্তি বা গুণ সময়কালে যেন অনুভবে আসে। কেউ কেউ তো বলতেও থাকে যে, সহনশক্তি ধারণ করা উচিত, সহনশীলতা ভালো, কিন্তু অনুভূতি হয় না। অনুভূতির ঘাটতি হওয়ার কারণে যতটা চাও ততটা পাও না। যদি সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যতটা পুরুষার্থ হওয়া উচিত ততটা হয়? তো অল্প কয়েক হ্যাঁ বলবে। সুতরাং যতটা প্রাপ্তি হচ্ছে ততটা জীবনে বা কর্মে অনুভূত হোক, অন্যেরও যেন অনুভূত হয়। তোমরা তো বলেই থাকো জ্ঞানস্বরূপ, তো সেই স্বরূপ দৃশ্যমান হওয়া উচিত তো না? আর স্বরূপ সদা হয়। স্বরূপ কখনো কখনো হয় না। অজ্ঞানকালের জীবনে যদি কারও ক্রোধী স্বরূপ হয় তাহলে যখনই কোনো বিষয়ের সূত্রপাত হবে তখন সেই স্বরূপ দেখা দেয়, লুকিয়ে থাকে না। সেটা ছোট বিষয় হোক কিংবা বড় বিষয় হোক কিন্তু যার যা স্বরূপ তা' দৃশ্যমান হয়। নিজেরও অনুভব হয় আর অন্যেরও অনুভব হয়। কী বলা হয় - এ' তো ক্রোধীই, এর সংস্কারই ক্রোধের। তাহলে, সংস্কার প্রতীয়মান হয় তো না! এইভাবেই এই জ্ঞানস্বরূপ, শান্তস্বরূপ, সুখস্বরূপ যেন অনুভবে আসে। সুতরাং এই অনুভাবীমূর্ত হওয়াই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের লক্ষণ। সুতরাং অনুভব বাড়াও। যা বলেছ তা' অনুভব করেছে? যদি অনুভব না হয় তাহলে তার কারণ এটা — সময় সময়তে যে বিধি প্রাপ্ত হয় সেই বিধির প্রতিও অ্যাটেনশন কম থাকে। জ্ঞান, শক্তি, গুণের রিভাইস যত করতে থাকবে ততই রিয়েলাইজ সহজ হবে। রিভাইস করো না, সেই জন্য রিয়েলাইজেশনও কম। শুনেছ, খুব ভালো। কিন্তু চলতে ফিরতে রিভাইস হওয়া উচিত। যেমন, দুনিয়ার লোকে বলে যে, কর্মই যোগ। কর্ম আর যোগ আলাদা মনে করে না। কর্মই যোগ ব'লে মানে। কর্মের সাথে যোগ থাকা, একেই কর্মযোগ ব'লে মনে করে। কিন্তু কর্ম আর যোগ দুইয়ের ব্যালেন্স চাই। কর্মে বিজি থাকা

যোগ নয়। কর্ম করতে করতে যোগের অনুভব হওয়া উচিত। কর্মে বিজি হয়ে গেলে তো কর্মই শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়, যোগ একপাশে হয়ে যায়। চলতে চলতে এই অসতর্কতা আসে। সুতরাং কর্মে যোগের অনুভব হওয়া, এটাকেই বলা হয়ে থাকে কর্মযোগী। মূল বিষয় হলো অনুভাবী স্বরূপ হও। এক একটা গুণের অনুভবে তন্ময় হয়ে যাও। শক্তিস্বরূপ হও। তোমার স্বরূপ দ্বারা সমস্ত শক্তি যেন দৃশ্যমান হয়। এখনও দেখ, যদি কারও মধ্যে কোনো বিশেষ শক্তি থাকে তার জন্য বলে থাকো, এ' অনেক সহনশীল স্বরূপ, এর মধ্যে অন্তর্লীন করার অনেক শক্তি প্রতীয়মান হয়। সুতরাং কারও মধ্যে দেখা দেয়, কারও মধ্যে নয় এবং কখনো দেখা যায়, কখনো নয়, সুতরাং অ্যাটেনশন কম হয়েছে, তাই না। তো সব শক্তি, সব গুণ, সব জ্ঞানের পয়েন্টস তোমার স্বরূপ থেকে অন্যেরা যেন অনুভব করে, আর সেটা তখনই হবে যখন প্রথমে স্বয়ং-কে অনুভব হবে। যদি তুমি নিজে অনুভাবী হও, তবে তা' থেকে স্বতঃই অন্যের অনুভব হবে। আর যখন অনুভব করো তখন কত খুশি হয়! এক সেকেন্ডও যদি কোনো গুণ কিংবা শক্তির অনুভব হয় তাহলে খুশি কত বেড়ে যায়! আর যখন সদা অনুভাবী স্বরূপ হবে তখন সদা মুখের উপর খুশির ঝলক, সৌভাগ্যবান হওয়ার ঝলক অনুভব হবে। সুতরাং অনুভবকে বাড়ানো। এর বিধি স্পষ্ট তো না? আচ্ছা, সবাই তোমরা সৌভাগ্যবান তো হওই উপরন্তু তোমরা বিশেষ খুশি উদযাপন করতে এসেছ। তো তোমাদের সকলের খুশি প্রাপ্ত হয়েছে?

সবাই তোমরা আরামে থাকছ? মন আরামে থাকলে তনেরও আরাম পাওয়া যায়। এটা তো হওয়ারই আছে, তোমরা স্থান যত বাড়াবে তত কম হতেই হবে। এটা ভবিষ্যৎ, তার কী করবে! এটা ভালো, তোমাদের রিহাসার্সল হয়ে যায়, যেখানে বসাও, যেভাবে বসাও, যেভাবে শোয়াও, তার রিহাসার্সল হয়ে যায়। তো মেঝেতে শোয়া ভালো, পাটরাজা হয়ে গেছ তো না। শান্ত্রে তো পাটরানী আর পাটরাজার মহা গায়ন আছে, তোমরা তো খুব সহজে হয়ে গেছ। কোনো সমস্যা আছে তোমাদের? বাপদাদা আর নিমিত্ত আত্মারা এটাই তো ভাবেন যে, সবাই আরামে থাক কিন্তু সংখ্যায় বেশি হলেও যদি তোমরা আরাম বজায় রাখতে পারো, তাহলে তো খুশির বিষয়। যেখানেই থাকছ, সেখানে খুশি আছে? কোনও সমস্যা নেই! আরও ডাকব? শুধু একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলা হবে যে আসতে চায় আসতে পারে। তাহলে কী করতে হবে? অতন্দ্র তপস্যা করতে হবে। খুশির খোরাক খাও আর অতন্দ্র যোগ করো, তখনই তো সবাই আসতে পারবে। করবে? ক্লান্ত হয়ে যাবে না! খিদে পাবে না! সাতদিন খাবে না? সাতদিন খাবার পাবে না! বাপদাদা এই রকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করাতে চান না। তোমরা সহজযোগী তো না।

এই পরমাত্ম-মিলন কম ভাগ্য নয়! এই পরমাত্ম-মিলনের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য 'কোটির মধ্যে কেউ' তোমরা-আত্মাদেরই প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা! মিলিত হয়েছে তো না! ভক্তিতে তো জড় চিত্রের সাথে মিলন হয় আর এখানে চৈতন্য রূপে বাবা বাচ্চাদের সাথে মিলিত হন, আত্মিক বার্তালাপও করেন। তাহলে এই ভাগ্য কিছু কম! তবুও তোমরা সবাই লাকি, সময়ের গতি পরিবর্তন হতে থাকে। এখন তবুও আরামে বসে শুনছ। তোমাদের উন্নতির সাথে সাথে ভবিষ্যতে বৃদ্ধি হবে, তাহলে পরিবর্তন হবে তো না, তবুও তোমরা লাকি, কেননা 'টু লেট'-এর টাইমে আসনি। লেট-এর টাইমে এসেছ। সবাই তোমরা খুশি তো? আচ্ছা।

চতুর্দিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবিধাতার ভাগ্যবান আত্মাদের, সদা মনজিত-জগতজিত এর নিশ্চয় আর নেশায় থাকা, সদা সব গুণ, শক্তি আর জ্ঞানের অনুভাবী আত্মাদের, সদা বাবাকে সাথে রাখা কস্মাইন্ড স্বরূপ আত্মাদের, সদা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা সহজভাবে শ্রেষ্ঠ বানায়, এই রকম অতি সমীপ আর শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- বাণী আর মন্সা উভয়ের দ্বারা একসাথে সেবা করে সহজ সফলতামূর্ত ভব বাচা-র সাথে সাথে সঙ্কল্প শক্তির দ্বারা সেবা করা - এটা হলো পাওয়ারফুল অন্তিম সেবা। যখন মন্সা সেবা আর বাণীর সেবা দুইয়ের কস্মাইন্ড রূপ হবে তখন সহজে সফলতা হবে, এর থেকে দ্বিগুন রেজাল্ট বেরোবে। যারা বাণী-সেবা করে তারা তো অল্প হয়, বাকি যারা দেখভাল করে, যারা অন্য কার্যে থাকে তাদের মন্সা সেবা করা উচিত, এর দ্বারা বায়ুমন্ডল যোগযুক্ত হয়। প্রত্যেকে যেন মনে করে আমাকে সেবা করতে হবে তো বাতাবরণও পাওয়ারফুল হবে আর সেবাও ডবল হয়ে যাবে।

স্লোগান:- সদা একরস স্থিতির আসনে যদি বিরাজমান থাকো তবে অটল-অনড় থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent

1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;